বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৮ সংখ্যা-০৫ মে - ২০২৫

Shahida carries more than just brick chips -- she carries the weight of hope for a better future. Every day, she works at a construction site in Mohammadpur for over eight hours and makes Tk 450 a day to ensure her tenth-grade son can stay in school. Her husband remains in their village home, while she shoulders the family's dreams in the city. The photo taken on Rajia Sultana Road, Mohammadpur yesterday on Mother's Day. R DAS

সমকাল কালের কণ্ঠ THE FINANCIAL EXPRESS

BILS

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-৮/এ/ক (পঞ্চম তলা) রাজ্জাক ভিলা, রোড-১৩(নতুন) ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

ই-মেইল: bils@citech.net, www.bilsbd.org

সূচী :	৫১
শোভন কাজ	০৩ - ৮১
শ্রম বাজার	৮২ - ৯৯
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	১০০ - ১১৫
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	১১৬ - ১২১
আন্দোলন ও ধর্মঘট	১২২ - ১৩৯
সংবাদপত্রে বিল্‌স	১৪০ -১৫১

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ১ মে ২০২৫,

সম্পাদকীয়

মহান মে দিবস

বাস্তবায়িত হোক শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ

শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দিন ১ মে। মহান মে দিবস। ১৮৮৬ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে শ্রমিকেরা আট ঘণ্টা কর্মদিবসের দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে জীবন দিয়েছিলেন। সেই আত্মদানের পথ ধরেই পৃথিবীর দেশে দেশে শ্রমজীবী মানুষ ন্যায্য মজুরি, মানবিক আচরণ, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের দাবিতে এখনো আন্দোলন করছেন।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে আছে, 'রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।' স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরও রাষ্ট্র সেই দায়িত্ব পালন করতে পারেনি বলে শ্রমিক তথা মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রম করে যে মজুরি পান, তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমিকদের অসামান্য অবদান সত্ত্বেও তাঁরা ন্যায্য মজুরি ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে মজুরি সবচেয়ে কম। তৈরি পোশাকশিল্পসহ কিছু খাতে ন্যূনতম মজুরি বেঁধে দেওয়া হলেও অনেক খাতে নির্দিষ্ট মজুরি নেই। কম মজুরি দিয়ে ও অনিরাপদ কর্মপরিবেশে রেখে শ্রমিকদের কাছ থেকে উপযুক্ত কাজ আশা করা যায় না।

এবার বাংলাদেশে শ্রমিক দিবস পালিত হচ্ছে ভিন্ন পরিবেশে। গত বছর আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচারী শাসনের অবসান হওয়ার পর শ্রমিকদের সামনে যেমন নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তেমনি চ্যালেঞ্জও বাড়ছে। তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সূত্র অনুযায়ী, গত বছরের জানুয়ারি থেকে এ বছরের মার্চ পর্যন্ত ১৫ মাসে বিজিএমইএর সদস্য, এমন ১১৩টি কারখানা বন্ধ হয়েছে। এতে কাজ হারিয়েছেন ৯৬ হাজার ১০৪ জন। অন্য খাতের শিল্পকারখানার খবর আরও উদ্বেগজনক।

শ্রম আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি শ্রম সংস্কার কমিশন গঠন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। সংস্কার কমিশন তিন বছর পরপর শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ, অবকাশ, বার্ষিক মূল্যস্ফীতির ভিত্তিতে মজুরি সমন্বয়, ট্রেড ইউনিয়নের শর্ত শিথিল করা ও মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস করাসহ শ্রমিকদের সুরক্ষায় অনেকগুলো সুপারিশ করেছে।

যেসব কমিশনের সঙ্গে নির্বাচন ও রাজনীতি জড়িত, তাদের সুপারিশ বাস্তবায়নে রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রয়োজন। কিন্তু আরও অনেক কমিশনের মতো শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অন্তর্বর্তী সরকার বাস্তবায়ন করতে পারে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন জানিয়েছেন, শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করে শিগগিরই শ্রম আইন সংশোধন করা হবে। শ্রম আইন সংশোধন হলে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে আশা করা যায়।

মে দিবস উপলক্ষে রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক ফেডারেশনসহ বিভিন্ন সংগঠন পৃথক কর্মসূচি পালন করবে। কিন্তু এসব কর্মসূচি যেন নিছক আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমিত না থাকে। বাংলাদেশে মে দিবস পালন তখনই সার্থক হবে, যখন শ্রমিকেরা সব ধরনের শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত হবেন। মালিকদেরও মনে রাখতে হবে, শ্রমিকদের ঠকিয়ে শিল্পের বিকাশ কিংবা অর্থনীতির কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন করা যাবে না। শ্রমিক বাঁচলেই শিল্প বাঁচবে, আর শিল্প বাঁচলে দেশ বাঁচবে।

শ্রমিকদের অধিকার ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত হোক।

দৈনিক ইত্তেফাক

বৃহস্পতিবার
১৮ বৈশাখ ১৪৩২, ১ মে ২০২৫

মহান মে দিবস আজ

দিবস আসে দিবস যায়, শ্রমিকের দুঃখ বঞ্চনা যায় না

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

মে দিবসের ধাক্কা বিশ্বের শ্রমিকদের সংহতি যেমন বাড়িয়েছে, তেমনি তাদের ওপর শোষণের বিরুদ্ধেও প্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছে। মে দিবসের পথ ধরেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রমিকদের অধিকার, বিশেষ করে ন্যূনতম মজুরি, কাজের পরিবেশ, সুযোগ-সুবিধা—এসব ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। কিন্তু বিশ্বায়নের ফলে অর্থনৈতিক গতিশীলতা ও সমৃদ্ধি বাড়ার পাশাপাশি বেড়েছে বৈষম্য ও বঞ্চনা। বাংলাদেশের শ্রমিকদের, বিশেষ করে পোশাকশিল্প, জাহাজশিল্প, ইমারত নির্মাণ শিল্পসহ অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কর্মরত লাখো শ্রমিক উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও অন্যান্য অধিকার পান না। মৌলিক চাহিদা পূরণ করে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন জাতীয়ভাবে ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করা কিন্তু কাগজের সেই নিয়মের বাস্তবায়ন এখনো হয়নি। কেবল শ্রম-বৈষম্য নয়, শিক্ষা থেকে শুরু করে চাকরি ক্ষেত্রে বৈষম্য একপর্যায়ে ককটেলের মতোই বিস্ফোরিত হয়েছে! যে আন্দোলনের ঢেউ ছাত্র জনতাকে এক কাতারে শামিল করেছে রাজপথে। জীবন উৎসর্গ করেছে তরুণরা।

এমন বাস্তবতায় বঞ্চনা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অর্জিত নতুন প্রেক্ষাপটে নতুন বাংলাদেশে 'শ্রমিক-মালিক এক হয়ে, গড়ব এ দেশ নতুন করে' প্রতিপাদ্যে পালন করা হবে এবারের মহান মে দিবস। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের দিন আজ।

১৩৯ বছর আগে ১৮৮৬ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে শ্রমিকেরা কাজের সময়সীমা আট ঘণ্টা নির্ধারণ, কাজের উন্নত পরিবেশ, মজুরি বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিতে ধর্মঘট আহ্বান করেন। দাবি আদায়ের জন্য বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা সেদিন পথে নেমে এসেছিলেন।

অত্যন্ত বর্বর কায়দায় দমন করা হয়েছিল সেই শ্রমিক বিক্ষোভ। পুলিশের গুলিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন শ্রমিকেরা। সারা বিশ্ব সোচ্চার হয়ে উঠেছিল সেই ঘটনায়। শিকাগোর শ্রমিকদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে দৈনিক কাজের সময় আট ঘণ্টা করার দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর পর থেকে দিনটি মে দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রধান উপদেষ্টা এক বাণীতে বলেছেন, বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করতে দেশব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদায় 'মহান মে দিবস-২০২৫' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দৈনিক আট ঘণ্টা শ্রম, ন্যায্য মজুরি ও শ্রমের মর্যাদা আদায়ের লক্ষ্যে ১৮৮৬ সালের ১ মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের 'হে' মার্কেটে শ্রমিকদের রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিক ও শ্রমের মর্যাদা সম্মানের সঙ্গে বিশ্বময় স্বীকৃতি লাভ করে। এ দিবসে আদায় হয়েছে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার। সে প্রেক্ষাপটে এটি শুধু একটি সাধারণ দিবস নয়, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন-সংগ্রামের অনুপ্রেরণার উৎস।

বাসস জানায়, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শ্রম অধিকার রক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়নে শ্রম সংস্কার কমিশন গঠন করে। গত ১৭ নভেম্বর বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিআইএলএস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদকে প্রধান করে ১০ সদস্যের একটি শ্রম সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন শ্রম বিষয়ে অংশীজন ও বিভিন্ন সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মতবিনিময় করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করে।

কর্মসূচি : মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে শ্রমিক সমাবেশ, লাল পতাকা মিছিল, আলোচনা সভা, সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ ৯ দফা দাবিতে সকাল ১০টায় তোপখানা রোডের মেহেরবা প্লাজার সামনে শ্রমিক সমাবেশের আয়োজন করেছে। বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলন, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, নয়াগণতান্ত্রিক গণমোর্চা, গণমুক্তি ইউনিয়ন ইউনাইটেড পিপলস্ ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, বাংলাদেশের সোশালিস্ট পার্টি, জাতীয় গণফ্রন্ট, শহীদ বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিক স্মৃতি সংসদ ও জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ বেলা ১১টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মে দিবসের সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করেছে, ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ (ইনসাব) সকাল সাড়ে ৯টায় শ্রমিক সমাবেশ, আলোচনাসভা ও র‌্যালি করবে। উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী সত্যেন সেন চত্বরে বেলা ১১টায় সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গণসংগীত সমন্বয় পরিষদ বিকাল ৫টায় শিল্পকলা একাডেমির নন্দন মঞ্চে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

সমকাল বৃহস্পতিবার। ১ মে ২০২৫

শ্রম আদালতে ঝুলছে ২২ হাজার মামলা

আবু সালেহ রনি

বিচারক সংকট

মামলা ব্যবস্থাপনাও সেকেলে

৬০ দিনের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তির কথা

তবে বছর গুনতে হয় শ্রমিককে

সরকারের নানামুখী উদ্যোগ সত্ত্বেও শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল এবং ১৩টি শ্রম আদালতে মামলাজট কমছে না। মামলার তুলনায় নিষ্পত্তি কম হওয়ায় বাড়ছে জট। আইন অনুযায়ী ৬০ দিনের মধ্যে শ্রম আদালতে মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার কথা। তবে ১৩টি শ্রম আদালতে ৬ মাসের বেশি হয়েছে এমন ১৩ হাজার ৪০২টি মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায়।

শ্রম মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, গত মার্চ মাসে সব শ্রম আদালত ও ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলা ছিল ২২ হাজার ৭৩৭টি। ওই মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে ৭৮৮টি মামলা। এর মধ্যে ৬টি বিভাগীয় শ্রম আদালতে বিচারাধীন ৫০৫টি মামলা। ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত দেশের সব শ্রম আদালতে বিচারাধীন ছিল ২১ হাজার ৬১টি মামলা।

বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা, বিচারক সংকট, মামলা ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তি ব্যবহার না করা এবং আইনজীবী ও মালিকপক্ষের বারবার সময় নেওয়ার প্রবণতার কারণে মামলা নিষ্পত্তির গতি কমে গেছে।

এ প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনজিল মোরসেদ সমকালকে বলেন, 'কয়েকটি শ্রম আদালতে বিচারকের সংখ্যা মামলার তুলনায় অপ্রতুল। অনেক সময় মামলার নথি প্রস্তুত বা সাক্ষী হাজির করার প্রক্রিয়াও দীর্ঘ হয়, যে কারণে মামলা নিষ্পত্তিতে গড়ে ৩ থেকে ৫ বছর লেগে যাচ্ছে।' তাঁর মতে, মামলার আধিক্য অনুযায়ী শ্রম আদালতের কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন। তা না হলে শ্রম আদালতের প্রতি শ্রমিক-মালিক উভয় পক্ষ আস্থা হারাবে। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় শ্রম আইন দ্রুত যুগোপযোগী করা প্রয়োজন।

ঢাকার আদালতে ভয়াবহ জট

পরিসংখ্যান বলছে, শ্রমিকদের করা ১০ হাজার ৫৮৯টি মামলা ঢাকার তিনটি শ্রম আদালতে ঝুলে রয়েছে। মার্চ মাসের তথ্যানুযায়ী, ঢাকার ১ম শ্রম আদালতে বিচারাধীন ৪ হাজার ৬৭৬টি মামলা। ওই মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র ৭১টি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রম আদালতে বিচারাধীন যথাক্রমে ৩ হাজার ২৯৯ এবং ২ হাজার ৬১৪টি মামলা। নিষ্পত্তি হয়েছে যথাক্রমে ১২৫ ও ৭৩টি।

চট্টগ্রামের চিত্র অনেকটা একই রকম। প্রথম শ্রম আদালতে ১ হাজার ৩৭৬টি এবং দ্বিতীয় আদালতে ৫৫৪টি মামলা বিচারাধীন। চট্টগ্রামে মোট বিচারাধীন ১ হাজার ৯৩০টি মামলার মধ্যে মার্চ মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র ১৭টি। ওই মাসে হয়েছিল ৫২টি মামলা। এ ছাড়া নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরের শ্রম আদালতে যথাক্রমে ২ হাজার ১৩৩ এবং ৫ হাজার ৫২৮টি মামলা বিচারাধীন। মার্চ মাসে এ দুই আদালতে নিষ্পত্তি হয় ৪২৩টি মামলা; একই সময়ে করা হয়েছিল ২০৮টি মামলা।

অন্য ৬টি আদালতের চিত্র

বর্তমানে খুলনায় ৯১টি, রাজশাহীতে ৭৩, রংপুরে ৭৫, সিলেটে ৪৮, কুমিল্লায় ১৫২ এবং বরিশালে ৬৬টি মামলা বিচারাধীন। এ ৬টি বিভাগীয় শ্রম আদালতে সব মিলিয়ে বিচারাধীন ৫০৫টি মামলা।

শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালেও ঝুলছে অনেক মামলা

শ্রম আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া মামলার রায় বা যে কোনো আদেশের বিরুদ্ধে মালিক বা শ্রমিকের আপিল করার সুযোগ আছে। এজন্য আইন অনুযায়ী ঢাকায় গঠিত হয়েছে একমাত্র শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল। একটিমাত্র ট্রাইব্যুনাল থাকায় দেশের বিভাগীয় বা জেলা আদালতে মামলা নিষ্পত্তি হলেও এর বিরুদ্ধে আপিল দায়ের বা শুনানির জন্য সংক্ষুব্ধ পক্ষকে (মালিক বা শ্রমিক) ঢাকায় আসাতে হয়। তবে অনেক শ্রমিকই ঢাকায় এসে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেত উৎসাহী হন না। আবার মামলা জটের কারনেও শ্রম আদালতে পদে পদে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে শ্রমিকদের। একইভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো শ্রম আদালত ও আপিল ট্রাইব্যুনালের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রিট করে স্থগিতাদেশ নিয়ে বছরের পর বছর মামলা ঝুলিয়ে রাখে। এতেও বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হয় এবং শ্রমিকরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হন।

শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে বর্তমানে ১ হাজার ২২৩টি মামলা বিচারাধীন। এর মধ্যে ৪১টি মামলা হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিত রয়েছে। এ ছাড়া ৬ মাসের বেশি হয়েছে এমন মামলা শ্রম আপিল ট্রাইব্যুন্যালে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে ৮২২টি।

বিচার পেতে বছর গুনছেন শ্রমিকরা

রূপগঞ্জের গার্মেন্ট শ্রমিক মনিরা আক্তার বকেয়া বেতন ও ছাঁটাইয়ের ক্ষতিপূরণ দাবিতে ২০১৮ সালে ঢাকার দ্বিতীয় শ্রম আদালতে মামলা করেন। এখন পর্যন্ত পাঁচবার বিচারক বদল হয়েছে এবং মামলার সাক্ষ্য পর্বই শেষ হয়নি। মনিরা বলেন, 'আগে মামলার খোঁজখবর রাখতাম। শুধু তারিখ দেয়। বিচারক থাকেন না। মালিকপক্ষের আইনজীবীও বারবার সময় নেন। এখন আর খবর নিই না। সারাদিন আদালতে ঘুরলে চাকরি থাকত না।'

জনবল সংকট

আপিল ট্রাইব্যুনাল ও ১৩টি শ্রম আদালতে বর্তমানে ৫৮টি পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে ৭টি শ্রম আদালতে রেজিস্ট্রারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য। তাই এসব আদালতে আদেশের অনুলিপি সংগ্রহ, মামলা করা, কার্যতালিকায় অন্তর্ভুক্তি করাসহ নানা ক্ষেত্রে মামলা-সংশ্লিষ্টদের ভোগান্তি হচ্ছে। শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার মো. হেদায়েতুল ইসলাম সমকালকে বলেন, শূন্য পদ পূরণে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)-এর আইন উপদেষ্টা (অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ) এসএম রেজাউল করিম বলেন, 'শ্রম মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য মালিক ও শ্রমিকপক্ষকে সচেতন হতে হবে। আইনে বলা আছে, সর্বোচ্চ ১৮০ দিনের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করতে হবে। বাস্তবে তা হয় না। আইনজীবীরাও মামলা দীর্ঘায়িত করেন। অনেক সময় শ্রমিকপক্ষ উপস্থিত থাকে, অথচ মালিকপক্ষ বারবার সময় নেয়।'

তিনি আরও বলেন, শ্রম আইন সংশোধনের বিষয়টিও দীর্ঘদিন ঝুলে আছে। এটি দ্রুত হওয়া প্রয়োজন।'

এ প্রসঙ্গে শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব এএইচএম সফিকুজ্জামান সমকালকে বলেন, 'শ্রম আইন সংশোধনের জন্য আমরা চার-পাঁচ মাস ধরে কাজ করছি। আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে আইনটি সংশোধন করা হচ্ছে। শ্রম কমিশন ইতোমধ্যে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। আমরা সেটি এবং খসড়া আইন পর্যালোচনা করছি। আশা করছি, জুলাই-আগস্টের মধ্যে নতুন আইন প্রণীত হবে।' সচিব আরও বলেন, 'শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা, আদালত পুনর্বিন্যাস ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) ব্যবস্থার কথা নতুন আইনে থাকছে। এতে হয়রানি কমবে।'

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ১ মে ২০২৫

মে দিবস

আরও বিস্তৃত হয়েছে শ্রমিকের সংগ্রামের জমিন

জাভেদ হুসেন

মে দিবস। পৃথিবীর খেটে খাওয়া মানুষের দিন। ১৮৮৬ সালের ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরে আট ঘণ্টা শ্রমদিবসের দাবিতে রাস্তায় নেমেছিলেন শ্রমিকেরা। পুলিশের গুলিতে বহু মানুষ প্রাণ হারান। কিন্তু সেই রক্তের বিনিময়েই কাগজে-কলমে হলেও প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রমের মর্যাদা, নির্ধারিত কর্মঘণ্টা, ন্যায্য মজুরি ও সংগঠনের অধিকার। একসময় এসব দাবিই রূপ নেয় আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের ভিত্তিতে।

কিন্তু ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে আমরা যখন এই দিনে ফিরে তাকাই, তখন প্রশ্ন আসে, এখনো কি সেই সব দাবি প্রাসঙ্গিক? আজকের দুনিয়ায় পুঁজি এক ক্লিকে দেশান্তরিত হয়, কারখানা গড়ে ওঠে যেখানে মজুরি কম এবং আইনের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল। মানুষ এখন আর কেবল শ্রমিক নয়; তাঁদের বলা হচ্ছে 'ফ্রিল্যান্সার', 'কন্ট্রিবিউটর', 'পার্টনার'।

আসলে এদের অনেকেই এক নতুন ধরনের দিনমজুর; যাঁদের নেই নিরাপত্তা, নেই সুনির্দিষ্ট অধিকার। কাজ করছেন তাঁরা—কখনো রাস্তায় খাবার পৌঁছে দিয়ে, কখনো কম্পিউটারে চ্যাটবট প্রশিক্ষণ দিয়ে, আবার কখনো অ্যালগরিদম পরিশোধনে; কিন্তু কেউই প্রাতিষ্ঠানিক কর্মী নন। তাঁরা জানেন না যে তাঁদের কাজের ফল কোথায় যাবে, কীভাবে ব্যবহৃত হবে।

এই ব্যবস্থার একটি বড় উদাহরণ হচ্ছে অ্যামাজন। তাদের গুদাম ও সরবরাহ চেইনে রোবট, ড্রোন ও এআই প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমেই বাড়ছে। শ্রমিকেরা সেখানে নির্ধারিত সময়ের বেশি কাজ করতে বাধ্য হন, মেশিনের গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। অথচ যখন তাঁরা সংগঠিত হতে চান, তখন কোম্পানির বিরুদ্ধে ওঠে লবিং, বিরোধিতা, ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ। ২০২৩ সালে অ্যামাজনের একাধিক গুদামে ইউনিয়ন গঠনের চেষ্টাকে রুখে দিতে কোম্পানিটি কোটি কোটি ডলার খরচ করে আইনি দল গঠন করে।

শুধু অ্যামাজন নয়, গোটা দুনিয়াতেই শ্রমের এক নতুন রূপ তৈরি হচ্ছে—ডিজিটাল ও প্ল্যাটফর্মভিত্তিক শ্রম। এই ব্যবস্থায় শ্রমিকেরা কাজ করেন উবার, ফুডপান্ডা, আপওয়ার্ক বা ফাইভারের মতো অ্যাপে যুক্ত হয়ে। অথচ তাঁদের নেই কোনো কর্মস্থল, নেই কর্মঘণ্টার নিশ্চয়তা, নেই অসুস্থতার ছুটি বা পেনশনের মতো সামাজিক সুরক্ষা। বাস্তবে তাঁরা একা, বিচ্ছিন্ন। প্রতিযোগিতার চাপে তাঁদের ঠেলে দেওয়া হয় অনিরাপত্তার ভেতর।

২০২৩ সালের একটি আন্তর্জাতিক জরিপে দেখা যায়, উন্নয়নশীল দেশের অন্তত ৮০ শতাংশ গিগ-ওয়ার্কার দিনে ১০ ঘণ্টার বেশি কাজ করেন। অথচ তাঁদের দুই-তৃতীয়াংশ মাস শেষে কোনো নির্দিষ্ট ন্যূনতম মজুরি পান না। গ্লোবাল গিগ ইকোনমির এই বাস্তবতা বাংলাদেশেও দৃশ্যমান। আমাদের শহরগুলোয় এখন হাজারো বাইক বা সাইকেলচালক কাজ করছেন খাবার কিংবা পণ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য, কিন্তু তাঁরা কেউই প্রাতিষ্ঠানিক কর্মী নন।

এর পাশাপাশি আরও একটি বড় পরিবর্তন এনেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উত্থান। প্রশ্ন উঠেছে, এআই কি শ্রমিকের বন্ধু, না প্রতিদ্বন্দ্বী? যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার এক গবেষণা অনুযায়ী, আগামী পাঁচ বছরে এআই কমপক্ষে ৮০ কোটি মানুষের কাজের ধরন পাল্টে দেবে। এর মধ্যে প্রায় ৩০ কোটি মানুষ সম্পূর্ণভাবে কাজ হারাতে পারেন। হোয়াইট কলার পেশাগুলো যেমন হিসাবরক্ষণ, গ্রাহকসেবা, এমনকি সাংবাদিকতার কাজও এই প্রযুক্তির কারণে সংকটে পড়ছে।

> মে দিবস আজও জীবিত; কিন্তু তার সংগ্রামের মাঠ আরও বিস্তৃত হয়ে গেছে। তা এখন শুধু কারখানার ফটক নয়; সার্ভার রুমে, ডেটা সেন্টারে, কোড লাইনে, ক্লাউড সিস্টেমে। কিন্তু যেখানেই হোক শ্রমিক তো সে-ই, যাঁর শ্রমে পৃথিবী চলে, যাঁকে ছাড়া কিছুই চলে না

কিন্তু এই নতুন কাজের মালিকানা কার হাতে? শ্রমিকদের নয়, রাষ্ট্রেরও নয়—এই ক্ষমতা এখন করপোরেট অলিগার্কদের হাতে কেন্দ্রীভূত। যুক্তরাষ্ট্রে ইলন মাস্ক, জেফ বেজোস, মার্ক জাকারবার্গদের মতো প্রযুক্তি ধনকুবেরেরা শুধু প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রকই নন, তাঁরা রাজনীতিতেও সরাসরি প্রভাব ফেলছেন। করপোরেট লবিংয়ের মাধ্যমে আইন তৈরির পেছনে তাঁদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে; যেমন ট্যাক্স ছাড়, শ্রম আইন শিথিলকরণ বা প্রতিযোগিতা নীতির ধ্বংস।

বাংলাদেশেও দৃশ্যপট খুব আলাদা নয়। তৈরি পোশাকশিল্পে প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক কাজ করেন, যাঁরা দেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি খাতের ভিত্তি। কিন্তু তাঁরা এখনো ন্যূনতম মানবিক মজুরি পান না। গত বছর শ্রমিকেরা ন্যূনতম ২৩ হাজার টাকা মজুরি চাইলেও সরকার তা নামিয়ে ১২ হাজারে নিয়ে আসে। আন্দোলনের জবাবে আসে পুলিশি দমন, ধরপাকড়, ভয়ের পরিবেশ। মালিকেরা নতুন প্রযুক্তি বসিয়ে আরও কম শ্রমিক দিয়ে আরও বেশি উৎপাদন নিশ্চিত করবেন। আগে-পরে এটা অবধারিত।

এই প্রেক্ষাপটে মে দিবস আজ আমাদের সামনে এক নতুন প্রশ্ন তোলে—শ্রমিক আসলে কে? তাঁর অধিকার কী? আর লড়াইটা কিসের জন্য?

যদি শ্রমিকের সংজ্ঞাই বদলে যায়, তাহলে লড়াইয়ের রূপও কি পাল্টাতে হবে না? একসময়ের আট ঘণ্টার কাজের দাবি এখন হয়তো পুরোনো মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে বহু মানুষ এখনো দিনে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা কাজ করছেন। কেউ কাজ পাচ্ছেন না, কেউ কাজ করেও মাস শেষে ঠিকমতো পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না। কেউ এমন এক ধরনের ডিজিটাল শ্রম করছেন, যার নিয়ন্ত্রণ বা মালিকানা তাঁর নয়, তিনি জানেনই না যে কার জন্য কাজ করছেন।

তাই আজ মে দিবস শুধু অতীত স্মরণের দিন নয়—এটি ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনারও দিন। এটি নতুন ধরনের দাবির জায়গা—ডিজিটাল শ্রমের স্বীকৃতি, গিগ-ওয়ার্কারদের অধিকার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিয়ে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দাবি। আর অবশ্যই আমাদের মতো দেশে গায়ে খাটা শ্রমের ন্যায্য মজুরির দাবি।

মে দিবস আজও জীবিত; কিন্তু তার সংগ্রামের মাঠ আরও বিস্তৃত হয়ে গেছে। তা এখন শুধু কারখানার ফটক নয়, সার্ভার রুমে, ডেটা সেন্টারে, কোড লাইনে, ক্লাউড সিস্টেমে। কিন্তু যেখানেই হোক, শ্রমিক তো সে-ই, যাঁর শ্রমে পৃথিবী চলে, যাঁকে ছাড়া কিছুই চলে না।

এই সত্য যত দিন থাকবে, মে দিবস তত দিন থাকবে; নতুন প্রশ্ন নিয়ে, নতুন লড়াই নিয়ে।

● **জাভেদ হুসেন** প্রথম আলোর সম্পাদকীয় সহকারী

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
১৮ বৈশাখ ১৪৩২, ১ মে ২০২৫

সংস্কার কমিশনের সুপারিশ ও শ্রম অধিকার

ড. হারুন রশীদ

এবারের মে দিবস এসেছে ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে। সংস্কারের ডামাডোলে শ্রম সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে। সেই কমিশন ইতিমধ্যে রিপোর্টও দিয়েছে। এবং রিপোর্টে শ্রম অধিকারের বিষয়গুলো নতুন করে উচ্চারিত হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গত ১৭ নভেম্বর বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিআইএলএস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদকে প্রধান করে ১০ সদস্যের একটি শ্রম সংস্কার কমিশন গঠন করে। সবার জন্য নিরাপদ কাজ, স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ তৈরির জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত কাঠামো ও নীতিমালা সর্বজনীন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এবং হালনাগাদ করার সুপারিশ করেছে শ্রম সংস্কার কমিশন।

নিরাপদ কাজ, স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশ ও শ্রমিকের স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছে, 'সবার জন্য নিরাপদ কাজ, স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ তৈরি করার জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত কাঠামো ও নীতিমালা সর্বজনীন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এবং হালনাগাদ করা। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধন করে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংজ্ঞা ও বিধান আধুনিকায়ন, ঝুঁকিপূর্ণ কাজ চিহ্নিত করে সুরক্ষা ও ঝুঁকি ভাতা নিশ্চিত, সেইফটি কমিটি গঠন ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা।'

সুপারিশে আরো বলা হয়েছে, 'কৃষিশ্রমিকদের আইনি কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তি, আধুনিক চ্যালেঞ্জ (এআই, ডিজিটাল, অতিমারি, জলবায়ু পরিবর্তন) মোকাবিলায় নীতিমালা হালনাগাদ, জাতীয় শিল্প-স্বাস্থ্য-সেইফটি কাউন্সিল কার্যকরকরণ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাবিষয়ক পৃথক আইন ও কর্তৃপক্ষ গঠন করা। আইএলও কনভেনশন ১৫৫, ১৮৭ ও ১৯০ অনুস্বাক্ষরের মাধ্যমে শ্রমিকদের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।'

বিশ্বব্যাপী শ্রমিক অধিকারের দিন হিসেবে মে দিবস পালন করা হয়। দিবসকেন্দ্রিক আনুষ্ঠানিকতায় যতটা জোরেশোরে শ্রমিক অধিকারের কথা উচ্চারিত হয়, বাস্তবের সঙ্গে তার বিস্তর ব্যবধান। বাস্তবতা হচ্ছে, শ্রমিকদের বঞ্চনার ইতিহাস নতুন নয়। দেশে দেশে, কালে কালে নানাভাবে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষ।

সভ্যতার চাকা এগিয়েছে শ্রমদানকারী শক্তির শ্রম, ঘাম আর রক্তের ওপর দিয়ে। এ প্রেক্ষাপটে একজন শ্রমিক অবশ্যই মূল্যায়িত হবে তার অবস্থান থেকেই। কিন্তু শ্রমিকের ইতিহাস বঞ্চনার ইতিহাস। অথচ শ্রমিকের ঘামে-শ্রমেই ঘোরে কলকারখানার চাকা, ওঠে ইমারত, বাড়ে উৎপাদন।

কলকারখানাগুলোতে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। যখন তখন চাকরিচ্যুতি, ন্যায্য মজুরি না পাওয়া, নারী-পুরুষ লিঙ্গভেদে মজুরির বৈষম্য, সঠিক কর্মপরিবেশ না থাকাসহ রয়ে গেছে অনেক অসুবিধা। কর্মস্থলের পরিবেশ নিয়েও রয়েছে অভিযোগ। অনেক ফ্যাক্টরির কাজের পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত নয়। ঝুঁকিমুক্ত নয়। অনেক ক্ষেত্রে বেতন-ভাতা আদায়ের জন্য রাস্তায় নামতে হয় তাদের। পুলিশের লাঠিপেটা, মালিকের চোখরাঙানি, চাকরিচ্যুতির ভয়। এ যেন অমোঘ নিয়তি। বাংলাদেশে সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় আছে শিশুশ্রমিকরা। শিশুশ্রম আইনগতভাবে স্বীকৃত নয়। কিন্তু বিশ্বের কোনো দেশই শিশুশ্রমের বাইরে নয়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এ সমস্যা আরো প্রকট। শিশুশ্রম অপেক্ষাকৃত সস্তা এবং সহজলভ্য হওয়ায় বাংলাদেশের শিশুশ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। অপরাধমূলক ও অনৈতিক কাজের সঙ্গে তাদের যুক্ত করা হচ্ছে জোর করে। বলা হয়ে থাকে, আজকের শিশুই আগামী দিনের সম্পদ। অধিকারবঞ্চিত এসব শিশুকে মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে না পারলে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন কি আদৌ সম্ভব? অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে গার্মেন্ট সেক্টর শিশুশ্রমমুক্ত করা গেছে। তাহলে অন্যান্য সেক্টর শিশুশ্রমমুক্ত করতে বাধা কোথায়? বাংলাদেশে নারী শ্রমিকরাও বৈষম্যের শিকার। নারী-পুরুষ সমতার বিশ্ব গড়ে ওঠার কথা থাকলেও শুধু নারী হওয়ার কারণে একই শ্রমের ক্ষেত্রে পুরুষ শ্রমিক ও নারী শ্রমিকের মজুরি পার্থক্য রয়ে গেছে। বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান উৎস জনশক্তি রপ্তানি। বিদেশের মাটিতে ঘাম-শ্রম ঝরিয়ে লাখ লাখ প্রবাসী এ দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখছে। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে, এসব শ্রমিকের অনেকেই বিদেশের মাটিতে গিয়ে নানা রকম প্রতারণার শিকার হন। এ অবস্থায় শ্রমিকরা যাতে প্রতিশ্রুত বেতন পান, সেটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার কথা। অভিযোগের তিরটা সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশি দূতাবাসের প্রতিও। বাংলাদেশি শ্রমিক অধ্যুষিত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় বাংলাদেশ দূতাবাসের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে শ্রমিকদের সমস্যাদি দেখা। কিন্তু সমস্যা দেখা তো দূরের কথা, শ্রমিকরা তাদের সমস্যা জানাতে গিয়ে দূতাবাস কর্মকর্তাদের দেখাটা পর্যন্ত পান না।

আশার কথা হচ্ছে, শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য ইন্টারনাল কমিটি গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন শ্রম কর্মসংস্থান এবং নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন।

বস্তুত দিনদিন শ্রমিক অধিকারের বিষয়টি নতুন মাত্রা পাচ্ছে। এজন্য মে দিবসও আসছে নতুন ধ্যানধারণা নিয়ে। একসময় কেবল সংগঠিত শিল্পশ্রমিকদের কাছেই এ দিবসের আবেদন ছিল। তারা সমাজবিপ্লবের স্বপ্ন বাস্তবায়নে এ দিনে নতুন করে শপথ গ্রহণ করতেন। শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে নতুন ও জোরদার লড়াইয়ের ডাক দিতেন। কিন্তু এখন এর পরিসর আরো ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত হয়েছে। শুধু কলকারখানার শ্রমিক নন, কায়িক শ্রমে যুক্ত সবার কাছেই মে দিবস অনুপ্রেরণার দিন। এমনকি কৃষি খাতে নিযুক্ত মজুরদের কাছেও পৌঁছে গেছে এ দিবসের মর্মবাণী— কাজের সময় আট ঘণ্টা হতে হবে।

● লেখক : সাংবাদিক, কলামিস্ট

কালের কণ্ঠ
। বৃহস্পতিবার । ১ মে ২০২৫ ।

শ্রম আইনের সুরক্ষা পাচ্ছেন না শ্রমিক

এম সায়েম টিপু ▷

শ্রমজীবী মানুষের শ্রমে আর ঘামে দেশের অর্থনীতির চাকা ঘুরলেও বছরের পর বছর তাঁরা উপেক্ষিত। ফলে মে দিবসের চেতনার ১৪০ বছর পর তাঁদের ভাগ্যের চাকার তেমন পরিবর্তন হয়নি। এখনো ন্যূনতম মজুরির দাবিতে রাস্তায় নামতে হয় শ্রমিকদের। মালিকের স্বেচ্ছাচারিতায় যখন-তখন চাকরি হারাতে হয়। এমন প্রেক্ষাপটে শ্রমজীবী মানুষের জন্য মহান মে দিবসের চেতনা এখনো অধরা।

শ্রম খাত বিশ্লেষকরা বলেন, শ্রমিকদের অধিকারের জন্য আইন থাকলেও সেই আইনও সীমাবদ্ধ। সব আইন এখন একটি খাতের ওপর সীমাবদ্ধ। সেটা হচ্ছে তৈরি পোশাক শিল্প। এ ছাড়া অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতগুলো পুরোটাই অবহেলিত। তাই দেশের শ্রম অর্থনীতির বর্তমান অবস্থার খোলনলচে বদলানো না গেলে অর্থনীতি ও সমাজ স্থবির হয়ে যাবে।

এমন প্রেক্ষাপটে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আজ পালিত হচ্ছে মহান মে দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য 'শ্রমিক-মালিক এক হয়ে, গড়ব এ দেশ নতুন করে'।

১৮৮৬ সালের ১ মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে শ্রমের মর্যাদা, শ্রমের মূল্য এবং দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলনে শ্রমিকরা যে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন, তাঁদের সেই আত্মত্যাগের সম্মানে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে দিবসটি শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের দিন হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

দিবসটির গুরুত্ব তুলে ধরে গণমাধ্যমগুলো আজ বিভিন্ন লেখা প্রকাশ ও অনুষ্ঠান প্রচার করবে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশে আজ জাতীয় ছুটির দিন। আরো অনেক দেশে এটি বেসরকারিভাবে পালিত হয়।

দিবসটির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বিশ্বজুড়ে শ্রমিক শ্রেণির মাঝে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। মালিক-শ্রমিক সম্পর্কে এই দিবসের তাৎপর্য ও প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এতে শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় নেমে আসে আট ঘণ্টায়। সারা বিশ্বের শ্রমিকরা তাঁদের শ্রমের উপযুক্ত মর্যাদা পেতে শুরু করেন। বিশ্বের ইতিহাসে সংযোজিত হয় সামাজিক পরিবর্তনের নতুন অধ্যায়। মে দিবসের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে শ্রমজীবী মানুষের জীবনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়, এতে ধীরে ধীরে লোপ পেতে শুরু করে সামাজিক শ্রেণিবৈষম্য। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রম শাখার এক স্মারকে শ্রমিককে চাকরিচ্যুতি, ছাঁটাই এবং মহান মে দিবসে কারখানা বন্ধ রাখা প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে, যৌক্তিক কারণ এবং শ্রম আইনের প্রতিপালন ছাড়া শ্রমিক চাকরিচ্যুত/ছাঁটাই করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে শ্রমিক চাকরিচ্যুত/ছাঁটাই করার আগে স্থানীয় প্রশাসন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শিল্পাঞ্চল পুলিশ এবং বিজিএমইএর ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। শ্রম আইন মেনে শ্রমিককে চাকরিচ্যুত/ছাঁটাই করা না হলে মালিকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্মারকে বলা হয়, মহান মে দিবসে সব কারখানা/প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখতে হবে। কোনো কর্তৃপক্ষ মে দিবসে কারখানা খোলা রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। শ্রম শাখার উপসচিব মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এ স্মারক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় পটপরিবর্তনের পর শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে অন্তর্বর্তী সরকার জাতীয় শ্রম সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। সেই কমিশন একটি সুপারিশ করেছে। তবে এটা কখন আলোর মুখ দেখবে, তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। কারণ বৈশ্বিক চাপে শ্রম আইন ২০১৩, ২০১৮-তে সংশোধন করা হলেও মালিকদের চাপে শ্রমিকরা আইনের সুরক্ষা পাননি। প্রাতিষ্ঠানিক খাতের মধ্যে পোশাক খাতে কিছুটা পরিবর্তন এলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত পুরোটাই অবহেলিত। এ জন্য শ্রম সংস্কার কমিশন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করার সুপারিশ করেছে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ১ মে ২০২৫
১৮ বৈশাখ ১৪৩২

মে দিবস অমর হোক

শতফুল ফুটতে দাও

ড. মাহবুব উল্লাহ্

ঐতিহ্যগতভাবে, ১ মে হলো ইউরোপীয় বসন্তকালীন মে দিবসের উৎসবের তারিখ। ১৮৮৯ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক কংগ্রেস, সমাজতান্ত্রিক এবং মার্কসবাদী দলগুলোর জন্য দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা করে। এটি ৮ ঘণ্টা কর্মদিবসের শ্রমিক শ্রেণির দাবির সমর্থনে 'মহান আন্তর্জাতিক বিক্ষোভ' করার জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার কর্তৃক ১ মে তারিখটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি সাধারণ ধর্মঘট হিসাবে স্মরণ করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। স্মর্তব্য, ১৮৮৬ সালের ১ মে শিকাগো নগরীর হে মার্কেটে শ্রমিকরা দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করে। এ বিক্ষোভ থেকে এজেন্ট প্রভোকেটিয়াররা পুলিশের ওপর উসকানিমূলক হামলা চালালে পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে নিহত হন বেশ কয়েকজন শ্রমিক। পুলিশ শ্রমিকদের বিরুদ্ধে বোমা হামলার অভিযোগে মামলা করলে আদালত স্যামুয়েল ফিল্ডেন, আলবার্ট পারসনস, লুই লিনগ, অগাস্ট স্পাইস, এডলফ ফিশার এবং জর্জ এঞ্জেলকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এছাড়া অস্কার নিব ১৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। হে মার্কেটের ঘটনাটি ইতিহাসের একটি বড় বিতর্কের অংশ হয়ে আছে। কারা ন্যায়ের পক্ষে, শ্রমিক-জনতা, না পুলিশ সে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। তবে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বেশির ভাগ দেশের মানুষের সহানুভূতি হে মার্কেটকেন্দ্রিক মে দিবসের বিক্ষোভকারীদের প্রতি। তারা রক্ত দিয়ে এবং ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণির একটি বড় দাবি প্রতিষ্ঠিত করে গেছে। আজ যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সব দেশে ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস হিসাবে পালিত হয়। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নয়। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবার 'লেবার ডে' হিসাবে পালিত হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড ১ মে দিবসটির সঙ্গে মার্কসবাদীদের সংশ্লেষ রয়েছে মনে করে শ্রমিক দিবস পালনের জন্য ভিন্ন একটি দিন নির্ধারণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি প্রতিষ্ঠানে মার্কসবাদীদের প্রতি এতই ঘৃণা রয়েছে যে, মার্কিন এস্টাবলিশমেন্ট ১ মে'র সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পর্ক রাখতে নারাজ। ১৮৮৯ সালে সমাজতান্ত্রিক ও ট্রেড ইউনিয়ন গ্রুপগুলো আন্তর্জাতিক ফেডারেশন শ্রমিকদের সমর্থনে ও হে মার্কেট শহিদদের স্মরণে ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।

ইউরোপে ঐতিহ্য অনুযায়ী ১ মে পালিত হতো মূর্তি পূজারিদের উৎসব হিসাবে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে দিবসটি আধুনিক আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে পরিণত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন সমাজতন্ত্র ছিল, তখন তারা ১ মে ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করে। তারা মনে করতেন, মে দিবস পালনের মধ্য দিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সাবেক পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে অত্যন্ত উচ্চমাত্রার সামরিক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হতো এ দিবসটিতে। মস্কোর রেড স্কয়ারে সোভিয়েত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা এই কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ করতেন। এ কুচকাওয়াজের উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক শক্তিমত্তা প্রদর্শন। জার্মানিতে ১৯৩৩ সালে শ্রমিক দিবসটি নাজি পার্টির ক্ষমতা গ্রহণের পর সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়েছিল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, ছুটির ঘোষণার পর নাজি জার্মানিতে স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন উচ্ছেদ করা হয়, আর এভাবেই জার্মানিতে হিটলার শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস করে দেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে কমিউনিস্ট শাসনের পতন হলে গোটা অঞ্চলজুড়ে মে দিবসের উৎসব গুরুত্ব হারায়। তা সত্ত্বেও বিশ্বের অনেক দেশেই মে দিবস সরকারি ছুটির দিন এবং দিবসটিতে পিকনিক ও ভোজসভা অনুষ্ঠিত হয়। এর পাশাপাশি শ্রমিক ও শ্রমিক স্বার্থের সমর্থনে বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়।

ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের প্রথম শতাব্দীতে শ্রমিক শ্রেণির জীবন ছিল অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত। নারী, শিশুসহ শ্রমিকরা দৈনিক খুব স্বল্প মজুরিতে ১৬ ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য থাকত। তাদের শৃঙ্খল ছাড়া হারানোর কিছু ছিল না। অনেক ইউরোপীয় আমার কাছে স্বীকার করেছেন, তৎকালে তাদের দেশের বস্তিবাসী শ্রমিকরা ঢাকার বস্তিবাসী শ্রমিকদের তুলনায় অনেক মানবেতর জীবনযাপন করত। এ অবস্থার নিরসনকল্পে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণির ইউনিয়ন ৮ ঘণ্টা কাজ, ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম ও ৮ ঘণ্টা সংগঠনের কাজ করার দাবি তোলে। শ্রমিক শ্রেণির এ দাবি ছিল খুবই ন্যায্য। কারণ বিশ্রাম ছাড়া একজন শ্রমিক পরবর্তী দিনে কীভাবে দৈহিক শ্রম করতে পারে? অন্যদিকে সাংগঠনিক কাজে জড়িত হয়ে শ্রমিকরা একদিকে যেমন তাদের দাবি-দাওয়া আদায় নিয়ে মতবিনিময় করতে পারে, অন্যদিকে নিজেদের মধ্যে সংহতি সৃষ্টি করে উন্নত সংস্কৃতি ও উন্নত জীবন মানের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। শ্রমিক শ্রেণির এ দাবির ফলে সমাজতন্ত্র অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে এমনটি নয়, বরং শ্রমিকদের এ ন্যায্য দাবি পূরণ হলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অনেকগুণ উৎপাদনশীল এবং সুশৃঙ্খল হয়ে উঠতে পারে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জন্য এ নিয়ম অপরিহার্য। শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতির পাশাপাশি পৃথিবীর দেশে দেশে শ্রম আইন প্রবর্তিত হয়েছে। এ আইন বলে দেয় শ্রমিকরা কী করতে পারবে অথবা কী করতে পারবে না। তবে অনেক দেশে শ্রম আইন শ্রমিক স্বার্থবিরোধী। এজন্য সেসব দেশে শ্রম আইনের গণতন্ত্রায়নের জন্য শ্রমিকরা আন্দোলন করছে। তাদের এ আন্দোলন খুবই ন্যায্য এবং উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে সহায়ক।

ব্রিটিশশাসিত ভারতে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা হয়। ব্রিটিশ ভারতে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা এসএ ডাঙ্গে একজন প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা ছিলেন। তিনি বোম্বে অঞ্চলে শ্রমিকদের সংগঠিত করেছিলেন। এই বোম্বেতেই শ্রমিকরা প্রথমবারের মতো একটি সংগঠিত ও শক্তিশালী শ্রমিক ধর্মঘটের আয়োজন করে। লেনিন শ্রমিকদের এ ধর্মঘটকে ভারতের শ্রমিক শ্রেণির প্রথম রাজনৈতিক ধর্মঘট হিসাবে অভিনন্দিত করেছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তৈরি হলে ডাঙ্গের শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থবিরোধী কিছু কিছু কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা হয়। আমার প্রয়াত বড় খালার এক চিঠিতে পড়েছি, কমরেড মুজফ্ফর আহমদ আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের শ্রমিকদের আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়লে তার গ্রামের বাড়িতে আসার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। আমার খালা তাকে কাকা বাবু বলেই

বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বেশির ভাগ দেশের মানুষের সহানুভূতি হে মার্কেটকেন্দ্রিক মে দিবসের বিক্ষোভকারীদের প্রতি। তারা রক্ত দিয়ে এবং ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণির একটি বড় দাবি প্রতিষ্ঠিত করে গেছে। আজ যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সব দেশে ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস হিসাবে পালিত হয়। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নয়। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবার 'লেবার ডে' হিসাবে পালিত হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড ১ মে দিবসটির সঙ্গে মার্কসবাদীদের সংশ্লেষ রয়েছে মনে করে শ্রমিক দিবস পালনের জন্য ভিন্ন একটি দিন নির্ধারণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি প্রতিষ্ঠানে মার্কসবাদীদের প্রতি এতই ঘৃণা রয়েছে যে, মার্কিন এস্টাবলিশমেন্ট ১ মে'র সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পর্ক রাখতে নারাজ।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সম্বোধন করতেন। সারা ভারতের কমিউনিস্টরাও তাকে শ্রদ্ধাভরে কাকা বাবু বলেই সম্বোধন করেন।

পাকিস্তান আমলে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন খুব সংগঠিত ছিল। কামরুদ্দিন আহমদের লেখায় পাকিস্তানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রথম পর্ব সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। উৎসাহী পাঠক তার বই থেকে পাকিস্তানে শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম পর্ব সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবেন। ডাক্তার এমএ মালেক, যিনি অবরুদ্ধ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হয়েছিলেন, পাকিস্তানের শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম পর্বে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শ্রমিক নেতা হলেন আলতাব আলী, মাহবুবুল হক, অনিল মুখার্জি, সুনীল দে, মোহাম্মদ তোয়াহা, সিরাজুল হোসেন খান, কাজী জাফর আহমদ, হায়দার আকবর খান রনো, আবুল বাসার, নিজাম উদ্দিন আহমদ, আব্দুল সালেহ, দেবেন শিকদার, মোনিন্দ্র মহাজন, তাজুল ইসলাম প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সিলেটের চা শ্রমিকদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন আসাদ্দর আলী ও রাধা কৃষন কৈরী। আরও কয়েকজন শ্রমিক নেতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আব্দুল মান্নান, রুহুল আমীন ও মিসির আলী। এসব শ্রমিক নেতার সবাই যে সত্যিকারের শ্রমিকদরদি ছিলেন, এমন নয়। কেউ কেউ শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কিছু কাজ করেছেন।

পাকিস্তান আমলে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালিত হতো। এ দিন লাল ঝাণ্ডা নিয়ে হাজার হাজার শ্রমিক রাজপথে মিছিলে অংশগ্রহণ করত। তারা স্লোগান দিত, 'দুনিয়ার মজদুর এক হও, আমাদের বাঁচার দাবি মানতে হবে মানতে হবে,' 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়, লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়'। মে দিবসের মিছিলে শুধু শ্রমিকরা নয়, ছাত্র-ছাত্রী ও নারীরা অংশগ্রহণ করত। লাল ঝাণ্ডা মিছিলকারীদের সংগ্রাম ও বিপ্লবের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করত। আমি নিজেও মে দিবসের অনেক মিছিলে অংশগ্রহণ করেছি। পাকিস্তান আমলে রেলওয়ে, লঞ্চ ও স্টিমার, জুট মিল, স্পিনিং মিল, কটন মিল, রিকশা শ্রমিক, বেবিট্যাক্সি শ্রমিক ও মোটরযান শ্রমিকসহ শিল্পকারখানার প্রতিটি সেক্টরে সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন ছিল। চা শ্রমিকদের ছিল 'চা শ্রমিক সংঘ'। শ্রমিকরা সংগঠিত ও রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ থাকার ফলে সেই সময় শ্রমিক অঞ্চলে কোনো ধরনের নৈরাজ্য ঘটতে দেখা যায়নি।

অথচ বাংলাদেশ আমলে আদমজী জুট মিলসহ প্রায় সব কলকারখানায় নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। আদমজী জুট মিলে কমপক্ষে ১৫ হাজার ভুয়া শ্রমিক ছিল, যারা নিয়মিত বেতন-ভাতা নিত। ফলে এশিয়ার বৃহত্তম এই জুট মিলটি সমূহ ক্ষতি ও ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। লাল বাহিনীর দোর্দণ্ড প্রতাপ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণে এই শিল্পের কর্মকর্তারা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকতেন। চট্টগ্রামের আর আর জুট মিলে রাতের অন্ধকারে প্রায় আড়াইশ শ্রমিককে হত্যা করে বস্তাবন্দি করে নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। ১৯৭২-৭৫-এর আওয়ামী-বাকশালী অন্ধকার যুগের পর এদেশে আর কখনো সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠতে পারেনি। পোশাক খাতে ৪০ লাখ শ্রমিক নিয়োজিত থাকলেও, যাদের বেশির ভাগ নারী শ্রমিক, তারা প্রায়ই অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হয়। তাদের মধ্যে সুসংগঠিত স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন না থাকার ফলে পোশাক খাতের শ্রমিক আন্দোলন নৈরাজ্য, অগ্নিসংযোগ ও বিশৃঙ্খলার পথে ধাবিত হয়। শিল্প সেক্টরে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য সুশৃঙ্খল, সুসংগঠিত আদর্শবাদী ট্রেড ইউনিয়নের কোনো বিকল্প নেই। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমান উদার বিশ্ব পুঁজিবাদের কবলে পড়ে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন ভেঙে পড়েছে। আজ মহান মে দিবসে ডাক হলো, দুনিয়ার মজদুর এক হও। সর্বহারা শ্রমিকদের শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই।

ড. মাহবুব উল্লাহ : *শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ*

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ১ মে ২০২৫
১৮ বৈশাখ ১৪৩২

মহান মে দিবস

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষা করতে হবে

আজ শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম আর সংহতির দিন, মহান মে দিবস। ১৮৮৬ সালের ১ মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকরা দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ওই সময় তাদের নির্দিষ্ট কোনো কর্মঘণ্টা ছিল না। নামমাত্র মজুরিতে তারা মালিকদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে বাধ্য হতেন। হে মার্কেটে আহূত ধর্মঘটী শ্রমিক সমাবেশে পুলিশ গুলি চালিয়ে আন্দোলন স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। গুলিতে মারা যান ৬ শ্রমিক। এর প্রতিবাদে ৪ মে হাজার হাজার শ্রমিক ফেটে পড়েন বিক্ষোভে। সেদিনও পুলিশের গুলিতে ৫ শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেন। আন্দোলন গড়ে তোলার অপরাধে কয়েকজন শ্রমিককে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয়। এভাবে প্রাণের বিনিময়ে শ্রমিক শ্রেণি কায়েম করে দৈনিক ৮ ঘণ্টা শ্রমের অধিকার। শুধু তাই নয়, ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই প্যারিসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক ঐক্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নির্দিষ্ট শ্রমঘণ্টার সঙ্গে পরে বেতন বৈষম্য দূর করা, ন্যূনতম মজুরি, নিয়োগপত্র প্রদানের মতো বিষয়ও শ্রমিকদের জোরালো দাবিতে পরিণত হয়। বিশ্বব্যাপী ট্রেড ইউনিয়নগুলো শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে আজও।

বস্তুত মে দিবসের পথ ধরেই শ্রমিকদের নানা অধিকার অর্জিত হয়েছে। সেই সঙ্গে তাদের নিজেদের ও তাদের শ্রমের মর্যাদা পেয়েছে গুরুত্ব। উন্নত দেশে এখন শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি কাজের পরিবেশও হয়েছে উন্নত। তবে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর শ্রমিক শ্রেণির দুর্দশা ঘোচেনি। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। শ্রমিক শ্রেণির অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হলেও তা মানা হচ্ছে না। অনেক বেসরকারি শিল্প-কারখানায় আইএলও নির্ধারিত শ্রমঘণ্টাও মানা হয় না। দেশে শ্রমিক শ্রেণি শুধু যে ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে তাদের জীবন মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণও বটে। আগুনে পুড়ে ও ভবন ধসে প্রায়ই মরতে হয় তাদের। এ অবস্থার অবসান ঘটিয়ে তাদের জীবন ও শ্রমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। মে দিবসে শ্রমিক শ্রেণির মানবেতর জীবনের অবসান ঘটানোর অঙ্গীকার করতে হবে আমাদের সবাইকে। সাম্প্রতিক সময়ে গার্মেন্টশিল্পে অস্থিরতার কারণে বেশকিছু কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছেন। অন্তর্বর্তী সরকারকে এ বিষয়টিতে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে।

সংবিধান ও আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করে শিশু শ্রমিক নিয়োগ এখনো অব্যাহত আছে। নারী শ্রমিকরা শিকার হচ্ছেন মজুরি বৈষম্যের। বিশ্বায়নের যুগে উদারীকরণ নীতিও শ্রমিক স্বার্থে আঘাত হানছে বলে বিভিন্ন মহলের জোরালো মত রয়েছে। এবারের মে দিবসে এসব বিষয়কেই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে আমাদের। সবচেয়ে যা জরুরি তা হলো, শ্রমের মর্যাদা নিশ্চিত করা। শ্রমিক শ্রেণি সামাজিকভাবে মর্যাদা অর্জন করতে পারেনি এখনো। অথচ কাজ কাজই, তা যে প্রকৃতিরই হোক না কেন। মর্যাদা ও অধিকারের প্রশ্নে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ আর কায়িক শ্রমের মধ্যে পার্থক্য করা সভ্যতা পরিপন্থি। সমাজের অন্যান্য পেশার মানুষের মতো শ্রমিকদের একটি মর্যাদাসম্পন্ন শ্রেণি হিসাবেই দেখা উচিত আমাদের। মহান মে দিবসে দেশের সব শ্রমজীবী মানুষের প্রতি রইল আমাদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ১ মে ২০২৫
১৮ বৈশাখ ১৪৩২

১৮৫ বছরে চা-শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ১৭৮ টাকা

আবুল কালাম আজাদ, *চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ)*

চা-শিল্পের ১৮৫ বছরে শ্রমিকের দৈনিক মজুরি এখন ১৭৮ টাকা। অধিকাংশ বাগানের মালিক শ্রমিকদের এই সামান্য মজুরিও নিয়মিত দিচ্ছেন না। এক সপ্তাহ মজুরি দিলে পরের সপ্তাহ বকেয়া রাখছেন। এমন অবস্থায় কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছে চা-শ্রমিকের দিনাতিপাত। চা শ্রমিকদের তথ্যমতে, নতুন মজুরি কাঠামো অনুযায়ী প্রতিবছর চা শ্রমিকদের মজুরি ৫% ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে। এ কাঠামো প্রত্যাখ্যান করে নতুন মজুরি কাঠামোর দাবিতে আন্দোলন করছেন শ্রমিকরা। জানা গেছে, চুনারুঘাটে ছোট-বড় ২৫টি চা বাগান রয়েছে। এসব বাগানে নিয়মিত-অনিয়মিত ২৫ হাজারের বেশি শ্রমিক রয়েছেন। তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৫ সালে প্রথম দফায় চা-শ্রমিকের মজুরি ১২ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩২ টাকা এবং দ্বিতীয় দফায় বাড়িয়ে ৪৮ টাকা করা হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে চা-শ্রমিকের মজুরি বাড়িয়ে ২০১২ সালে ৬৫ টাকা, ২০১৫ সালে ৭৯ টাকায়, ২০১৭ সালের জানুয়ারী থেকে ৮৫ টাকা, ২০১৯ সালের জানুয়ারী থেকে ১০২ টাকা এবং ২০২০ সালে ১২০ টাকা করা হয়। ২০২২ সালে চা শ্রমিকদের আন্দোলনের পর মজুরি বাড়িয়ে ১৭০ টাকা করা হয়। ২০২৩ সালে নতুন মজুরি কাঠামো হওয়ার পর ২০২৪ সালে চা শ্রমিকের দৈনিক ৮ টাকা মজুরি বেড়ে ১৭৮ টাকা হয়। চা-শ্রমিকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তারা দুটি বোনাস পাচ্ছেন। দুর্গাপূজা ও দোল পূর্ণিমায় (দুল পূজা বা ফাগুয়া উৎসব) তাদের দুটি বোনাস হিসাবে দেওয়া হয় মাত্র ৪ হাজার ২৫০ টাকা। তারা এ বোনাস বাড়ানোরও দাবি জানিয়ে আসছেন। চা-শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নিপেন পাল জানান, চা-শ্রমিকরা ১৭৮ টাকা দিয়ে এখন আর চলতে পারছেন না। তারা মজুরি দৈনিক ৫শ টাকা দাবি করেছেন। মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছে বহুদিন থেকে। কিন্তু কার্যকর হচ্ছে না। এ বিষয়ে দেউন্দি চা বাগানের জিএম রিয়াজ উদ্দিন জানান, চা-শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির বিষয়টি সরকার, চা শ্রমিক ইউনিয়ন ও চা বাগান মালিকদের সংগঠনগুলো আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেন। এখানে আমাদের কিছু করার নেই।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১ মে ২০২৫
১৮ বৈশাখ ১৪৩২

আজ মহান মে দিবস। হাড়ভাঙা খাটুনি সত্ত্বেও এখনো অর্জিত হয়নি খেটে খাওয়া মানুষের সর্বজনীন অধিকার। বুধবার রাজধানীর গাবতলী ঘাটে কাজে ব্যস্ত শ্রমিকরা যুগান্তর

আজ মহান মে দিবস

বিশেষ প্রতিনিধি

আজ মহান মে দিবস। বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন-সংগ্রামের স্বীকৃতির দিন। শ্রমিকদের দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রতিবছর ১ মে সারা বিশ্বে দিবসটি পালন করা হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও গুরুত্বের সঙ্গে দিবসটি পালন করা হচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে আজ সরকারি ছুটি। এ বছর মে দিবসের প্রতিপাদ্য—'শ্রমিক-মালিক এক হয়ে, গড়ব এ দেশ নতুন করে।'

মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে এক বাণীতে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্কের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে মে দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের

ভালো নেই শ্রমিকরা

সস্তা শ্রমের তিন খাতই অর্থনীতির মেরুদণ্ড

মনির হোসেন

দেশে বিনিয়োগ আকর্ষণে দীর্ঘদিন থেকে দুটি বিষয়কে গর্বের সঙ্গে প্রচার করে আসছেন নীতিনির্ধারকরা। একদিকে বলা হচ্ছে—দেশের অর্থনীতি এগিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে সস্তা শ্রম। অর্থাৎ অর্থনীতি শক্তিশালী হলেও শ্রমিকরা এর সুবিধা কম পাচ্ছেন। দেশের অর্থনীতির তিন চালিকাশক্তি হচ্ছে—কৃষি, গার্মেন্টি ও রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়। সস্তা শ্রমের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এ খাতগুলোকেই অর্থনীতির মেরুদণ্ড বলা হয়। তিন খাতের সঙ্গেই শ্রমিকদের সম্পর্ক বেশি। অর্থাৎ শ্রমিকরাই অর্থনীতি টিকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আজ সেই শ্রমিকরা ভালো নেই। কম মজুরি, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব, স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি এবং ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য অন্যতম সমস্যা। দিন দিন বৈষম্য দানবীয় রূপ ধারণ করছে। এসব সমস্যা নিরসনে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেই। কিন্তু প্রতিবছর মে দিবস এলেই শ্রমিকদের বিষয়টি আলোচনায় আসে। এরপর সবাই ভুলে যায়। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, স্বাধীনতার ৫৪ বছরেও জাতীয় মজুরি কমিশন গঠিত হয়নি। সবকিছু মিলে শ্রমিকরা যে টাকা আয় করছেন, তা দিয়ে সংসার একেবারেই চলছে না। এছাড়া কাঙ্ক্ষিত কর্মসংস্থানের অভাব

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

আজ মহান মে দিবস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

টেকসই উন্নয়নে দিবসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রমিক ও মালিক পরস্পরের পরিপূরক। তাদের যৌথ প্রচেষ্টাই একটি শক্তিশালী, আত্মনির্ভর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারে। তিনি বলেন, দেশের পোশাক খাত, কৃষি, শিল্প, নির্মাণ, পরিবহণ, প্রযুক্তি—প্রতিটি খাতের উন্নতির পেছনে রয়েছে শ্রমিক এবং মালিকের মেধা ও প্রাণান্তকর পরিশ্রম। এ দেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে ঐক্য, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং আস্থার পরিবেশ সুদৃঢ় করতে হবে। আমরা ঐক্য ও সহযোগিতার ধারা অব্যাহত রাখলে জুলাই-আগস্টের ছাত্র-শ্রমিক-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেবে।

ড. ইউনূস বলেন, এ বছর মে দিবসের পাশাপাশি একই সঙ্গে আমরা 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস-২০২৫' পালন করছি। শ্রমিকের ন্যায্য স্বীকৃতি ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা শুধু শ্রমিকদের অধিকারই নয়, এটি শিল্প ও অর্থনীতির উন্নয়নের অন্যতম শর্ত। একই সঙ্গে শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন ও কল্যাণ পুরো শিল্প খাত এবং দেশের অর্থনীতিতে প্রতিফলিত হয়।

১৮৮৬ সালের এ দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকরা ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ওই সময়ে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ঘিরে থাকা পুলিশের ওপর অজ্ঞাতনামা কেউ বোমা নিক্ষেপ করলে পুলিশ শ্রমিকদের ওপর গুলি চালায়। এতে ১০-১২ জন শ্রমিক ও পুলিশ নিহত হন। ওই দিন তাদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বিশ্বে শ্রমিক শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয় আরও পরে। ১৮৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের শতবার্ষিকীতে প্যারিসে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ১৮৯০ সাল থেকে শিকাগো প্রতিবাদের বার্ষিকী আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশে পালনের প্রস্তাব করেন রেমন্ড লাভিনে। ১৮৯১ সালে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এরপর ১৮৯৪ সালে মে দিবসে দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। এর ধারাবাহিকতায় ১০০ বছর পর ১৯০৪ সালে আমস্টারডাম শহরে অনুষ্ঠিত সমাজতন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এ উপলক্ষ্যে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ওই প্রস্তাবে বিশ্বজুড়ে সব শ্রমিক সংগঠন ১ মে 'বাধ্যতামূলকভাবে কাজ না করার' সিদ্ধান্ত নেন। এরপর থেকে সারা বিশ্বে দিনটি 'মে দিবস' হিসাবে পালিত হয়ে আসছে।

এদিকে শ্রম অধিকার নিশ্চিত করতে ১৭ নভেম্বর ১০ সদস্যবিশিষ্ট সংস্কার কমিশন গঠন করে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। কমিশন ২১ এপ্রিল তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। এতে শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় ২৫টি সুপারিশ রয়েছে।

মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে বিএনপি ও জামায়াতপন্থি শ্রমিক সংগঠনসহ বিভিন্ন দল ও সংগঠন আজ পৃথকভাবে সমাবেশ করবে। পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসাবে আজ দুপুরে নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিএনপির সহযোগী সংগঠন শ্রমিক দল সমাবেশ করবে। এদিকে রাজধানীর পুরানা পল্টন মোড়ে শ্রমিক সমাবেশ করবে জামায়াতে ইসলামপন্থি সংগঠন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে জাতীয় পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো বিশেষ অনুষ্ঠান ও টকশো সম্প্রচার করছে।

সস্তা শ্রমের তিন খাতই অর্থনীতির মেরুদণ্ড

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এবং দেশের অর্থনৈতিক নানা সংকটে তারা প্রতিনিয়ত কাজ হারাচ্ছেন। ফলে বাড়ছে বেকারত্ব। পণ্যমূল্য যেভাবে বাড়ছে, তাতে পরিবার নিয়ে বেঁচে থাকাই বড় চ্যালেঞ্জ। ১৪২টি খাত-উপখাতের মধ্যে ৮৪টিতেই ন্যূনতম মজুরি নেই। অন্যদিকে করোনার পর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং মধ্যপ্রাচ্যে সংকটের প্রভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। এতে দুর্দিন যাচ্ছে প্রবাসী শ্রমিকদেরও। অর্থাৎ আগামীতে ভালো দিন আসছে, এ ধরনের কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের মতো শ্রমঘন শিল্পপ্রধান দেশে বেকারত্ব বাড়ছে। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার হিসাবে দেশে সাড়ে ৪ কোটি মানুষ বেকার। কিন্তু সরকার বলছে, বেকার মাত্র ২৬ লাখ। পর্যায়ক্রমে আরও কমছে।

শ্রম আইন ২০০৬ সালের ২(৬৫) ধারায় বলা হয়েছে, শ্রমিক হলো ওই ব্যক্তি, যিনি তার চাকরির শর্ত পালন করে কোনো প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে সরাসরি কাজে নিযুক্ত। এছাড়া ঠিকাদারের মাধ্যমে মজুরি বা অর্থের বিনিময়ে দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক, কারিগরি, ব্যবসা উন্নয়নমূলক অথবা কেরানিগিরির কাজে নিয়োজিতদেরও শ্রমিক বলা যাবে। মূলত শ্রমিকদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো—অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) যেমন : দোকানপাট, ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কৃষিকাজ ইত্যাদিকে বিবিএস চিহ্নিত করেছে। আর আনুষ্ঠানিক (ফরমাল) ক্ষেত্র হলো—সরকারি অফিস-আদালত, বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান, সেবা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

জানা গেছে, দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশিই শ্রমিক। প্রতিবছর ২২ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে আসছেন। শ্রমিকের ওপর ভর করেই শক্তিশালী হচ্ছে অর্থনীতি। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, দেশের অর্থনীতির আকার বড় হলেও আয়বৈষম্য ব্যাপক। এ বৈষম্য কমাতে উদ্যোগ নিতে হবে। না হলে জনশক্তি বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

এদিকে সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক এক প্রতিবেদনে বলেছে, বাংলাদেশে এ বছর আরও ৩০ লাখ মানুষ 'অতিদরিদ্র' হতে পারে। গত বছর ২০২৪ সালে অতিদরিদ্রের হার ছিল ৭ দশমিক ৭ শতাংশ। চলতি বছরে এটি বেড়ে ৯ দশমিক ৩ শতাংশ হবে। সংস্থাটির প্রতিবেদন অনুসারে ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে ২০২৫ সালে দরিদ্র মানুষ হতে পারে ৩ কোটি ৯০ লাখ। এর মধ্যে অতিদরিদ্র হবে ১ কোটি ৫৮ লাখ। যা বর্তমান সংখ্যার চেয়ে প্রায় ৩০ লাখ বেশি। প্রতিবেদনে বলা হয়, মূলত তিন কারণে দরিদ্রের হার বাড়বে। এর মধ্যে আছে—মানুষের প্রকৃত আয় কমে যাওয়া, দুর্বল শ্রমবাজার এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নিম্নগতি।

জানতে চাইলে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, অর্থনীতির যে হিসাব ছিল, করোনা, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যে সংকট এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সবকিছুই পাল্টে দিয়েছে। শ্রমিকদের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে। তার মতে, দেশের অর্থনীতির মূল শক্তি হলো বেশির ভাগ মানুষ কর্মক্ষম। এদের মজুরিও প্রতিযোগী দেশের তুলনায় কম। তবে সামগ্রিকভাবে বিচার করলে শ্রমিকদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। জনশক্তি এখনো সম্পদে পরিণত হয়নি। ফলে শ্রমিকদের যে সম্ভাবনা আছে, তা কাজে লাগানো যায়নি। তিনি বলেন, দেশে শিক্ষার হার বাড়ছে। কিন্তু শিক্ষার মান বাড়ছে না। এ কারণে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাই বেশি। এ অবস্থার উত্তরণে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। পাশাপাশি বিশাল বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে না পারলে এ জনশক্তি বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের অর্থ সম্পাদক কাজী মো. রুহুল আমিন যুগান্তরকে বলেন, ৪০ ডিগ্রি তাপমাত্রার মধ্যেও কৃষি শ্রমিকরা কাজ করে ফসল উৎপাদন করছেন। কিন্তু তারা অধিকার থেকে বঞ্চিত। শিল্প খাতের শ্রমিকরাও নানাভাবে বঞ্চিত। স্বাধীনতার ৫৪ বছরেও জাতীয় মজুরি কমিশন গঠন করা হয়নি। অধিকাংশ শ্রম খাতে ন্যূনতম মজুরি নেই। শ্রমিকরা যা বেতন পান, তা দিয়ে সংসার চলে না। তাদের কর্মস্থলে নিরাপত্তা নেই।

তিনি বলেন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে আমাদের ৪টি দাবি। এগুলো হলো—শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন, শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা করা, আইএলও কনভেনশন অনুসারে শ্রম আইনের সংশোধন এবং শ্রমিকদের জন্য সর্বজনীন রেশনের ব্যবস্থা করা।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা অনুসারে দেশের মোট শ্রমিকের ৮৫ শতাংশই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করে। তাদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়নি। সংস্থাটির মতে, অধিকাংশ খাতে এখনো কোনো ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয়নি। সেসব খাতের শ্রমিকের জন্য কোনো আইনি সুরক্ষাও নেই। এদিকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত শ্রম সংস্কার কমিশন সম্প্রতি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। ওই প্রতিবেদনে শ্রমিকদের কল্যাণে ২৫টি সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে—শ্রমিকের মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন উপযোগী জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কাঠামো নির্ধারণ, মজুরি নির্ধারণ পদ্ধতি উন্নয়ন, বোর্ডের সক্ষমতা বাড়ানো এবং খাতভিত্তিক মজুরি তিন বছর পরপর মূল্যায়ন। প্রতিবেদনে বলা হয়, বর্তমানে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কোনো পেশায় জাতীয় মজুরি নেই। প্রাতিষ্ঠানিক খাতের ৫৮টি পেশায় ন্যূনতম মজুরি কাঠামো রয়েছে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকরা মূলত রিকশাচালক, কৃষি শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, হকার, ভাঙারি সংগ্রহকারী, পরিবহণ শ্রমিক এবং খণ্ডকালীন গৃহকর্মী প্রভৃতি। বাকি ১৩ শতাংশ শ্রমিক কাজ করেন আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে। পেশার দিক থেকে কৃষক, মৎস্যজীবীর সংখ্যাই বেশি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ শ্রমশক্তির জরিপ অনুসারে বর্তমানে দেশে মোট শ্রমশক্তি ৭ কোটি ৩৪ লাখ ১০ হাজার। এর মধ্যে পুরুষ ৪ কোটি ৭৪ লাখ ৮ হাজার এবং নারী ২ কোটি ৫৯ লাখ ৩ হাজার। গত ৮ বছরে দেশে বেকারের সংখ্যা কমে ২৬ লাখ ৩০ হাজারে নেমেছে। ২০১৬ সালে যা ছিল ২৭ লাখ। এসব ব্যক্তি সপ্তাহে এক ঘণ্টাও কাজ পাননি। তবে ১৫ বা তদূর্ধ্ব বয়সি শ্রমশক্তির বাইরে রয়েছে এমন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৪ কোটি ৬৯ লাখ। দেশের বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার মতে, এ মানুষগুলো বেকার। কিন্তু এদের বেকার বলতে রাজি নয় বিবিএস। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) মানদণ্ড অনুযায়ী, সপ্তাহে ১ ঘণ্টা কাজ না করলে ওই ব্যক্তিকে বেকার হিসাবে ধরা হয়। সংস্থাটির তথ্য অনুসারে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও বেকারত্ব বাড়ছে। করোনাসহ বিভিন্ন কারণে এ অবস্থা তৈরি হয়েছে। জাতিসংঘের এই সংস্থার তথ্য বলছে, শ্রমিকরা বর্তমানে সবচেয়ে সংকটে।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির হিসাবে প্রতিবছর ২২ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে আসছে। কিন্তু আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক মিলিয়ে ৬ লাখ নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ নতুন শ্রমিকদের বড় অংশই বেকার থেকে যাচ্ছে। চলতি অর্থবছরে (২০২৪-২৫) বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) আকার ৫৫ লাখ কোটি টাকা। এর মধ্যে সেবা খাতের অবদান ৫৬ শতাংশ, শিল্পের ৩৩ এবং কৃষি খাতের ১৩ শতাংশ। আবার জিডিপির সঙ্গে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স যোগ করলে হয় জাতীয় আয়। বর্তমানে দেশে মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৭৮৪ মার্কিন ডলার। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে যা নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের পর্যায়ে পড়ে। অর্থনীতির এ অর্জনের পেছনে শ্রমিকদের অবদান সবচেয়ে বেশি। দেশের শ্রমশক্তিতে যোগ হচ্ছে নতুন কর্মশক্তি।

বাংলাদেশের অর্থনীতির তিনটি মৌলিক শক্তির মধ্যে রয়েছে কৃষি, রেমিট্যান্স এবং গার্মেন্ট। তিনটি শক্তির সঙ্গে শ্রমিকদের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি। তৈরি পোশাক, কৃষি, শিল্পসহ বিভিন্ন খাতে প্রতিদিনই নতুন শ্রমশক্তি আসছে। তারাই তাদের মেধা ও কঠোর পরিশ্রম দিয়ে অর্থনীতি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তারা সেভাবে মজুরি পাচ্ছেন না। ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের গেজেট পর্যালোচনা করে দেখা যায়, একটি খাত থেকে আরেকটি খাতের মজুরির বিশাল পার্থক্য। কোনো খাতের মজুরি ২ হাজার টাকা, আবার কোনো খাতে ১৬ হাজার টাকার বেশি। তৈরি পোশাক খাতে সর্বনিম্ন মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম যুগান্তরকে বলেন, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক পরস্পর পরিপূরক। কারণ শ্রমিক ছাড়া শিল্প বাঁচবে না। এজন্য তাদের অধিকারের প্রতি আমরা সব সময় শ্রদ্ধাশীল। ট্রেড ইউনিয়ন থেকে শ্রমিকদের জন্য রেশনের দাবি আসছে। আমি মনে করি রেশনের এই দাবি অত্যন্ত যৌক্তিক। এ ব্যাপারে সরকারের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। দ্বিতীয় বিষয় হলো বিকেএমইএ সব সময় দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায়ে যারা কাজ করে, আমরা তাদের সহায়তা করি। তবে দাবি অন্যায্য ও অযৌক্তিক হলে আমরা তার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে থাকব।

শ্রম সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে গত এক দশকে ৮ হাজার ২৯৮ জন কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। নির্যাতনে মারা গেছেন ১১৩ জন। আহত শ্রমিকের সংখ্যা ৫ হাজার ৬৯৭। নিহত শ্রমিকদের মধ্যে ২০২৪ সালেই কর্মক্ষেত্রে ৮২০ শ্রমিক মারা গেছেন। এছাড়া ১৯৯০ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত তৈরি পোশাক কারখানায় ৩৩টি বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এদের অধিকাংশই প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ পায়নি। শ্রম সংস্কার কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়, বর্তমানে দেশের আয় বৈষম্য ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। এই বৈষম্যের পরিমাপককে গিনি সহগ বলা হয়। সর্বশেষ ২০২১ সালের জরিপ অনুসারে দেশের সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ মানুষের আয় মোট জাতীয় আয়ের ৪৪ শতাংশ। এর মধ্যে শীর্ষ ১ শতাংশের আয় ১৬ দশমিক ৩ শতাংশ। ৫ শতাংশ ধনীর আয় ৩০ শতাংশ। অন্যদিকে পিছিয়ে থাকা ৫০ শতাংশ মানুষের আয় ১৭ দশমিক ১ শতাংশ। ওই রিপোর্ট বলছে, দেশের তিন ভাগের দুই ভাগ আয় যাচ্ছে দেশের ধনী ৩০ শতাংশ মানুষের হাতে।

জানতে চাইলে উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএসের সাবেক মহাপরিচালক মোস্তফা কে মুজেরী যুগান্তরকে বলেন, আমরা জনশক্তি বোনাস পেয়েছি। এটি ইতিবাচক দিক। কিন্তু মূল কথা হলো, জনশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। ফলে নতুন কর্মসংস্থান দরকার। পাশাপাশি দক্ষ করে তুলতে হবে জনশক্তিকে।

ইত্তেফাক
শনিবার
২০ বৈশাখ ১৪৩২, ৩ মে ২০২৫

শ্রমিকদের আগের অবস্থায় রেখে নতুন বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয় : প্রধান উপদেষ্টা

■ বাসস

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা নতুন বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, ছাত্র-জনতা-শ্রমিকের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে, তা হলো নতুন বাংলাদেশ গড়ার। নতুন বাংলাদেশ হবে না, যদি শ্রমিকদের অবস্থা পুরোনো বাংলাদেশের মতো থেকে যায়। তিনি নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে শ্রমিকের অধিকার ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি এবং শ্রমিক মালিক সুসম্পর্ক স্থাপনে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, শ্রমিক-মালিকের পারস্পরিক ঐক্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

মহান মে দিবস এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৫ উপলক্ষ্যে গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলনকেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ইউনূস এ কথা বলেন। 'শ্রমিক মালিক এক হয়ে গড়ব এ দেশ নতুন করে'—এ স্লোগানকে সামনে রেখে এবারের মে দিবস উদ্‌যাপন হচ্ছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থান এবারের মে দিবসে ভিন্নতা সৃষ্টি করেছে উল্লেখ করে ড. ইউনূস বলেন, অভ্যুত্থান এবারের মে দিবসে আমাদের সামনে নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে। এ সুযোগ হলো—নতুন বাংলাদেশ গড়ার, যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

শ্রমিকদের আগের অবস্থায়

আমাদের সরকার যাত্রা শুরু করেছে। তিনি এই লক্ষ্য অর্জনে শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আমাদের প্রথম কাজ হলো শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আশু করণীয় নিয়ে যাত্রা শুরু করা। এরপর পর্যায়ক্রমে প্রতিটি সুপারিশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে।' সব পক্ষের মতামত এবং অংশীদারিত্বে সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট রচনা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, এই কমিশনের সুপারিশ যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে নতুন বাংলাদেশের ভিত্তি রচনা করতে পারব। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেন, নতুন বাংলাদেশ গড়ার পথে যে যাত্রা শুরু করেছি সেই পথ চলা অব্যাহত রাখব। গতিশীল অর্থনীতির জন্য শ্রমিক-মালিকের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে সরকার প্রধান বলেন, একটি জাতির উন্নতির মূলে রয়েছে শ্রমজীবী ও দায়িত্বশীল মানুষের অবদান। বাংলাদেশের পোশাক খাতসহ প্রতিটি খাতের উন্নতির পেছনে রয়েছে শ্রমিকদের পরিশ্রম ও মালিকের মেধা। দেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে হলে এই ঐক্য এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সম্ভাবনাময় একজন শ্রমিক যেন উদ্যোক্তা হিসেবেও গড়ে উঠতে পারে, তার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

সমকাল
শনিবার ৩ মে ২০২৫

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বৃহস্পতিবার। ১ মে ২০২৫

মহান মে দিবস

শ্রম অধিকার নিশ্চিত করতে হবে

মে দিবস বিশ্বব্যাপী শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন, যার সূচনা হয়েছিল ১৮৮৬ সালের ১ মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের শ্রমিকদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। আট ঘন্টা কর্মদিবসের দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে সেদিন শ্রমিকরা জীবন দিয়েছিলেন। সেই আত্মদানের পথ ধরে পালিত হচ্ছে মহান মে দিবস। এক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের বাস্তবতায় এ বছর বাংলাদেশে পালিত হচ্ছে দিবসটি। এবারের প্রতিপাদ্য 'শ্রমিক-মালিক এক হয়ে, গড়ব এ দেশ নতুন করে'। মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের তাৎপর্য ও প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, কর্মে নিয়োজিত মোট জনশক্তির প্রায় ৮৫ শতাংশ রয়েছে বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। এদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই দৈনিক মজুরিতে কাজ করে। মে দিবস ঘিরে দেশের শ্রমিক শ্রেণির বর্তমান বাস্তবতা বিবেচনা করলে যে চিত্র পাওয়া যায় তা খুবই হতাশাজনক। দেশের শ্রমিকদের বড় অংশই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত থাকায় যেমন তারা নিজেদের সংকট দূর করা ও দাবি আদায়ে সংঘবদ্ধ হতে পারে না, তেমনি সরকারের পক্ষ থেকেও তাদের নিয়ন্ত্রণ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষা এবং উন্নয়নে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার সর্বজন স্বীকৃত হলেও দেশে আইনি এবং আইনবহির্ভূত নানা বাধার কারণে ট্রেড ইউনিয়নের সংস্কৃতি খুবই অসংগঠিত ও দুর্বল। দেশের শ্রম খাতের কাঠামোগত সংস্কার না হলে শ্রমিক শ্রেণির ভাগ্যবদল দুরাশাই রয়ে যাবে।

বাংলাদেশ যে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের হাত ধরে গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের কথা বলছে, সেখানে শ্রমজীবী মানুষও 'দায় ও দরদের' সমান অংশীজন হয়ে উঠবে—এটাই আমাদের আশা। অন্তর্বর্তী সরকার শ্রম অধিকার রক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়নে শ্রম সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশন ২১ এপ্রিল তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। শ্রম খাতসহ অন্যান্য খাতের সংস্কারে সব অংশীজনের অংশীদারি প্রতিষ্ঠা করতে এবং টেকসই সংস্কার সাধনে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তোলা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা। সংশোধন প্রক্রিয়ায় থাকা শ্রম আইনে অনেক পরিবর্তন আসছে বলে জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে সরকার আরো বিদেশি ক্রেতা আকৃষ্ট করতে ব্যাপক শ্রম সংস্কারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেছেন, 'আমরা আমাদের শ্রম আইনকে বৈশ্বিক মানদণ্ডের সমমানসম্পন্ন করতে চাই। এটা আমার অঙ্গীকার।'

এটা মনে রাখা জরুরি যে দেশের শ্রমিক শ্রেণিই অর্থনীতির চাকা ঘোরানোর সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শ্রমিকরাই দেশে-বিদেশে কাজ করে বাংলাদেশের ভাগ্য বদলে অবদান রেখে যাচ্ছেন। প্রবাসে পাড়ি জমানো অভিবাসী শ্রমিকরা দেশের জন্য রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার জোগান দিচ্ছেন। আবার দেশের ভেতরে থেকেই তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকরা রপ্তানি আয়ের ৮৬ শতাংশের জোগান দিচ্ছেন। অন্যদিকে দেশের কৃষক বা কৃষি শ্রমিকরাই দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে মানুষের অন্নের জোগানে সবচেয়ে মুখ্য ভূমিকা রাখছেন। আর দেশের ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের শ্রমিকরাই এককভাবে জিডিপির ২৫ শতাংশের জোগান দিচ্ছেন। শ্রমিক শ্রেণির উন্নয়ন ছাড়া যে বৃহত্তর সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়, এই সত্যটি অনুধাবন না করলে দেশ কখনোই সামনে এগোতে পারবে না।

প্রতিদিনের মতো মহান মে দিবসেও সুতায় রং লাগাচ্ছেন কুমারখালীর শ্রমিকরা ◉ সমকাল

'আমরার কোনো ছুডি নাই ছুডি লইলে খায়াম কী'

◉ কিশোরগঞ্জ ও কুমারখালী (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসেও ছুটি কাটাতে পারেননি প্রান্তিক শ্রমিকরা। প্রতিদিনের মতো গত বৃহস্পতিবারও নিজ নিজ কাজে ছুটেছেন তারা। এসব শ্রমিকের ভাষ্য, গরিব মানুষের কোনো দিবস নেই। খেতে হলে প্রতিদিন কাজ করতে হবে।

'কাজ করেই প্যাট (পেট) চলে না। না করে কী করব? এক বস্তা চাল ভরে ওই অটোমিলে নিয়ে যাব। তার পর পাব ১৪ টাকা। ভোরদিন ভোরে খুব বেশি হলেও ৫০-৬০ বস্তা চাল ভরি। টাকা পেলে চাল কিনব, নুন (লবণ) কিনব। কিনে নিয়ে যাইয়া বউ ছোয়ালপাল মিলে খাব। আমার প্যাট চলে না, দিবস দিয়ে কী হবি।' কথাগুলো বলছিলেন কুমারখালীর নন্দলালপুর ইউনিয়নের বাঁশআড়া এলাকার বাসিন্দা মুকুল শেখ (৪৩)।

কুমারখালী পৌরসভার এলংগী এলাকার একটি চালকলের শ্রমিক মুকুল শেখ জানান, শ্রমিক দিবস তো ছুটির দিন। বসে থাকার কথা। কিন্তু প্যাট চলে না বলে কাজ করছেন। সারাদিন চাল ভরে ৫০০-৬০০ টাকা পান। এতে তাঁর ৭ জনের সংসার চলে না। রাতে ভ্যান চালাতে হয়। ভ্যান চালিয়ে প্রতিদিন ১৫০-২০০ টাকা আয় করেন।

এলংগী এলাকার একটি চালকলে সাত বছর ধরে কাজ করছেন মো. হাবিব (৩৫) ও তাঁর স্ত্রী কাকলী খাতুন। শ্রমিক দিবসে কাজ করা প্রসঙ্গে হাবিব বলেন, চুক্তিভিত্তিক কাজ করে প্রতিদিন ২২০-২৪০ টাকা আর দেড় কেজি চাল পান তিনি। এ দিয়েই কোনোমতে চলে যাচ্ছে। তাঁর ভাষ্য, 'গরিব মানুষের শ্রমিক দিবস নাই। খাতি (খাওয়া) লাগলি কাম করাই লাগবি।'

শ্রমিক দিবস কী জানেন না উপজেলার বাঁখই মহব্বতপুর গ্রামের নির্মাণ শ্রমিক আব্দুল মমিন। তিনি বলেন, 'একজন ডাক দিলেই কাজে যাওয়া লাগে। সংসারে চার-পাঁচটা লোক খানেওয়ালা। প্রতিদিন ৫০০-৬০০ টাকা আয় করি। তবুও একদিন কামে না গেলে পেট চলে না।'

প্রায় ৩০ বছর ধরে কুমারখালী পৌরসভার শেরকান্দি এলাকায় সুতায় রং লাগানোর ভ্যাটে কাজ করছেন নন্দলালপুর ইউনিয়নের পুটিয়া গ্রামের আলতাফ হোসেন। তিনি বলেন, বর্তমান মজুরিতে সংসার চলে না। সরকারও নজর দেয় না। তাই শ্রমিক দিবস জেনেও কাজ করছেন তিনি।

একজন সরকারি কর্মকর্তা ছুটির সঙ্গে বেতনও ভোগ করেন। কিন্তু প্রান্তিক শ্রমিকরা কাজে না গেলে মজুরি পান না জানিয়ে কুমারখালী জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য কে এম আর শাহিন বলেন, শ্রমিক দিবস জেনেও পেটের দায়ে কাজ করছেন শ্রমিকরা। তাদের জন্য অন্তত এক দিনের ভাতা চালু করা হলে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস অর্থবহ হবে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার দানাপাটুলি ইউনিয়নের গাগলাইল এলাকায় গিয়ে কথা হয় ধান কাটায় ব্যস্ত কয়েকজন কৃষি শ্রমিকের সঙ্গে। তারা বললেন, আজকে কী দিবস তারা জানেন না। মে দিবসের কথা বলতেই কয়েকজন বললেন, এমন একটি দিবসের কথা শুনেছেন। তবে ছুটির বিষয়টি জানেন না। মে দিবসের ছুটির কথা বলতেই তাদের সরল উত্তর, 'আমরার কোনো ছুডি নাই। ছুডি লইলে খায়াম (খাবো) কী'।

কৃষি শ্রমিক শওকত আলী, ইদ্রিছ আলী, মাসুদ মিয়া, দীন ইসলাম ও আইয়ুব আলী জানালেন, তারা শ্রমিক দিবস সম্পর্কে কিছু জানেন না। ছুটির কথাও জানেন না। তাদের ভাষ্য, সামনে কাজ থাকলেই কাজ করতে হয়। ছুটি নিলে খাবেন কী, পরিবার চলবে কী করে!

বণিকবার্তা বৃহস্পতিবার, মে ১, ২০২৫

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস

বাংলাদেশ শ্রমিকবান্ধব রাষ্ট্র হোক

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের দিন আজ। ১৮৮৬ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে শ্রমিকরা কাজের সময়সীমা ৮ ঘণ্টা নির্ধারণ, কাজের উন্নত পরিবেশ, মজুরি বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিতে ধর্মঘট আহ্বান করেন। দাবি আদায়ের জন্য পথে নেমে আসা শ্রমিকদের অনেককে সেদিন জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছিল। সেই আত্মত্যাগের স্মরণ এবং বঞ্চনা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালন করা হয়। দিবসটিকে মে দিবস হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

বছর বছর মে দিবস পালন করা হলেও বাস্তবতা হলো, দেশের শ্রমিকদের অধিকার আজও অরক্ষিতই রয়ে গেছে। শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য মজুরির দাবি এখনো উপেক্ষিত, এখনো তাদের বিরাট অংশ মৌলিক মানবাধিকার থেকেও বঞ্চিত। অথচ শ্রমজীবী মানুষের শ্রম ও চেতনাই সব সামাজিক সম্পদের উৎস। তাদের অধিকার সুরক্ষায় রাষ্ট্রের এগিয়ে আসতে হবে। সেই সঙ্গে নিরাপত্তাও নিশ্চিত করতে হবে। যদিও শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় সর্বাগ্রে মালিকদের দায়িত্বশীল হওয়ার বিকল্প নেই, যা বাংলাদেশের সিংহভাগ মালিক পক্ষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। যে কারণে প্রতি বছর, বিশেষত দুই ঈদের আগে শিল্প শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা আদায়ের দাবিতে আন্দোলনে নামতে দেখা যায়। এ বছরের ঈদুল ফিতরের আগেও একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে। যদিও প্রতিবারের ন্যায় এবারো সরকার একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়েছিল বকেয়া বেতন-বোনাস পরিশোধের। শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের মাসের পর মাস বেতন বকেয়া রেখে দেয়াই যেন শিল্প মালিক পক্ষের সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক অসন্তোষে এ বছর কেবল ঈদুল ফিতর ঘিরে নয়। চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের সময় থেকে পরবর্তী সময়েও নিয়মিত বিরতিতে দেখা মিলেছে শ্রম অসন্তোষের। বিভিন্ন কারখানার মালিক বিগত সরকার পতনের পর পালিয়েছেন দেশ থেকে। ফলে সেসব কারখানার শ্রমিকদের বেতন বকেয়া রয়ে গেছে। সেই সময়ও বেতন পরিশোধের দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ করতে দেখা গেছে। ঈদ ঘিরে সেই বিক্ষোভের গতি সঞ্চার হতে দেখা গেছে, যা এখনো থামেনি। গতকাল সকালেও গাজীপুরের একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন।

যদি শিল্প মালিক পক্ষ শ্রমিকদের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণে ব্যর্থ হয়, সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। শ্রম আইনের কঠোর প্রয়োগ বাস্তবায়ন করা দরকার। যেকোনো শ্রমজীবী ব্যক্তির অন্যতম অধিকার যথাসময়ে বেতন পাওয়া। অথচ এ দেশে শ্রমিকদের এ অধিকার আজও উপেক্ষিত, যা কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না।

এবারের মে দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, 'শ্রমিক-মালিক এক হয়ে, গড়বো এ দেশ নতুন করে'। প্রশ্ন জাগে, যে মালিক তার শ্রমিকের ন্যায্য পাওয়া পরিশোধ করবে না, সেই মালিক দেশ গড়ায় কতটা ভূমিকা রাখতে সক্ষম? এমন মালিক পক্ষের সঙ্গে কাজ করলে কেবল শ্রম অসন্তোষ দানা বাঁধবে। আন্দোলন হবে। কর্মবিরতি ঘোষণা করবেব শ্রমিকরা। মালিক পক্ষ নিজেদের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে কল-কারখানা বন্ধ ঘোষণা করবেন। সব মিলিয়ে উৎপাদন ব্যাহত হবে, যা দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিকে প্রভাবিত করবে। শ্রমিকদের অধিকার অরক্ষিতই রয়ে যাবে। মালিক-শ্রমিক মিলে দেশ গড়তে হলে মালিকদের নৈতিক চর্চা ও দায়িত্বশীল আচরণে অভ্যস্ত হতে হবে। সরকারের এটা নিশ্চিত করতে হবে। নয়তো তা হবে সংবিধান লঙ্ঘনেরও শামিল। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে আছে, 'রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে—কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।'

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে দায়িত্ব নেয়া অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল নানা ক্ষেত্রের সংস্কার ঘিরে। সেই ধারাবাহিকতায় গত বছরের ১৭ নভেম্বর বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিআইএলএস) নির্বাহী পরিচালককে প্রধান করে ১০ সদস্যের একটি শ্রম সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। সম্প্রতি বেশকিছু সুপারিশ প্রস্তাব করেছে এ কমিশন। এর মধ্যে অন্যতম সব শ্রমিকের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করা। দেশে প্রায় আট কোটি শ্রমজীবী মানুষ আছে। তার মধ্যে ৮৫ শতাংশ বা সাত কোটি শ্রমিকের আইনি সুরক্ষা নেই উল্লেখ করে এ কমিশন শ্রমিকদের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিতের সুপারিশ করেছে। পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে বিশেষ সুপারিশ করেছে কমিশন। যেমন শ্রম আইনে 'মহিলা' শব্দের পরিবর্তে 'নারী' শব্দ ব্যবহার এবং কর্মক্ষেত্রে তুই/তুমি সম্বোধন বন্ধ করা ইত্যাদি। সেই সঙ্গে জোর দিয়েছে দেশের শ্রমিকদের জন্য জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ওপর, যাতে কোনো শ্রমিক যেন তার শ্রমের পরিমাণের চেয়ে কম মজুরি না পান। এছাড়া শ্রমিকদের নিবন্ধন থেকে শুরু করে পরিচয়পত্র দেয়াসহ সাম্প্রতিক আন্দোলনে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা দ্রুত প্রত্যাহার করার কথাও বলেছে শ্রম সংস্কার কমিশন।

এসব সুপারিশ কেবল খাতা-কলমে সীমাবদ্ধ না থাকুক। এর বাস্তবায়ন করা জরুরি। সরকারের কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। যেসব সুপারিশ স্বল্পমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য তা সম্পন্ন করতে হবে। আর মধ্য বা দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পিত পথনকশা তৈরি করা প্রয়োজন, যেন পরবর্তী সরকার সেগুলো বাস্তবায়নে এক ধরনের বাধ্য হয়।

স্বাধীনতার সুদীর্ঘ বছর পরও ন্যায্য দাবি আদায়ে শ্রমিকদের আন্দোলন করা, আন্দোলন করতে গিয়ে অনেকে জেল-জুলুমেরও শিকার হওয়া, কারখানা বন্ধ করা, অকারণে শ্রমিক ছাঁটাই—এসব দেশের সার্বিক উন্নয়নেরই অন্তরায়। সরকারের তা অনুধাবন করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে উন্নয়ন অর্জন করেছে, তার পেছনে শ্রমিকদের অবদান অনস্বীকার্য। সরকার ও শিল্প মালিকরা উন্নয়নের এ ধারা এগিয়ে নিতে চাইলে শ্রমিকদের অধিকারের সুরক্ষা দিতে হবে। তাদের পাওয়া বেতন পরিশোধ, ন্যূনতম মজুরি, চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অতীব জরুরি। তাছাড়া বর্তমানে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজমান। এ পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ দিনযাপনে অর্থ কষ্টে ভুগছেন। সেখানে শিল্প শ্রমিকদের মাসের পর মাস বেতন পরিশোধ না হওয়াটা আইনত অপরাধ, সেই সঙ্গে অমানবিকও বটে।

বাংলাদেশে মে দিবস পালন তখনই সার্থক হবে, যখন শ্রমিকরা এ ধরনের শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত হতে পারবে। মালিকদের মনে রাখতে হবে, শ্রমিকদের ঠকিয়ে শিল্পের বিকাশ বা বাড়তি মুনাফা করা যাবে না। মনে রাখা প্রয়োজন, শ্রমিকের অংশগ্রহণ ছাড়া শিল্প টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করে শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সরকার ও মালিক শ্রেণীকে অনেক বেশি আন্তরিক হতে হবে। মে দিবস পৃথিবীতে বঞ্চনা ও শোষণ থেকে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির যে বার্তা নিয়ে এসেছে, তা বাস্তবায়ন হোক। শ্রমিক শ্রেণী তাদের মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা পাক।

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, মে ১, ২০২৫

উচ্চ মূল্যস্ফীতিতেও হালনাগাদ নয় ১৮ খাতের মজুরি কাঠামো

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের ৪৩টি খাতের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে দেয় সরকার। এর মধ্যে ১৮টি খাতের মজুরি কাঠামোর হালনাগাদ হয়নি। তাছাড়া সিরামিক, পোলট্রি, ব্যাটারি প্রস্তুতকারক এবং রঙ ও কেমিক্যাল কারখানা নতুন খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হলেও নির্ধারণ হয়নি শ্রমিক ও কর্মচারীর নিম্নতম মজুরি। অথচ উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে গত তিন বছর জীবনযাত্রার ব্যয় মেটাতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

সর্বশেষ মার্চেও দেশে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯ দশমিক ৩৫ শতাংশ। তা নিয়ন্ত্রণে আনতে ঋণের সুদহার বাড়িয়ে চলেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এরপরও কমছে না উচ্চ মূল্যস্ফীতি। উল্টো কমছে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা। এক্ষেত্রে সরকারি চাকরিজীবীদের প্রায়ই বেতন সমন্বয় করা হলেও বাড়েনি বেসরকারি অনেক খাতের শ্রমিকদের মজুরি। প্রতি পাঁচ বছরে নতুন মজুরি কাঠামো ঘোষণার কথা থাকলেও হালনাগাদ হয়নি ১৮টি খাতে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, পেট্রল পাম্প খাতে সর্বশেষ মজুরি কাঠামো নির্ধারণ হয়েছিল ৩৮ বছর আগে, ১৯৮৭ সালে। আর টাইপ ফাউন্ড্রির মজুরি নির্ধারণ হয়েছিল তারও আগে অর্থাৎ ১৯৮৩ সালে। এছাড়া আয়ুর্বেদিক কারখানা ২০০৯; আয়রন ফাউন্ড্রি অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ এবং অয়েল মিলস অ্যান্ড ভেজিটেবল প্রডাক্টস ২০১০; সল্ট ক্র্যাশিং ২০১১; ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত অদক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক ও কিশোর শ্রমিক ২০১২; ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রি ২০১৩; জুট প্রেস অ্যান্ড বেলিং ২০১৪; বাংলাদেশ স্থলবন্দর ২০১৬; হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট, ফার্মাসিউটিক্যালস ও টি প্যাকিং ২০১৭ সালে ঘোষণা করা হয়েছিল। আর ২০১৮ সালে হালনাগাদ করা হয় জাহাজ ভাঙা; বেকারি, বিস্কুট ও কনফেকশনারি, অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ এবং অ্যালুমিনিয়াম অ্যান্ড এনামেল খাতের মজুরি কাঠামো।

খুলনার পাইকগাছায় এরশাদ হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের কর্মচারী হিসেবে কাজ করেন নজরুল ইসলাম। এ খাতে সর্বশেষ মজুরি কাঠামো করা হয়েছিল ২০১৭ সালে। স্বভাবতই সংসার টানতে তাকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। তার মা আমেনা বেগম রান্নার কাজ করেন শিক্ষার্থীদের মেসে। বণিক বার্তাকে নজরুল বলেন, 'আমার মা কাজ করে যে টাকা বেতন পান তা দিয়ে সংসার চলে না। আমি কাজ শুরুর পর সংসারে কিছুটা আয়-ইনকাম বেড়েছিল। তবে এখন আবার কষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিলের (আইবিসি) সাধারণ সম্পাদক বাবুল আখতার বণিক বার্তাকে বলেন, 'বাংলাদেশের সব খাতের শ্রমিকের যে মজুরি কাঠামো রয়েছে সেটি জীবনযাত্রার ব্যয় মেটানোর জন্য একেবারে কম। মজুরি বাড়ানোর জন্য আমরা বারবার দাবি জানিয়ে এসেছি। জাতীয় মজুরি কাঠামো দাঁড় করানোর বিষয়েও বলেছি। এটা বিগত সময়েও বলেছি, অন্তর্বর্তী সরকারকেও বলেছি। এছাড়া বাজারমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মজুরিও সমন্বয় করার কথা বলেছি। বর্তমান সরকার যেহেতু ভালো কিছু করার চেষ্টা করছে, আমরা এ দাবিটি জানিয়েছি।'

সরকার যেসব খাতের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করে দেয় তার মধ্যে আরো রয়েছে গ্লাস অ্যান্ড সিলিকেট, প্লাস্টিক, রি-রোলিং মিলস, ব্যক্তিমালিকানাধীন সড়ক পরিবহন, রাইস মিল, চামড়াজাত পণ্য ও জুতা কারখানা, নির্মাণ ও কাঠ, সিকিউরিটি সার্ভিসেস, স মিলস, প্রিন্টিং প্রেস, চিংড়ি, মৎস্য শিকারি ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ, ব্যক্তিমালিকানা ধান-পাটকল, রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ, হোমিওপ্যাথ কারখানা, বিড়ি, টি-গার্ডেন, সিনেমা হল, হোসিয়ারি, গার্মেন্টস, কটন টেক্সটাইল, দর্জি কারখানা, ট্যানারি, সোপ অ্যান্ড কসমেটিকস, কোল্ড স্টোরেজ ও সিমেন্ট কারখানা। আর সিরামিকস, পোলট্রি, ব্যাটারি প্রস্তুতকারক এবং রঙ ও কেমিক্যাল কারখানার শ্রমিকদের মজুরি কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসার প্রক্রিয়া চলছে।

বেসরকারি খাতে মাসভিত্তিক কাঠামোতে সবচেয়ে বেশি মজুরি পান স মিলের শ্রমিক-কর্মচারীরা। এ খাতের একজন কর্মীর মাসিক নিম্নতম মজুরি ১৭ হাজার ৯০০ টাকা। এছাড়া নির্মাণ ও কাঠ শ্রমিক ১৬ হাজার ২৪০, জাহাজ ভাঙা শ্রমিক ও কর্মচারী যথাক্রমে ১৬ হাজার ও ১৫ হাজার ১০০, রাবার ইন্ডাস্ট্রির শ্রমিক-কর্মচারী ১২ হাজার ৯১০ এবং গার্মেন্টস শ্রমিক-কর্মচারীদের নিম্নতম মজুরি যথাক্রমে ১২ হাজার ৫০০ ও ১২ হাজার ৮০০ টাকা।

এ কাঠামোর সবচেয়ে কম মজুরি পান হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট খাতের শ্রমিক-কর্মচারী। তাদের নিম্নতম মজুরি মাসিক ৩ হাজার ৭১০ টাকা। এছাড়া অটোমোবাইল ওয়ার্কশপের শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি যথাক্রমে ৫ হাজার ৯৩০ ও ৭ হাজার ৬১০ টাকা, বেকারি ও কনফেকশনারি খাতের শ্রমিক-কর্মচারীর যথাক্রমে ৫ হাজার ৯৪০ ও ৬ হাজার ৫০০ টাকা, জুট প্রেস অ্যান্ড বেলিং খাতের কর্মচারী-শ্রমিকের ৪ হাজার ৮৫০ এবং ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রির শ্রমিক-কর্মচারীর মাসিক নিম্নতম মজুরি ৪ হাজার ৫৬০ টাকা।

রাজধানীর ঢাকা উদ্যানের বাসিন্দা হামিদা বানু কাজ করছেন স্থানীয় ফোর ব্রাদার্স গার্মেন্টস কারখানায়। নিয়মিত কাজের পাশাপাশি সেখানে ওভার টাইমও করেন। তারপরও সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয় তাকে। বাড়তি আয়ের আশায় সম্প্রতি বাসাবাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ নিয়েছেন। নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে হামিদা বানু বণিক বার্তাকে বলেন, 'দিন দিন খরচ বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু আয় বাড়ছে না। প্রতি বছর জিনিসপত্রের পাশাপাশি বাসা ভাড়াও বেড়ে যায়। এদিকে দুই মেয়ের পড়াশোনার খরচ এবং সামনের দিনে তাদের বিয়ের জন্য নগদ অর্থের প্রয়োজন। এজন্য গার্মেন্টসে কাজের পাশাপাশি মানুষের বাসাবাড়িতে কাজ করছি। স্বামী-স্ত্রী মিলিয়ে দুজন কাজ করেও কুলিয়ে উঠতে পারছি না।'

বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের (বিইএফ) ভাইস প্রেসিডেন্ট তাহমিদ আহমেদ বণিক বার্তাকে বলেন, 'মূল্যস্ফীতি হলে শ্রমিক বা অন্য কর্মজীবীদের বেতন বাড়া উচিত। তবে সবাই মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সমন্বয় করে বাড়াতে পারবে না। কারণ তাতে নানা রকম সমস্যা হয়। অনেক সময় প্রতিষ্ঠান বন্ধও হয়ে যেতে পারে। এ রকম অনেক বিষয় বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু মূল্যস্ফীতির সময় মজুরি বাড়াতে হয়। সবারই প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট হয়। বিগত সময়ে সরকার ৫ শতাংশ নির্ধারণ করে দিয়েছিল, সেটা মূল্যস্ফীতি হোক বা না হোক। তবে আমাদের দেশে মূল্যস্ফীতি ৫ শতাংশের ওপরেই আছে। এখন ৯-১০ শতাংশ পার হয়ে গেছে। ছোট একটা কারখানার যদি ১০ শতাংশ মজুরি বাড়াতে যায় তাহলে সে চলতেই পারবে না। তবে ভিন্ন সেক্টরে আলাদাভাবে মজুরি বাড়ানো যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে পরিমাণটা কিছু কম-বেশি হবে।'

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, শ্রম আইন ২০০৬-এর ভিত্তিতে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর বিভিন্ন খাতের ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করতে পারে সরকার। মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত ৪৩টি শিল্প খাতে ন্যূনতম মজুরি হার নির্ধারণ ও পুনর্নির্ধারণ করেছে। এর মধ্যে গত ১০ বছরে ঘোষণা হয়েছে ৩৩টি মজুরি কাঠামো।

অন্তর্বর্তী সরকারের গঠন করা শ্রম সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে বার্ষিক মজুরি তিন বছর পর পর পুনর্নির্ধারণ করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। কমিশন প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বণিক বার্তাকে বলেন, 'মজুরির ক্ষেত্রে আমরা তিনটি বিষয় প্রস্তাব করেছি। একটা হচ্ছে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি, লিভিং ওয়েজের বিবেচনায় সেটি হতে হবে। বার্ষিক মজুরি পুনর্মূল্যায়ন এবং তিন বছর পরপর এটি পুনর্নির্ধারণ করার প্রস্তাব করেছি। জাতীয় ন্যূনতম মজুরির ভিত্তিতে খাতভিত্তিক ও পেশাভিত্তিক মজুরি নির্ধারিত হবে। আমাদের সুপারিশ হচ্ছে মজুরির পুনর্বিন্যাস মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করতে হবে।'

শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে মজুরি কমিশন গঠন বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বণিক বার্তাকে বলেন, 'একটা সংস্কার কমিশন হয়েছে। তারা বিশাল রিপোর্ট দিয়েছে। তার মধ্যে মজুরি কমিশনের বিষয়টা প্রমিনেন্টলি রয়েছে। সেখানে কত বছর পরপর কী কী বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে মজুরি নির্ধারণ করতে হবে, সেগুলো উল্লেখ রয়েছে। আমরাও চাচ্ছি একটা পরিবর্তন হোক। তবে এটার জন্য অংশীজনদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা প্রয়োজন। তার ভিত্তিতেই বিষয়টা নির্ধারণ করা হবে।'

সর্বোচ্চ মজুরির খাত	শ্রেণী	টাকা
স মিল	শ্রমিক-কর্মচারী	১৭,৯০০
নির্মাণ ও কাঠ	শ্রমিক	১৬,২৪০
জাহাজ ভাঙা	শ্রমিক	১৬,০০০
	কর্মচারী	১৫,১০০
রাবার ইন্ডাস্ট্রি	শ্রমিক-কর্মচারী	১২,৯১০
গার্মেন্ট	শ্রমিক	১২,৫০০
	কর্মচারী	১২,৮০০

সর্বনিম্ন মজুরির খাত		
হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট	শ্রমিক-কর্মচারী	৩,৭১০
অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ	শ্রমিক	৫,৯৩০
	কর্মচারী	৭,৬১০
বেকারি ও কনফেকশনারি	শ্রমিক	৫,৯৪০
	কর্মচারী	৬,৫০০
জুট প্রেস অ্যান্ড বেলিং	শ্রমিক-কর্মচারী	৪,৮৫০
ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রি	শ্রমিক ও কর্মচারী	৪,৫৬০

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, মে ১, ২০২৫

মে দিবস

ড. মো. আবু তাহের

শ্রমিক অধিকার ও পোশাক রফতানির সস্তা শ্রমের মডেল থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস

কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক নির্ণয়ে সে দেশের শ্রম অধিকারসংক্রান্ত বিষয়াদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সময়ে পোশাক শিল্পে সংঘটিত দুঃখজনক ঘটনায় আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের চাপের মুখে মালিকদের অ্যাকর্ড প্রদত্ত গাইডলাইনস ও বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুসরণ করতে বাধ্য করা হলেও এখনো অনেক জায়গায় এর ব্যত্যয় ঘটে চলেছে। এমনকি আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ অনুসারে যেসব শ্রম অধিকার রয়েছে, মালিকরা তা সুকৌশলে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। মূলত মালিকদের অসহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব, পক্ষদের মধ্যকার পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার সংকট, শোভন কর্ম পরিবেশের অনুপস্থিতি, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডে মালিকদের বাধা প্রদান, কারখানা পর্যায়ে কালেক্টিভ বার্গেনিংয়ের অনুপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা গেলে শ্রম আইন ও অধিকার সুনিশ্চিতসহ শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক দৃঢ়তর হবে। এতে দেশী-বিদেশী উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারী শিল্প-কারখানায় বিনিয়োগে উৎসাহিত হবে যা প্রকারান্তরে ক্রমবর্ধমান কর্মসংস্থান, জিডিপি প্রবৃদ্ধি, টেকসই উন্নয়নের পথকে সুগম করবে।

পত্রিকান্তরে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি (ইউএসটিআর) দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া অঞ্চলের প্রতিনিধি দল এরই মধ্যে বাংলাদেশ সফরে এসে বাংলাদেশের শ্রমমান ও অধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে মোট ১১টি বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দিয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ওপর তাগিদ দিয়েছেন। এগুলো হলো ট্রেড ইউনিয়নের কর্মী ও শ্রম অধিকার কর্মীদের ওপর যারা নিপীড়ন করে তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা; যেসব মালিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ শ্রমিক নেতা ও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কাজ করে তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা; বাংলাদেশের শ্রম আইন সংশোধনপূর্বক আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার সুনিশ্চিত করা; ইপিজেড অঞ্চলের শ্রমিকরা যেন স্বাধীনভাবে ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারে তার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা; বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) ৩৪ ধারা সংশোধন ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোয় (এসইজেড) সেটির প্রয়োগ করা; বেজা ও এসইজেডের শ্রমিকরা যাতে সংঘটিত হতে পারে ও যৌথ দরকষাকষিতে সক্ষম হন তা নিশ্চিত করা; ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধনের আবেদন প্রক্রিয়া ৫৫ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করা; শ্রম অধিদপ্তরের মাধ্যমে তার বিদ্যমান নিবন্ধন পোর্টালে অপেক্ষমাণ থাকা সব ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের আবেদন হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ; বার্ষিক বাজেটের মাধ্যমে শ্রম পরিদর্শক নিয়োগ ও এর জন্য তহবিল বরাদ্দ দেয়া; শ্রম পরিদর্শকের পদ অনুমোদন এবং নিবন্ধন বিলম্বিত বা বাধাগ্রস্ত করার অভ্যাস বন্ধ করা। শ্রম অধিকারসংক্রান্ত ইউএসটিএ কর্তৃক উল্লেখিত ১১ দফার দ্রুত বাস্তবায়ন করতে পারলে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে জিএসপি সুবিধা ভোগ করতে পারবে। এ প্রসঙ্গে বিলসের নির্বাহী পরিচালক ও শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান আহমেদ বলেন, '১১ দফা বাস্তবায়নে কিছু কমিটি হয়েছে। আইন ও বিধি সংশোধনের কাজ চলছে। তবে মালিক পক্ষ যদি এ ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ না করে তাহলে তেমন কোনো লাভ হবে না। কারখানার অভ্যন্তরে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যকার যৌথ দরকষাকষির পরিবেশ তৈরি করা হলে ভবিষ্যতে ভালো কিছু আশা করা যায়।

এটা সত্য যে মে দিবস শ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অনন্য মাইলফলক, যা ১৮৮৬ সালে সংঘটিত হয়েছিল। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই এখনো ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে শ্রম আইন ও বিধিতে অনেক শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি কল্পনা আক্তার বলেন, 'ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে সরকারের অসহযোগিতা এখনো রয়ে গেছে। যে তথ্য জমা দেয়া হয়, তা শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক আবার চাওয়া হয়। এমন তথ্যও চাওয়া হয় যা নীতিমালায় উল্লেখ নেই। যেমন ইউনিয়ন করার জন্য মালিক পক্ষের প্রত্যয়ন পত্র। যে মালিক ট্রেড ইউনিয়ন হোক চান না তিনি কি প্রত্যয়নপত্র দেবেন? এমনকি স্বাক্ষর মেলেনি এ অজুহাতেও ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন আবেদন বাতিল করা হয়। তবে এটা সত্য যে অনেক সময় মালিক আজ্ঞাবহ পকেট ইউনিয়ন করার জন্য প্রত্যয়ন পত্র দিয়ে থাকেন।'

'বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্তর্জাতিক শ্রমবিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি কেলি এম রড্রিগেজ কারখানার ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন সহজতর করা, জীবনধারণের জন্য শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত এবং শ্রমবিষয়ক কর্মপরিকল্পনা, শ্রম আইনের দ্রুত সংস্কার—এ বিষয়গুলোর ওপর সমধিক জোর দিয়েছেন। ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিতসহ শ্রমবিরোধ নিরসনে শ্রমিক, মালিক ও সরকারের সম্মিলিত উদ্যোগে ১৮ দফার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি দল প্রশংসা করলেও ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রক্রিয়া এখনো সহজতর না হওয়ায় হতাশা ব্যক্ত করেছেন। অনেক সময় মালিক পক্ষের সঙ্গে যোগশাজস করে শ্রম অধিদপ্তর ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে—এ ধরনের অভিযোগ হরহামাশা পাওয়া যায়। এ বিষয়ে জানতে চাইলে শ্রম সচিব বলেন, 'অভিযোগটি অমূলক নয়। এরই মধ্যে কয়েকটি কারখানা ও সরকারি দপ্তর পরিদর্শন করে এর সত্যতা পাওয়া গেছে। তবে এ ব্যাপারে কাজ চলছে।'

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ পোশাক রফতানির একক বৃহত্তম বাজার। সস্তা শ্রমের কারণে নিম্ন ব্র্যান্ডের প্রতিষ্ঠানে আমাদের পোশাক রফতানি করা সহজতর। তবে পোশাক রফতানির সস্তা শ্রমের এ মডেল থেকে বেরিয়ে এসে উচ্চতর ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠানের পোশাক রফতানিতে যতদিন বাংলাদেশ যুক্ত হতে পারবে না ততদিন এ দেশের পোশাক শিল্পের শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি ও ব্যবস্থাপনার কোনো উন্নতি হবে না। উপরন্তু বর্তমানে দেশে বিরাজমান অস্থিরতা-অনিশ্চয়তার ফলে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগে স্থবির হয়ে পড়েছে, যা কর্মসংস্থানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। পূর্বে ১ শতাংশ প্রবৃদ্ধির বিপরীতে যে পরিমাণ কর্মসংস্থান হতো এখন তা হচ্ছে না। ফলে অনেকে কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে শোষণের শিকার হচ্ছেন। পাচ্ছেন না ন্যায্য মজুরি, শোভন কর্মপরিবেশ ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কর্মঘণ্টা অনুসরণের সুযোগ। শ্রমের বিনিময়ে যে মজুরি পান তা দিয়ে মূল্যস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির এ দুঃসময়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকাটাই দায়। অন্যদিকে দেশে বেকারত্ব একটি বড় সংকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় জীবন-জীবিকার তাগিদে শ্রমিকরা কাজ করতে বাধ্য হলেও প্রতিকূল পরিবেশ ও উদ্বৃত্ত শ্রমবাজার হওয়ায় সস্তা দামে ও কঠিন কন্ডিশনে শ্রমিকরা তাদের শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। মনে রাখতে হবে, সমাজদেহে এ ধরনের শ্রেণী শোষণ বিদ্যমান রেখে বৈষম্যহীন সমাজ দূরের কথা, গণতন্ত্র ও মানবতাবোধ প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নয়।

এটা সত্য যে শ্রমজীবী মানুষ আবহমানকাল থেকে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করে বহু ব্যবস্থার পরিবর্তন করলেও শোষণের অবসান ঘটাতে পারেনি, বরং মালিকরা নিত্যনতুন কৌশলের মাধ্যমে শোষণের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে চলেছেন। ফলে মে দিবস সংঘটিত হওয়ার ১৩৯ বছর পরও শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ও শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশে শ্রমমান ও অধিকার সুনিশ্চিত করতে হলে সরকার, শ্রমিক, মালিকের মধ্যকার পারস্পরিক বিশ্বাস, সম্মান ও নিবিড় যোগাযোগ অনস্বীকার্য। উপরন্তু জাতীয় চাহিদাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ও শিল্পের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা বজায় রাখা, বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা ও সার্বিক মুক্তি অনেকাংশে নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে সরকারকে অনুঘটকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। জানি না বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্যাকাশে সেই স্বর্ণালি দিনের রঙিন সূর্য কবে উদয় হবে?

যাদের শ্রমে-ঘামে কল-কারখানা চলে, রাস্তাঘাটসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মিত হয়, ধনিক শ্রেণীর বিলাস-বৈভবের নানা উপকরণ তৈরি হয় তাদের জীবনযাত্রার মানমর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠাই হোক এবারের মে দিবসে আমাদের অঙ্গীকার।

ড. মো. আবু তাহের : অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; সাবেক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক সদস্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বণিক বার্তা ■ বৃহস্পতিবার, মে ১, ২০২৫

চা শ্রমিকের মজুরি সবচেয়ে কম বাংলাদেশে

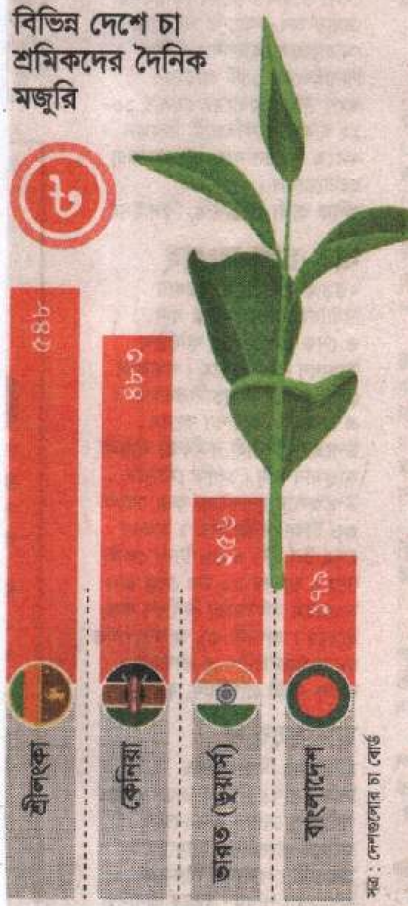

সুজিত সাহা ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

শ্রীলংকায় চা শ্রমিকের দৈনিক মজুরি সাড়ে পাঁচশ টাকার মতো। চা উৎপাদনকারী দেশ কেনিয়া ও ভারতে তা যথাক্রমে ৪৮৩ ও ২৫৬ টাকা। অন্যদিকে বাংলাদেশে প্রতিজন শ্রমিক দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের বিনিময়ে পান ১৭৯ টাকা। মূলত দেশগুলোর তুলনায় নিম্নমানের ক্লোনের কারণে বাংলাদেশে পানীয় পণ্যটির উৎপাদন ব্যয় হয় অনেক বেশি, যার প্রভাব পড়ছে শ্রমিকের মজুরিতে। হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পরও ন্যায্য পারিশ্রমিক না পাওয়ায় ক্রমান্বয়ে কমছে এ খাতের প্রায় দেড় লাখ শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান।

চা শ্রমিকরা জানিয়েছেন, ২০১৫ সালের দিকে দেশে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ছিল ৮৫ টাকা। আন্দোলনের পর সেটি বাড়িয়ে ১০২ টাকা এবং পরবর্তী সময়ে ১২০ টাকা করা হয়। ২০২২ সালে বৃহৎ শ্রমিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বাড়িয়ে করা হয় ১৭০ টাকা। এরপর সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতি বছর ৫ শতাংশ হিসেবে মজুরি বাড়ছে। এখন শ্রমিকরা দৈনিক মজুরি পাচ্ছেন ১৭৮ টাকা ৫০ পয়সা। আগামী আগস্টে মজুরি আরো ৫ শতাংশ বৃদ্ধির কথা রয়েছে। একই সঙ্গে শ্রমিকরা প্রতি সপ্তাহে ৩ দশমিক ৩ কেজি ভর্তুকি মূল্যে আটা বা চাল পান বাগান মালিকের কাছ থেকে (প্রতি কেজি ২ টাকা হারে)। এছাড়া বাগানের বাসস্থান, কৃষিজ জমি, স্কুল, প্রাথমিক চিকিৎসা, বোনাসসহ বিভিন্ন সুবিধা পেয়ে থাকেন শ্রমিকরা। কিন্তু দেশীয় বাস্তবতায় চা শ্রমিকদের জন্য দেয়া এসব সুবিধা খুবই নগণ্য বলে অভিযোগ করেছেন শ্রমিক নেতারা।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নিপেন পাল বণিক বার্তাকে বলেন, 'একজন চা শ্রমিক দৈনিক যে মজুরি পান সেটি খুবই নগণ্য। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য যে সুবিধা পাওয়ার কথা তার সঙ্গে চা শ্রমিকদের মজুরি ও সুবিধার কোনো মিল নেই। মালিকরা সবসময় চায়ের দাম কম থাকার কারণে মজুরি ও সুবিধা বাড়াতে পারছেন না বলে জানান। কিন্তু শ্রমিকরা কাজে ফাঁকি না দিয়ে বাগানে শ্রম দেন। উৎপাদিত চায়ের ন্যায্যমূল্য না পেলে তাতে শ্রমিকের কোনো দায়দায়িত্ব নেই। উৎপাদন খরচ কমিয়ে বাগানকে লাভজনক করার মাধ্যম শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিতে সরকারের এ বিষয়ে কাজ করা উচিত।'

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, ব্যবস্থাপনা জটিলতা, প্রতিযোগী দেশগুলোর মতো আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে না পারায় প্রতিনিয়ত বাড়ছে উৎপাদন ব্যয়। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে নিলামগুলোয় চায়ের দাম আশানুরূপ না হওয়ায় বাগানগুলো টিকে থাকার প্রয়োজনে কৃচ্ছ্রতা দেখাচ্ছে শ্রমিকের মজুরিতে। এতে নিরবচ্ছিন্নভাবে চা উৎপাদনে সম্পৃক্ত থাকা মানুষগুলোর জীবনের পরিবর্তন ঘটছে খুবই কম। বছর বছর মাত্র ৫ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি আর নামমাত্র মূল্যের সাপ্তাহিক রেশন কিংবা বাসস্থানসহ অপ্রতুল শিক্ষা-চিকিৎসার ওপর নির্ভর করে অনিশ্চিত জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন ২০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চা উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত লক্ষাধিক চা শ্রমিক।

বাংলাদেশে চা উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা

চা শ্রমিকের মজুরি সবচেয়ে

শেষ পৃষ্ঠার পর

হচ্ছে হেক্টরপ্রতি উৎপাদনে পিছিয়ে থাকা। বাংলাদেশ চা বোর্ডের অধীনে একটি চা গবেষণা কেন্দ্র থাকলেও এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ উৎপাদনসংবলিত কোনো চায়ের জাত উদ্ভাবন করতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি। ফলে বিশ্বে এখন হেক্টরপ্রতি (বছরে) ১০ হাজার কেজি পর্যন্ত চায়ের ক্লোন জাত উদ্ভাবন হলেও বাংলাদেশে সর্বোচ্চ উৎপাদন হয় তিন হাজার কেজি। এ কারণে শ্রমিক বাগানে তার শ্রম দিয়ে গেলেও উৎপাদন খরচ কমাতে তার কোনো ভূমিকা থাকে না। যদিও বাগান মালিক কিংবা নিয়ন্ত্রক সংস্থা বলছে, চায়ের মূল্য ও উৎপাদন খরচ বিবেচনায় মজুরি বাড়তি দেয়া হচ্ছে।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ চা বোর্ডের সাবেক উপপরিচালক (পরিকল্পনা) মুনির আহমেদ বণিক বার্তাকে বলেন, 'চায়ের মান বৃদ্ধি ও হেক্টরপ্রতি উৎপাদন খরচ কমাতে না পারলে বাগানগুলো কোনোভাবেই শ্রমিককে বাড়তি মজুরি দিতে পারবে না। ভারত, শ্রীলংকা, কেনিয়াসহ প্রতিযোগী দেশগুলো বাংলাদেশের চেয়েও ভালো মানের চা উৎপাদন করে শ্রমিকদের বাড়তি মজুরি ও সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে। আমরা কেন শ্রমিকদের মজুরি বাড়াতে পারছি না সেসব বিষয়ে কেউই গভীর অনুসন্ধান করছে না।'

তিনি আরো বলেন, 'আমাদের শ্রমিকরা মাঠে কাজ করছেন ঠিকই, কিন্তু ভারতসহ আশপাশের দেশগুলোর সমপরিমাণ বাগান থেকে অর্ধেকেরও কম চা উৎপাদন করছেন। এতে উৎপাদন খরচ দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। ফলে ভুক্তভোগী হচ্ছেন আমাদের মাঠে রোদ-বৃষ্টিতে কষ্ট করা শ্রমিকরাই। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যৌথ গবেষণা, চুক্তি কিংবা বৈজ্ঞানিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে চায়ের মান বৃদ্ধি, খরচ কমাতে উৎপাদন বাড়ানোসহ নানামুখী উদ্যোগ নিতে হবে। চা বোর্ডকে ঢেলে সাজানো ছাড়া চা খাত ও শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব নয়।'

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাংলাদেশের চা খাতের উন্নয়নে গবেষণায় কাজ করছে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই)। চা বোর্ডের অধীন প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত ২৩টি ক্লোন ও পাঁচটি বীজ জাত উদ্ভাবন করেছে। প্রতিষ্ঠানটির সর্বোচ্চ ক্লোন চা উৎপাদনের রেকর্ড রয়েছে হেক্টরপ্রতি তিন হাজার কেজি। যদিও বর্তমানে ভারতের (সর্বভারতীয়) ক্লোনগুলোর সর্বোচ্চ উৎপাদন হেক্টরপ্রতি ছয় হাজার থেকে সাড়ে ছয় হাজার কেজি। দক্ষিণ ভারতের উদ্ভাবিত ক্লোনগুলোর হেক্টরপ্রতি উৎপাদন ৮-১০ হাজার কেজি। এভাবে কেনিয়া ছয় হাজার ও শ্রীলংকা পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার কেজি চা উৎপাদনে সক্ষম। প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় অর্ধেকেরও কম চা উৎপাদনে সক্ষম হওয়ায় বাংলাদেশের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে, যার সরাসরি ভুক্তভোগী হচ্ছেন চা শ্রমিকরা।

জানতে চাইলে বাংলাদেশী চা সংসদের সভাপতি কামরান তানভিরুর রহমান বণিক বার্তাকে বলেন, 'আমাদের চা উৎপাদন খরচ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। সে তুলনায় নিলামে দাম পাওয়া যাচ্ছে না। বেশির ভাগ মালিকই লোকসান দিয়ে চা বিক্রি করছেন। শ্রমিকের বেতন-ভাতা ও সুবিধা দিতে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। কেন আমরা পিছিয়ে পড়ছি, নিলামে কেন চায়ের দাম উঠছে না সে বিষয়ে আমাদের করণীয় নির্ধারণে সরকারের একাধিক মন্ত্রণালয়, সংস্থাকে বারবার জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনো অভিযোগ কিংবা উদ্যোগেই দেশের চা খাতের এ সংকট নিরসন সম্ভব হচ্ছে না।'

শ্রমিকদের কম মজুরির বিষয়ে তিনি ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, 'চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরির পাশাপাশি শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, রেশনসহ নানা সুবিধা দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে প্রতি বছর নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই নির্ধারণ করা পদ্ধতিতে চা শ্রমিকদের বেতন বাড়ানো হচ্ছে। দৈনিক মজুরিকে প্রাধান্য না দিয়ে সার্বিক হিসাব বিবেচনা করলে বাংলাদেশের চা শ্রমিকরা আগের তুলনায় ভালো সুবিধা পাচ্ছেন।'

দেশে বর্তমানে চা বাগানের সংখ্যা ১৭০। এছাড়া উত্তরবঙ্গে ক্ষুদ্রায়তন চাষী ছাড়াও সারা দেশের বিভিন্ন এলাকাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামেও চা চাষ বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এসব খাতে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ করেন ৯৭ হাজার স্থায়ী শ্রমিক। এছাড়া প্রতি বছর চা চাষের সঙ্গে অস্থায়ীভাবে আরো ৪০-৫০ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। সব মিলিয়ে দেশে চা শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার। প্রতি বছর চা চাষ বৃদ্ধির পাশাপাশি চা খাতকে সুরক্ষা দিতে প্রায় এক দশক ধরে চা আমদানিতে কঠোর শুল্কারোপ করেছে সরকার। নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতি চালু হলেও চা গবেষণার মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে না পারায় পিছিয়ে পড়ছে খাতটি। এতে সবচেয়ে বেশি নাজুক ও সুবিধাবঞ্চিত হচ্ছেন খাতটির অন্যতম অংশীদার চা শ্রমিকরা।

সময়ের আলো বৃহস্পতিবার। ১ মে ২০২৫

মহান মে দিবস ও শ্রমজীবী মানুষের জীবন

ড. আলী রেজা
সহকারী অধ্যাপক
শহিদ জিয়া মহিলা কলেজ, ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল

আমাদের দেশে তৈরি পোশাক শিল্পে লাখ লাখ নারী শ্রমিক কাজ করে। এ শিল্পে এখনও পুরুষ ও নারী শ্রমিকের বেতনবৈষম্য দূর হয়নি। অন্যান্য কলকারখানায়ও নারী ও পুরুষ শ্রমিকের বেতনবৈষম্য বিদ্যমান আছে। বেতন বৃদ্ধির বিষয়টিও সন্তোষজনক নয়। মাঝেমধ্যে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি লক্ষ করা গেলেও তা জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি অনুসারে নির্ধারণ করা হয় না। তা ছাড়া ছুটি, অনুপস্থিতি ইত্যাদির বরাত দিয়ে বেতন কর্তনের নানা কৌশল অবলম্বন করা হয়। কলকারখানায় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা মালিকপক্ষের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে বিভিন্ন নিয়ম প্রণয়নের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শ্রমিকদের শোষণ ও নির্যাতন করে থাকে

মে মাসের প্রথম দিনটি সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস বা মহান মে দিবস হিসেবে পালিত হয়। এ দিনটি সরকারি ছুটির দিন। ১৮৮৬ সালের পহেলা মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালালে ১১ জন শ্রমিক নিহত হন। দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি কেন করা হয়েছিল? কারণ সে সময়ে শ্রমিকদের প্রতিদিন গড়ে ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা কিংবা তার চেয়ে বেশি সময় কাজ করতে হতো। কিন্তু সে অনুযায়ী মজুরি মিলত না। ফলে শ্রমিকরা খুবই মানবেতর জীবনযাপন করত। এ বাস্তবতায় শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি জোরদার হয়। মালিকপক্ষ ওই দাবি মেনে না নিয়ে শক্তি প্রয়োগের পথ বেছে নেয়। পুলিশের গুলিতে ১১ জন শ্রমিক নিহত হওয়া ছাড়াও বেশকিছু শ্রমিকের জেল হয়। পুলিশ হত্যার মিথ্যা অভিযোগে অগাস্ট স্পিজ নামে এক শ্রমিকের ফাঁসি হয়। তবে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন দাবি ও আইনি প্রক্রিয়া শেষে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ করার দাবি অফিসিয়াল স্বীকৃতি পায়।

শ্রমজীবী মানুষের আত্মদানের সেই গৌরবময় দিনটিকে স্মরণ করে ১৯৮০ সাল থেকে প্রতি বছর মে মাসের প্রথম দিনটি 'মে দিবস' বা 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস' হিসেবে বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে। ১৮৯০ সালের ১৪ জুলাই অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট কংগ্রেসে পহেলা মে শ্রমিক দিবস, হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং তখন থেকে বিভিন্ন দেশে শ্রমিক শ্রেণি কর্তৃক দিনটি পালিত হয়ে আসছে। রাশিয়াসহ বিশ্বের আরও কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হলে মে দিবস এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। জাতিসংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শাখা হিসেবে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা আইএলও প্রতিষ্ঠিত হয়। আইএলও শ্রমিকদের অধিকারগুলোর স্বীকৃতি প্রদান করে। এ স্বীকৃতির ফলে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে কিছু আইনগত বিষয় মেনে চলার নৈতিক বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়। এতে শ্রমিক ও মালিক উভয়পক্ষের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষিত হয়। বাংলাদেশ আইএলও সনদে স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। ফলে বাংলাদেশেও বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মহান মে দিবস পালিত হয়।

শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায় ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মাহুতি দানকারী শ্রমিকদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করার জন্য বিশ্বের সর্বস্তরের শ্রমিক শ্রেণি প্রতি বছর মে মাসের ১ তারিখকে 'মহান মে দিবস' হিসেবে পালন করে থাকে। তবে এ দিবসটি শুধু পালন করাই যথেষ্ট নয়। এ দিবসের গুরুত্ব তাৎপর্যের সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত ও মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেহেতু একসময়ে শ্রমিকদের কোনো কর্মঘণ্টা নির্ধারিত ছিল না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বেশিরভাগ সময় শ্রমিকদের কারখানায় বা কর্মস্থলে কাজ করতে হতো। এ দীর্ঘ সময় কর্মে নিয়োজিত রেখেও কখনো কখনো শ্রমিকদের ওপর চালানো হতো শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। কিন্তু জগতের কোনো শোষণ-নির্যাতন কখনো স্থায়ীভাবে চলতে পারে না, তাই শ্রমিকদের প্রতি মালিকপক্ষের এ নির্মম অমানবিক আচরণও দীর্ঘদিন চলতে পারেনি।

নির্যাতিত শ্রমজীবী মানুষ একসময় জীবনকে তুচ্ছ করে শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। সেই রুখে দাঁড়ানোর দিনটি ছিল ১৮৮৬ সালের ১ মে। ওই দিন শ্রমজীবী মানুষ ঘাম নয়, রক্তের বিনিময়ে আদায় করেছে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার। পহেলা মের সেই আত্মদানের বিনিময়ে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের জন্য দৈনিক কর্মসময় ৮ ঘণ্টায় নামিয়ে এনেছে। সেই আত্মদানের বিনিময়ে বর্তমান বিশ্বে শ্রমজীবী মানুষ ৮ ঘণ্টা কাজ করে পুরো দিনের মজুরি পাচ্ছে।

এই যে শ্রমঘণ্টা কমেছে, তাতেই কী শ্রমজীবী মানুষের সব অধিকার আদায় হয়ে গেছে? হয়নি। কারণ শ্রমিক অধিকার বলতে কেবল শ্রমঘণ্টার যৌক্তিকীকরণ বোঝায় না। শ্রমিক অধিকারের সঙ্গে অতি অবশ্যই যুক্ত থাকে ন্যায্য মজুরি, কর্মস্থলের নিরাপত্তা ও মালিকপক্ষের মানবিক আচরণ। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সামগ্রিকভাবে এসব বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে। শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সমিতিগুলো নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। বর্তমানে এ শ্রমিক সমিতিগুলো কতটা শ্রমিকবান্ধব সেটাও খতিয়ে দেখা এখন সময়ের দাবি হয়ে উঠেছে। এমন অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে, শ্রমিক নেতারা এখন মালিক ও শ্রমিক–দুই শ্রেণিকেই শোষণ করছে। এ শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের কথা বলতে গেলে প্রথমেই ন্যায্য মজুরির কথা বলতে হয়। স্বীকার করতে হবে যে, ন্যায্য মজুরি একটি আপেক্ষিক বিষয়। একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর মজুরির বিষয়টি নির্ভর করে। এ ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার ব্যয়ও বিবেচনার বিষয় হয়ে থাকে। জীবনযাত্রার ব্যয় শহরাঞ্চলে যতটা গ্রামাঞ্চলে ততটা নয়। তাই শহরের শিল্প শ্রমিকদের সঙ্গে গ্রামের কৃষি শ্রমিকদের মজুরির পার্থক্য হতে পারে। লিঙ্গভেদে মজুরির পার্থক্য অন্যায় ও অমানবিক। কর্মস্থল, কাজের ধরন ও কর্মঘণ্টা সমান হলে পুরুষ শ্রমিক ও নারী শ্রমিকের মজুরির পার্থক্য হতে পারে না। মজুরির ক্ষেত্রে এ লিঙ্গবৈষম্যের কথা প্রায়ই শোনা যায়। এর অবসান হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শিশু শ্রমিক সমস্যা আর একটি প্রকট বিষয়। বাংলাদেশে শিশুশ্রম আইনত নিষিদ্ধ। তাই সব শিশু শ্রমিককে কারখানা বা কর্মস্থল থেকে

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

১ মে ২০২৫। ১৮ বৈশাখ ১৪৩২ সময়ের আলো

অবমুক্ত করে স্কুলমুখী করা উচিত। শিশুরা যেন শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় সে ব্যাপারে সমাজ ও রাষ্ট্রকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। অনিবার্য কারণে যেসব শিশু শ্রমের সঙ্গে জড়িত তাদের জন্য সীমিত সময় কাজ করা এবং কাজের ধরন শিশু উপযোগী রাখা এবং শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য কর্মস্থলে শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এখনও অনেক শিশু শ্রমিক বিভিন্ন কলকারখানায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছে। এ ধরনের শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের অবমুক্ত করে শিক্ষার আওতায় আনা জরুরি।

আমাদের দেশে তৈরি পোশাক শিল্পে লাখ লাখ নারী শ্রমিক কাজ করে। এ শিল্পে এখনও পুরুষ ও নারী শ্রমিকের বেতনবৈষম্য দূর হয়নি। অন্যান্য কলকারখানায়ও নারী ও পুরুষ শ্রমিকের বেতনবৈষম্য বিদ্যমান আছে। বেতন বৃদ্ধির বিষয়টিও সন্তোষজনক নয়। মাঝেমধ্যে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি লক্ষ করা গেলেও তা জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি অনুসারে নির্ধারণ করা হয় না। তা ছাড়া ছুটি, অনুপস্থিতি ইত্যাদির বরাত দিয়ে বেতন কর্তনের নানা কৌশল অবলম্বন করা হয়। কলকারখানায় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা মালিকপক্ষের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে বিভিন্ন নিয়ম প্রণয়নের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শ্রমিকদের শোষণ ও নির্যাতন করে থাকে। শ্রমিক সংগঠনের নেতারা একদিকে মালিকপক্ষের কাছ থেকে সুবিধা নেয়, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে সাধারণ শ্রমিকদের শোষণ করে। শ্রমিক সংগঠনগুলো এখন একধরনের চাঁদাবাজ সংগঠনের পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ শোনা যায়। সংগঠনগুলো শ্রমিকদের কাছ থেকে যে চাঁদা আদায় করে অনেক ক্ষেত্রেই তার কোনো হিসেব থাকে না। সাধারণ শ্রমিকরা হিসাব চাইতেও পারে না। কারণ শ্রমিক সংগঠনের কর্তাব্যক্তিরা প্রভাবশালী এবং কেতাবে শ্রমিক হলেও বাস্তবে রাজনৈতিক দলের লেজুড় হিসেবে পেশিশক্তির অধিকারী। তা হলে তো বলাই যায়, মালিকদের পাশাপাশি এখন শ্রমিক নেতাদের মাধ্যমেও শ্রমিক শোষণ চলছে। এ ধরনের শোষণের হাত থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করা জরুরি।

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আর একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো শ্রমিকদের কর্মস্থলের নিরাপত্তা। কর্মস্থলে শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা কতটুকু? এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গেলে হতাশ হতে হয়। অধিকাংশ কারখানার চতুর্দিকে নেই কোনো খালি জায়গা। গায়ে গায়ে লেগে থাকা বহুতল ভবনগুলোতে গড়ে উঠেছে অসংখ্য তৈরি পোশাক কারখানা। এসব ভবনের নেই কোনো প্রশস্ত সিঁড়ি, নেই পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা। ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডে নেই কোনো দ্রুত নির্গমন ব্যবস্থা। পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের অভাবে শ্রমিকের স্বাস্থ্যহানি ঘটছে দিন দিন। বিদ্যমান কর্মপরিবেশ মহিলা শ্রমিকের জন্য আরও ভয়াবহ ও বিপজ্জনক। শ্রমিকদের, বিশেষ করে নারী শ্রমিকের শিশুসন্তানদের জন্য অনেক কারখানায় নেই ডে-কেয়ার সেন্টার বা দিবা পরিচর্যা কেন্দ্র। একজন শ্রমিক তার কর্মস্থলে নিরাপদে কাজ করবে এটা তার অধিকার।। বিশেষ করে যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়ার ভয় সারাক্ষণ নারী শ্রমিকদের তাড়া করে বেড়ায়।

মহান মে দিবস প্রতি বছর শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার বার্তা নিয়ে আসে। এ বার্তা শুধু জানিয়ে দেওয়ার বিষয় নয়। শ্রমিকদের ন্যায্যমজুরি ও অধিকার নিশ্চিত করেই মহান মে দিবসের প্রতি সম্মান জানাতে হবে। একজন শ্রমিকের স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ ও কর্মস্থলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদের প্রতি মানবিক আচরণ করতে হবে। তবেই শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য আত্মদানকারী শ্রমিকদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান জানানো এবং মে দিবস পালন সার্থক হবে।

শ্রম বেশি মজুরি কম, বেশি বৈষম্যের শিকার নারীরা

'মুই হনু কামলা, সারা দিন কাম দিলে ভাত এক গামলা'

● কায়সার রহমান রোমেল গাইবান্ধা

উত্তরের জেলা গাইবান্ধায় কৃষিপ্রধান অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ কৃষি শ্রমিক। 'মুই হনু কামলা, সারা দিন কাম দিলে, ভাত এক গামলা'–এটি কৃষিপ্রধান এ অঞ্চলের প্রচলিত আঞ্চলিক একটি প্রবাদ। এখানকার কৃষি শ্রমিকদের শ্রমে-ঘামেই এ অঞ্চলের মানুষের খাদ্য নিশ্চিত হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঠের পর মাঠ ফসল ফলানোর কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। রোদ-বৃষ্টি-শীত উপেক্ষা করে তাদের শ্রম কৃষি উৎপাদনের চাকা সচল রাখে। এই বিপুল শ্রমের বিনিময়ে কৃষি শ্রমিকরা যে মজুরি পান, তা তাদের জীবন ধারণের জন্য যথেষ্ট নয়। অন্যদিকে কৃষিপ্রধান এ অঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নারী কৃষি শ্রমিক। বীজ বপন থেকে শুরু করে ফসল তোলা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে তাদের শ্রমও ফসল উৎপাদনে মুখ্য ভূমিকা রাখে। অথচ পুরুষের সমানতালে কাজ করেও নারী কৃষি শ্রমিকরা অনেক ক্ষেত্রে ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হন।

মহান মে দিবস, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের এক ঐতিহাসিক দিন। দীর্ঘ সংগ্রাম আর আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত দিনটি শুধু শ্রমিক শ্রেণির ঐক্য ও সংহতির প্রতীকই নয়, একই সঙ্গে বিশ্বের সব শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারের দিন। প্রতি বছর এই দিনে শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের অধিকারের কথা বিশেষভাবে উচ্চারিত হলেও কৃষিপ্রধান অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ কৃষি শ্রমিকরা আলোচনার বাইরে থেকে যান।

শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং সমাজের বিশিষ্টজনরা বলছেন, মহান মে দিবসের তাৎপর্য তখনই পূর্ণতা পাবে, যখন আমরা সব শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের কথা বলব। কৃষি শ্রমিকরা আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তাদের ন্যায্য মজুরি, নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং শ্রমিকবান্ধব নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব। সরকার, কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, বেসরকারি সংস্থা এবং সমাজের সব স্তরের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া কৃষি শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর, গাইবান্ধা সূত্রে জানা যায়,

■ জেলার ৬ লাখ ১ হাজার ৭২১টি কৃষক পরিবারের মধ্যে শতকরা ৩৮ ভাগই প্রান্তিক কৃষক পরিবার, ৩১ ভাগ ক্ষুদ্র কৃষক, ২০ ভাগ ভূমিহীন

২ হাজার ১৪৩ দশমিক ২৯ বর্গকিলোমিটার আয়তনের গাইবান্ধা জেলার ৭টি উপজেলায় ৪টি পৌরসভা এবং ৮২টি ইউনিয়নে গ্রাম রয়েছে ১ হাজার ২৫৫টি। এখানকার জনসংখ্যা ২৪ লাখ ৫৫ হাজার ৭১৯ জন। এর মধ্যে শতকরা ৫৪ ভাগ পুরুষ এবং ৪৬ ভাগ নারী। জেলাজুড়ে মোট পরিবার ৬ লাখ ১১ হাজার ২৮৩টি। এর মধ্যে শতকরা ৯৮ ভাগই কৃষি পরিবার। জেলার ৬ লাখ ১ হাজার ৭২১টি কৃষক পরিবারের মধ্যে শতকরা ৩৮ ভাগই প্রান্তিক কৃষক পরিবার, ৩১ ভাগ ক্ষুদ্র কৃষক, ২০ ভাগ ভূমিহীন কৃষক, ৯ ভাগ মাঝারি কৃষক এবং মাত্র ২ ভাগ বড় কৃষক পরিবার রয়েছে। জেলায় মোট কৃষি পরিবারের মধ্যে বর্গাচাষি পরিবারের সংখ্যা ৭১ হাজার ৭৭২টি। সাত উপজেলায় কৃষি বিভাগের তালিকাভুক্ত ৫৫ হাজার ৬৫০ জন কৃষি শ্রমিক রয়েছেন। জেলার গ্রামীণ জনপদে সরেজমিন দেখা যায়, কৃষি শ্রমিকরা সাধারণত দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করেন। বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষিকাজের ধরন ও মৌসুমের ওপর ভিত্তি করে এই মজুরির কিছুটা তারতম্য দেখা যায়। তবে সাধারণভাবে তাদের দৈনিক মজুরি অন্য অনেক পেশার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আর জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির এই সময়ে স্বল্প মজুরি তাদের পরিবারকে দারিদ্র্য সীমার নিচে রেখে দেয়।

অন্যদিকে একই ধরনের কৃষিকাজে নিয়োজিত পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় নারী শ্রমিকরা কম মজুরি পান। ধান রোপণ, আগাছা পরিষ্কার, ফসল কাটা কিংবা বোঝা টানার মতো পরিশ্রমসাধ্য কাজেও এই বৈষম্য সুস্পষ্ট। অনেক ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ বা তারও কম হয়ে থাকে। এই বৈষম্য শুধু আর্থিক কষ্টের কারণ নয়, এটি নারী শ্রমিকদের সামাজিক মর্যাদা এবং ক্ষমতায়নের পথেও একটি বড় বাধা।

গাইবান্ধা মূলত একটি কৃষিপ্রধান অঞ্চল। এখানকার অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি কৃষি এবং এই কৃষিকে সচল রাখেন কৃষি শ্রমিক। অথচ তাদের জীবনযাত্রার মান, শ্রমের মর্যাদা এবং অধিকার আজও বহুলাংশে উপেক্ষিত। শিল্প শ্রমিকদের জন্য যেমন নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা, ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারের মতো বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি কৃষি শ্রমিকদের জন্যও এসব অধিকার অপরিহার্য। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অধিকাংশ কৃষি শ্রমিক আজও দৈনিক ভিত্তিতে কাজ করেন যাদের কাজের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। ফসলের মৌসুমের ওপর নির্ভর করে তাদের আয় অনিশ্চিত থাকে। নেই কোনো নিয়োগপত্র, নেই স্বাস্থ্যসেবা বা সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি আরও বাড়ায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি ঘটলে তাদের কষ্টের সীমা থাকে না।

কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়লেও এখনও অনেক কাজ শ্রমিকনির্ভর। বীজ বপন থেকে শুরু করে ধান কাটা, মাড়াই করা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে কৃষি শ্রমিকের অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে। তারা জমিতে সার দেওয়া, আগাছা পরিষ্কার ও ফসলের রোগ প্রতিরোধের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোও করে থাকেন। এত কঠিন ও শারীরিক শ্রমনির্ভর কাজ করার পরও তাদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্যিই হতাশাজনক। কৃষি শ্রমিকদের কম মজুরির পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ বিদ্যমান। এর মধ্যে অন্যতম হলো মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য। অনেক ক্ষেত্রে কৃষিপণ্য বিক্রি ও শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীরা একটি বড় ভূমিকা পালন করে। ফলে কৃষকের কাছ থেকে কম দামে ফসল কিনে এবং শ্রমিকদের কম মজুরি দিয়ে তারা নিজেরাই লাভবান হন। এ ছাড়া কৃষকদের আর্থিক অসচ্ছলতা ও দর কষাকষির অভাবের কারণেও শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হন।

কৃষি শ্রমিকদের এই দুরবস্থা দেশের কৃষি খাতের ভবিষ্যতের জন্য অশনি সংকেত। যদি এই শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি এবং সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা না যায়, তবে ভবিষ্যতে কৃষিকাজে আগ্রহ কমে যেতে পারে। ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

অন্যদিকে নারী কৃষি শ্রমিকদের মজুরি বৈষম্যের পেছনেও একাধিক কারণ বিদ্যমান। প্রথমত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণভাবে মনে করা হয়, নারীরা পুরুষের মতো শারীরিক শ্রম দিতে সক্ষম নন। অথবা তাদের কাজের গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কম। এই ধারণা প্রচলিত থাকার কারণে নিয়োগকর্তারা নারীদের কম মজুরি দিতে দ্বিধাবোধ করেন। দ্বিতীয়ত নারী শ্রমিকদের দর কষাকষি করার ক্ষমতা কম থাকে। পারিবারিক ও সামাজিক চাপের কারণে অনেক নারী শ্রমিক কম মজুরিতেও কাজ করতে বাধ্য হন। এ ছাড়া সংগঠিত শ্রমিক সংগঠনের অভাব এবং আইনি সুরক্ষার দুর্বলতাও এই বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। তৃতীয়ত কিছু ক্ষেত্রে নারী শ্রমিক দৈনিক মজুরির পরিবর্তে চুক্তিভিত্তিক বা ফসলের একটি অংশের বিনিময়ে কাজ করেন, যেখানে তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক পাওয়ার সুযোগ আরও সীমিত হয়ে যায়।

THE FINANCIAL EXPRESS Thursday • May 1, 2025

Tk 9.81b proposal to be sent back over high costs

JAHIDUL ISLAM

After four failed projects over the past decade aimed at eliminating hazardous child labour, the Ministry of Labour and Employment has proposed a new Tk 9.81 billion project to withdraw 0.1 million children from labour and ensure their rehabilitation.

The "Child Labour Elimination and Rehabilitation" project's cost is approximately 3.45 times higher than that of the "Bangladesh Eradication of Hazardous Child Labour (4th Phase)", which was implemented over six years and a half from January 2018 to June 2024 at a cost of Tk 2.85 billion.

Planning Commission officials said Tk 3.65 billion – over 37 per cent of the cost – has been proposed as cash grants for beneficiaries, and Tk 3.15 billion (32 per cent) for training wages.

The Industry and Energy Division of the commission recently held a Project Evaluation Committee (PEC) meeting to review the proposal and decided to return the Development Project Proposal (DPP) to the labour ministry, requesting justification for the costs of certain components.

The meeting chaired by Md Ruhul Amin, member (secretary) of the division, also sought the Implementation Monitoring and Evaluation Division's (IMED) assessment reports on previous projects to evaluate their outcomes.

CHILD LABOUR ELIMINATION PROJECT

COST TK 9.81B

- Cash grants for beneficiaries Tk 3.65b
- Training wages Tk 3.15b
- Vehicle purchase Tk 68.5m

RECOMMENDATIONS

- Exclude foreign tours
- Rationalise expenditures
- Use govt institutions instead of NGOs for non-formal education activities
- Focus child labour surveys on industrial areas instead of all upazilas

Tk 9.81b proposal to be sent back over high costs

FROM PAGE 1 COL 2

The proposal lacks necessary inputs and has potential duplication of project areas, excessive costs in several components, inconsistencies in procurement plans, and an unrealistic timeline for project activities, reveal the meeting minutes.

The PEC noted that the project proposed purchasing 17 vehicles worth Tk 68.5 million, despite a government directive prohibiting vehicle procurement under development projects.

Moreover, excessive allocations were proposed for consultancy services, publicity, surveys, and software development, which the PEC deemed irrational and instructed to revise.

The committee further recommended excluding foreign tours from the project, rationalising the proposed expenditures, using government institutions instead of non-government organisations for non-formal education activities, and focusing child labour surveys on industrial areas instead of all upazilas.

Officials said the government implemented four development projects over the last decade to eliminate child labour with the aim of rehabilitating more than 0.2 million children engaged in hazardous work.

However, the National Child Labour Survey 2022 conducted by the Bangladesh Bureau of Statistics shows that Bangladesh made little progress in reducing hazardous forms of child labour over the past decade, although the overall number of working children has increased.

Between 2013 and 2022, the number of working children rose from 3.45 million to 3.53 million, pushing up the proportion of working children from 8.7 per cent to 8.9 per cent.

The number of children engaged in hazardous labour – a particularly harmful subset involving dangerous tasks or environments – fell from 1.28 million in 2013 to 1.07 million in 2022.

At the same time, the share of children involved in general child labour (both hazardous and non-hazardous) remained almost unchanged, moving slightly up from 4.3 per cent to 4.4 per cent.

The number of children in non-hazardous labour grew notably, from around 0.42 million to over 0.71 million, indicating a shift from more dangerous to relatively safer work.

Experts acknowledge that the increase in the overall number of working children remains a serious concern, especially as Bangladesh strives to achieve the Sustainable Development Goal of eliminating all forms of child labour by 2025.

Dr Mustafa K Mujeri, former director general of Bangladesh Institute of Development Studies, stressed that the data highlights the urgent need for stronger interventions, including broader access to formal education, vocational training, and targeted social protection programmes, to both prevent child labour and rehabilitate those already involved.

"Without clearly defined objectives and prior assessments, implementing projects alone will not be enough to eliminate child labour," he said.

jahid.rn@gmail.com

THE FINANCIAL EXPRESS
Thursday • May 1, 2025

May Day and a call for labour reforms

While there seems to be little justification for any party to oppose reforms aimed at ensuring workers' rights and protection, the real question is whether political actors will prioritise the interests of workers over those of factory owners

writes

Atiqul Kabir Tuhin

May Day, also known as International Workers' Day, is a day of recognition and solidarity with the global labour movement. Celebrated annually on May 1st, it honours the enduring struggles and vital contributions of working people worldwide. It stands as a powerful call to continue the fight against exploitation and injustice, underscoring the importance of safeguarding workers' rights and ensuring their welfare. May Day also highlights the invaluable role of workers in driving economic development, societal progress, and nation-building. In observing the day, workers and different organisations hold rallies, seminars and various events, reaffirming their commitment to advancing the ideals of justice, dignity, and fair wages for all labourers.

This year, Bangladesh marks May Day at a pivotal moment. The Labour Reform Commission (LRC) has submitted its final report to the government, outlining a series of crucial recommendations. If accepted by political parties and effectively implemented, these reforms could significantly advance the rights and wellbeing of the country's 60 million working people. The LRC's recommendations span a wide range of issues, including the announcement of a national minimum wage to ensure a dignified standard of living for workers and their families, the reevaluation of salary structures every three years, compensation for delayed salary disbursements, implementation of annual wage increments aligned with inflation, and the creation of an emergency fund for workers in export-oriented industries. Other key proposals of the commission include easing conditions for forming trade unions, prohibiting the outsourcing of recruitment for permanent positions, providing six months of maternity leave for female workers, and establishing a permanent labour commission to oversee and enforce workers' rights.

The commission's report states that the national minimum wage will serve as the baseline for determining the wages of all workers, whether employed in institutional or non-institutional settings, by government or private entities, or even by foreign organisations and individuals.

Meanwhile, sector-specific minimum wages would continue to exist, but they must not fall below the national minimum threshold. However, the real challenge would be its enforcement. In a country where a staggering 87.2 per cent of the workforce is employed in the informal sector, enforcement of a national minimum wage would be a monumental task. Over the years, the government couldn't even effectively enforce the minimum wage in the ready-made garment sector. And yet, the positive aspect of having a national minimum wage, as many believe, it would provide workers with a legal basis to demand fair remuneration. Moreover, if fair minimum wages are set through dialogue and consensus among all stakeholders, industrial unrests could be reduced to a large extent.

The Labour Reform Commission's recommendations regarding trade unions are equally significant. For years, both domestic and international stakeholders have raised concerns about the lack of effective worker representation. In many factories, this gap has often led to tensions between workers and employers, undermining a healthy industrial environment. The formation of trade unions is not only a fundamental right of workers but also a stabilising factor for smooth operation of industries. However, in Bangladesh, union activities are often perceived as conspiracies against industries and their owners. Yet the blame does not rest solely with employers. While some large unions exist, many have been co-opted to serve the interests of political parties rather than genuinely representing workers. Some labour leaders tend to exploit unions for personal gain, using union power to pressure employers rather than promote genuine dialogue to materialize workers' interest.

In absence of genuine representation, labour movements often culminate into factory vandalism and property damage, leading to unrest that ultimately harm workers' livelihoods. Trade unions are expected to address these issues and provide structured, constructive representation.

Currently, for a trade union to be registered, factories employing fewer than 3,000 workers require the signatures of 20 per cent of employees, while those with more than 3,000 workers require signatures from 15 per cent. The commission has proposed shifting from this percentage-based requirement to a fixed minimum number of workers, thereby simplifying the registration process. It also recommends the formation of a tripartite committee to draft detailed guidelines to further strengthen the trade union system.

To eliminate unhealthy practices in the name of unionism and restore trust in trade union activities, the operation of trade unions must be streamlined. A well-functioning trade union system-founded on accountability, transparency, and fairness-can protect workers' rights while also ensuring stability, sustainability, and growth in the industrial sector.

The Commission has also recommended significant reforms to existing labour laws-or the enactment of new, integrated labour legislation-to bring workers from all sectors, industries, and organisations under legal protection. To support this, it proposes the establishment of a National Labour Force Registration System and Information Repository, along with an increase in the number of labour courts to ensure more efficient dispute resolution. Additionally, it recommends that every worker receive an employment letter, identity card, or certificate, and proposes the introduction of a worker-friendly pension scheme under the National Pension Scheme, along with card-based ration distribution for workers in industrial and rural areas. These reforms address long-standing demands of workers across all sectors, and the Commission has rightly acknowledged their urgency.

The government is expected to share the Commission's recommendations with political parties to build consensus around the proposals. While there seems to be little justification for any party to oppose reforms aimed at ensuring workers' rights and protections, the real question is whether political actors will prioritise the interests of workers over those of factory owners.

aktuhin.fexpress@gmail.com

NEW AGE

THURSDAY, MAY 1, 2025,

No nat'l minimum wage widens disparity

Shakhawat Hossain

THE absence of a national minimum wage forces a huge number of employees and workers in many formal and informal sectors in the country to remain highly low paid, widening income inequality.

Such low-paid employees and workers are bearing the brunt of high inflation prevailing in the country, said economists and labour leaders on the eve of May Day which is being observed today across the world to uphold the spirit of fair pay.

Economists and labour leaders said that many employers were exploiting employees and workers as successive governments had failed to introduce a national minimum wage in the country.

Workers and employees are continued to be appointed in many establishments like private schools, colleges, universities and business entities, readymade garment factories and pharmaceutical companies at a very low pay.

Besides, household workers, agricultural labourers, salespersons in shops and trade centres, who comprise the major portion of the informal sector workforce are not getting decent pay, contributing to wage discrimination and deprivation.

According to a report, the country has no legal framework for setting minimum wages for more than 85 per cent of workers and employees across various sectors.

According to the Bangladesh Kindergarten Association, over 6,00,000 teachers, mostly female, provide teaching in some 42,000 kindergartens across the county at the minimum monthly payment of Tk 3,000 and the maximum Tk 15,000.

The majority of the teachers who are appointed on a part-time basis receive monthly salary of Tk 3,000 to Tk 5,000, said the association's secretary general, Mizanur Rahman.

'Getting fair pay from companies which are not transparent and non-complaint is difficult,' said Mustafa K Mujeri, executive director of the Institute for Inclusive Finance and Development.

He observed that low payments and tendency of maximising profits by employers were among the reasons for widening income inequality.

Income inequality stood at Gini coefficient of 0.4999 in 2022, up from 0.482 in 2016 and 0.458 in 2010, with a smaller Gini coefficient signifying a less unequal distribution of the national wealth.

According to a report released in February by the task force on re-strategising the economy and mobilising resources for equitable and sustainable development, a significant percentage of graduates remain unemployed while some of these

No nat'l minimum wage

Continued from page 1

graduates find low-paying positions, such as teaching in primary schools or kindergartens, many continue to be unemployed for three to four years before ultimately losing hope of securing formal employment.

Every year over 2.5 million youths, including 7,00,000 graduates from 54 public universities, 110 private universities, 2,257 colleges under the National University and more than 1,500 privately managed colleges enter the job market.

One-third of them have been absorbed mainly by the private sector, but most them are paid through negotiation, almost similar to that the gig economy that refers to a workforce of people who engage in short-term, freelance and side-employment contracts.

For the past one year, Aabir Hossain has been working at a firm giving information technology services to a number of commercial banks.

He said that after graduating from a local private university, he joined the firm at the salary of about Tk 20,000. Aabir said that although he knew that he was low paid, he had no option but to continue the job considering the job market situation.

Private University Teachers Association Bangladesh president Hanif Khan said that the management of the private universities was showing more interest to part-time teachers to check operational costs.

The University Grant Commission, regulatory authority of the county's public and private universities, in its annual report in 2022 said that the number of part-time teachers in the private universities increased to 4,005 in 2022 from 3,311 in 2021.

The number of full-time teachers dropped to 12,013 in 2022 from 12,082 in 2021.

In its report, the UGC said that the trend in the appointment of full-time teachers was negative and unsatisfactory.

Former World Bank Dhaka office chief economist Zahid Hussain said that the UGS should be proactive to look after the payment issue of part-time teachers for ensuring quality of education.

He observed that the deprivation of workers and employees regarding payment had been growing with the expansion of the economy over the decades in the absence of effective measures to prevent the malpractice.

Since 2004, the Minimum Wage Board under the Ministry of Labour and Employment has identified 42 sectors and brought them under a minimum wage rule.

But wages for most of the sector have not been updated in every five years as per rule, said Rajekujjaman Ratan, president of the Samajtantrik Labour Front.

Earlier in 2001, the government announced a monthly national minimum wage for small and medium industries at Tk 1,200 and for big industries at Tk 1,350.

However, the announcement was not translated into action due to the opposition from industry owners.

Besides, the High Court stayed the government decision on the grounds of procedural deficiencies to determine a national minimum wage following a writ challenging the validity of the national minimum wage.

Rajekujjaman Ratan, also a member of the Labour Reform Commission formed by the interim government, said that successive governments failed to ensure the welfare of the employees and workers due to the influence of profit-mongering employers.

Maximum profiteering is the main aim of the owners, he said.

On April 21, the Labour Reform Commission submitted its report to the interim government, recommending the establishment of a 'permanent minimum wage commission' to determine a national minimum wage for workers across all sectors irrespective of government, non-government and private.

It also recommended the determination of separate minimum wages, not less than the national standard, on the basis of the nature of work, level of occupational risks, sector, and the region the worker is employed in.

Bangladesh Garment Sramik Samhati president Taslima Akhter, also a member the Labour Reform Commission, expected that the interim government would be able to start making reforms as per the commission's recommendations.

But a full implementation of the report would require continuous pressure on the next elected government and the employers, said the labour leader.

NEW AGE
THURSDAY, MAY 1, 2025,

Two RMG factories shut amid worker protests

Our Correspondent · Gazipur

TWO readymade garment factories were shut down indefinitely on Wednesday amid worker protests in Gazipur's Konabari area.

Authorities of the MM Knitwear and Mamun Knitwear Limited announced the closure of the RMG factories under Section 13(1) of the Bangladesh Labour Act, 2006, allowing owners to close an institution partially or completely, in the face of an illegal strike.

Workers of the factories said that they saw the closure notice hung on the factory gates on Wednesday morning.

The Mamun Knitwear Limited closure notice, signed by its assistant manager, read that workers of their garment division showed disobedience and made chaos by stopping work on Tuesday morning.

Despite requested by the factory authorities, the workers staged an 'illegal' strike inside the factory.

The MM Knitwear notice, also signed by its assistant manager, also made the same statement like that of the other company.

According to the police, the MM Group has three factories in Konabari area and its owners laid off about 300 workers from the three factories recently for allegedly 'misbehaviour' of some workers. They, however, paid the dues of the affected workers.

Factory authorities issued an indefinite closure notice at about 10:00pm on Tuesday after the workers went on strike following rumours that some workers were beaten up during this time.

Seeking anonymity, some workers said that they stopped work after some of their laid-off colleagues were beaten by the owners.

MM Knitwear Limited administrative officer Monowar Hossain claimed that the allegations of beating up the laid-off workers were baseless.

Gazipur industrial police superintendent AKM Zahirul Islam said that the authorities declared the factory closed over workers' misbehaviour.

Police personnel were deployed in front of the factory to avoid further troubles, he mentioned.

DHAKA THURSDAY MAY 1, 2025
BAISHAKH 18, 1432 BS
The Daily Star

'491 workers killed in last 3 years'

HRSS calls for urgent labour reforms

STAFF CORRESPONDENT

While Bangladesh observes International Workers' Day today under the slogan "Shramik-Malik Ek Hoye, Gorbo E Desh Notun Kore" (Workers and employers united to rebuild the nation), the latest data from the Human Rights Support Society highlighted persistent issues of abuse, unsafe working conditions, and systemic neglect within the country's labour force.

Between January 2022 and December 2024, at least 491 workers lost their lives due to violence or abuse, while another 1,334 were injured -- 61 of them by gunfire, according to a press statement from HRSS.

In the same period, 429 workplace deaths were recorded, attributed to hazardous environments and the lack of basic safety equipment, revealed the report.

The trend has persisted into 2025. In just the first three months of the year, 86 incidents of labour abuse resulted in 45 deaths and 294 injuries, it found.

In March alone, 75 workers were injured in clashes with police during demonstrations by garment

- Enforce laws against harassment, discrimination
- Eradicate child labour
- Expand access to edn, social safety nets
- Ensure healthcare for all labour sectors
- Provide legal protection for informal sector workers
- Strengthen labour courts

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

491 workers killed

FROM PAGE 3

workers demanding unpaid wages and Eid bonuses. An additional 19 deaths occurred due to preventable workplace hazards during this period.

Domestic and child workers remain particularly vulnerable. Over the past three years, 30 domestic workers were reportedly killed and 28 seriously injured by employers.

In early 2025, two child domestic workers were killed and another critically injured – highlighting the persistent exploitation within informal sectors, where legal safeguards are weakest, it added.

Despite their pivotal role in the economy, female garment workers continue to face low wages, unsafe conditions, lack of maternity benefits, and routine harassment.

Child labour also remains entrenched in sectors such as construction, transport and small-scale manufacturing, robbing children of their right to education and exposing them to dangerous tasks.

Meanwhile, tea workers continue to endure meagre pay, inadequate housing and poor access to healthcare.

In light of these findings, HRSS called for urgent and comprehensive reforms.

These include the establishment of a living minimum wage, legally enforced occupational safety standards, and stronger protections for the rights of workers to organise and access healthcare.

The organisation also urged the government to enforce laws prohibiting workplace discrimination and sexual harassment, particularly in the garment sector, and to take immediate steps to eradicate child labour.

This, it argued, must be backed by expanded access to education and social protection schemes.

Improving the living standards of tea workers through revised wages, better housing and accessible healthcare was also highlighted as a priority, along with extending legal and social protections to informal workers such as domestic workers, rickshaw-pullers and day labourers.

HRSS further called for labour courts to be strengthened to deliver timely and affordable justice, and for the creation of emergency support funds for workers affected by natural disasters pandemics, or other crises.

NEW AGE

SATURDAY, MAY 3, 2025,

National board must to end minimum wage disparity

THE absence of a national minimum wage continues to widen wage gaps between labour sectors, forcing a majority of workers to live below the poverty threshold. The labour reforms commission report that has been submitted recently shows that at least 22 sectors continue to pay workers much less than what is needed to meet the basic needs. The commission, which has used the purchasing power parity metrics, reports that anyone earning less than Tk 7,869 a month officially lives below the poverty line by international standards. The sectors where the official minimum wage is below the poverty line include, among others, filling stations and privately-owned industrial establishments. Industrial sectors, including apparel, printing press or pharmaceuticals units which pay above the threshold, also do not pay a living wage. Informal sectors that employ 85 per cent of the workers are yet to be brought under the wage board purview. Against this backdrop, the institution of a national minimum wage board is urgently needed to end economic exploitation of workers.

The labour law stipulates that the minimum wages for industrial sectors covered under the minimum wages board should be revised every five years. However, the board, as the reforms commission says, has failed to update wages in at least 18 sectors, with some left untouched for as long as 42 years. The last wage revision for filling station workers has not had an update since 1987. In the apparel sector, which goes through more frequent reviews, workers complain that wage negotiation excludes their true representation as the government seems to serve the interests of industry owners. The demand for a permanent minimum wage board should, therefore, be met, provisioning rules to ensure worker representation and to prevent undue influence of owners. In addition to a living wage, the overall worker well-being should also be ensured with access to health, child care and guaranteed workplace safety. The recent death of an apparel worker in the Chattogram export processing zone after being denied sick leave shows the fatal indifference of the factory management towards worker's well-being. Legally unprotected domestic or construction workers are even more vulnerable to economic exploitation and other forms of physical violence.

The government expressed interests in democratic reforms and should, therefore, seriously consider the issue of wage discrimination and institute a permanent national wage commission to review the wage structure in the formal and informal sectors and take a stand against the poverty wage structure, which has almost become the norm. The government should also review the labour law to bring the informal sector under its legal purview.

DHAKA THURSDAY MAY 1, 2025
BAISHAKH 18, 1432 BS
The Daily Star

One third of RMG factories yet to implement new wage: study

All the non-compliant factories are located outside EPZs

STAR BUSINESS REPORT

In spite of a government directive given in December 2023 for increasing minimum wages in the readymade garment (RMG) sector, nearly one third of factories have failed to implement a revised pay scale, according to a new study.

All of the non-compliant factories are located outside the country's export processing zones (EPZs), the research revealed.

The study was conducted by STITCH, a consortium advancing improved working conditions, in collaboration with BRAC University between September and December 2024. It was made public on Tuesday.

It surveyed 385 RMG factories and 1,113 workers to assess the wage implementation status, socio-economic impact on workers, and structural challenges in wage governance.

The wage revision set a new minimum of Tk 12,500 for non-EPZ factories and Tk 12,800 for those inside EPZs.

While the increase was expected to improve the lives of workers in the country's largest export sector, the findings suggest a significant portion of factories—32 percent—have not complied.

However, the report said, 100 percent of the non compliant factories were from the non-EPZ segment.

In contrast, all surveyed EPZ factories were found to have fully implemented the new wage. Large factories and those with active trade unions or participation committees also showed complete compliance.

Most compliant factories were affiliated with major industry associations, which appear to influence better wage practices, the report said.

On the workers' side, most reported receiving the revised pay.

The report said that still, a notable number remain underpaid—often due to confusion about job grades or lack of information about their entitlements.

While the increase in wage was expected to improve the lives of workers in the country's largest export sector, the findings suggest a significant portion of factories—32 percent—have not complied

Many workers could not even identify their current grade under the new wage scale, pointing to gaps in communication and awareness.

However, it said the wage increase has put financial pressure on factories. Operating costs have risen significantly, but most have received no help from buyers or government sources.

A very small fraction of factories benefited from any wage-related support, either in the form of higher prices or direct assistance.

The situation was worse for smaller factories, which received the least support from buyers. Even when prices were adjusted, the changes were modest.

Western brands, especially from Europe and North America, offered better support than others, but the gap remains wide, it added.

For many factories, the increased cost of doing business has become difficult to bear. Rising expenses, paired with minimal buyer cooperation, were the main reasons cited for non-compliance with the new wage.

The study pointed out that workers, meanwhile, are seeing their purchasing power decline. Inflation of essentials like food, rent, education, and healthcare has eroded the benefits of higher wages.

At the same time, many workers report increased workloads and longer hours.

The study also highlighted gender-based pay gaps. Women remain concentrated in repetitive, lower-paid roles, while men dominate technical and better-paying positions. Even when doing similar jobs, men often earn more.

The current process lacks true worker representation, and planning between factories and buyers is weak.

Without urgent reforms and better coordination, the intended benefits of the wage hike may not reach the workers it was meant to support.

NEW AGE THURSDAY, MAY 1, 2025.

May Day and forgotten workers

by Mohammad Jashim Uddin

MAY Day, or International Workers' Day, carries the memory of profound struggle, sacrifice, and the eternal aspiration for dignity among labourers. Rooted in the labour movement's demand for an eight-hour workday, its origin traces back to the Haymarket Affair in Chicago in 1886. Workers who protested against exploitative working conditions faced brutal suppression; several lives were lost, and many were forever scarred by the injustices they endured. From this blood-stained beginning, May Day emerged as a global symbol of resistance, hope and the relentless fight for workers' rights.

However, the true spirit of May Day often gets diluted amidst rituals and rhetoric. In Bangladesh, a country where labour is the cornerstone of national development, May Day has become increasingly symbolic rather than substantive. Grand rallies, corporate sponsorships, colourful processions, and political speeches mark the day, but the conditions of countless workers remain unchanged. What should be a day of reflection and action often becomes a spectacle, dominated by elites and capitalist interests who benefit from the very structures that perpetuate labour exploitation.

The irony is deeply unsettling. Workers in Bangladesh — garment factory employees, rickshaw pullers, tea garden labourers, brick field workers, farmers, sweepers, domestic workers — form the backbone of the economy. Yet, on a day meant to honour their sacrifices, they are conveniently rendered invisible. While the plight of garment workers occasionally enters the national discourse, an even larger section of informal workers remains unacknowledged. These workers, lacking legal protections, union representation, or access to social services, toil endlessly for survival, their struggles systematically ignored by mainstream narratives.

Rickshaw pullers ferry passengers under the blistering sun and relentless rain, earning meagre wages without healthcare, retirement plans, or safety nets. Tea garden labourers, remnants of a colonial legacy, live in near-bonded conditions, surviving on starvation-level wages. Brickfield workers inhale toxic dust and fumes daily, sacrificing their health for the construction of urban dreams. Farmers, despite feeding the nation, are chained by middlemen, volatile markets, and climate uncertainties, often spiralling into crippling debt. Sweepers, relegated to the fringes of society, sustain urban hygiene but live in segregated communities, facing social ostracism. Domestic workers — primarily women and children — labour in private homes, often subjected to physical and mental abuse, without any recourse to justice.

These marginalised groups constitute the hidden engines of Bangladesh's progress. Their exclusion from the narrative of workers' rights raises troubling questions about the integrity of our May Day celebrations. Can a nation truly honour labour while sidelining its most vulnerable workers? Can economic growth be sustainable when its very foundation is built on the exploitation of millions?

The glittering reports of Bangladesh's economic achievements — booming exports, soaring remittances, and infrastructural growth — mask a grim reality: growth has come at the cost of labour exploitation. While the GDP figures might impress on paper, they fail to capture the deep-rooted inequalities that scar society. If economic development benefits only a select few while millions remain trapped in poverty and precarity, then such growth is not just incomplete — it is unjust.

The July Uprising of 2024 reveals the depth of discontent that festers beneath the surface. Sparked initially by a demand for a logical reform to the recruitment system in government jobs, the uprising pulled tens of thousands of commoners who were disgruntled with rising food prices, economic grievances and structural inequalities. It was a powerful assertion that development without dignity is unacceptable. The uprising envisioned an egalitarian society where labourers would not be treated as expendable commodities. Yet, decades later, the vision remains unfulfilled. Exploitation has not only persisted but evolved under new guises, and discrimination against informal workers continues unabated.

Today, Bangladesh's capitalist structures thrive on the commodification of labour. Workers are seen as replaceable, cheap inputs rather than human beings with rights and aspirations. Corporations often engage in token gestures of corporate social responsibility while simultaneously lobbying against labour reforms. Minimum wage laws, where they exist, are poorly enforced, and many workers are paid below subsistence levels. Labour welfare policies are frequently designed to protect the interests of business owners rather than the labourers themselves.

The industrial sector, with its formal labour leaders and government collaborations, may celebrate May Day with parades and platitudes, but the informal sector remains outside the purview of such attention. For the majority of Bangladesh's workers, May Day is not a celebration; it is a stark reminder of systemic exclusion.

The question, then, is urgent and unsettling: Can Bangladesh achieve genuine progress while marginalising its workers? The answer is clear. True development cannot coexist with deep, systemic injustice. An economy that neglects the dignity, welfare, and rights of its workers breeds resentment, instability, and unrealised potential. Without comprehensive inclusion, economic prosperity will remain hollow and precarious.

What is needed is a radical rethinking of labour rights and protections in Bangladesh. First, labour laws must be broadened and strictly enforced across all sectors, including the vast informal economy. Every worker, regardless of industry or social status, must be guaranteed fair wages, safe working conditions, and access to healthcare and education. Social safety nets must be expanded to protect workers from the vulnerabilities of market fluctuations and personal misfortune. Specific attention must be given to historically marginalised groups — sweepers, domestic workers, rural farmers, and seasonal labourers — who face compounded disadvantages based on class, caste, gender, and location.

Second, unionisation efforts must be encouraged, not suppressed. Collective bargaining is essential to empower workers and balance the overwhelming power of employers. Workers must have the freedom to organise and advocate for their rights without fear of retaliation.

Third, civil society, the government, and the private sector must move beyond ceremonialism. They must collaborate to create genuine platforms for dialogue and reform. Policies must be formulated based on the actual needs and voices of workers, not merely to satisfy international image-building or corporate public relations.

Fourth, education and public awareness campaigns must redefine societal perceptions of labour. The dignity of work must be emphasised at every level, breaking down the social hierarchies that devalue certain forms of labour. Respect for every worker, from the rickshaw puller to the garment worker to the domestic maid, must be ingrained in the national consciousness.

সমকাল ■ শনিবার। ৩ মে ২০২৫।

শ্রমিকের মজুরি ও বেঁচে থাকার সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতের দাবি

■ সমকাল প্রতিবেদক

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষার শপথের মধ্য দিয়ে গত বৃহস্পতিবার মহান মে দিবস পালিত হয়েছে। রাজধানীসহ সারাদেশে এ কর্মসূচিতে শ্রমিকের মজুরি ও বেঁচে থাকার সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার দাবি তোলেন বক্তারা।

রাজধানীর পুরানা পল্টন মোড়ে সমাবেশ করে গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র। এতে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, বৈষম্যবিরোধী চেতনা নিয়ে দেশের মানুষ জীবন দিয়ে ও রক্ত ঝরিয়ে স্বৈরাচারকে বিদায় করেছে। হাজারো শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারকে শ্রমিক-মেহনতি মানুষের দাবির প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে। এই সরকার প্রকৃত বৈষম্যবিরোধী হলে মে মাসের মধ্যে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা উচিত।

গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি মন্টু ঘোষের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন গার্মেন্ট টিইউসির উপদেষ্টা মনজুরুল আহসান খান, আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন, সাধারণ সম্পাদক সাদেকুর রহমান শামীম, কেন্দ্রীয় নেতা জলি তালুকদার, জিয়াউল কবীর খোকন, মঞ্জুর মঈন, রথীন্দ্রনাথ বাপ্পী, মোহাম্মদ শাহজাহান, আব্দুস সালাম বাবুল, আজিজুল ইসলাম ও রিফাত হাবিব। পরে লাল পতাকা মিছিল নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

কেন্দ্রীয় শ্রমিক সমাবেশ ছাড়াও চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, আশুলিয়া, কাঁচপুরসহ ১৩টি গার্মেন্ট শিল্প এলাকায় সমাবেশ করে গার্মেন্ট টিইউসি।

পুরানা পল্টনে মুক্তিভবনের সামনে সিপিবির উদ্যোগে সমাবেশ করা হয়। দলের সভাপতি মোহাম্মদ শাহ আলমের সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আহসান হাবিব লাবলুর সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য দেন সহকারী সাধারণ সম্পাদক মিহির ঘোষ, শ্রমিক নেতা মাহাবুব আলম, আইনজীবী মন্টু ঘোষ প্রমুখ। সমাবেশ শেষে একটি মিছিল পল্টন এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)। স্কপের যুগ্ম সমন্বয়ক চৌধুরী আশিকুল আলমের সভাপতিত্বে ও আহসান হাবিব বুলবুলের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য দেন আব্দুল কাদের হাওলাদার, রাজেকুজ্জামান রতন, সাইফুজ্জামান বাদশা, মাহবুবুল আলম, শামীম আরা, নুর মোহাম্মদ আকন্দ, বাদল খান, নইমুল আহসান জুয়েল, ফয়েজ আহমেদ, নুরুল আমিন, কাজী রুহুল আমিন, আজিজুন নাহার প্রমুখ।

সেগুনবাগিচায় সংহতি মিলনায়তনে বিপ্লবী শ্রমিক সংহতি আলোচনা সভা করে। সংগঠনের সভাপতি মীর মোফাজ্জল হোসেন মোশতাকের সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য দেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, রাজনৈতিক পরিষদ সদস্য আকবর খান, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, আবুল কালাম আজাদ, রাশিদা বেগম, নূরুল ইসলাম, মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, মীর রেজাউল আলম প্রমুখ।

পুরানা পল্টনে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন আলোচনা সভা করে। জাকিয়া শিশিরের সভাপতিত্বে ও এহসান আহমেদের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য দেন দলের প্রধান সমন্বয়ক হাসনাত কাইয়ুম, শেখ নাসিরউদ্দীন, মাসুদ রানা, মিন্টু মিয়া প্রমুখ। পরে পরিবেশিত হয় গান ও কবিতা আবৃত্তি।

জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'জুলাই আন্দোলনে শ্রমিকের ভূমিকা ও প্রত্যাশা' শীর্ষক আলোচনা সভা করে আ-আমজনতা পার্টি। দলের আহ্বায়ক ড. মোহাম্মদ রফিকুল আমীনের সভাপতিত্বে সভায় দলের সদস্য সচিব ফাতিমা তাসনিম বক্তব্য দেন।

জাতীয় শ্রমিক জাগপা পল্টনে সমাবেশ করে। এতে সভাপতিত্ব করেন শ্রমিক জাগপা সভাপতি আসাদুজ্জামান বাবুল।

জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক জোট বাংলাদেশ পুরানা পল্টন মোড়ে শ্রমিক সমাবেশ ও মিছিল করে। এতে সংগঠনের সভাপতি মাহতাব উদ্দিন সহিদ সভাপতিত্ব করেন।

জাতীয় শ্রমিক জোট-বাংলাদেশের উদ্যোগে জিপিওর সামনে লাল পতাকা সমাবেশ ও মিছিল হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সাইফুজ্জামান বাদশা।

পুরানা পল্টনের মুক্তিভবনের সামনে ছাত্র ইউনিয়ন, যুব ইউনিয়ন ও গৃহ শ্রমিক ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে সমাবেশ হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন গৃহ শ্রমিক ফেডারেশনের আহ্বায়ক ময়না আক্তার।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সমাবেশ হয়। সংগঠনের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন এতে সভাপতিত্ব করেন।

উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী মিরপুর-১০ নম্বর গোল চত্বরসহ বিভিন্ন শ্রমিক অঞ্চলে সমাবেশ, লাল পতাকা মিছিল, গণসংগীত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে। এসব আয়োজনে উদীচীর সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে বক্তব্য দেন।

ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ (ইনসাব) তোপখানা রোডে সমাবেশ করে। পরে একটি মিছিল নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

রিকশা-ভ্যান-ইজিবাইক শ্রমিক ইউনিয়ন পুরানা পল্টনে শ্রমিক সমাবেশ করে। এ ছাড়া রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক সমাবেশ ও রিকশা মিছিল করে সংগঠনটি।

সাংস্কৃতিক সমাবেশ করে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য। পরে সংগীত, কবিতা আবৃত্তি, মূকাভিনয় ও নাটক পরিবেশিত হয়।

রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা মহানগর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশ ও লাল পতাকা মিছিল করে। এতে সভাপতিত্ব করেন মহানগর সহসভাপতি জালাল আহমেদ।

ঢাকার বাইরের আয়োজন: খুলনার সেনহাটি শিববাড়ী চত্বরে দিঘলিয়া উপজেলা সিপিবি জনসভা করে। উপজেলা সভাপতি মৃণাল পালের সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য দেন সিপিবির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স। পরে গণসংগীত পরিবেশিত হয়।

টেক্সটাইল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জের চাষাঢ়া শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে জেলা সম্মেলন, শ্রমিক সমাবেশ ও লাল পতাকা মিছিল করে। শ্রমিক নেতা এফএম আবু সাঈদের সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য দেন টেক্সটাইল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি মাহবুবুর রহমান ইসমাইল, মাহমুদ হোসেন, জয়নাল আবেদীন প্রমুখ।

সমকাল ■ শনিবার। ৩ মে ২০২৫

থান্ডারস্টোর্ম অ্যাওয়ারনেস ফোরামের তথ্য

বজ্রপাতে এক দিনে ২৩ প্রাণহানির ১৯ জনই কৃষক

■ সমকাল প্রতিবেদক

বজ্রপাতে গত সোমবার মারা যান ২৩ জন। এর মধ্যে ১৯ জনই কৃষক। সেভ দ্য সোসাইটি অ্যান্ড থান্ডারস্টোর্ম অ্যাওয়ারনেস ফোরাম (এসএসটিএএফ) গতকাল শুক্রবার ঢাকার নবাবগঞ্জে এক বৈঠকে এমন তথ্য প্রকাশ করে। বজ্রপাত বিষয়ে কৃষকদের নিয়ে সচেতনতামূলক এ বৈঠক হয়।

এ সময় সংগঠনটি মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত কৃষকদের নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন, আহতদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া ও মারা যাওয়া ব্যক্তিদের পরিবারকে ৫ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানায়। মাঠে কাজ করা কৃষকদের তিন দফা নির্দেশনা পালন করার জন্যও পরামর্শ দিয়েছে এসএসটিএএফ।

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ৩ মে ২০২৫,

রিপোর্ট প্রত্যাশা দায়

রাজেকুজ্জামান রতন

গণঅভ্যুত্থান যেমন গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, তেমনি প্রত্যেকের জীবনের সমস্যা সমাধানের আকাঙ্ক্ষাও জাগিয়ে তুলেছিল। অভ্যুত্থানকে সফল করে তুলেছিল, শ্রমজীবীদের বিপুল অংশগ্রহণ ও জীবনদান। ফলে তাদের সমস্যা অনুসন্ধান ও সমাধানের পথ বের করতে গঠন করা হয়েছিল শ্রম সংস্কার কমিশন। এই কমিশনের ৪৬০ পৃষ্ঠার সুপারিশগুলো যেন সরকারের কাছে নীতি, নিয়োগকারীদের কাছে বাধ্যবাধকতা এবং শ্রমিকদের জন্য দরকষাকষির দলিল হিসেবে বিবেচিত হয় সেই প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলোর সংক্ষিপ্ত রূপ থেকেই মূল রিপোর্টের চিত্রটা অনুমান করা যাবে। যেমন–

১. শ্রম কমিশন সব শ্রমিকের আইনি সুরক্ষা ও স্বীকৃতি দেওয়ার সুপারিশ করেছে: দেশের ৭ কোটি ৪০ লাখ শ্রমশক্তি– যারা প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, কৃষি, গৃহভিত্তিক, স্বনিয়োজিত ইত্যাদি বিভিন্নভাবে শ্রম দিচ্ছে তাদের জন্য রাষ্ট্র শ্রম আইনের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। সেই লক্ষ্যে নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র, নিরবচ্ছিন্ন কাজ এবং আয়ের নিশ্চয়তা, মর্যাদাপূর্ণ ও শোভন কর্মপরিবেশ, চাকরির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, অস্থায়ী ও এজেন্সি নির্ভর নিয়োগের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। শ্রমিকের নিজের ও পরিবারের মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন উপযোগী ন্যায্য মজুরি (লিভিং ওয়েজ), উন্নয়নে ন্যায্য অংশীদারত্ব ও হিস্যা প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। প্রত্যেকের জন্য নিরাপদ কাজ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ, দুর্ঘটনায় যথাযথ ক্ষতিপূরণ এবং নিজের ও পরিবারের সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার থাকতে হবে। প্রত্যেকেরই অবসর, অক্ষমতা, অসুস্থতা, মাতৃত্বকালীন সময় বা যেকোনো প্রতিকূল অবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তা স্কিমে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রত্যেকের অধিকার সুরক্ষা ও ন্যায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য সংগঠিত হওয়া, সমষ্টিগতভাবে প্রতিনিধিত্ব করা ও অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ জানানো, প্রতিকার ও ন্যায়বিচার পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এই অধিকারগুলো নিশ্চিত করতে সরকার দেশের সংবিধান, আইএলও কনভেনশন ও কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নীতিমালা ও অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা, শোভন কাজের মানদণ্ড এবং মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার আলোকে, যথাযথ ত্রিপক্ষীয় পদ্ধতে অনুসরণ করে বর্তমান শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় এবং মৌলিক সংস্কার অথবা একাধিক আইন প্রণয়ন করবে।

শ্রম সংস্কার কমিশন রিপোর্ট নিয়ে একদিকে যেমন বিপুল প্রত্যাশা রয়েছে, অন্যদিকে অনেক ভালো কথার কার্যকারিতা নেই– এই তিক্ত অভিজ্ঞতাও আছে। সুপারিশের ভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন এখন সময়ের দাবি

লেখক
রাজনৈতিক সংগঠক ও কলাম লেখক
rratan.spb@gmail.com

২. মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় এবং খাতভিত্তিক মজুরি নিশ্চিতকরণ : মজুরি কোনো দয়া বা করুণা নয়, শ্রমিকের শ্রমের ফলে অর্জিত অধিকার। এই বিবেচনাকে সামনে রেখে শ্রমিক ও তার পরিবারের মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন উপযোগী মজুরির অধিকার নিশ্চিত করতে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হবে। একই সঙ্গে মজুরি নির্ধারণ পদ্ধতি উন্নয়ন, মজুরি বোর্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কাঠামোগত সংস্কারে স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠন করার সুপারিশ করা হয়েছে। দ্রব্যমূল্য ও মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনায় রেখে জাতীয় ও খাতভিত্তিক মজুরি ৩ বছর পরপর মূল্যায়নের মাধ্যমে বৃদ্ধি এবং মর্যাদাপূর্ণ মানদণ্ড নির্ধারণের কথা বলেছে কমিশন। **৩. নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ :** শ্রমিকের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে খাত ও পেশাভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। অবহেলাজনিত বা কর্মপরিবেশের ঝুঁকিতে শ্রমিকের মৃত্যু ও অক্ষমতার ক্ষেত্রে আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতে হাইকোর্ট নির্ধারিত কমিটির পর্যালোচনা ও আইএলও কনভেনশন বিবেচনায় নিয়ে ক্ষতিপূরণ মানদণ্ড তৈরি করতে হবে। **৪. শ্রমিকের নিবন্ধন ও তথ্যভাণ্ডার গঠন :** অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত, স্বনিয়োজিতসহ সব শ্রমিকদের পেশাগত ও আইনি সুরক্ষা ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতে রাষ্ট্র শ্রমিকের স্বীকৃতি, পরিচয়পত্র প্রদান ও নিবন্ধনের ব্যবস্থা নেবে। একটি 'জাতীয় শ্রম তথ্যভাণ্ডার' গড়ে তুলতে হবে। **৫. সংগঠন ও দরকষাকষি অধিকার :** সাংবিধানিক অঙ্গীকার অনুযায়ী সংগঠিত হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন করার বাধা অপসারণ ও দরকষাকষির ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক কাঠামো নিশ্চিত করতে হবে। **৬. জবাবদিহি, স্বচ্ছতা ও তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ :** শ্রম মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামোগুলোর পুনর্বিন্যাস, সক্ষমতা এবং সমন্বয় জোরদারের লক্ষ্যে শ্রমিক ও শ্রম খাতসম্পর্কিত সরকারি (শ্রম অধিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, শ্রম শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন আইআরআই, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ ইত্যাকার সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান) সব প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতা, গণতান্ত্রিক চর্চা, স্বচ্ছতা ও তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। **৭. স্থায়ী শ্রম কমিশন গঠন :** জবাবদিহিমূলক শ্রম প্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতের লক্ষ্যে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে স্থায়ী শ্রম কমিশন গঠন করতে হবে। শ্রম মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি 'জাতীয় সামাজিক সংলাপ ফোরাম' গঠনেরও প্রস্তাব করা হয়েছে। **৮. কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ :** বেকারত্ব রোধ, দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের প্রসারে কার্যকর উদ্যোগ রাষ্ট্র গ্রহণ করবে। একই সঙ্গে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরিতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পথনকশা তৈরি করবে।

৯. সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা : শ্রমিকের সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার প্রাপ্তির (কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা, মৃত্যু, কর্মঅক্ষমতা, অসুস্থতা-অবসর, মাতৃত্বকালীন সুবিধা বা যেকোনো প্রতিকূল অবস্থা) সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে আইএলও এর জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রবর্তন, সামাজিক বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তনে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। **১০. সম-অধিকার নিশ্চিত ও সহিংসতা ও বৈষম্য দূরীকরণ :** নারী-পুরুষ, অন্যান্য লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠীভেদে মজুরি, ট্রেড ইউনিয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াসহ শ্রম খাতের সর্বত্র সম-অধিকার অধিকার নিশ্চিতে কার্যক্রম গ্রহণ করবে। পাহাড়ে-সমতলে আদিবাসী ও জাতিসত্তাগুলোর শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে। **১১. সব ধরনের হয়রানি ও সহিংসতা প্রতিরোধ :** যৌন হয়রানিসহ সব ধরনের হয়রানি ও সহিংসতা থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিতে রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ২০০৯ হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সব কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন ও সহিংসতা বিরোধী নীতিমালা, অভিযোগ সেল ও নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করা। আইএলও ১৯০ কনভেনশন অনুসমর্থন করতে হবে। **১২. সর্বজনীন মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা :** সব নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন ছুটি সবেতনে ৬ মাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে সরকারও সহায়তা প্রদান করবে। **১৩. শিশু-কিশোর ও জবরদস্তিমূলক শ্রম বন্ধ এবং নিরাপত্তা :** শিশু-কিশোর ও জবরদস্তি মূলক শ্রম বন্ধে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। **১৪. সুসমন্বিত শিল্প সম্পর্ক ও সামাজিক সংলাপ চর্চা :** সুসমন্বিত-সৌহার্দপূর্ণ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে শ্রমিক-নিয়োগকারীসহ সব পক্ষের দায়িত্বশীল আচরণ এবং কার্যকর সংলাপের কাঠামো ও প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা। **১৫. শ্রম আদালত, ন্যায়বিচার ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা :** শ্রমিকের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির জন্য শ্রম আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি, মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি ও অযথা হয়রানি বন্ধে সরকার উদ্যোগ নেবে। **১৬. মর্যাদাপূর্ণ-হয়রানিমুক্ত কর্মপরিবেশ ও আদালতে বাংলাভাষার প্রচলন করা :** মর্যাদাপূর্ণ শ্রমসংস্কৃতির লক্ষ্যে শ্রেণি, লিঙ্গ, বর্ণ, জাতিভেদে অবমাননাকর ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক ভাষার ব্যবহার রোধ করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে তুচ্ছার্থে তুই-তুমি সম্বোধন চর্চা বন্ধ করতে হবে। শ্রম আদালতের শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল থেকে হাইকোর্ট ও অ্যাপিলেট ডিভিশন পর্যন্ত সর্বত্র বাংলা ভাষার প্রচলন করতে হবে।

১৭. সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বে নারী-পুরুষ শ্রমিকের অংশ গ্রহণ নিশ্চিতকরণ : শ্রমসংশ্লিষ্ট নীতি ও বিভিন্ন জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ-বাস্তবায়নে নারী-পুরুষ উভয় শ্রমিক ও তার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

১৮. বিদ্যমান তহবিলের স্বচ্ছতা ও আপৎকালীন তহবিল গড়ে তোলা : দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংকট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, ব্যবসায় আকস্মিক সংকটের কারণে শ্রমিকের মজুরি ও উৎপাদন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকার জরুরি ও আপৎকালীন তহবিল গঠন করবে। বিদ্যমান শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন, কেন্দ্রীয় তহবিলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

১৯. শ্রমিক ইতিহাস-ঐতিহাসিক স্থান সুরক্ষা ও স্মৃতিসৌধ গঠন : শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক স্থান সুরক্ষা, স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘর গঠনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পাঠ্যক্রমে শ্রমিকের সংগ্রাম অন্তর্ভুক্ত ও ইতিহাস সংরক্ষণ করতে হবে। **২০. শহীদ স্বীকৃতি, পুনর্বাসন ও চিকিৎসা :** চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান ও শ্রমিক আন্দোলনে নিহত শ্রমিকদের রাষ্ট্র শহীদের স্বীকৃতি দেবে। শ্রম ক্ষেত্রে আহত শ্রমিকের পুনর্বাসন ও চিকিৎসায় রাষ্ট্র দায়িত্ব গ্রহণ করবে। **২১. টেকসই শিল্পায়ন, উৎপাদনশীলতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন :** শিল্পের বিকাশ, শিল্পায়ন ও টেকসই ও শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠা, উদ্যোক্তা গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক ও পরিকল্পিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্কফোর্স গঠন এবং শিল্প, দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। **২২. শিল্পাঞ্চল ও শ্রমঘন এলাকায় নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত :** শ্রমিক ও তার পরিবারের জন্য শিল্পাঞ্চলে নাগরিক সুবিধা ও সেবা বিশেষ করে (শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যবীমা, সেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, গ্যাস বিদ্যুৎ-পানির যথাযথ সরবরাহ ও অন্যান্য খাতগুলো যাতে শ্রমজীবী মানুষের জন্য পরিচালিত হয় তার উদ্যোগ নেওয়া, যাতে শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয়। **২৩. জলবায়ু ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বিবেচনায় নিয়ে কর্মপরিবেশ গঠন :** আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি ২০৩০) অর্জন, আইএলও ডিসেন্ট ওয়ার্ক কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পরিপালন করতে হবে। **২৪. অভিবাসী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত :** দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে প্রধান ভূমিকা পালন করে অভিবাসী শ্রমিক তাদের অভিবাসন এবং দেশে ফিরে আসার পর দেশের অর্থনীতি ও সমাজে ভূমিকা পালনের জন্য শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনা, শ্রমিকদের অধিকার, কল্যাণ ও সুরক্ষা নিশ্চিতে রাষ্ট্র উদ্যোগ গ্রহণ করবে। **২৫. শ্রমবিষয়ক গবেষণা ও জরিপ :** শ্রম শক্তি দেশের অন্যতম সম্পদ। ফলে এর জরিপ, শ্রম সংক্রান্ত গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় সরকার আলাদা বিভাগ গঠন করার সুপারিশ করেছে শ্রম সংস্কার কমিশন।

শ্রম সংস্কার কমিশন রিপোর্ট নিয়ে একদিকে যেমন বিপুল প্রত্যাশা রয়েছে, অন্যদিকে অনেক ভালো কথার কার্যকারিতা নেই– এই তিক্ত অভিজ্ঞতাও আছে। সুপারিশের ভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন এখন সময়ের দাবি।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২০ বৈশাখ ১৪৩২
Dhaka : Saturday 3 May 2025

বাসায় ১৪ বছরের কম বয়সী শিশু নিয়োগ বন্ধের সুপারিশ শ্রম সংস্কার কমিশনের

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

বাসাবাড়ির কাজে তথা গৃহকর্মে ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের নিয়োগ বন্ধে কঠোর আইন করার পাশাপাশি কার্যকরভাবে তা বাস্তবায়নের সুপারিশ করেছে শ্রম সংস্কার কমিশন। বাংলাদেশ জাতীয় শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী, ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের কাজ করানো হলে তা শিশুশ্রমের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়।

এ ছাড়া গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণনীতি ২০১৫-তে বলা হয়েছে, ১৪ বছরের নিচে কোনো শিশুকে গৃহকর্মে নিয়োগ করা যাবে না।

শ্রম সংস্কার কমিশন এ প্রসঙ্গে বলেছে, গৃহকর্মে ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের নিয়োগ বন্ধে কঠোর আইন করতে হবে। একই সঙ্গে এই আইনের কার্যকর বাস্তবায়নেও গুরুত্ব দিতে হবে সরকারকে। সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে শ্রম সংস্কার কমিশন যে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে, সেখানে এসব সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গৃহশ্রমিকদের বাংলাদেশ শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিতে হবে। এর আগপর্যন্ত নিশ্চিত করতে হবে 'গৃহকর্মীর কল্যাণ ও সুরক্ষা নীতিমালা-২০১৫' এর যথাযথ বাস্তবায়ন।

নিয়োগের ক্ষেত্রে আবাসিক, অনাবাসিক, খণ্ডকালীন বা স্থায়ী- সব ধরনের গৃহশ্রমিকদের জন্য কর্মঘণ্টা, বেতন, ছুটি, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সুবিধা উল্লেখ করে একটি স্বচ্ছ ও নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক কর্মসংস্থান চুক্তি প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে কমিশনের প্রতিবেদনে। পাশাপাশি নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে শ্রমিকের কোনো অভিযোগ থাকলে সেটি কার বরাবর, কোন স্থানে এবং কীভাবে দায়ের করবেন, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনাসহ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

গৃহশ্রমিকদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি ও নতুন দক্ষতা অর্জনের জন্য সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেছে শ্রম সংস্কার কমিশন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, এর মাধ্যমে গৃহকর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। এ ছাড়া গৃহকর্মীদের সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদানেরও সুপারিশ করেছে কমিশন।

এদিকে বিউটি পারলার খাতের শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছে শ্রম সংস্কার কমিশন। একই সঙ্গে এ খাতের কর্মীদের স্বাস্থ্যসেবা ও তাদের সন্তানদের জন্য শিশু দিবাযত্নকেন্দ্র বা ডে কেয়ার সুবিধা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিতের কথা বলেছে কমিশন। অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এ খাতে ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠনের সুপারিশও করেছে কমিশন। কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কর্মীদের কাজের মান ও ঝুঁকি বিবেচনা করে সুনির্দিষ্ট মজুরি কাঠামো নির্ধারণ করা এবং তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে পদোন্নতি কাঠামো তৈরি করতে হবে।

দেশের সব বিউটি পারলার শ্রমিকদের পেশাগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা সুরক্ষার জন্য শ্রম আইন অনুযায়ী তাদের স্বীকৃতি দেওয়া, অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করার সুপারিশ করা হয়েছে কমিশনের প্রতিবেদনে। বিউটি পারলারের কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদান করাসহ সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তা নির্দেশিকা প্রণয়নের কথাও বলা হয়েছে প্রতিবেদনে।

বিউটি পারলারের কর্মীদের বড় একটি অংশ রাতে বাসায় ফেরে। কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কর্মক্ষেত্রে ও রাত্রিকালীন বাড়ি ফেরার সময় তাদের হয়রানি প্রতিরোধ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা নিতে হবে। এসব শ্রমিকের সামাজিক মর্যাদা, সুরক্ষা ও নিরাপত্তার স্বার্থে কমিউনিটিভিত্তিক উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

DHAKA SATURDAY MAY 3, 2025
BAISHAKH 20, 1432 BS
The Daily Star

Ensure safety and dignity for women workers

Seven organisations urge govt

RECOMMENDATIONS

- Equality in wages, promotions, leave policies
- Safe resting rooms, hygienic toilets, maternity benefits
- Daycare centres at workplaces
- Special cell under labour ministry
- Safety, rights training for women migrants
- Women support desks at all missions abroad

STAFF CORRESPONDENT

Marking International Labour Day, seven organisations working on women's rights yesterday urged the government to ensure protection and dignity for women workers.

In a media release, the organisations stated that although women's contribution to national economic development is recognised, they continue to face violence and discrimination in workplace environments.

They called for urgent and visible action from the government in this regard.

The organisations are Nari Unnayan Shakti, Young Women for Development Rights and Climate, Bangladeshi Ovhibashi Mohila Sramik Association, Forum for Culture and Human Development, Association of Voluntary Actions for Society, and Love Thy Neighbour.

They highlighted that both domestic and migrant women workers continue to face sexual harassment, insecurity, and labour discrimination on a regular basis,

Ensure safety

FROM PAGE 3

terming the situation a "serious state-level crisis".

The organisations made separate demands to the Ministry of Labour and Employment and the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment to uphold the rights of female workers both at home and abroad.

Their demands to the Labour and Employment Ministry include making it mandatory to formulate "self-guidelines" and establish "complaint committees" at every workplace.

They also urged the labour ministry to ensure gender equality in wages, promotions, and leave policies; ensure safe resting rooms, hygienic toilets, and maternity benefits for women workers; appoint welfare officers in garment and other factories; and establish daycare centres at workplaces with 50 or more female employees.

In addition, they demanded the creation of a "Women Worker Protection and Response Cell" under the labour ministry and called for regular monitoring.

To the Expatriates' Welfare Ministry, the organisations demanded mandatory "Safety and Rights Training" for women migrant workers before migration, the establishment of round-the-clock "Women Support Desks" with hotlines at all Bangladeshi missions abroad, and the provision of rehabilitation, psychological support, and legal assistance for women migrants returning after experiencing sexual abuse.

বণিকবার্তা রোববার, মে ৪, ২০২৫ ■ বৈশাখ ২১, ১৪৩২

সেমিনারে বক্তারা

কারখানায় পিফাসের ব্যবহারে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে শিল্পাঞ্চলের মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের চামড়া ও টেক্সটাইল খাতের কারখানাগুলোয় ব্যবহার হয় মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক পিফাস। এসব কারখানা থেকে বর্জ্য হিসেবে নির্গত পিফাস মাটি ও পানিকে দূষিত করছে। এটি শিল্প এলাকায় বসবাসরত মানুষের ক্যান্সার, লিভারের ক্ষতি, থাইরয়েডের সমস্যার মতো নানান স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। গতকাল 'বাংলাদেশে পিফাস দূষণ ও জনস্বাস্থ্য' শীর্ষক এক সেমিনারে এসব কথা বলেন বক্তারা। তারা জানান, টেক্সটাইল কারখানার আশপাশের ৭৫ শতাংশ কলের পানিতে পিফাস রয়েছে।

রাজধানীর গুলশানে ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ সেমিনারটির আয়োজন করে। শিল্পবর্জ্য থেকে নিঃসৃত পার-পলিফ্লুরো অ্যালকাইল পদার্থগুলোর (পিএফএএস বা পিফাস) মাধ্যমে পানি ও মাটির দূষণ বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে সেমিনারটির আয়োজন করা হয়।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, পিফাস মূলত নন-স্টিক কুকওয়্যার, খাবারের মোড়ক, অগ্নিনির্বাপক ফোম ও কাপড়ে ব্যবহার করা হয়। টেক্সটাইল কারখানার আশপাশের ৮৭ শতাংশ পৃষ্ঠজল এবং ৭৫ শতাংশ কলের পানিতে পিফাস পাওয়া গেছে। সাভারের কর্ণতলী নদীতে পিফাসের মাত্রা ডাচ পরামর্শ সীমার চেয়ে ৫৪ হাজার গুণ বেশি, যার কারণে এ ধরনের এলাকায় বসবাসরত মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে আসছে। ক্যান্সার, লিভারের ক্ষতি এবং থাইরয়েডের মতো সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। তবে বাংলাদেশে এখনো আন্তর্জাতিক পিফাস নিষিদ্ধকরণ নীতিমালা গ্রহণ করেনি এবং জাতীয় পর্যায়ে কোনো আইন নেই।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ বলেন, পিফাস দূষণে আমরা জর্জরিত। একসময় আর্সেনিক নিয়ে গবেষণা হয়েছে, আমরা আন্দোলন করেছি। এখনো দেশের মানুষ আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করে। ভূপৃষ্ঠের পানি রক্ষা সরকারের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু আমাদের নীতিগুলোর অকার্যকারিতা, দূরদৃষ্টির অভাব রয়েছে। আজ যে পানি আমরা পান করছি সেটা দূষিত। আমরা যে কত সংকটের মধ্যে রয়েছি তা বুঝতেই পারছি না।

> রাসায়নিক পিফাস মূলত নন-স্টিক কুকওয়্যার, খাবারের মোড়ক, অগ্নিনির্বাপক ফোম ও কাপড়ে ব্যবহার করা হয়। টেক্সটাইল কারখানার আশপাশের ৮৭ শতাংশ পৃষ্ঠজল এবং ৭৫ শতাংশ কলের পানিতে পিফাস পাওয়া গেছে

ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিউবার্ট বোম বলেন, দ্রুত শিল্পায়ন উচ্চ পর্যায়ে পিফাস দূষণে ভূমিকা রাখছে। এটা শুধু বাংলাদেশের সমস্যা নয়, বৈশ্বিক সমস্যাও। প্রতিটি সরকারকে অবশ্যই এ দূষণ বন্ধে কাজ করতে হবে। কেমিক্যাল আমদানির রেজিস্ট্রেশন মনিটরিং করতে হবে। পিফাস দূষণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। ব্যক্তি খাতের টেক্সটাইল এবং প্রসাধনী শিল্পকে মনিটরিংয়ের আওতায় আনতে হবে।

গণসংহতি আন্দোলনের মুখ্য সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি বলেন, 'আমাদের দেশে স্বাস্থ্য বিষয়টাকে চিকিৎসায় নামিয়ে আনা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য যখন চিকিৎসায় নেমে আসে তখন সেটা বাণিজ্যে রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশ একটি পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যায়ে যদি সঠিকভাবে পরিকল্পনা করা না হয়, তাহলে সব ধসে পড়বে। এখন আর বিদেশীদের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। নিজেদেরই সক্ষমতা তৈরি করতে হবে।'

সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার। সঞ্চালনা করেন ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশের সমন্বয়ক শরীফ জামিল। বাংলাদেশে পিফাস দূষণের ওপর অবস্থানপত্র উত্থাপন করেন সিনিয়র ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিস্ট শাহিদ হাসান।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ডা. সাখাওয়াত হাসান জীবন, ধরিত্রী রক্ষায় আমরা—ধরা-এর সহ-আহ্বায়ক এমএস সিদ্দিকী, ওয়াটারকিপার অ্যালায়েন্সের অ্যাডভোকেসি পরিচালক জ্যাকি এসপোসিটো, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা সাইপ্রেস সিসটেম আইএনসির চিফ টেকনোলজি অফিসার ড. জাকি ইউসুফ, ইএসডিওর প্রোগ্রাম উপদেষ্টা অটল কুমার মজুমদার এবং থ্রি ফিফটি ডট অর্গ-এর দক্ষিণ এশিয়া মোবিলাইজেশন সমন্বয়ক আমানুল্লাহ পরাগ।

কালের কণ্ঠ ঢাকা। রবিবার। ৪ মে ২০২৫

শ্রমবাজার ঝুঁকিমুক্ত রাখতে হবে

বারবার বন্ধ হওয়ার লজ্জা

মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠানোর কাজ বারবার বন্ধ হওয়ার ঘটনা আমাদের জন্য লজ্জার ও হতাশার। অথচ বন্ধ ও খোলার এই মহড়ায় সর্বনাশ হয় ভাগ্যান্বেষী তরুণদের আর তাদের প্রতারিত করে বিপুল অর্থ লুটে নেয় শ্রমবাজার ঘিরে গড়ে ওঠা বিভিন্ন চক্র বা সিন্ডিকেট। এরই মধ্যে সংবাদমাধ্যমে যেসব খবর এসেছে, তাতে এ কথা বলা বোধ হয় ভুল হবে না যে অতীতে মালয়েশীয় ও বাংলাদেশি এজেন্সিগুলোর যৌথ প্রতারণার শিকার হয়েছেন আমাদের কর্মীরা। তবে আশার কথা, মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারটি আবারও খোলার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

কালের কণ্ঠে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, আগামী ১৫ মে মালয়েশিয়ার পুত্রাজায়ায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টার দুটি বৈঠকসূচি ঠিক করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ থেকে কর্মী পাঠানোর প্রক্রিয়া আবারও শুরু হতে পারে। এর আগে ২০১৮ সালে বাংলাদেশের জন্য বন্ধ হয়ে যায় মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার। ২০২১ সালের ১৮ ডিসেম্বর নতুন সমঝোতা চুক্তি করে শ্রমবাজার খোলা হয়। তবে ২০২৪ সালের ৩১ মে আবার কর্মী নেওয়া বন্ধ করে মালয়েশিয়া। বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার রিক্রুটিং এজেন্সির সিন্ডিকেট দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে এমন সিদ্ধান্ত নেয় মালয়েশিয়া। এর পর থেকে বাংলাদেশের জন্য ওই শ্রমবাজার আর উন্মুক্ত করা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি কালের কণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২১ সালে শ্রমবাজার বন্ধ হওয়ার পেছনে দেশের ২৫ সদস্যের একটি সিন্ডিকেট দায়ী। রিক্রুটিং এজেন্সি ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনালের (আর এল ৫৪৯) স্বত্বাধিকারী ও বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজের সাবেক মহাসচিব রুহুল আমিন এবং মালয়েশিয়ার আইটি কম্পানি বেসটিনেটের মালিক বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মালয়েশিয়ান নাগরিক দাতোশ্রি আমিন নূরের নেতৃত্বে ওই সিন্ডিকেট গড়ে ওঠে। সিন্ডিকেটের অন্য সদস্যদেরও নাম এসেছে প্রতিবেদনে। এই সিন্ডিকেট ফের সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছে বলেও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

বারবার 'চক্রের' কবলে পড়ে মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠানোর প্রক্রিয়া বন্ধ হয়েছে। প্রতারিত হয়েছেন বাংলাদেশি শ্রমিকরা। কিন্তু এর সঙ্গে জড়িতরা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাচ্ছে। উভয় দেশের আইনের আওতায় কি তাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা অসম্ভব? এটা সম্ভব হলে একটি নজির তৈরি হতে পারে। দুই দেশের সরকারকেই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিতে হবে। অন্যদিকে এজেন্ট ও মালিকদের অসহযোগিতার কারণে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি 'অবৈধ' হয়ে আছে। তাঁদের বৈধতার প্রশ্নটির একটি আশু মীমাংসা হওয়া দরকার। সিন্ডিকেটের জন্য অভিযুক্তদের বাদ দিয়ে যদি জনশক্তি রপ্তানির পুরোটাই এজেন্টদের জন্য খুলে দেওয়া হয়, তাহলেও নিরীহ ব্যক্তিরা যাতে কোনোভাবেই প্রতারিত না হন তা নিশ্চিত করতে হবে। মালয়েশিয়ায় চাকরিপ্রত্যাশীদের কিভাবে ঝুঁকিমুক্ত রাখা যাবে, সে পথ বাংলাদেশকেই খুঁজে বের করতে হবে। আশা করি অন্তর্বর্তী সরকার এ বিষয়ে কার্যকর ও টেকসই ব্যবস্থা নেবে।

শোভন কাজ

বণিকবার্তা
রোববার, মে ৪, ২০২৫ ■ বৈশাখ ২১, ১৪৩২

অক্সফামের প্রতিবেদন

২০১৯ সালের পর শ্রমিকের চেয়ে সিইওদের বেতন বেড়েছে ৫৬ গুণ

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

বিশ্বজুড়ে সিইও বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের গড় বেতন ২০১৯ সালের পর ৫০ শতাংশ বেড়েছে, যেখানে একই সময়ে শ্রমিকের গড় মজুরি বেড়েছে মাত্র দশমিক ৯ শতাংশ। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এ বৈষম্য তুলে ধরেছে অক্সফাম। খবর ইউরো নিউজ।

সংস্থাটি ৩৫টি দেশের দুই হাজার কোম্পানিকে নিয়ে এ সমীক্ষা পরিচালনা করেছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০২৪ সালে যেসব কোম্পানির সিইওরা বছরে ১ মিলিয়ন বা ১০ লাখ ডলারের বেশি আয় করেছেন, তাদের গড় আয় বেড়েছে অনেক বেশি। এর বিপরীতে শ্রমিকদের আয় প্রায় স্থির রয়ে গেছে।

ইউরোপে সবচেয়ে বেশি বেতন পান আয়ারল্যান্ড ও জার্মানির সিইওরা। গবেষণায় উঠে এসেছে, ২০২৪ সালে আয়ারল্যান্ডে সিইওদের গড় আয় ছিল ৬৭ লাখ ডলার (প্রায় ৫৯ লাখ ইউরো) ও জার্মানিতে ৪৭ লাখ ডলার (প্রায় ৪১ লাখ ইউরো)।

> বছর ঘুরে আবার সেই একই কদর্য দৃশ্য। সিইওদের বেতন বাড়ছে হুহু করে, আর শ্রমিকদের মজুরি এক জায়গায় পড়ে আছে
>
> —অমিতাভ বেহার
> নির্বাহী পরিচালক
> অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল

অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার সিইওরা ২০২৪ সালে গড়ে ১৬ লাখ ডলার (১৪ লাখ ইউরো) আয় করেছেন এবং ভারতের সিইওদের গড় আয় ছিল ২০ লাখ ডলার (১৭ লাখ ইউরো)।

অক্সফাম ইন্টারন্যাশনালের নির্বাহী পরিচালক অমিতাভ বেহার বলেন, 'বছর ঘুরে আবার সেই একই কদর্য দৃশ্য। সিইওদের বেতন বাড়ছে হুহু করে, আর শ্রমিকদের মজুরি এক জায়গায় পড়ে আছে।'

তিনি আরো বলেন, 'এটা কোনো ভুল নয়। ব্যবস্থাটি ঠিক এভাবেই তৈরি করা হয়েছে, যেখানে সম্পদ ওপরের দিকে সরে যায়। আর কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ ঘরভাড়া, খাবার ও স্বাস্থ্যসেবার মতো মৌলিক চাহিদা মেটাতে হিমশিম খায়।'

সমীক্ষায় দেখা গেছে, যেসব প্রতিষ্ঠানে সিইওর বার্ষিক আয় ১ কোটি ডলারের বেশি এবং লিঙ্গ পরিচয় প্রকাশিত ছিল, সেখানেও বড় রকমের বৈষম্য বিদ্যমান। ৪৫ হাজার ৫০১ জন সিইওর মধ্যে মাত্র ৭ শতাংশ ছিলেন নারী।

আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের (আইটিইউসি) মহাসচিব লুস ট্রায়াঙ্গেল বলেন, 'বিশ্বব্যাপী করপোরেশনগুলো যখন রেকর্ড পরিমাণ মুনাফা করছে, কর ফাঁকি দিচ্ছে ও দায়বদ্ধতা এড়াতে লবিং চালাচ্ছে তখনই শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।'

অক্সফামের প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, বিশ্বের ধনকুবেররা, যারা অনেক ক্ষেত্রেই এসব বৃহৎ কোম্পানির মালিক বা অংশীদার, তারা গত এক বছরে গড়ে ২০ হাজার ৬০০ কোটি ডলার (প্রায় ১৮ হাজার ২৭০ কোটি ইউরো) নতুন সম্পদ অর্জন করেছেন। ঘণ্টাপ্রতি হিসাব করলে তা দাঁড়ায় ২৩ হাজার ৫০০ ডলার, যা ২০২৩ সালের বৈশ্বিক গড় আয় ২১ হাজার ডলারের চেয়ে বেশি।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) জানিয়েছে, ২০২৪ সালে প্রকৃত মজুরি গড়পড়তায় ২ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়েছে। তবে ফ্রান্স, দক্ষিণ আফ্রিকা ও স্পেনে এ বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র দশমিক ৬ শতাংশ।

বৈশ্বিক মজুরি বৈষম্য সামান্য কমলেও তা এখনো নিম্ন আয়ের দেশগুলোয় প্রকট। সেসব দেশে সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর আয়ের অংশ সবচেয়ে দরিদ্র ৪০ শতাংশের আয়ের তুলনায় ৩ দশমিক ৪ গুণ বেশি।

দৈনিক ইত্তেফাক
৪ মে ২০২৫

শিল্প খাতে ব্যর্থতার কারণ অতীতের দুর্বৃত্তায়ন

: শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, পতিত সরকারের অনেক মন্ত্রী, এমপি শ্রমিকের বেতন না দিয়ে বিদেশে পালিয়েছে বা আত্মগোপনে আছে। তাদের বাড়ি, গাড়ি, জমি বিক্রি করে শ্রমিকের পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। যারা শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ না করে বিদেশে পালিয়েছে তাদের ধরে আনতে ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড অ্যালার্ট জারির কথা বলেছি। তিনি বলেন, আমার শ্রমিককে আমি দেখব, মালিকদের এমন মানসিকতা গড়ে ওঠেনি। আমরা সর্বদা শ্রমিকের পক্ষে, আবার মালিককেও দেখার দায়িত্ব আছে। আমরা চাই না, শ্রমিক একদিকে মালিক অন্যদিকে। শিল্প খাতে আমাদের ব্যর্থতার কারণ অতীতের দুর্বৃত্তায়ন। যিনি কারখানার মালিক তিনি রাজনৈতিক দলের নেতা, তিনি সংসদে এমপি, এ ভাবেই অতীতে শাসন এবং শোষণ চলেছে। জুলাই বিপ্লবে ছাত্রদের পাশাপাশি শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ ও প্রাণহানি ঘটেছে। এর পেছনে কারণ ছিল তাদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ। সরকারের অবহেলায়ই রানা প্লাজা দুর্ঘটনা ঘটেছে। তিনি আরো বলেন, রানা প্লাজার ধ্বংসস্তূপ থেকে ১৭ দিন পরে রেশমা নামক নারী কর্মীকে উদ্ধার করা ছিল সাজানো নাটক। গতকাল শনিবার শ্রমিক অধিকার সুরক্ষায় শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক নিয়ে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত ছায়া সংসদে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান। সভাপতিত্ব করেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ। সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, মে দিবস আসে যায়। দিবসটিতে নানা র‍্যালি, মিছিল-স্লোগান, সভা-সমাবেশের মাধ্যমে পালিত হয়। কিন্তু শ্রমিকের ভাগ্য বদলায় না। যাদের শ্রমে-ঘামে দেশের চাকা ঘোরে, তাদের ভাগ্যের চাকা ঘোরে না। শ্রমিক অধিকার আদায়ের যে দিবস, সে দিবস তাদের স্পর্শ করে না। দেশের ৮ কোটি শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ৮৫ শতাংশ শ্রমিকেরই আইনি ও সামাজিক সুরক্ষা নেই। শ্রমিক হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নেই, নেই কর্মস্থলে পরিচয়পত্র। অথচ জুলাই অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার বিপ্লবে ১১২ জন শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষ শহিদ হয়েছেন। কয়েক হাজার শ্রমজীবী মানুষ আহত হয়ে হাসপাতালে কাতরাচ্ছেন। এর মধ্যে অনেকেই পঙ্গুত্ববরণ করেছেন। তাই শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য দাবি পূরণ না হলে, জুলাই বিপ্লবের অর্জিত সুফল ম্লান হয়ে যাবে। ছায়া সংসদে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বিতার্কিকদের পরাজিত করে তেজগাঁও কলেজের বিতার্কিকরা বিজয়ী হন।

বণিক বার্তা রোববার, মে ৪, ২০২৫

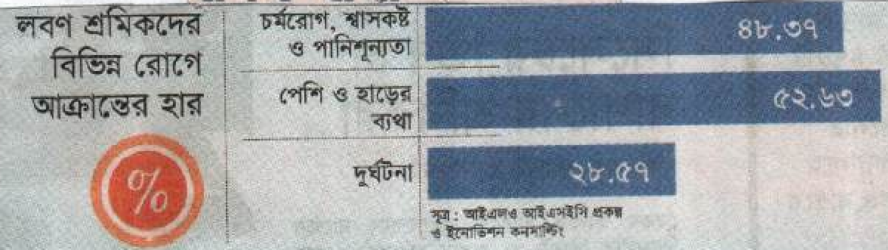

আইএলওর আইএসইসি শীর্ষক গবেষণা

চর্মরোগ পানিশূন্যতা পেশিতে ব্যথা ও শ্বাসকষ্টে ভুগছেন প্রায় ৫০ শতাংশ লবণ শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

কক্সবাজারের লবণ শ্রমিক সাইফুল দীর্ঘদিন ধরে হাত ও পায়ে ত্বকের সমস্যায় ভুগছেন। প্রতিদিন লবণাক্ত পানিতে কাজ করার ফলে হাত-পায়ে ঘা সৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গে আছে চুলকানি। কিন্তু তার জন্য নেই কোনো ভালো চিকিৎসাসেবার সুযোগ, একমাত্র ভরসা স্থানীয় ফার্মেসি। সাইফুল প্রতিদিন কাজ করে মজুরি পান ৪০০ টাকা। এ টাকা দিয়ে পরিবার চালাতেই হিমশিম খেতে হয়। তাই শহরে গিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া সম্ভব হয় না। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে স্থানীয় ফার্মেসি থেকে অল্প টাকায় স্বাস্থ্যসেবা নেন তিনি। সাইফুল বলেন, 'লবণাক্ত পানিতে প্রতিদিন প্রায় ৭-৮ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। পানিতে অনেকক্ষণ থাকার কারণে হাত-পায়ে চুলকানি হয়। গ্রামে ভালো স্বাস্থ্যসেবা নেই, আবার শহরে ডাক্তার দেখাতে অনেক টাকার প্রয়োজন। এসব কারণে স্থানীয় ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনে খেতে হয়।'

কক্সবাজারের ঈদগাঁও মেডিকেল সেন্টারের স্বাস্থ্যকর্মী রুহুল আমিন বলেন, 'লবণ শ্রমিকরা বিশেষ করে চোখের সমস্যা, ব্যথা ও চর্মরোগ নিয়ে মেডিকেলে আসে। আবার অনেকে পানিশূন্যতায় ভোগে। কিন্তু আমাদের পর্যাপ্ত সাপোর্ট দেয়ার সুযোগ কম।'

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লবণ প্রক্রিয়াকরণে মাটির মেঝেতে বসে কাজ করতে হয় মনজুর আলমকে। ফলে রাত হলেই মেরুদণ্ড ও কোমরে ব্যথা হয় তার। বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিলেও আর্থিক টানাপড়েনে চিকিৎসা অব্যাহত রাখতে পারছেন না। প্রায় ৪০ হাজার কৃষক পরিবার ও ৫৫ হাজার দক্ষ শ্রমিক সরাসরি লবণ উৎপাদনে যুক্ত। আরো পাঁচ লাখের বেশি শ্রমিক এ খাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু তাদের পেশাগত জীবনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যায় নেই যথাযথ সুরক্ষা ও নিরাপত্তা। এখনো পুরনো ধারাতেই লবণ উৎপাদন করেন এ শ্রমিকরা। দেশের লবণের চাহিদার ৯৫ শতাংশ মেটাতে ভূমিকা রাখছেন কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের নয় উপজেলার লবণ শ্রমিকরা। বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬-এ ৪৬টি খাতের কথা উল্লেখ থাকলেও নেই লবণ শ্রমিকদের কথা। বহু বছর ধরে কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে লবণ চাষ হলেও এখনো শ্রমিকদের জন্য গড়ে ওঠেনি কোনো স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা। খালি পায়ে তীব্র গরমের মধ্যে তাদের কাজ করতে হয়। ফলে এ শ্রমিকরা দীর্ঘমেয়াদে পানিশূন্যতা, চর্মরোগ, শ্বাসকষ্ট, পেশি, চোখ ও হাড়ের সমস্যায় ভোগেন।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ইমপ্রুভিং স্কিলস অ্যান্ড ইকোনমিক অপরচুনিটিজ ফর উইমেন অ্যান্ড ইয়ুথ ইন কক্সবাজার (আইএসইসি) শীর্ষক এক গবেষণায় দেখা যায়, প্রায় ৪৮ দশমিক ৩৭ শতাংশ মাঠ ও লবণ মিল শ্রমিক পানিশূন্যতা, চর্মরোগ, শ্বাসকষ্টে ভুগছেন। অন্যদিকে ৫২ দশমিক ৬৩ শতাংশ ভুগছেন পেশি ও হাড়ের সমস্যায়। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন ২৮ দশমিক ৫৭ শতাংশ। কানাডার গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্সের অর্থায়নে আইএলওর নেতৃত্বে ইনোভিশন কনসালটিং প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

আইএলওর কক্সবাজার সাব-অফিসের প্রধান রুচিকা বেহল বলেন, 'লবণ শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা পরিস্থিতি নিয়ে আইএলও কাজ করেছে। আইএলও সবসময় শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমরা চাইব শিল্প, বাণিজ্য ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এখানে ভূমিকা রাখবে। আমরা অপ্রাতিষ্ঠানিক এ খাতকে এগিয়ে নিতে সব স্টেকহোল্ডার, শ্রমিক ও সরকারি প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে চাই।'

> শ্রম আইন-২০০৬-এ ৪৬টি খাতের কথা উল্লেখ থাকলেও নেই লবণ শ্রমিকদের কথা। বহু বছর ধরে কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে লবণ চাষ হলেও এখনো শ্রমিকদের জন্য গড়ে ওঠেনি কোনো স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা। খালি পায়ে তীব্র গরমের মধ্যে তাদের কাজ করতে হয়। ফলে এ শ্রমিকরা দীর্ঘমেয়াদে পানিশূন্যতা, চর্মরোগ, শ্বাসকষ্ট, পেশিতে ব্যথা, চোখ ও হাড়ের সমস্যায় ভোগেন

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

চর্মরোগ পানিশূন্যতা পেশিতে ব্যথা

ইনোভিশন কনসাল্টিংয়ের ইকোনমিক গ্রোথ পোর্টফোলিও ম্যানেজার মশিউর মোর্শেদ বলেন, 'আইএলওর আইএসইসি প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি লবণ শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নেয়ার সুযোগ নেই। অতিরিক্ত ওজন বহন, বৈরী আবহাওয়া, শরীরের ওপর অতিরিক্ত চাপ, অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ থেকে তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে।' কার্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'তারা হেলমেট, গ্লাভস বা পিপিই পরিধান করে লবণ উৎপাদন করতে পারবেন না। এর কারণ হচ্ছে তারা এসব ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। এ কারণে আমরা চাইলেও তাদের সুরক্ষা দেয়া সম্ভব না। ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে তাদের সচেতন করার চেষ্টা করেছি।'

গবেষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শ্রমিকরা চারটি ধাপে কাজ করেন। প্রথমত, লবণ মাঠে, যেখানে সুপেয় পানি বা শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। দ্বিতীয়ত, লবণ গাড়িতে লোড করা। এক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ভারী ওজন বহন করতে হয়। তৃতীয়ত, কারখানায় প্রক্রিয়াকরণে শ্রমিকদের অপরিশোধিত লবণের মধ্যে খালি পায়ে কাজ করতে হয় এবং সর্বশেষ প্যাকেটজাত, যেখানে নারী-পুরুষ উভয়ে মাটিতে বসে কাজ করেন। শ্রমিকরা দীর্ঘ সময় লবণাক্ত পানিতে কাজ করেন। লবণাক্ত পানিতে হাইড্রোজেন আয়নের (পিএইচ) পরিমাণ বেশি থাকায় শরীরে ঘা সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ সময় তাদের বিভিন্ন সমস্যার জন্য নাপা, প্যারাসিটামল ও পল্লী চিকিৎসকের পরামর্শের ওপর ভরসা করতে হয়।

গবেষণায় পাওয়া গেছে, লবণ শ্রমিকদের জন্য বিশুদ্ধ পানি ও শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। ফলে তাদের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়। গবেষণার উত্তরদাতাদের মধ্যে ২০ দশমিক ২৮ শতাংশ হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্যসেবা নেয়ার কথা জানালেও ৭৯ দশমিক ৭২ শতাংশ বলেছেন, হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্যসেবা নেয়ার সুযোগ নেই।

কক্সবাজার লবণচাষী ও ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, 'লবণচাষীরা দেশের মানুষ ও শিল্পের চাহিদা মেটায়, কিন্তু তাদের জন্য ভালো চিকিৎসাসেবা নেই। যেকোনো রোগের জন্য তারা স্থানীয় ফার্মেসি বা পল্লী চিকিৎসকের কাছে যায়। এখানে সরকারের যথাযথ পদক্ষেপের প্রয়োজন আছে। সরকার যদি তাদের জন্য কোনো হাসপাতাল করে দিতে পারে বা সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক থেকে একটি প্রেসক্রিপশন সহজে নেয়ার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে এ চাষী-শ্রমিকদের জন্য ভালো হয়।'

লবণচাষী ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সমস্যা ও চিকিৎসাসেবার অপ্রতুল সুযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) উপমহাব্যবস্থাপক (লবণ সেল-প্রধান) সরোয়ার হোসেন *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'জাতীয় লবণ নীতিতে সব শ্রমিক ও চাষীর সুরক্ষার কথা বলা আছে। তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা অবশ্যই দরকার। আমরা সে বিষয়ে কাজ করছি। এখানে শিল্প মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় উভয়ের কাজ আছে।'

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
২১ বৈশাখ ১৪৩২, ৪ মে ২০২৫

মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে জনতা পার্টি বাংলাদেশের আলোচনাসভা —ইত্তেফাক

রাজনৈতিক দলের তৎপরতা ছাড়া শ্রমিকের ভাগ্য উন্নয়ন সম্ভব নয়

জনতা পার্টি বাংলাদেশের আলোচনাসভা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোর সক্রিয় তৎপরতা ছাড়া শ্রমিকের ভাগ্য উন্নয়ন সম্ভব নয়। শ্রমিকের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো খোঁজ খবর রাখতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নগুলো সরকার এবং মালিক দ্বারা প্রভাবিত। তিনি দুঃখ করে বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলো আর রাজনীতিতে নাই। হারিয়ে ফেলেছে রাজনীতি। সে কারণেই শ্রমিকদের স্বার্থের কথা কেউ ভাবছে না।

মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে জনতা পার্টি বাংলাদেশের (জেপিবি) উদ্যোগে আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে মহাসচিব শওকত মাহমুদ, দলের চেয়ারম্যান চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চনের লিখিত একটি বক্তব্য পড়ে শোনান।

সভায় সভাপতির বক্তৃতায় পার্টির নির্বাহী চেয়ারম্যান সাবেক প্রতিমন্ত্রী গোলাম সরোয়ার মিলন বলেন, আমাদের নেতা ইলিয়াস কাঞ্চন তার প্রতিষ্ঠিত নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের ৩২ বছরের সংগ্রামের অভিজ্ঞতার আলোকে রাজনীতির মাঠে এসেছেন। আমরা তার নেতৃত্বে শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা এবং অধিকার আদায়ে মাঠে-ময়দানে লড়াই চালিয়ে যাব। আমরা মনে করি, শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা এবং অধিকার না দিলে বাংলাদেশ এগোবে না। একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে আমরা যে রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করেছি সমাজে-দেশে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের মানুষের অধিকার আদায়ে লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে যাব।

দলের উপদেষ্টা শাহ মো. আবু জাফর বলেন, এত আন্দোলন বিপ্লবের পরও শ্রমিকরা মানবেতর জীবনযাপন করছে। তাদের কোনো ইউনিয়ন করার অধিকার নেই। তাদের অধিকার আদায়ে সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যেতে হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন জনতা পার্টি বাংলাদেশের মহাসচিব শওকত মাহমুদ। তিনি বলেন, শ্রমিকদের স্বার্থের কথা জেপিবি সবসময় বলবে। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে মহান মে দিবসে জেপিবির লক্ষ্য হচ্ছে ন্যায্যতার বাংলাদেশ গড়ে তোলা। তিনি নতুন রাজনৈতিক দল জেপিবি প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, আমরা নতুন বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে চাই অভূতপূর্ব কর্মযজ্ঞে। এ জন্য শুধু চাই ইমানি অঙ্গীকার ও পরিকল্পনা।

আলোচনাসভায় আরো বক্তব্য রেখেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও শ্রম বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কাজী আবদুল হান্নান, দলের উপদেষ্টা ও ফরহাত হোসেন মাহবুব, উপদেষ্টা মেজর (অব.) মুজিব, ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল হক হাফিজ, ভাইস চেয়ারম্যান নির্মল চক্রবর্তী, ভাইস চেয়ারম্যান সিনিয়র অ্যাডভোকেট ওয়ালিউর রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান সৈয়দ আজিজুল নাহার, সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব এম আসাদুজ্জামান, যুগ্ম-মহাসচিব অ্যাডভোকেট রাজা জাকির হোসেন, যুগ্ম-মহাসচিব নাজমুল আহসান প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন জেপিবির সমন্বয়ক নুরুল কাদের সোহেল।

সমকাল ■ রোববার । ৪ মে ২০২৫

অন্তর্বর্তী সরকারের বাজেট এবং শ্রমিকের আকাঙ্ক্ষা

সেকেন্দার আলী মিনা

অর্থনীতি

জুলাই ২০২৪-এ বৈষম্যহীন সমাজের দাবিতে যে গণঅভ্যুত্থান হলো, তাতে পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত 'সেফটি অ্যান্ড রাইটস সোসাইটি'র জরিপ বলছে, ১৪৯ জন শ্রমিক আত্মাহুতি দিয়েছেন, যাদের ১৪৭ জন পুরুষ ও দু'জন নারী। তারা পরিবহন, কৃষি, উৎপাদন, নির্মাণ ও সেবা খাতের বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। এ প্রেক্ষাপটে বৈষম্যহীন দেশ গড়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বর্তমান সরকারের প্রথম বাজেট আর কিছুদিন পরেই ঘোষিত হতে যাচ্ছে। প্রশ্ন উঠেছে, এ বাজেটে শ্রমিক সমাজের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন কী ঘটবে?

প্রশ্নটা ওঠার কারণ হলো, ২০২৩-এ প্রকাশিত শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী দেশে শ্রমশক্তি এখন ৭ কোটি ৩৪ লাখ ১০ হাজার। ২০১৮ সালের মার্চে প্রকাশিত শ্রম জরিপের তথ্য অনুযায়ী শ্রমশক্তির আকার ছিল ৬ কোটি ৩৫ লাখ। অর্থাৎ পাঁচ বছরের ব্যবধানে শ্রমশক্তির আকার বেড়েছে প্রায় এক কোটি। বছরে গড়ে প্রায় ২০ লাখ নতুন শ্রমশক্তি যুক্ত হয় পুরোনো শ্রমভান্ডারে। তাদের মানসম্মত কর্মসংস্থান জোগাতে জাতীয় বাজেট অতীতে যথেষ্ট যত্নশীল ছিল, তা বলা যায় না।

বিগত সময়ে শ্রম খাতে বাজেটের আকার-আকৃতি

শ্রম খাতসংশ্লিষ্ট দুটি মুখ্য মন্ত্রণালয় হলো শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। গত পাঁচ বছরের বাজেট বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ২০২০-২১-এ ছিল ৩৫০ কোটি টাকা, যা ২০২৪-২৫-এ হয়েছে ৪৬২ কোটি টাকা। অর্থাৎ পাঁচ বছরে ৩২ শতাংশ বেড়েছে। জাতীয় মোট বরাদ্দের আনুপাতিক হারের বিবেচনায় সেটি বাড়েনি একটুও।

একই চিত্র প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রেও। টাকার অঙ্কে পাঁচ বছর আগে ছিল ৬৪২ কোটি আর ২০২৪-২৫-এ ১ হাজার ২১৭ কোটি। আনুপাতিক হিস্যায় বরাদ্দ বাড়েনি। এসবই হচ্ছে প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কিত হিসাব। সংশোধিত বাজেটে এই মন্ত্রণালয়গুলোয় টাকার পরিমাণ আরও কমে গেছে। শ্রমসংশ্লিষ্ট দুটি মন্ত্রণালয়ের উল্লিখিত বাজেটবিষয়ক তথ্য থেকে এটি বলা যায়, অন্তত জাতীয় বরাদ্দের অগ্রাধিকার তালিকায় নেই শ্রম খাত। বছরওয়ারি জাতীয় বরাদ্দের হিস্যায় শ্রমজীবীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর অংশীদারিত্ব বাড়ছে না। তবে নিজেদের তৈরি শ্রম সংস্কার কমিশনের নিম্নোক্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকার এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের বার্তা দিতে পারে।

১. স্থায়ী শ্রম সংস্কার কমিশন

একটি স্থায়ী কমিশন সব শ্রমিকের মজুরি, সামাজিক সুরক্ষাসহ শিল্প খাতের নানাবিধ বৈরী পরিস্থিতি মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। একটি সুষম পরিস্থিতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে শিল্প ও অর্থনৈতিক বিকাশে কার্যকর ও শক্তিশালী সংস্থা হতে পারে এ কমিশন।

২. জাতীয় ন্যূনতম মজুরি

শ্রমিকের জীবনমান উন্নত করতে হলে শ্রমের ন্যূনতম মূল্য আগে ঠিক করতে হবে। জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও কার্যকরের মাধ্যমে মোট শ্রমশক্তির ৮৬ ভাগ যেখানে নিযুক্ত, সেই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মজীবী পরিবারগুলোকেও দরিদ্র অবস্থা থেকে চূড়ান্তভাবে উদ্ধার করা যায়। জাতীয় মজুরি কমিশন গঠন ও জাতীয় ন্যূনতম মজুরি আইন ছাড়া বৈষম্য বিলোপের কথা ধোঁকাবাজির মতোই মনে হয়।

৩. সামাজিক সুরক্ষা আইন ও নিরাপত্তা তহবিল

শ্রমিকের জন্য 'জীবন চক্রভিত্তিক' সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, স্বনিয়োজিত, কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে নিয়োজিতসহ সবার জন্য একটি সমন্বিত 'সামাজিক সুরক্ষা আইন' প্রণয়ন করতে হবে এবং একটি 'বাধ্যতামূলক সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল' গঠন করতে হবে– যেখানে নিয়োগকারী, সরকার ও শ্রমিকরা যৌথভাবে অবদান রাখবে। এ তহবিল থেকে বেকারত্বকালীন শ্রমিকের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য বেকার ভাতা বা আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট দেওয়া হবে।

৪. শ্রমিকের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা

শ্রম আইনে ৩৩ ধরনের পেশাগত রোগ-ব্যাধির কথা উল্লেখ আছে। শ্রমঘন এলাকায় শ্রমিকবান্ধব হাসপাতাল বা স্যাটেলাইট ক্লিনিক স্থাপন, শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রে চিকিৎসা সুবিধা ও ন্যায্যমূল্যে ওষুধ সরবরাহ, শ্রমিকদের জন্য 'স্বাস্থ্য বীমা' এবং 'স্বাস্থ্যকার্ড' প্রদানের প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা, যাতে সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা যায়।

৫. ন্যাশনাল পেনশন স্কিম ও অবসরকালীন বিনোদন

দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট ন্যূনতম পেনশন সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পেনশন স্কিমের আওতায় সরকার কর্তৃক চাঁদা দেওয়ার মাধ্যমে শ্রমিকবান্ধব পেনশন স্কিম চালু করা জরুরি। শ্রমিকদের অবসরকালীন বিনোদনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক নীতি প্রণয়ন এবং সরকারি সহায়তায় স্থানীয় পর্যায়ে/শিল্পাঞ্চলে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে।

৬. শ্রমিকদের আবাসন সংকটের সমাধান

একটি 'শ্রমিক আবাসন নীতি' প্রণয়ন করে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে শিল্প ও শ্রমঘন এলাকায় সাশ্রয়ী আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায়। জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালায় প্রয়োজনীয় বিধান অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিটি জেলায় বয়স্ক, অবসরপ্রাপ্ত ও অক্ষম শ্রমিকদের জন্য সরকারি উদ্যোগে আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা

শুধু বেঁচে থাকার জন্য নয়, শ্রম উৎপাদনশীলতার জন্যও খাবারের সংস্থান দরকার। সে জন্যই বর্তমান বাজারে শিল্পাঞ্চলসহ দেশের সবখানে রেশনের দোকান স্থাপন করতে হবে। সেখান থেকে শ্রমিক তাঁর কার্ড দেখিয়ে ন্যায্যমূল্যে খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ করবেন।

৮. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ভাতা

শ্রম আইনের সুবিধাবঞ্চিত অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় আড়াই কোটি নারী। তাদের জন্য অন্তঃসত্ত্বাকালীন সুবিধা নেই বললে চলে। বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে এ ধরনের সুবিধা চালু করা দরকার।

৯. শিল্পাঞ্চল/শহরাঞ্চলে কমিউনিটি ডে-কেয়ার

কর্মজীবী নারীর শিশুসন্তানদের শারীরিক-মানসিক বিকাশ ও স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য সরকারি উদ্যোগে সার্ভে পরিচালনা করে সরকারি-বেসরকারি অথবা যৌথ ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি শিল্পাঞ্চল বা কর্ম এলাকায় ডে-কেয়ার চালু করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে হবে। ভবিষ্যৎ সুস্থ প্রজন্মের জন্য এ বিধানের বিকল্প নেই।

১০. শ্রমিক নিবন্ধন ও কেন্দ্রীয় ডেটাবেজ

সঠিক ডেটাবেজ সঠিক পরিকল্পনার পূর্বশর্ত। শ্রমিকের দক্ষতা-যোগ্যতা বাড়ানোসহ প্রকৃত কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে শ্রমিক সম্পর্কিত সঠিক তথ্য থাকতে হবে। এ বছরের বাজেট প্রণয়নে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১১. দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান

বেকারত্ব রোধ, দেশ ও দেশের বাইরে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ, ঋণসহায়তা ও উদ্যোক্তা বিকাশমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা দরকার। এ ছাড়া প্রশিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি অর্থায়নে বিশেষ তহবিল গঠন করতে হবে।

১২. প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য জীবন বীমা সুবিধা

প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক জীবন বীমা চালু করা, যাতে দুর্ঘটনা বা মৃত্যু হলে পরিবার ক্ষতিপূরণ পায়। অন্যদিকে ফিরে আসা শ্রমিকদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তাদের অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগানো বা দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা ও পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করা এবং তাদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

১৩. শ্রমিকের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

শ্রমিকের ন্যায়বিচার পাওয়া নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠা করা এবং মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি ও অযথা হয়রানি বন্ধে সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। শ্রমবিরোধ নিষ্পত্তি ও আইনানুগ প্রাপ্য আদায়ে যেসব বাধা আছে, যেমন বলপ্রয়োগ বন্ধ করার উদ্যোগ নিতে হবে। শ্রমিক অধিকার আদায়ে সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে সব বাধা অপসারণ করতে হবে, যেমন হয়রানিমূলক মামলা থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে।

> শ্রমিকের জন্য 'জীবন চক্রভিত্তিক' সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, স্বনিয়োজিত, কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে নিয়োজিতসহ সবার জন্য একটি সমন্বিত 'সামাজিক সুরক্ষা আইন' প্রণয়ন এবং একটি 'বাধ্যতামূলক সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল' গঠন করতে হবে।

■ সেকেন্দার আলী মিনা: নির্বাহী পরিচালক সেফটি অ্যান্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস

রবিবার
৪ মে ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

মজুরি বৃদ্ধি ও শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে জোর দিল ইন্ডাস্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে রাজধানীর এক হোটেলে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন ইন্ডাস্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি অ্যাটলে হোই-এর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে। এতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) ও জাহাজ ভাঙা শিল্পে শ্রমিকদের অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, কলকারখানা পরিদর্শন, মজুরি বৃদ্ধি, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন এবং পেশাগত নিরাপত্তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এসময় উপদেষ্টা জানান, সরকার শ্রম আইন সংশোধনে ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিলের মাধ্যমে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। সংশোধনে অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সম্প্রসারণ, শিশু ও জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ, নারী বৈষম্য ও সহিংসতা রোধে কঠোর শাস্তির বিধান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তিনি কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামের মতো বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য ইন্ডাস্ট্রিঅলের মাধ্যমে সকল ব্র্যান্ড ও বায়ারদের প্রতি আহ্বান জানান। উপদেষ্টা ইন্ডাস্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত দেশি ও বিদেশি সকল কারখানা ফ্যাক্টরি শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা পরিশোধের জন্য আহ্বান জানান। হোই বাংলাদেশের শ্রম সংস্কার ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ গঠনের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান। তিনি মজুরি বৃদ্ধি ও শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের ওপর জোর দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী, শ্রম সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান, ইন্ডাস্ট্রিঅলের সহকারী জেনারেল সেক্রেটারি মি. কেমাল ওজকান ও আঞ্চলিক সম্পাদক আশুতোষ ভট্টাচার্য।

NEW AGE
SUNDAY, MAY 4, 2025

2,500 tea workers unpaid for 20 weeks

United News of Bangladesh · Sylhet

TEA workers in Sylhet threatened to block Sylhet Airport road on Sunday, to press home their 11-point demand, including payment of their dues.

Shohagh Satri, general member of Tea Workers and Tea Garden Protection Committee, said on Friday that some 2,500 workers along with their families would block the road on Sunday as the authorities did not pay their wages for 20 weeks.

Ranjit Nayek Ranju, convener of the committee, announced the road-blockade programme on Friday evening and threatened to go for tougher movement until their dues were paid.

Regular ration, increase of their wages following the government rules, access to safe drinking water and sanitation for all tea workers and stopping the embezzlement of provident fund contributions were among their 11-point demand.

Ranjit Nayek Ronju said, 'Despite repeated assurances, no one has kept their word. For 20 consecutive weeks, the workers have not received their wages and benefits. We've heard many promises, but none have been fulfilled. That's why, to press our demands, we will block the Sylhet Airport Road in Malnichhara on Sunday.'

NEW AGE
WEDNESDAY, MAY 7, 2025,

Road accidents kill 583 in April: report

Staff Correspondent

AT LEAST 583 people were killed and 1,202 more injured in 567 road crashes in the country in April, said a Passenger Welfare Association of Bangladesh report published on Tuesday.

The highest number of deaths occurred in accidents involving motorcycles, the report also said, mentioning that 37.91 per cent or 229 people died and 18.64 per cent or 224 more were injured in 37.91 per cent or 215 motorcycle related accidents.

In Chattogram division, the highest number of road accidents, 138, caused 136 deaths and injuries to 377 people while the lowest number of accidents, 28, occurred in the Sylhet division, killing 31 people and injring 51 more.

Trains were involved in the next highest number of deaths—35 people—with five more injured in 35 railway accidents.

Ten people were killed and one more remained missing in eight waterways accidents.

The report was prepared based on reports published in different national dailies, seven online news portals, different electronic media and own sources, said a press release issued by the association.

Of the fatal victims, 132 were transport workers including drivers, 107 were pedestrians, 45 were students and 13 were teachers.

Fifty-five fatal victims were children in March.

Of the crashes, the highest 50.97 per cent were caused when vehicles crushed onto other things followed by 23.8 per cent by head-on collisions, 18.51 per cent by the vehciles falling into roadside ditches as the drivers lost control of the vehicles, 5.99 per cent by other reasons and 0.35 per cent each by collision between trains and other vehciles and tangling scarves on vehicle wheels.

According to the report, the highest, 33.68 per cent road accidents took place on feeder roads followed by 31.74 per cent on national highways and 29.1 per cent on regional highways.

Out of total accidents, 4.05 per cent occurred in Dhaka metropolitan city and 1.05 per cent in Chattogram metropolitan city.

The association recommended stopping importing smaller vehicles, including motorcycles and easybikes, immediately and enforcing laws strictly to improve the situations.

NEW AGE SUNDAY, MAY 4, 2025

TRADE UNCERTAINTIES

Bangladesh needs a holistic approach

by Zobaida Khan

AS THE global trading system faces rising uncertainty, from tariff hikes to shifting geopolitical alliances, Bangladesh stands at a critical crossroads. As the country is quickly approaching graduation from a least developed country, rethinking our current trade strategy is necessary. We need to move beyond short-term, quick fixes and embrace a more holistic trade and sustainable development strategy — one that creates decent work, enhances resilience to external shocks, and ensures greater equity and climate resilience.

Before the World War II, trade was primarily a matter for nation-states. During the 1930s, state-led protectionist trade policies, such as tariff hikes and currency devaluations, plagued the global economy and are partly to blame for triggering the Great Depression and the World War II.

After the World War II, the USA emerged as the world's major economic and political power and played a key role in designing a liberal trade and economic structure. The rule-based liberal trading system allowed trading in goods but did not allow labour migration. As a result, newly independent developing countries had to absorb their unskilled workers and face serious competition in global trade with industrialised countries. With no manufacturing capacity, these newly independent countries largely relied on exporting raw materials, agricultural products, and other low-value commodities that were subject to price fluctuations in global markets. Compare their route to development with European nations that benefitted from the open labour migration policy of the US, which absorbed their excess labour and used slave labour and raw materials from colonial countries and built their economies through growing exports to their colonies. Despite the premature exposure of newly independent countries to the liberalised market system and its structural disadvantages, Bangladesh successfully charted its path to industrialisation. By leveraging its abundant supply of low-skilled labour, Bangladesh was able to become the world's second-largest garment exporter after China. The garment sector, powered by preferential access to foreign markets, created millions of jobs and lifted many households out of poverty.

However, with the recent shift toward protectionist trade policies and potential tariff hikes, Bangladesh must carefully chart the next phase of its trade-based economic development path. It is time to reassess our over-reliance on a narrow export base – one dominated by low-value, labour-intensive garments and a handful of export destinations. Our export profile reveals a pattern common to all LDCs: low manufacturing capacity, limited product diversification, and dependence on labour-intensive manufactured goods. Due to its dependence on a limited number of products and export destinations, Bangladesh's exports remain highly vulnerable to external shocks. Rather than presenting quick fixes and easy solutions, a forward-looking liberal trade strategy should begin with tough questions: How can we absorb these external shocks? How can we expand what and where we export? How should we address the pressing economic (e.g., creating decent work for large numbers of unemployed youth) and social concerns (e.g., assisting workers losing jobs in affected exporting sectors)? Finally, what should be our long-term strategy for trade and economic development?

Trade diversification and alternative export markets

TRADE diversification helps to absorb sudden external shocks and reduces vulnerabilities caused by a narrow export base. We must broaden our product range, identify our competitive advantages in sectors beyond garments, add more value-added products to our export list, and actively pursue alternative export destinations. To secure market access arrangements that support our sustainable development aspirations and expand our trading options, proactive trade diplomacy — particularly through our embassies and consulates — will be key. A careful reevaluation of existing bilateral and regional trade and economic arrangements, which include multidimensional issues (trade, human rights, social and environmental concerns, development cooperation, climate change, and security), is urgently needed. This will help determine what kinds of technical cooperation and innovation assistance Bangladesh can avail, and how trading partners can support our export diversification and shock absorption plans. Engaging with both existing and prospective trade partners should be a top priority for our trade, economic development, and foreign policy agenda.

Export development assistance

RECENTLY, the central bank of Bangladesh reduced the size of its Export Development Fund to \$2.51 billion following evidence that some exporters were using it to syphon money abroad. While stricter action against corruption and money laundering is an absolute necessity, we must devise mechanisms to support our exporters in diversifying products and investing in higher value-added goods. Bangladesh needs a robust export development institution — one that not only offers funding (loans and guarantees) but also expert guidance on managing global trade risks, potential insurance solutions, and emerging opportunities.

A dedicated export development institution could also assist entrepreneurs in exploring new sectors and explore the potential of service trade. Unlike goods, most cross-border services are not subject to tariffs. By training the youth workforce, Bangladesh can expand into software and artificial intelligence products and services, financial services, the creative economy, etc., and create decent jobs that would help close the trade deficit.

Preparing for LDC graduation

A KEY reminder is that Bangladesh will graduate from LDC status by 2026, which will result in the loss of duty-free access to the EU unless new agreements are secured. This could make Bangladeshi garments more expensive and less competitive. Here, again, our embassies and consulates in the EU should lead proactive trade diplomacy to ensure that Bangladesh's sustainable development goals are protected.

Increased social and environmental compliance

TO REMAIN competitive in the EU and enhance bargaining capacity with global brands, our garment exporters should adopt enhanced social and environmental compliance in line with the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011. Vietnam has already taken steps in this direction by adopting human rights due diligence measures for some of its busi-

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

nesses. Bangladesh can replicate similar compliance models for its garment industry. With only a marginal rise in production costs, such measures can improve labour rights, increase market access, strengthen supply chains, and build long-term credibility.

Holistic approach to trade, labour and economic policy-making

FINALLY, trade policy cannot and does not operate in a vacuum. It must be embedded in a broader sustainable development agenda that includes social equity, climate resilience, and technological advancement. Faced with potential trade restrictions, Bangladesh urgently needs to assess both short-term and long-term impacts on labour, design mechanisms to absorb external shocks, provide technical and financial assistance to affected exporters, and retrain workers to transition into other sectors.

For too long, Bangladesh's trade strategy has relied on low-skilled labour and low production costs. Development economists, including Nobel laureate economist Joseph Stiglitz, have argued that firms cannot sustain competitiveness by focusing solely on reducing production costs, as newer low-cost producers inevitably emerge. These economists have shown that to compete, exporters of labour-intensive products need to resort to continually lowering wages or informalising production. As a result, workers often fall into informal sectors, where low skills and low productivity trap them in continuing poverty.

We must realise that depending on low wages for longer periods of time is unsustainable and such an economic growth-orientated trade strategy fails to fairly distribute the benefits of trade to those who earned these. Historically, all economically successful countries have achieved technological advancement and ensured lesser income inequality through a mixture of labour, economic and environmental policies before embarking upon export-led growth. To remain competitive in the global market and build a resilient economy, Bangladesh must invest in innovation, promote decent work, retrain its workforce, and make arrangements to address the social and environmental impacts of trade. A long-term trade strategy that is not only pro-growth but also pro-people and planet can help secure Bangladesh's economic future and uplift the next generation.

Dr Zobaida Khan is a barrister and solicitor.

বণিক বার্তা • শনিবার, মে ১০, ২০২৫।

গ্রিড বিপর্যয়ে চট্টগ্রামে ৩ ঘণ্টার বিদ্যুৎ বিভ্রাট

শিল্প-কলকারখানার উৎপাদন ব্যাহত

সুজিত সাহা ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

উৎপাদন ছিল চাহিদার চেয়েও বেশি। কিন্তু সঞ্চালন ও গ্রিড বিপর্যয়ে ভোর থেকে টানা ৩ ঘণ্টার বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটেছে চট্টগ্রাম অঞ্চলে। আবাসিকের পাশাপাশি সব শ্রেণীর গ্রাহক ছিল বিদ্যুৎহীন। এতে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন ভারী শিল্প কল-কারখানার উদ্যোক্তারা। দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ না থাকায় উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি পণ্যের মান বিনষ্ট হওয়া, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদন কমে উৎপাদন খরচও বেড়ে গেছে বলে অভিযোগ উদ্যোক্তাদের।

বিদ্যুৎ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল ভোর ৫টা ১২ মিনিটে চট্টগ্রামের শিকলবাহা সাব-স্টেশন ও কক্সবাজারে গ্রিড ফল্ট বা বিপর্যয় হয়। এতে চট্টগ্রাম দক্ষিণ বিতরণ অঞ্চল বিদ্যুৎশূন্য হয়ে পড়ে। পাশাপাশি কক্সবাজার ও চকরিয়া অঞ্চলেও একই ধরনের গ্রিড ফল্ট দেখা দেয়ায় বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যাহত হয়। সকাল ৮টার পর থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হতে শুরু করলেও কক্সবাজার ও চকরিয়া অঞ্চলে সকাল ৭টার দিকে নতুন করে সঞ্চালন বিপর্যয় দেখা দেয়। এতে ওই অঞ্চলে পুরোপুরি বিদ্যুৎ সঞ্চালন স্বাভাবিক হতে সময় লাগে আরো ৮ ঘণ্টা।

চট্টগ্রাম বিতরণ দক্ষিণাঞ্চলের তথ্য বলছে, ভোর ৫টা ১২ মিনিটে শিকলবাহা সাব-স্টেশনে বিদ্যুৎ বিভ্রাট শুরু হলে ত্রুটি সারিয়ে ৬টা থেকে ধারাবাহিকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করে। সকাল ৮টার দিকে শতভাগ সঞ্চালন শুরু করতে সক্ষম হয় বিদ্যুৎ বিভাগ। বিদ্যুৎ বিভ্রাট হলেও চাহিদার তুলনায় বাড়তি উৎপাদনের ফলে চট্টগ্রামে কয়েক দিন ধরে কোনো লোডশেডিং হচ্ছে না। তবে ন্যাশনাল গ্রিডের সঞ্চালন ব্যবস্থাপনার ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনের স্বার্থে মাঝেমধ্যে সাময়িক বিতরণ বন্ধ রাখা হয়।

জানতে চাইলে পিডিবির চট্টগ্রাম বিতরণ বিভাগের (দক্ষিণাঞ্চল) প্রধান প্রকৌশলী মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির মজুমদার বণিক বার্তাকে বলেন, 'ভোর ৫টা ১২ মিনিটের দিকে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি দেখা দেয়। ৬টার দিকে চট্টগ্রামের শিকলবাহা সাব-স্টেশনের ত্রুটি সারিয়ে বিদ্যুৎ সঞ্চালন শুরু করা হয়। সকাল ৮টার মধ্যে পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে গেলেও কক্সবাজার-চরকিয়ায় সরবরাহ স্বাভাবিক হতে বেলা ৩টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ টেকনিক্যাল ত্রুটির কারণে হয়েছে, কোনো লোডশেডিং নয়।'

জানা গেছে, চট্টগ্রামে ত্রুটি সারিয়ে ভোর ৬টা থেকে বিদ্যুৎ ডিস্ট্রিবিউশন শুরু করে পর্যায়ক্রমে সকাল ৮টার মধ্যে চট্টগ্রামের সব সাব স্টেশনে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হয়ে যায়। কিন্তু কক্সবাজার ও চকরিয়ায় সকাল ৭টার দিকে গ্রিড ফল্ট ত্রুটি সারিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করতে চাইলে সেটি পুরোপুরি দেয়া সম্ভব হয়নি। আরেকটি ত্রুটি চলে এলে নতুন করে বিপর্যয় শুরু হয়। তখন ৫০ শতাংশ গ্রাহককে বিদ্যুৎ দেয়া গেলেও ৫০ শতাংশে গ্রিড বিপর্যয় অব্যাহত ছিল। তবে প্রকৌশলীরা চেষ্টা করে বেলা ৩টার মধ্যে চকরিয়া ও কক্সবাজারে বিদ্যুতের গ্রিড বিপর্যয় পুরোপুরি সারিয়ে তোলেন।

ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, ভোর থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকায় চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়েছেন কারখানা মালিকরা। বিশেষ করে ভারী শিল্পের কারখানাগুলো সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন। লোডশেডিং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হলেও গ্রিড বিপর্যয়ের ফলে পুরোপুরি বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। এতে ইস্পাত, সিমেন্টসহ ভারী শিল্প-কারখানাগুলোর উৎপাদনে থাকা পণ্য নষ্ট হয়ে যায় কিংবা গুণগত মান কমে যায়। দীর্ঘসময় পর বিদ্যুৎ আসায় প্লান্ট পুনরায় চালু করতে আরো বেশি সময়ক্ষেপণ হয়। এতে পণ্যের নির্ধারিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা কমে যাওয়া, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, পণ্যের গুণগত মান কমে যাওয়ার পাশাপাশি অপচয়ের পরিমাণও বেড়ে যায় বলে জানিয়েছেন তারা। এইচএম স্টিলের পরিচালক সরোয়ার আলম বণিক বার্তাকে বলেন, 'বিগত কয়েক বছর দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাপনা ও লোডশেডিংয়ের মাত্রা ছিল খুবই বেশি। কয়েক মাস ধরে সরবরাহ অনেকটা ভালো হয়েছে। কিন্তু কয়েকদিন ধরে চট্টগ্রামে লোডশেডিং বেড়ে গেছে। এতে কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।'

THE FINANCIAL EXPRESS Sunday • May 4, 2025

Developing a comprehensive labour database

It will not only provide a comprehensive record of the workforce but also facilitate efficient hiring and job matching

writes

Asjadul Kibria

Among the eight reform commissions formed by the Yunus-led interim government, the Labour Reform Commission, the last one to present its report, holds significant importance. This is the first time in Bangladesh's history that such a commission has been established to review the existing labour policies and laws, as well as the state of the labour market. The commission's mandate includes providing recommendations to rectify various anomalies in the laws and discriminatory measures that undermine labour rights and industrial relations. The commission has successfully completed this formidable task, and the report has been submitted to the Chief Adviser in the third week of the previous month. The 25 main recommendations of the commission encompass all aspects of labour reform.

One of the key recommendations is introducing a national digital labour registration system and a database. The commission argued that such a database is necessary to recognise all the labourers and workers in the country and to ensure their occupations, skills and identities. At present, there is no such database in the country at either the national or industry levels. Various sectors also do not preserve comprehensive data on the labourers or workers employed in these sectors. After the Rana Plaza disaster that killed at least 1,134 workers and injured more than 2,500 people, there was a move to build a database for all the workers employed in the ready-made garments (RMG) sector. The initiative, however, resulted in an incomplete and inaccessible database due to non-cooperation from the factory owners.

The commission's recommendation was that the proposed database should be universal and comprehensive so that it can be possible to identify all formal and informal workers and labourers along with those who are unemployed. It also stresses the database's easy accessibility and interoperability so anyone can find it useful. To develop the database, the commission stressed framing a policy in this connection. Registration with the system should also be mandatory for all labourers and employers to make the database effective, the commission added. This database will not only provide a comprehensive record of the workforce but also facilitate efficient hiring and job matching, and ensure fair labour practices.

Labourers work at a brick field in Dhaka, Bangladesh. There is no database of the workers in the country —Agency Photo

The recommendation to develop a labour database is obviously a good one. Though difficult, considering digital logistics, it is not impossible to do the work. However, it will require a long time to register all the labourers and employers. Moreover, it will be continuous work as new workers are coming into the labour market regularly and some are also leaving the market for various reasons.

According to the Labour Force Survey (LFS) 2023, the total number of labourers in the country is 73.45 million, of which 48.12 million are male and 25.33 million are female. The survey also showed that 2.46 million, or 3.35 per cent, of the total labour force was unemployed in 2023. In other words, the suggested database should contain information on at least 71 million people who were employed in 2023.

Motivating the workers to get registered with the system will be a big challenge. Most workers may think it is useless and may not be encouraged by employers to do so. Even many employers and factory owners may try to avoid registration as they don't want to provide their information. In this connection, an extensive awareness-building programme will be required.

Including the informal workers in the database may also be more challenging by registering. LFS 2023 showed that 84.10 per cent of the total labour force in the country is employed informally.

The pattern of employed workforce by broad economic sector is another thing to consider. Around 45 per cent of the total employed people are in agriculture, followed by 38 per cent in services and 17 per cent in the industrial sector. Registering those who are in agriculture will be more challenging and time-consuming due to the vastness of the sector and the scattered nature of agri-labourers. Moreover, a large number of agri-labourers work seasonally in the field and the rest of the time in the service sector.

If not designed properly, providing inputs into the database system for registration and preservation may be time-consuming. So, once decided, the government has to design and test the system carefully. There is also a need to deploy a well-trained team to do the work across the country. Registration booths may be opened in various industrial and commercial areas in this connection. Moreover, some data entry staffers need to send a tablet or necessary device to collect data from multiple factories and offices. As the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) used to deploy enumerators gathering citizens' data for any census, it can provide necessary assistance for the labour database. The process will involve setting up registration booths, deploying data entry staff, and ensuring the security of the data collection process.

However, data privacy will be a major concern. Despite developing the necessary tools to maintain a robust database, ensuring citizen data privacy is still a matter of concern in the country. Due to a lack of weak security, a number of privacy breaches and unauthorised extraction of data from the national repository took place during the now-ousted Hasina regime. Thus, strengthening the data preservation and protection infrastructure is a must.

To make the labour database effective and efficient, the commission also suggested interoperability with other databases, like the national identity card database. Interoperability will help cross-check the authenticity of a worker's data and obtain additional information. Again, a strong security feature is necessary to avoid any vulnerability of interoperability.

Despite the numerous challenges and barriers, the interim government should initiate the primary work of developing the proposed labour database. Following the basic outlines suggested by the commission, a dedicated team will be formed to conduct the work. Various ministries and departments should cooperate to introduce the system. A well-designed and developed database will not only make it easy for the government to provide assistance and welfare allowances to workers when required but also ensure necessary insurance coverage for vulnerable workers. Finally, it will help make the labour market efficient in the near future, ushering in a new era of labour reform.

asjadulk@gmail.com

যুগান্তর সোমবার ৫ মে ২০২৫

ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত শ্রমজীবী নারী

রাজীব পাল রনী

১ মে বিশ্বজুড়ে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। পৃথিবীর সব দেশের মতো বাংলাদেশেও শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের প্রত্যয় নিয়ে দিবসটি পালন করা হয়। প্রতিবছর ঘটা করে দেশে শ্রমিক দিবস পালন করা হলেও নারী শ্রমিকের ভাগ্য তেমন পরিবর্তন হয় না। নারীরা চরমভাবে মজুরি বৈষম্যের শিকার হন সবসময়। নারী শ্রমিকরা এখন বহুমাত্রিক কাজ করছেন। সাধারণত আমরা নারী শ্রমিকদের কেবল গৃহকর্মী হিসাবেই দেখে অভ্যস্ত। বর্তমানে নারীদের আয়ের পথ বিস্তৃত হয়েছে।

আমাদের দেশে শ্রমজীবী নারীদের সবচেয়ে বড় অংশের বসবাস গ্রামাঞ্চলে। নারীরা শুধু চাকরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তারা স্বামী, সন্তান ও পরিবারকে সামাল দিয়ে রাস্তাঘাট, কৃষিকাজ, মাটিকাটা, মালামাল বহন, চাতালের কাজ, সড়ক নির্মাণের কাজ, জোগালি, ইট ভাটাসহ ছোট-বড় কারখানায় কাজ করছেন। পুরুষের সমান কাজ করে বহুবিধ প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেই কর্মবাজারে নারীকে টিকে থাকতে হচ্ছে।

ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দরিদ্র পরিবারের গৃহবধূ থেকে শুরু করে ঘরের কিশোরী মেয়েরাও নারী শ্রমিক হিসাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন কাজে। নারী উন্নয়নের এ সময়ে শ্রমজীবী নারীরা অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছেন শ্রমের যথাযথ মূল্যায়নের অভাবে। কর্মজীবী নারী শ্রমিকদের একেক জনের জীবনের গল্পও একেক রকমের। পুরুষশাষিত সমাজে নিজেরাও পরিবারের ভাগ্য বদলাতে পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গ্রামীণ সড়ক মেরামতের কাজ করতে দেখা যায় নারীদের। তাদের সঙ্গে কথা বললে বোঝা যায়, নারী শ্রমিকের জীবন সংগ্রামের দুর্বিষহ যাতনার কথা। কথা হয় ময়মনসিংহের স্থানীয় নারী শ্রমিক ছায়া রানীর সঙ্গে। তিনি জানান, সাত বছর আগে তার স্বামী তাকে ছেড়ে চলে যান। তিন মেয়েকে নিয়ে তিনি অর্ধাহারে অনাহারে কোনো রকমে জীবনযাপন করতে থাকেন। তিন সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে অভাবের কারণে ময়মনসিংহ থেকে মুন্সীগঞ্জ চলে আসেন কাজের খোঁজে। তিনি দিনমজুরি রাস্তা মেরামতের ইট ও বালু বহনের কাজ নেন এখানে। ছায়া রানী আরও বলেন, 'রোদ কিংবা বৃষ্টিতে ভিজে পুরুষের সমান কাজ করি। পুরুষের সমান কাজ করেও আমরা শুধু নারী হওয়ায় মজুরি কম পাই।' একজন পুরুষ শ্রমিক যেখানে দৈনিক ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা মজুরি পান, সেখানে নারী শ্রমিক পাচ্ছেন মাত্র ৪০০ থেকে ৪৫০ টাকা। অন্যদিকে মুন্সীগঞ্জে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি সময়ে ফসলি মাঠ থেকে ধান তোলার কাজ শুরু হয়েছে। সেখানেও দেখা মেলে নারী শ্রমিকদের। দাবদাহে মানুষের নাভিশ্বাস উঠলেও রোদে পুড়ে ধান থেকে চাল উৎপাদনে ব্যস্ততা বেড়েছে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের। ঘরের কাজ সেরে ভালোভাবে জীবনযাপনের আশায় নারীরা পুরুষের পাশাপাশি ধান খেত ও চাতালে কাজ করেন। তারও মজুরির বেলায় বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। নারী শ্রমিক বিলকিস বেগম বলেন, 'সারাদিন কাজ করার জন্য একজন পুরুষ শ্রমিক যেখানে ন্যূনতম ৫০০ টাকা পেয়ে থাকেন সেখানে আমরা পাই ৪০০ টাকা।'

কথা হয় ইট ভাটায় শ্রম বিক্রি করা নারীদের সঙ্গে। মজুরি কেমন জানতে চাইলে মনোয়ারা বেগম আক্ষেপ করে বলেন, 'আমাদের জীবন ইটের মতো পোড়া জীবন!' সংসারের অভাব অনটন আর ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে ইটভাটায় দিনে ৩০০ টাকার রোজগারে চলে তার সংসার। ২ শিশু সন্তানকে সঙ্গে নিয়েই কাজ করতে হয় তাকে। তিনি আরও যোগ করেন, 'ইট ভাটায় প্রতিদিন পুরুষের চেয়ে বেশি কাজ করেও নারী হওয়ার মজুরি বৈষম্যের শিকার হয়ে অবহেলিত আমরা।' শুধু ছায়া রানী, বিলকিস বেগম ও মনোয়ারা বেগমই নয়। সারা দেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর লাখ লাখ নারী শ্রমিক মজুরি বৈষম্যর শিকার। এদেশে নারী শ্রমিকদের শ্রমের মূল্য বাড়েনি অথচ সময়ের সঙ্গে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির কারণে তাদের সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ছে। পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় নারী শ্রমিকের মজুরি কম হওয়ায় বিশেষ করে প্রান্তিক জনপদগুলোতে নারী শ্রমিকের চাহিদা বাড়ছে। ঘরে-বাইরে দ্বৈত বোঝা বয়ে বেড়ান নারী। সমাজ কতটুকু মূল্যায়ন করে তাদের শ্রমের এ প্রশ্ন উঠতেই পারে! শুধু বছর ঘুরে যে দিবস আসলে নারী শ্রমিকদের মজুরি-বৈষম্যর বিষয়টি সামনে আসে। কিন্তু তাদের মজুরির কোনো পরিবর্তন হয় না। সমাজে নারী পুরুষের মজুরি বৈষম্য দূর করে নারীর অধিকার নিশ্চিত হোক সেই প্রত্যাশা নারী শ্রমিকদের। একজন নারী শ্রমিক আইন অনুযায়ী শ্রমের মূল্যের সমান অংশীদার হলেও বাস্তবতা অন্যরকম। নারীদের মজুরি বৈষম্য কমিয়ে আনতে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। তাদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা জরুরি। বৈষম্য দূর হলে নারীদের জীবন-মান যেমন উন্নত হবে তেমনি দেশের উন্নয়ন ও অর্থনীতিতেও তা সুফল বয়ে আনবে। ■

ঘরে-বাইরে দ্বৈত বোঝা বয়ে বেড়ান নারী। সমাজ কতটুকু মূল্যায়ন করে তাদের শ্রমের এ প্রশ্ন উঠতেই পারে! শুধু বছর ঘুরে যে দিবস এলে নারী শ্রমিকদের মজুরিবৈষম্যের বিষয়টি সামনে আসে। কিন্তু তাদের মজুরির কোনো পরিবর্তন হয় না। সমাজে নারী পুরুষের মজুরিবৈষম্য দূর করে নারীর অধিকার নিশ্চিত হোক সেই প্রত্যাশা নারী শ্রমিকদের।

DHAKA MONDAY MAY 5, 2025
BAISHAKH 22, 1432 BS
The Daily Star

Investment at stake as gas crisis chokes textile, RMG factories

Exporters warn of severe disruptions, rising costs and waning investor confidence

REFAYET ULLAH MIRDHA

The country's flagship textiles and readymade garments (RMG) industries are reeling from a crippling gas crisis, threatening an estimated $70 billion in investments amid mounting global trade uncertainty over new US tariffs.

Production in many textile mills has slumped to just 30 to 40 percent of capacity, as gas pressure plummets across key industrial zones, including Narayanganj, Gazipur, Bhulta, Maona, and Tongi, according to manufacturers.

For textile units, consistent gas supply is a must for uninterrupted operations. These mills use gas for generating electricity, powering spinning machines and producing steam in boilers for fabric dyeing.

The authorities have increased the gas tariff recently, with promises of improved supply.

But many mill owners say there has been no relief even after the latest price hike as production at some factories in the industrial belts has come to a grinding halt due to zero gas pressure.

For more than a week, Israq Spinning Mills Ltd in Gazipur has been running below 50 percent capacity.

"Our daily production capacity is 170 tonnes of yarn, but due to low gas pressure, we are only managing 75 tonnes a day," said Fazlul Haque, managing director of the factory.

Another yarn spinner, Khorshed Alam said that their daily capacity is over 25,000 pounds.

"But we failed to produce even 9,300 pounds of yarn yesterday," said Alam, chairman of Little Group.

Mohammad Hatem, executive president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said that the sector needs over 2,000 million cubic feet of gas daily, while current supply stands at just 1,000 mmcfd.

Currently, the primary textile sector, which covers spinning, weaving, dyeing, finishing and printing, has investments over $25 billion, while the garment industry accounts for over $30 billion.

Together, they form the backbone of Bangladesh's export economy.

These sectors now face a dual blow. While domestic energy shortages disrupt productions, US President Donald Trump's reciprocal tariffs on US imports add a layer of unpredictability.

Although the new tariffs are paused for 90 days, it has left Western buyers hesitant, delaying new work orders for next summer and autumn. But brands and retailers are in a wait-and-see mode.

This has an implication on the local manufacturers.

"Demand for yarn has dropped in the local market following the US tariffs. Buyers are indecisive about placing new orders," said Israq Spinning MD Haque.

To ease the industrial gas crisis, BKMEA Executive President Hatem suggested the government import an adequate amount of liquefied natural gas (LNG) urgently.

Showkat Aziz Russell, president of the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), said the crisis has hit a critical level.

"Many units are unable to run. The past week has been especially severe. We have written to the government several times, but there has been no resolution," he added.

INVESTMENT SO FAR

Primary textile sector: $25b

Garment sector: $30b

On average, a spinning mill is losing Tk 25 lakh per day, according to BTMA estimates.

Nearly 500 spinning mills are affiliated with the association, and many fear they will be forced to shut down if the situation does not improve.

Meanwhile, industry leaders said this crisis is the latest in a series of shocks over the past couple of years.

The sector has barely recovered from the fallout of Covid-19, the Russia-Ukraine war, currency volatility, and global inflation, and now faces uncertainty from Trump-era tariff policies.

The situation is complicated by the volatile exchange rate and steep depreciation of the local currency Taka.

Two years ago, the US dollar was at Tk 85, while it now stands at Tk 122, squeezing importers of cotton and machinery and leaving many starved of working capital.

"Entrepreneurs are running out of working capital," said Russell. "These repeated blows, both at home and abroad, have left us in a fragile state."

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ৬ মে ২০২৫

১৫ বছরে ৬১ সাংবাদিককে হত্যা

ফ্যাসিবাদী শাসন

ফ্যাসিস্ট শাসনামলে ক্ষতিগ্রস্ত সংবাদমাধ্যম ও নির্যাতিত সাংবাদিকদের রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ১৫ বছরে ৬১ সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। একই সময়ে হত্যা এবং নিপীড়নের শিকার হয়েছেন ৩ হাজার ৫৮৮ সাংবাদিক। হামলা-মামলা ও নির্যাতনের ৬৭ শতাংশ ঘটনায় তৎকালীন শাসক দলের নেতা-কর্মীরা জড়িত ছিলেন। এই তথ্য উঠে এসেছে 'ফ্যাসিবাদী শাসনে সাংবাদিক হত্যা-নিপীড়ন' শীর্ষক বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের প্রকাশনায়।

এই প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষে গতকাল সোমবার সকালে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) সভাকক্ষে সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। তিনি বলেন, কয়েকটি পত্রিকা জুলাই অভ্যুত্থান লেখে না। তারা (পত্রিকা) লেখে জুলাই আন্দোলন। তারা বলে, ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পরবর্তী সরকার। এর মানে দাঁড়ায়—এখানে দুই হাজার মানুষ শহীদ হননি। তারা (পত্রিকা) বলতে চায়—একটা চক্রান্ত হয়েছিল, হাসিনাকে উৎখাত করা হয়েছে।

সংবাদমাধ্যম এটা করতে পারে না উল্লেখ করে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, এর পরও সেসব সংবাদমাধ্যম সরকার বন্ধ করেনি। তিনি বলেন, 'আপনারা লেখেন, জনগণ আপনাদের দেখে নিবে। শহীদ ফ্যামিলি আপনাদের দেখে নিবে।...আপনারা ফ্যাসিবাদের পক্ষে সম্মতি উৎপাদন কইরেন না।'

সেমিনারে তথ্যসচিব মাহবুবা ফারজানা জানান, গত আট মাসে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হওয়া ২৬৬টি মামলা নিয়ে কাজ করছে সরকার। এর মধ্যে ৭৪টি মামলা হয়রানিমূলক, এমন তথ্য পাওয়া গেছে। ব্যক্তিগত কারণে নালিশি মামলা করা হয়েছে ২৯টি। সরকার চাইলেই এটা তুলতে পারবে না। চারটি মামলা ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার সঙ্গে, বাকিগুলো রাজনৈতিক মামলা।

সিমেন্ট বা টিস্যু পেপারের ব্যবসা নয়

স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য সাংবাদিকদের আর্থিক নিরাপত্তার ওপর জোর দেন গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান কামাল আহমেদ। সেমিনারে তিনি বলেন, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে খুব গুরুত্বের সঙ্গে সাংবাদিকদের আর্থিক সমস্যার কথা বলা হয়েছে। সাংবাদিকদের যদি অন্যের করুণার

> আপনারা ফ্যাসিবাদের পক্ষে সম্মতি উৎপাদন কইরেন না।
>
> **মাহফুজ আলম**, তথ্য উপদেষ্টা

ওপরে, অন্যের পৃষ্ঠপোষকতার ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়, তাহলে যাদের ওপর তারা নির্ভরশীল থাকবে, তাদের কাছে স্বাধীনতা ছাড় দিতে হবে।

গণমাধ্যমকে টিকে থাকার মতো ব্যবসায়িক মডেল দাঁড় করাতে হবে বলে উল্লেখ করেন কামাল আহমেদ। তিনি বলেন, গণমাধ্যমের ব্যবসা আলু-তরকারির ব্যবসার মতো নয়; কিংবা সিমেন্ট বা টিস্যুপেপার বানানোর ব্যবসা নয় যে এটা অতিমাত্রায় লাভজনক হতে হবে। তবে টিকে থাকার মতো আয় করতে হবে। এ জন্য টেকসই বিজনেস মডেল দরকার। সে জন্য সংস্কার কমিশন নীতিসহায়তার কথা বলেছে। গণমাধ্যম যদি পৃষ্ঠপোষকতার ওপর নির্ভর থাকে, তাহলে স্বাধীন গণমাধ্যমের চেহারা কখনো দেখা যাবে না।

ফ্যাসিস্ট শাসনামলে ক্ষতিগ্রস্ত সংবাদমাধ্যম ও নির্যাতিত সাংবাদিকদের রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত বলেও মনে করেন কামাল আহমেদ।

ফ্যাসিস্ট শক্তি এখনো আছে

রাজনৈতিক হয়রানিমূলক সব মামলা একটি নির্বাহী আদেশে প্রত্যাহার করতে সেমিনার থেকে সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শফিক রেহমান। তিনি বলেন, রাজনৈতিক মামলাগুলো কলমের এক খোঁচায় আপনারা প্রত্যাহার করুন।

সাংবাদিক নিপীড়ন বন্ধ চাইলে কী কী পরিবর্তন আনা দরকার, তা খুঁজে বের করার পরামর্শ দেন *সংগ্রাম* পত্রিকার সাবেক সম্পাদক আবুল আসাদ। তিনি বলেন, অনেক রাজনীতিবিদ সংস্কারের কথা বলেন; কিন্তু তাঁরা সংস্কার চান কি না, জানা নেই। যদি চান, তাহলে সংস্কারটা শেষ হোক। তারপর নির্বাচন সবাই মিলে করেন। নির্বাচন তো হবেই, হতেই হবে।

বাংলাদেশে এখনো ফ্যাসিস্ট শক্তি আছে বলে সেমিনারে মন্তব্য করেন *আমার দেশ* পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান। তিনি এনসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লাহর ওপর হামলার বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, যে ফ্যাসিস্টরা আক্রমণ করেছে, সেই একই ফ্যাসিস্টরা ২০১৮ সালে কুষ্টিয়ায় তাঁর ওপর আক্রমণ করে। এতে বোঝা যাচ্ছে, ফ্যাসিস্ট শক্তি এখনো বাংলাদেশে আছে।

যে মানসিকতা এবং যে প্রবৃত্তি গণমাধ্যমকে স্বাধীন হতে দিতে চায় না, সে শক্তিগুলো এখনো থেকে গেছে বলে সেমিনারে মন্তব্য করেন *প্রথম আলোর* নির্বাহী সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে রাষ্ট্রের ফ্যাসিস্ট চরিত্র গড়ে তোলার জন্য যেসব আইনি ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়া চালু ছিল, তার চূড়ান্ত ব্যবহার করেছেন শেখ হাসিনা। অনির্বাচিতভাবে ক্ষমতায় থেকে তিনি ক্রমাগত মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছেন এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা চূড়ান্তভাবে খর্ব করেছেন।

সেমিনারে আরও বক্তব্য দেন বিএফইউজের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ওবায়দুর রহমান, সহসভাপতি খাইরুল বাসার, শীর্ষ নিউজের সম্পাদক একরামুল হক প্রমুখ। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন গত ১৫ বছরে নির্যাতিত এবং নিহত সাংবাদিকদের পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বক্তব্য দেন। বক্তব্যে সবাই সাংবাদিক নির্যাতন ও জুলাই হত্যাকাণ্ডের দ্রুত বিচারের দাবি জানান।

ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠায় 'দায়'

'ফ্যাসিবাদী শাসনে সাংবাদিক হত্যা-নিপীড়ন' শীর্ষক বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের প্রকাশনায় বলা হয়, শুধু ২০২৪ সালেই আট সাংবাদিককে হত্যা করা হয়। গত ১৫ বছরের হত্যার ঘটনায় ৪৫ শতাংশ ক্ষেত্রে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের নেতা বা ক্যাডারদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। ৩২ শতাংশ ক্ষেত্রে হত্যাকারীরা ধরা পড়েনি। ১৫ শতাংশ ঘটনায় পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জড়িত এবং ২৩ শতাংশ ক্ষেত্রে মাদক কারবারি ও সামাজিক অপরাধীরা জড়িত।

গত ১৫ বছরে সাংবাদিক নিপীড়নের পেছনের কারণও অনুসন্ধান করেছে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গণতন্ত্রহীনতা, ভিন্নমত দমন, ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার অপচেষ্টা, বিচারহীনতা, পেশাগত অবক্ষয়, সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠা ধসে পড়া, কতিপয় সাংবাদিকের দলবাজি, সাংবাদিক সংগঠনগুলোর মধ্যে বিভক্তি এবং মামলা হলে প্রতিষ্ঠানের অসহযোগিতা।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের কিছু পরামর্শ উল্লেখ রয়েছে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের প্রকাশনায়। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করা, সাংবাদিক সংগঠনগুলোর মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা, সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করা, তৃণমূল সাংবাদিকতায় শৃঙ্খলা ফেরানো এবং সংবাদমাধ্যমকে সরকারের পক্ষ থেকে নীতিসহায়তা ও সুরক্ষা দেওয়া।

সেমিনারে সভাপতিত্বের পাশাপাশি প্রকাশনার সারসংক্ষেপও পড়ে শোনান সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ। তাঁর বক্তব্যে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠায় সংবাদমাধ্যমের 'দায়ের' বিষয়টি উঠে আসে। তিনি বলেন, তিনটি ভুয়া নির্বাচনকে সংবাদ মাধ্যমগুলো চ্যালেঞ্জ না করে উৎসাহের সঙ্গে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিরোধী রাজনীতি নির্মূলে নিষ্ঠুরতম নিপীড়ন চললেও সংবাদমাধ্যম পেশাদার ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। দুর্নীতি-লুটপাটের বিরুদ্ধে সাহসী সাংবাদিকতার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলো সহযোগী ও অংশীদার হয়ে উঠেছিল।

NEW AGE

TUESDAY, MAY 6, 2025,

Unfinished business of workers' justice

by **Md Sahid Alam**

LABOUR Day, observed on May 1, is often treated as a celebratory occasion. Yet, beyond the banners and speeches lies a hard truth: our global economy is built on the relentless work of labourers whose voices are too often ignored. From garment factories in Bangladesh to agricultural fields in Latin America, from the care sector in Europe to tech support centres in South Asia, the world as we know it would grind to a halt without their daily effort. Labour Day, therefore, is not merely an anniversary of past achievements, it is a yearly reckoning, a reminder of how much remains unfinished in the fight for worker dignity, protection and justice.

Labour has always been the engine of human advancement. The modern economy did not emerge from the boardrooms of multinationals but from the shop floors, the looms, the mines and the fields. Workers have powered revolutions, built cities, and kept vital services running through wars, pandemics and crises. Their cumulative contributions underpin the very structures that global elites now preside over. To acknowledge this is not an act of charity or sentimentality, it is a recognition of fact. Yet, despite their foundational role, workers remain among the most vulnerable in the modern system, subject to exploitation, suppression and neglect, particularly in the global south.

Fundamental rights for workers — fair pay, safe conditions, regulated working hours, freedom of association — remain elusive for millions. These are not privileges; they are the minimum conditions for a dignified existence. When these rights are denied, it is not simply a lapse in policy but an ethical failure. Equally important is the right to collective bargaining. Workers must have the legal and practical ability to organise, to negotiate and to defend their interests. These safeguards are essential not only for individual well-being but also for the stability of industries and nations. A workforce that is insecure, exhausted, or silenced cannot be the foundation of a resilient economy.

The Bangladesh Garment Sramik Samhati holds a rally, demanding justice for garment workers killed in the police firing during the recent student movement, in front of the National Press Club in the capital on August, 2024. — New Age photo

The situation becomes even more urgent when viewed through the lens of gender. Women constitute a significant and growing part of the global labour force, yet they face disproportionate discrimination. Wage inequality, lack of maternity protection, gender-based harassment and barriers to promotion are still routine. Achieving gender equity in the workplace requires more than slogans; it demands structural change. Policies must guarantee equal pay for equal work, ensure safe and inclusive work environments and actively support women's leadership and participation at all levels. Empowering women economically is not only a matter of justice — it produces wider benefits across society, including poverty reduction, improved health outcomes, and more balanced economic growth.

Another injustice that demands urgent attention is child labour. In many parts of the world, children continue to be trapped in exploitative conditions, robbed of their education, safety and childhood. This is not merely a violation of rights; it is a systemic failure that perpetuates cycles of poverty and inequality. Eliminating child labour requires more than laws — it requires enforcing those laws, expanding access to quality education and addressing the root causes that push families into desperate choices. The international community is obligated to protect children and prioritise their development over profit.

The case of Bangladesh offers both a warning and a model. Its textile sector, which supplies major global brands, has been the backbone of the country's export earnings. The success story, however, has come at a cost. Thousands of garment workers, many women, have worked in hazardous conditions for meagre wages. The 2013 Rana Plaza collapse was not a one-off tragedy, it was the inevitable result of ignoring labour rights in the name of growth. Since then, some reforms have taken place, but challenges persist. The path forward must involve not only compliance with international safety standards but also a restructuring of the industry to ensure workers are treated as stakeholders rather than expendable resources. Raising wages, improving career pathways and ensuring health protections are not only ethical imperatives but also crucial for the sector's long-term stability.

Labour organisations and unions in Bangladesh have been central in pushing for these changes. Their role in negotiating better terms, holding employers accountable and advocating for policy reform is essential. Yet, these groups often operate under threat, intimidation, or severe legal

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

DHAKA FRIDAY MAY 9, 2025
BAISHAKH 26, 1432 BS
The Daily Star

restrictions. A democratic and fair labour market cannot exist without robust worker representation. The state, private sector and civil society must therefore work to guarantee freedom of association and support union activity. Encouraging collective worker voices is not a threat to development, it is a necessary component of it.

International frameworks and organisations such as the International Labour Organization also play a critical role. By setting global standards and offering technical guidance, they help shape national laws and labour practices. Through its conventions, the ILO champions the principles of decent work, safe employment and social justice. However, the effectiveness of these mechanisms depends on political will. Governments must not treat these commitments as symbolic gestures. They must integrate them into national development agendas and align industry practices with international obligations.

As Labour Day passes, reflection must give way to responsibility. This is not a day to romanticise struggle or deliver empty praise. It is a moment to evaluate where we stand and what must be done. Governments must legislate and enforce stronger protections. Employers must see their workforce not as a cost to be minimised but as people whose well-being determines the success of the enterprise. And societies at large must recalibrate their values to appreciate those who clean, build, serve and sustain daily life.

If we are to build a future that is genuinely inclusive, sustainable and humane, then our treatment of workers must be radically improved. We must end the race to the bottom and replace it with a race to the just. This means paying living wages, ensuring safe workplaces, eliminating forced and child labour, protecting migrant workers and addressing discrimination in all its forms. These are not revolutionary demands. They are the bare minimum a civilised society should guarantee.

Md Sahid Alam is a final year LLB student at the World University of Bangladesh.

Support returnee female migrants

Their rights must be protected both at home and abroad

It is deeply troubling to learn about the persistent abuse and exploitation faced by our female migrant workers abroad, as well as the depression and social isolation they experience upon returning home. According to a BRAC report, more than 4.7 lakh Bangladeshi migrant workers have returned over the past six years after enduring various forms of mistreatment and hardship. Among them, 67,199 women suffered sexual and physical abuse. In 2020 alone, 49,924 women were sent back, primarily from Middle Eastern countries. Upon their return, many shared harrowing accounts of their experiences. While the authorities in Bangladesh have done little to protect their rights abroad, they have also failed to provide the support necessary for their reintegration at home.

A combination of factors including financial struggles, lack of education and skills, unemployment, social insecurity, and environmental hardships often compel women to seek employment abroad. However, their desperate attempts to find better economic opportunities often end in exploitation, as they fall victim to trafficking, forced labour, and gender-based violence. In many cases, their wages are withheld, and working conditions are harsh, but they can hardly seek help due to language barriers. Restrictions on movement and communication further deepen their plight.

And it does not end upon return either. Many come home with serious injuries, illnesses, and psychological trauma, yet receive no support at the airport or access to medical care. Mental health challenges such as trauma, depression, and social isolation make their lives even more difficult, while many are burdened with debt. According to a 2023 study by the Bangladesh National Women Lawyers' Association, a staggering 37.3 percent of female migrants returned home empty-handed. Many also struggle to find work due to social stigma. Unless the government addresses these challenges, their dream for reintegration will remain out of reach.

We, therefore, urge the authorities to develop gender-responsive migration policies that protect the rights of female migrant workers and take meaningful action to improve their lives upon return. These vulnerable women need adequate medical care, psychological support, and financial assistance. The government must also ensure that the migration process is more sustainable. Instead of sending unskilled workers abroad, it should provide training to aspiring migrants, equipping them with the knowledge of their rights and responsibilities in destination countries. The structural vulnerabilities faced by Bangladeshi women throughout the migration journey must be effectively addressed to create a more secure system.

NEW AGE TUESDAY, MAY 6, 2025,

Shipbreaking and systematic sacrifice of workers

by **Wasit Zawad Ismam and Raidah Khan Rakhma**

SHIP breaking refers to the process of either partially or completely dismantling ships that are at the end of their product life cycle. The recovered components of the used vessels are things such as steel and scrap iron for recycling or reuse. Since ship breaking is a labour-intensive sector, it is quite costly for developed nations due to the high cost of domestic labour. This is why countries in the Indian subcontinent, such as India, Bangladesh and Pakistan, have flourished in this industry.

Looking at the beginning of our ship breaking history, during the Liberation War in 1971, bombing caused the ruination of a ship called 'Al Abbas' from Pakistan, which was then later reclaimed and carried on to the Fauzdarhat sea shore. There, Karnafully Metal Works Limited bought it as scrap in the year 1974, which then led to the introduction of the infamous commercial ship-breaking industry in Bangladesh. It is estimated that the government of Bangladesh collects around Tk 10 billion from the ship breaking industry in the form of revenue via yard taxes, import duties and other types of levies. In addition to this, around 50,000 people in Bangladesh are directly employed in the ship-breaking industry, with another 100,000 people indirectly dependent on it.

But despite being a major industry, the working conditions for labourers in Bangladesh are appalling and completely deplorable due to the continuous negligence of the corporate giants that control this massive enterprise. The concept of 'value chain responsibility' for ship owners refers to the corporate ship owners' duties to safeguard the environment and to guarantee the socioeconomic and workplace safety of their workforce. This responsibility, however, has been largely ignored.

The Ministry of Labour and Employment set minimum wage rules for ship-breaking workers, ranging from Tk 615 to Tk 1,225 per day, which were supposed to be implemented in 2018. However, the workers employed in this sector still receive only around \$2 or Tk 240 per day, even after working in this hazardous trade for 12 years. Most of the time, they cannot even claim higher wages, as they are not issued appointment letters, and there is no formal contract between the employer and the employee in most of the yards.

According to the Bangladesh Labour Act, regular working hours are limited to 8 hours daily as per Section 100, and 48 hours weekly according to Section 102, though an adult worker can work in an establishment for a maximum of 10 hours a day. However, in practice, workers are often forced to work more than 13 to 14 hours a day without receiving any overtime pay. Children are employed in this hazardous sector due to the absence of formal contracts and proper regulatory enforcement. Yet, in Bangladesh, child employment is outright forbidden by Section 42 of the Labour Act.

Bangladesh is the world's leading location for ship breaking, accounting for around 47.20 per cent of all vessels broken. But Bangladesh lags far behind in terms of safety. Data collected by Greenpeace and the International Federation for Human Rights indicates that 1,000 individuals have perished in Sitakunda as a result of toxic waste exposure or accidents. Every year, many individuals fall ill from breathing in harmful vapours in the scrap yards. Toxic elements used by the shipbuilding and repair sectors — including lead, polychlorinated biphenyls, and cadmium—pose severe health risks. These workplaces hardly ever provide protective glasses, clothing, gloves, or other safety precautions. Even when there's a clear threat to life, ship-breaking authorities have failed to halt work until the danger is addressed.

Asbestos, a known carcinogen, is frequently exposed to soil and water, putting workers at heightened risk. Toxins from shipyards often leach into waterways, altering water quality. The mixture of sand, oil, and water is dumped into the ocean before ships are dismantled, while airborne asbestos fibres endanger both the local population and workers. Despite the high risk of illness associated with this work, healthcare services remain substandard. Furthermore, it is difficult to ascertain the exact number of deaths or injuries, as labour registers are not even maintained. The primary causes of accidents and fatalities in the sector include poor safety systems, hazardous working conditions, the use of traditional ship-cutting methods, the absence of appropriate emergency responses, and a lack of preventive measures.

The safety concerns for labourers in ship-breaking sites have even been acknowledged in court verdicts. In the case of 'Bangladesh Environmental Lawyers Association vs Bangladesh', the court held that the shipbreaking industry exposes workers to severe physical dangers, including toxic chemical exposure, risk of cancer, injuries from falling metal, deaths from explosions and harmful noise pollution — all worsened by poor living and working conditions. In another case, a Bangladeshi shipbreaker named Md Khalil Mollah died after falling while dismantling a vessel at an unsafe yard in Chattogram. His wife, Hamida Begum, later filed a lawsuit against the UK-based company that sold the ship, arguing that the company was aware of the dangerous conditions it was sending the vessel into. Many workers like Khalil Mollah have suffered the same fate due to the negligence and inadequate safety measures implemented by vessel owners and shipyard operators.

The High Court of Bangladesh issued an order on May 17, 2009 that forbids the importing of vessels by ship breaking yards unless they have acquired an Environmental Clearance Certificate from the Department of Environment. However, there is no clarity as to whether this certificate is for the yard or the ship itself. The Ministry of Environment and Forests issued the 'Hazardous Waste and Management of Hazardous Waste in Ship Breaking–2011' regulation. Under this rule, yard owners are required to acquire a no objection certificate, by submitting a stock catalogue that lists all the hazardous materials onboard before importing the ship, along with the environment clearance certificate of the yard in question. Following numerous accidents, mishaps and

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

deaths, legal pressure from environmental groups led to a temporary halt in all shipbreaking operations in 2010.

In 2004, the International Labour Organization issued safety guidelines for shipbreaking in Asia and Turkey, but these are largely ignored by the authorities and are rarely enforced. The Hong Kong International Convention, established in 2009, aims to ensure safe and sustainable ship recycling. However, its impact in Bangladesh remains negligible due to the absence of a Treatment, Storage and Disposal Facility, which is both costly and complex to establish. The convention also requires ship recycling facilities to be affiliated with recognised organisations, a standard that Bangladesh continues to struggle to meet. Given that the risks fall squarely on Bangladeshi workers and the environment, the main profit-generating corporations in this industry have a moral and legal obligation to invest in Treatment, Storage and Disposal Facility infrastructure within the country.

Apart from these, several other international treaties and standards exist to regulate shipbreaking practices — such as the Basel Convention, the Marine Pollution Convention, and the International Organization for Standardization. Yet none of these are implemented effectively in Bangladesh. Despite the existence of domestic legislation, global guidelines, treaties and conventions, enforcement remains weak due to the overwhelming influence of multinational shipping corporations. Consequently, workers continue to be injured and die from hazardous working conditions and exposure to harmful substances.

The government must intervene decisively and compel these corporations to rectify the dangerous gaps in their operations. If not, this will not merely be a failure of legal enforcement, but a glaring moral failure — one that allows the exploitation of cheap labour to continue fuelling an industry built on human suffering and environmental degradation.

Wasit Zawad Ismam and Raidah Khan Rakhma are law students and undergraduate teaching assistants at the North South University.

কালের কণ্ঠ ঢাকা। বুধবার। ৭ মে ২০২৫।

জনশক্তি রপ্তানি নিরাপদ হোক

পদে পদে প্রতারণা

আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত হলো বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি। জাতীয় অর্থনীতির এই গুরুত্বপূর্ণ খাতটি পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে নানা রকমের গুরুতর অভিযোগ ওঠে, কিন্তু সেগুলোর সুরাহা হয় না। এর খেসারত দিতে হয় ভাগ্যান্বেষী লাখ লাখ তরুণকে। বিদেশ গমনেচ্ছু এই তরুণদের ভোগান্তি ও প্রতারণা শুরু হয় দেশ থেকে আর তা চলমান থাকে কাঙ্ক্ষিত দেশে পৌঁছানোর পরও।

কালের কণ্ঠের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর নামে হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত আলোচিত ব্যবসায়ী ও সাবেক বায়রা মহাসচিব রুহুল আমিন স্বপন। মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর নামে মেডিক্যাল বাণিজ্যের আড়ালে সাধারণ শ্রমিকদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। কর্মী পাঠানোর নামে প্রায় আট লাখ কর্মীর কাছ থেকে মেডিক্যাল ফি বাবদ ৮০০ কোটির বেশি টাকা লোপাট করে স্বপন ও তাঁর সিন্ডিকেট।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এই অর্থ হাতিয়ে নিতে 'মীম মেডিক্যাল' ও 'ক্যাথারসিস মেডিক্যাল' নামের দুটি প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করা হয়েছে। এই সিন্ডিকেটের ২৫টি রিক্রুটিং এজেন্সির অন্যতম ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গেই মীম মেডিক্যাল ও ক্যাথারসিস মেডিক্যালের সরাসরি সংযোগ রয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো রুহুল আমিন স্বপনের ক্যাথারসিস গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান। জনশক্তি রপ্তানি থেকে অর্জিত ব্যাবসায়িক আয়ের তথ্য গোপন করে রেমিট্যান্স হিসেবে তা দেখিয়ে কর ফাঁকির অভিযোগও উঠেছে রুহুল আমিন স্বপনের বিরুদ্ধে। বিশ্লেষকরা বলছেন, মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠানোর নামে একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর দুর্বলতাকে ব্যবহার করে লাভবান হয়েছে। এখন সমন্বিত তদন্ত, দ্রুত বিচার এবং এই চক্রে জড়িতদের কঠোর আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন।

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সিন্ডিকেট ভেঙে নতুন করে শ্রমবাজার উন্মুক্ত করার দাবিতে সোমবার মানববন্ধন করেছেন রিক্রুটিং এজেন্সির মালিকরা। তাঁরা জানান, সাবেক সরকারের সময় তৎকালীন মন্ত্রী, এমপি ও প্রভাবশালী নেতাদের প্রশ্রয়ে পলাতক রুহুল আমিন স্বপনের নেতৃত্বে ওই সিন্ডিকেট গড়ে ওঠে। বর্তমানে বিদেশে বসেই তাঁরা ওই সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন।

প্রশ্ন হলো যাঁরা জমিজমা বিক্রি করে কিংবা ধারকর্জ করে এজেন্সির চাহিদামাফিক টাকা দিয়েও বিদেশে যেতে পারেননি, তাঁদের কী হবে? এ ক্ষেত্রে সরকারকে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে তারা টাকা ফেরত দেয়। মালয়েশীয় চক্রের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যবস্থা নিতে পারবে না ঠিক, কিন্তু এ প্রান্তে যেসব চক্র আছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
৩০ বৈশাখ ১৪৩২, ১৩ মে ২০২৫

রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারদের শ্রম সংস্কারের অগ্রগতি জানালেন লুৎফে সিদ্দিকী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির জন্য নিযুক্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী গতকাল তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং আইএলওসহ শীর্ষ পশ্চিমা দেশগুলোর রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারদের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেছেন। বৈঠকে গত আট মাসে শ্রম সংস্কারের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যতের রোড ম্যাপ তুলে ধরেন।

বৈঠকে আন্তর্জাতিক বিষয়সংক্রান্ত বিশেষ দূত ২০২৪ সালের জুলাইয়ের পর থেকে শ্রম খাতে সরকারের সংস্কার প্রচেষ্টার অগ্রগতি রাষ্ট্রদূতদের সামনে তুলে ধরেন। বৈঠকে শ্রম সচিব এ এইচ এম শফিকুজ্জামান বলেন, 'আমরা এ বছর জুলাই মাসের মধ্যে শ্রম আইন সংশোধন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছি। প্রক্রিয়াটি দ্রুত এগিয়ে চলেছে।'

ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার বলেন, 'আমরা শিগগিরই খসড়া আইনটি দেখতে এবং বাস্তব উন্নতির দিকে নজর রাখার জন্য উন্মুখ।' মার্কিন চার্জ দ্য' অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন বলেন, 'আমরা বর্তমান সরকারের অধীনে সংস্কার ও আইন সংশোধনের অগ্রগতিকে স্বাগত জানাই এবং অতীতে শ্রমিকের অধিকার লঙ্ঘনের জন্য জবাবদিহিতাও দেখতে চাই।' কানাডিয়ান হাইকমিশনার অজিত সিং সভায় এখন পর্যন্ত কাজের অগ্রগতির প্রশংসা করে বলেন, 'আমরা আইএলও রোড ম্যাপকে সমর্থন করি। এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে এটি বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।' ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক বলেন, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি শক্তিশালী শ্রম মানদণ্ড থাকা আবশ্যক।' আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর টুওমো পৌতিয়ালেন বলেন, 'আমরা সংশোধিত শ্রম আইন প্রণয়নের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। এখন গুরুত্বপূর্ণ হলো আইনটি এমনভাবে করা যেন তা সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং দীর্ঘমেয়াদে শ্রমিকদের সুরক্ষা দেয়।'

লুৎফে সিদ্দিকী জানান, শ্রম আইনের সংশোধনের বিষয়টি আইএলও গভর্নিং বোর্ডে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

THE FINANCIAL EXPRESS Friday • May 9, 2025

Garment export to EU may face cutthroat competition

New US tariff regime likely to intensify trade race further: Experts

MONIRA MUNNI

Bangladesh's readymade garment (RMG) export to its largest destination may face tough competition as competitors like China, Vietnam, Cambodia, Pakistan and Sri Lanka have incrementally raised their concentration in the European Union (EU) for a decade, sources say.

The trade race may intensify further in the days ahead, especially following the new US tariff regime, as the reciprocal tariffs on higher scales may force the players to diversify their shipment destinations to the 27-nation bloc.

Data analysis shows 56 per cent of China's total apparel exports were destined for the EU in 2012, which edged up to 68 per cent in 2023. The figure was 44 per cent for the US in 2012, which decreased to 32 per cent in 2023.

About 32 per cent of Vietnam's total apparel was shipped to the EU in 2023--an increase from 26 per cent in 2012. The US accounted for 68 per cent in 2023, which was 74 per cent in 2012, according to data.

Cambodia's overall apparel shipments to the EU came to 63 per cent in 2023, which was 40 per cent in 2012. On the other hand, 60 per cent of its apparel was destined for the US in 2012, which fell to 37 per cent in 2023, according to latest data.

Similarly, 52 per cent of Pakistan's total apparel exports went to the EU in 2012, which rose to 71 per cent in 2023. Some 48 per cent of its total apparel exports were shipped to the US market in 2012, which fell to 29 per cent in 2023.

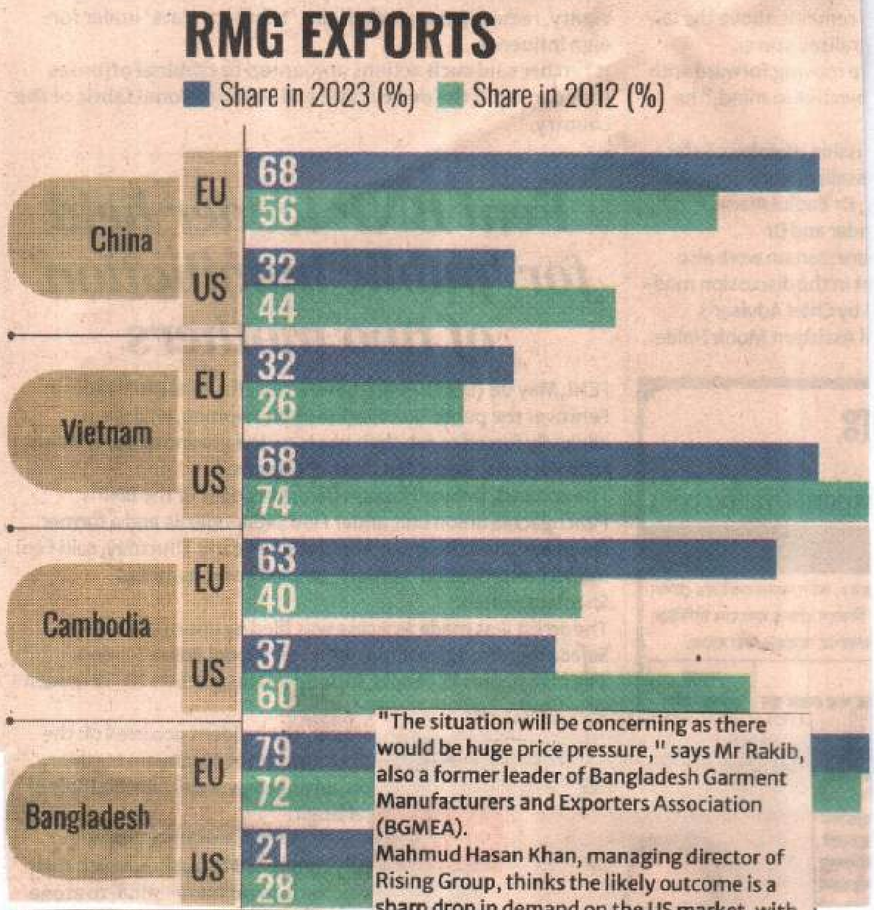

Sri Lanka's apparel exports were 46 per cent to the EU and 54 per cent to the US in 2012, which stood at 57 per cent to the EU and 43 per cent to the US in 2023.

Only India is an exception as 42 per cent and 58 per cent of its total garment exports were destined for the EU and the United States, respectively, in 2023, which was 48 per cent to the EU and 52 per cent to the US in 2012.

On the other hand, the EU accounted for 79 per cent of Bangladesh's total readymade garment (RMG) exports in 2023, up from 72 per cent in 2012. About 21 per cent of the total RMG was shipped to the US in 2023, which was 28 per cent in 2012.

Talking to The Financial Express, Dr Mohammad Abdur Razzaque, chairman of Research and Policy Integration for Development (RAPID), said the greater concern lies beyond the US market.

"Constrained by American tariffs, supplies may be diverted to other key destinations, such as the EU, Japan, and Canada."

With Bangladesh holding more than 20-percent share in the EU apparel market, this diversion could intensify price competition, squeezing margins and undermining profitability, he also predicts.

"Compounding these pressures is the risk of competitive currency devaluations among export-reliant economies, as countries seek to counteract the loss in price competitiveness," Dr Razzaque explains.

For Bangladesh, which is already contending with foreign-exchange shortages and inflationary stress, such developments could deepen macroeconomic vulnerabilities and complicate efforts toward external and fiscal stabilisation, the economist adds.

When asked, Fazlul Hoque, former president of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said competition would increase on the existing market not only for foreign competitors but also for local exporters.

Local exporters who ship goods to the US may shift to other countries, especially to the EU, which would intensify the competition within the borders, he notes, fearing "unhealthy price competition" among local exporters to linger.

The situation would be "terrific" if the same trend is followed by other garment-producing countries, resulting in "price pressure" as the market size of the importing countries, like the EU, remains the same, he explains.

Abdullah Hil Rakib, managing director of Team Group, says business shifting from the US would go to the EU, slowing the latter's existing business and it would be for the US tariff hike.

"The situation will be concerning as there would be huge price pressure," says Mr Rakib, also a former leader of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

Mahmud Hasan Khan, managing director of Rising Group, thinks the likely outcome is a sharp drop in demand on the US market, with severe consequences for the exporting countries.

He also echoes Mr Hoque' views about the price pressure, raising questions as to whether local exporters would get the same volume of work orders that they are receiving.

Meanwhile, exporters have said they are not getting fair prices of locally-made garments, and in many cases, they accept work orders below their production costs mainly to run the business and pay workers.

According to BGMEA data, Bangladesh's apparel shipments to the EU rose by 4.86 per cent year on year to $19.77 billion in 2024.

In 2024, Bangladesh exported 1.23 billion kilograms of garments to the EU, up by 10.18 per cent from 1.10 billion kg shipped in 2023. The per-unit price fell to $16.07 per kg in 2024 from $16.88 per kg in the previous year, marking a 4.84-percent decline.

Though the EU's overall apparel imports increased 1.53 per cent year on year in terms of value to reach $92.56 billion in 2024, the import volume grew 8.98 per cent to 4.27 billion kg, resulting in a 6.83-percent decline in average unit prices, impacting major sourcing countries, including Bangladesh.

Munni_fe@yahoo.com

কালের কণ্ঠ

ঢাকা। শনিবার। ১০ মে ২০২৫।

১০ হাজার অদক্ষ নির্মাণ শ্রমিককে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেবে সরকার

নির্মাণশিল্পে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে সরকারি খরচে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ২০২৮ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ পাবেন ১০ হাজার প্রার্থী। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) আর্থিক সহযোগিতায় এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। দরকারি তথ্য জানাচ্ছেন সাজিদ মাহমুদ

দক্ষ কর্মীর চাহিদা থাকে বেশি

স্কিলস ফর ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটিটিভনেস অ্যান্ড ইনোভেশন প্রোগ্রামের (এসআইসিআইপি) আওতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব)-এর অধীন ৯টি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে। রিহ্যাব ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের (ঢাকা) অধ্যক্ষ আমিনুল ইসলাম বলেন, "স্কিলস ফর ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটিটিভনেস অ্যান্ড ইনোভেশন প্রোগ্রাম (সিসিপ)-এর পাঠ্যক্রমে নির্মাণশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ চারটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। দক্ষতা অর্জন করতে পারলে বিদেশের পাশাপাশি দেশেও কাজের বহু সুযোগ রয়েছে। দেশের আবাসন খাতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ নির্মাণ শ্রমিকের বেশ চাহিদা। কিন্তু সে অনুযায়ী দক্ষ কর্মী নেই। 'জব প্লেসমেন্ট সেল'-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া ব্যক্তি কোন ধরনের কাজে যুক্ত হতে চায়, তা জেনে আমরা সে অনুসারে তাদের দিকনির্দেশনা দিই। আমাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মূলত নির্মাণ খাতের জন্য তিন ধরনের দক্ষ কর্মী তৈরি করা হয়। ১. নির্মাণ খাতের বিষয়গুলোতে কাজ শিখে নিজে উদ্যোক্তা হবে। ২. কোনো প্রতিষ্ঠানে দক্ষ কর্মী হিসেবে কাজ বা চাকরি করবে। ৩. দক্ষ কর্মী হিসেবে বিদেশে যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবে। প্রশিক্ষণ নেওয়া কর্মীরা অন্য সব অপ্রশিক্ষিত কর্মীদের চেয়ে তুলনামূলক বেশি আয় ও কাজের সুযোগ পায়। কারণ প্রশিক্ষিত-দক্ষ কর্মীদের চাহিদা অনেক বেশি।"

চাকরির সুযোগ বিদেশেও

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (রংপুর) পরিচালক নাজমুল আলম জানান, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ নির্মাণকর্মীর চাহিদা রয়েছে। বিশেষ করে ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশ, মধ্যপ্রাচ্যের সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, সৌদি আরব, পূর্ব এশিয়ার জাপান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ায় দক্ষ কর্মীর প্রচুর চাহিদা। প্রশিক্ষণ শেষে কাজের দক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক কারিগরি সনদ দেখাতে পারলে ভালো বেতনে চাকরির সুযোগ মিলবে। প্রশিক্ষিত কর্মীরা বিদেশে কাজে যেতে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ডাটাবেইসে নিবন্ধিত হতে পারবে।

ট্রেড ও প্রশিক্ষণ নেওয়ার যোগ্যতা

রিহ্যাব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট সূত্রে জানা গেছে, চারটি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রতিটি ট্রেডে প্রশিক্ষণের মেয়াদ চার মাস। ট্রেডগুলো হলো প্লাম্বিং অ্যান্ড পাইপ ফিটিংস, ম্যাসনারি অ্যান্ড স্টিল বাইন্ডিং, টাইলস অ্যান্ড মার্বেল ওয়ার্কস এবং ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স। সাধারণত বছরে তিনটি সেশনে ভর্তি করানো হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণের সুযোগ পান ২৫ জন। ১৮-৪৫ বছর বয়সী যেকোনো বেকার পুরুষ ও নারী এই প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পারবেন। দরিদ্র জনগোষ্ঠী, নৃগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এ ছাড়া নির্মাণশিল্পে কর্মরত অদক্ষ শ্রমিকরাও পেশাগত সনদ অর্জন ও কাজের দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ট্রেডভেদে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পাস।

কোথায় নেবেন প্রশিক্ষণ

সারা দেশের ৯টি কেন্দ্রে দেওয়া হবে প্রশিক্ষণ। চারটি বিষয় বা ট্রেডের যেকোনো একটিতে ভর্তি হতে পারবেন প্রার্থীরা। চারটি কেন্দ্রে 'মে' ব্যাচের প্রশিক্ষণ শুরু হবে ১৭ মে ২০২৫ থেকে। এগুলো হলো—রিহ্যাব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, মাজার রোড, ঢাকা; ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, রংপুর; জেপি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, কক্সবাজার ও ডিআইএসটি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, দিনাজপুর। আগ্রহীদের ভর্তির জন্য যোগাযোগ করতে হবে ১৬ মে ২০২৫-এর মধ্যে। অন্য পাঁচটি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে 'জুন' ব্যাচের প্রশিক্ষণ শুরু হবে ১ জুন ২০২৫ থেকে। এগুলো হলো—এসটি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, কিশোরগঞ্জ; চৌগাছা মডেল কম্পিউটার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, চৌগাছা, যশোর; অগ্রযাত্রা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বরিশাল; ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফুলতলা, নীলফামারী এবং নান্দাইল আইডিয়াল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ হতে নেওয়া যাবে প্রশিক্ষণ। প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে ৩১ মে ২০২৫-এর মধ্যে।

ভাতা ও কাজের সুযোগ

প্রশিক্ষণার্থীদের কোনো ফি দিতে হবে না, বরং তারা ভাতা পাবেন। নির্ধারিত ক্লাসে উপস্থিতির ভিত্তিতে চার মাসে যাতায়াত ও নাশতা বাবদ দৈনিক ১৫০ টাকা হারে সর্বোচ্চ ১৩,৫০০ টাকা পর্যন্ত ভাতা দেওয়া হবে।

প্রশিক্ষণে ব্যাবহারিক ও তাত্ত্বিক এই দুই ধরনের ক্লাস নেওয়া হবে। সাপ্তাহিক ছুটি ও অন্যান্য ছুটির দিন বাদে প্রতিদিন চার ঘণ্টা করে ক্লাস হবে। এর মধ্যে এক ঘণ্টা তাত্ত্বিক ও তিন ঘণ্টা ব্যাবহারিক। ক্লাস নেবে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে দক্ষ প্রশিক্ষকরা। তিন ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ দেওয়া হবে। জব কাউন্সিলের মাধ্যমে রিহ্যাবের সদস্যভুক্ত প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ পেতে প্রশিক্ষণার্থীদের সহায়তা করা হবে।

আয়-রোজগার যেমন

প্রশিক্ষণ শেষে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করলে মাসিক বেতন হতে পারে প্রতিষ্ঠানভেদে ১৮-২০ হাজার টাকা। কাজের দক্ষতার ভিত্তিতে ছয় মাস বা এক বছরের মধ্যে বেতন হতে পারে ২৫-৩০ হাজার টাকা। দক্ষতা বাড়ার সঙ্গে বাড়বে মাসিক বেতনও।

প্রশিক্ষিত-দক্ষ কর্মীরা চাইলে উদ্যোক্তা বা সাব-কন্ট্রাক্টর হিসেবেও কাজ করতে পারেন। এ ছাড়া বিদেশে কাজে গেলে মাসিক আয় দেশ বা প্রতিষ্ঠানভেদে লক্ষাধিক টাকা হতে পারে।

দেশ রূপান্তর

রবিবার, ১১ মে ২০২৫, ২

অদক্ষতায় শ্রমবাজারে বিরূপ প্রভাব

অলোক আচার্য

জনসংখ্যা এবং দক্ষ জনসংখ্যা এই দুইয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য। দক্ষ জনসংখ্যা সম্পদ এবং অদক্ষ জনসংখ্যা বোঝা। বেকারত্বের সঙ্গে দক্ষতার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। আধুনিক বিশ্বে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও আফ্রিকা ও এশিয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে চীন ও জাপানের মতো দেশে ক্রমাগত জনসংখ্যা কমছে। কিছু দেশ জনসংখ্যার হার নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে বেশ কার্যকরভাবে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশগুলোর ভেতর বাংলাদেশ, ভারত, চীন ইত্যাদি দেশের নাম উঠে আসে। এই জনসংখ্যাকে আশীর্বাদ হিসেবে ব্যবহার করার কৌশল নিয়েছে বিশ্বের অনেক দেশ। এর মধ্যে প্রথম যে কাজটি করছে, সেটি হলো দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উদাহরণ হতে পারে চীন। দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দেশে এবং বিদেশে সমানভাবে রয়েছে। ভারত ও চীন, দুই দেশই প্রযুক্তিতে অনেকটাই এগিয়ে গেছে এবং বিদেশে প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন শ্রমিক পাঠাচ্ছে। আমাদের দেশে কৃষি থেকে শুরু করে শিল্পকলকারখানায় শ্রমিকদের দক্ষতার ঘাটতি ব্যপকভাবে লক্ষণীয়। কেবল পোশাক খাতেই এই সংখ্যা কয়েক লাখ। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) এক তথ্যে জানা যায়, পোশাক খাতে দক্ষ শ্রমিকের ঘাটতি ১৫ লাখ। অথচ খুব দ্রুতই আমাদের কলকারখানাগুলো প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে যাচ্ছে। যেখানে পিছিয়ে পড়ছে প্রযুক্তিতে অদক্ষ শ্রমিকরা। কারিগরি শিক্ষা প্রসারের দুর্বলতা প্রতিটি সেক্টরে প্রকট হয়ে উঠেছে। এ কারণে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো দক্ষ শ্রমিক পাচ্ছে না। ফলে উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে হচ্ছে না এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হলো, আমাদের বিপুল জনগোষ্ঠীকে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দক্ষ করে গড়ে তোলা।

যে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকার আমাদের দেশে রয়েছে এর অনেকেরই প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব রয়েছে। আমাদের দেশ থেকে যারা বিদেশে যাচ্ছে তাদের রয়েছে দক্ষতার ঘাটতি। এর কারণে অন্য দেশের শ্রমিক এই সুযোগ নিচ্ছে। বাংলাদেশি শ্রমিকদের প্রথম পছন্দ ইউরোপের দেশগুলো। ইউরোপে যাওয়ার পথে সারা বিশ্ব থেকে ভূমধ্যসাগরে অনেকেরই সলিল সমাধি হচ্ছে। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআরের তথ্যমতে, ২০২৪ সালে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপ প্রবেশে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম ছিল। ২০২৩ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল তৃতীয়। ২০২২ সালে ছিল তৃতীয় এবং এর আগে ২০২১ সালে এ তালিকায় শীর্ষে ছিল বাংলাদেশ। ২০২০-এ ছিল দ্বিতীয় অবস্থানে। সেখানকার উন্নত জীবনযাত্রা এবং কাজের নিশ্চয়তা। কোনো উন্নত দেশ যখন বিভিন্ন দেশ থেকে বৈধ উপায়ে লোক নেয় তখন খোঁজে দক্ষতা। যখন বাংলাদেশ থেকে দক্ষ শ্রমিক না পায় তখন বাধ্য হয়েই বিকল্প খোঁজে। প্রতিটি সেক্টরেই প্রয়োজন হয় দক্ষ কর্মীর। শুধু দক্ষতার অভাবে আমরা পিছিয়ে পড়ছি। ফলে বড় শ্রমবাজার হারাচ্ছি। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা আইওএমের তথ্য অনুসারে, প্রতিবেশী ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা থেকে প্রচুর জনশক্তি ইউরোপের দেশগুলোতে গেলেও বাংলাদেশ থেকে এ সংখ্যা নগণ্য। কারণ, দক্ষ জনশক্তির অভাব। এভাবে অদক্ষ জনশক্তি ইউরোপের দেশগুলোতে যাওয়ার ফলে বাংলাদেশের শ্রমিক সম্পর্কে আগ্রহ কমছে এবং বিকল্প দেশে দক্ষ শ্রমিকের সন্ধান করা হচ্ছে। যখন বিকল্প দেশ থেকে দক্ষ শ্রমিক দেশগুলো পায়, তখন সেসব দেশের প্রতিই আগ্রহ থাকে এবং আমাদের দেশের শ্রমিকের প্রতি আগ্রহ কমতে থাকবে। যদি দক্ষতার ঘাটতি থাকে এবং বিদেশে শ্রমিক যাওয়ার হার কমতে থাকে, তাহলে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমতে থাকবে। তখন অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়তে বাধ্য।

অদক্ষ জনশক্তি ইউরোপের দেশগুলোতে যাওয়ার ফলে বাংলাদেশের শ্রমিক সম্পর্কে আগ্রহ কমছে এবং বিকল্প দেশে দক্ষ শ্রমিকের সন্ধান করা হচ্ছে। যখন বিকল্প দেশ থেকে দক্ষ শ্রমিক দেশগুলো পায়, তখন সেসব দেশের প্রতিই আগ্রহ থাকে এবং আমাদের দেশের শ্রমিকের প্রতি আগ্রহ কমতে থাকবে

লেখক
প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট
sopnil.roy@gmail.com

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এই যুগে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আইটি জ্ঞানসমৃদ্ধ জনশক্তি। কারণ এই সময়ে প্রতিটি মানুষের শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি কারিগরি এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। কারণ উন্নত দেশগুলোর অধিকাংশ কাজই ক্রমেই প্রযুক্তি-নির্ভর হয়ে উঠছে। হোটেল-মোটেল-রেস্তোরাঁ, নির্মাণ, কারখানা, মাল্টিশপ– মোটকথা প্রতিটি ক্ষেত্রেই চলছে প্রযুক্তির জয়জয়কার। মানুষের হাতের পরিবর্তে আসছে রোবট। এখানে প্রতিযোগিতা করতে হলে সবাইকে কারিগরিভাবে দক্ষ হতে হবে। পর্যাপ্ত দক্ষতা ছাড়া কোনো শ্রমিকের কাজ করা অসম্ভব। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য থেকে জানা যায়, ১০ বছর ধরে ইউরোপের প্রায় ২৭টি দেশে জনশক্তি রপ্তানি হলেও রেগুলার মাইগ্রেশন হচ্ছে হাতেগোনা কয়েকটি দেশে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ বৈধ-অবৈধভাবে জনশক্তি পাঠাচ্ছে। চাহিদা মেটাতে ইউরোপের দেশগুলোর পাশাপাশি উন্নত দেশগুলো বিভিন্ন খাতে দক্ষ লোকবল নিচ্ছে। তারা বলছেন, ইউরোপ দক্ষ অভিবাসীদের গুরুত্ব দিচ্ছে। ফলে বিভিন্ন দেশের লোকজন প্রতিযোগিতা করে ইউরোপ যাচ্ছে। এই জায়গায় বাংলাদেশের বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ইউরোপের বাজারে দখল না করার ব্যর্থতা রয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশ থেকে কাজের উদ্দেশে বিদেশ যাওয়া কর্মীর সংখ্যা ৩৯ লাখ ৭৮ হাজার ৫৬২ জন। একই সময়ে ইউরোপের ২৮টি দেশে গেছেন মাত্র ৭৫ হাজার ৬৬৮ জন। এর মধ্যে করোনার পর ২০২২ ও ২০২৩ সালের চেয়ে ২০২৪ সালে ইউরোপে কর্মী যাওয়ার সংখ্যা কমেছে। ২০২৪ সালে ইউরোপে গেছেন ১৬ হাজার ৭৭ জন। অন্যদিকে ২০২৩ সালে গেছেন ৩০ হাজার ৪২৭ জন, ২০২২ সালে ২২ হাজার ৬০০ জন, ২০২১ সালে পাঁচ হাজার ৪৯ ও ২০২০ সালে এক হাজার ৫১৫ জন। ২০২৪ সালে কাজের উদ্দেশে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে যান ১০ লাখ ১১ হাজার ৯৬৯ জন বাংলাদেশি। এর মধ্যে ইউরোপে ১৬ হাজার ৭৭ জন। ২০২৪ সালে কাজের উদ্দেশে ইউরোপের ২৮টি দেশে যাওয়া কর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে ইতালি গেছেন ১ হাজার ১৬৪ জন, বুলগেরিয়ায় ৪৬৫, ক্রোয়েশিয়ায় ৩ হাজার ৯৪৬, গ্রিসে ৪০৮, হাঙ্গেরিতে ৩২০, লিথুয়ানিয়ায় ২৯৯, মাল্টায় ৪২২, পর্তুগালে ১৫০৮, পোল্যান্ডে ২০৩, রোমানিয়ায় ৩ হাজার ৫৪৯, সার্বিয়ায় ৮৭, ফিনল্যান্ডে ৩৫ জন ও আয়ারল্যান্ডে গেছেন ২২ জন। এছাড়া চেক রিপাবলিক, ডেনমার্ক, এস্তোনিয়া, বেলজিয়াম ও অস্ট্রিয়ায় কাজের উদ্দেশে কর্মীরা গেছেন।

আমাদের অর্থনীতির প্রধান শক্তি এখন রেমিট্যান্স। বিপুল সংখ্যক কর্মী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এবং প্রতিমাসেই বিপুল অঙ্কের অর্থ দেশে পাঠাচ্ছে। গত কয়েক মাসে এই গতি আরও বেড়েছে। ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতিকে জাগিয়ে তুলতে প্রধান সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে রেমিট্যান্স। এই যে শ্রমিকরা তাদের শ্রমের বিনিময়ে দেশে অর্থ পাঠাচ্ছে এসব শ্রমিক যদি দক্ষ হয়, তাহলে বিশ্বঅর্থনীতির দুঃসময়েও দক্ষতার সঙ্গে বিদেশে কাজ করে দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা রাখতে পারে। সারা বিশ্বেই যুদ্ধের প্রভাবে টানাপড়েন চলছে। এর মধ্যে আমাদের দেশও রয়েছে। কারণ আমরা পৃথিবীর বাইরে নই। সুতরাং বিশ্বের অর্থনীতির যে নানা টানাপড়েন চলছে তাতে অংশীদার আমরাও।

আমাদের অর্থনীতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাতের মধ্যে প্রথমেই রয়েছে রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস তৈরি পোশাক শিল্প এবং রেমিট্যান্স। গত কয়েক বছর ধরেই এই দুটি খাত অর্থনীতির প্রাণ হয়ে উঠেছে। এর আগে রেমিট্যান্সের গতি কমলেও তা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক শক্তির অন্যতম হাতিয়ার এই রেমিট্যান্স। ইতিমধ্যেই রেমিট্যান্স অর্থনীতির নিউক্লিয়াস হিসেবে পরিণত হয়ে উঠেছে। দুর্দিনের এই সময়ে অর্থনীতির গতি ধরে রাখতে রেমিট্যান্সই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমাদের প্রবাসী ভাইবোনেরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে দেশে অর্থ পাঠাচ্ছেন। তাদের শক্ত হাতেই আমাদের সঞ্চয় সমৃদ্ধি হচ্ছে। তাদের শক্ত হাত আরও শক্ত হবে যদি এসব শ্রমিককে যথেষ্ট দক্ষ করে বিদেশে পাঠানো যায়। সেই কাজ করতে হবে দেশের সরকারকে। বিভিন্ন খাতে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দক্ষ এবং উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। এই সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে কাজটি করতে হবে। বিএমইটিএর তথ্যমতে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংখ্যা ১ কোটিরও বেশি।

প্রবাসীদের মধ্যে মূলত যারা শ্রমমূলক কাজে যেমন মধ্যপ্রাচ্য বিশেষত সৌদি আরব, জর্ডান, সিঙ্গাপুর ইত্যাদিসহ কয়েকটি দেশে শ্রমমূলক কাজে নিয়োজিত রয়েছে। তাদের আয়ে যেমন তাদের পরিবার সচ্ছল হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে দেশের অর্থনীতিরও ভিত শক্ত হচ্ছে। উন্নত দেশ গড়তে যার বিকল্প নেই। তারা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর দেশের বাইরে প্রিয়জনদের থেকে দূরে থাকছেন। কষ্ট সহ্য করছেন। তথ্য মতে, বর্তমানে বিশ্বের ১৬৮টি দেশে বাংলাদেশি কর্মী কাজ করে রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন। ১৯৭৬ থেকে ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত মোট জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে ১ কোটি ৪২ লাখ ৪৯ হাজার ৬৭৯ জন। ২০২১ সালে সর্বোচ্চ ৪ লাখ ৫৭ হাজার ২২৭ জন বাংলাদেশি শ্রমিক সৌদি আরবে গিয়েছেন যা মোট প্রবাসী কর্মীর ৭৪ শতাংশ। বিদেশে পুরুষ কর্মীদের পাশাপাশি নারী কর্মীরাও পরিশ্রম করে অবদান রাখছেন। তারা গৃহকর্মী থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজ করছেন। ২০২১ সালে বিভিন্ন দেশে প্রেরিত নারী কর্মীর সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার ১৪৩ জন।

এখন পর্যন্ত রেমিট্যান্স আসার যে গতি, এতে অনুমান করা যায় চলতি অর্থবছরে অতীতের রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স আসবে। এর ফলে দেশের রিজার্ভও শক্তিশালী হবে। এই প্রবাসীর সংখ্যা এবং রেমিট্যান্সের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেতে পারে এবং প্রবাসীদের কাজের ধরনেও পরিবর্তন আসতে পারে একমাত্র যদি দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব হয়। বিদেশের বিভিন্ন খাতে আলাদা আলাদা শ্রেণির শ্রমিক রপ্তানি করা সম্ভব হবে এবং চাহিদাও বৃদ্ধি পাবে। সংখ্যা জরিপে দেখা গেছে, শ্রমবাজারে ৭০ শতাংশ ডিজিটাল জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া জরুরি। এখন প্রশ্ন হলো, সংখ্যা জরিপের কত শতাংশ আমরা পূরণ করতে পারছি? যেসব শ্রমিক আমরা শ্রমবাজারে পাঠাচ্ছি সেসব শ্রমিকের খুব কম সংখ্যকই ডিজিটাল জ্ঞানসম্পন্ন এবং কিছু সংখ্যক কম ডিজিটাল জ্ঞানসম্পন্ন। সুতরাং এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কর্মীদের আরও প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন এবং কারিগরি দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

NEW AGE SATURDAY, MAY 10, 2025,

RMG exports to US soar by 26.66pc in Jan-Mar

Staff Correspondent

THE country's readymade garment exports to the United States, Bangladesh's single largest export destination, witnessed a growth of 26.66 per cent in January-March period of 2025 to $2.22 billion, amid fears of tariffs imposed by the US.

According to the latest data published by the Office of Textiles and Apparel, Bangladeshi exporters exported RMG items worth $1.55 billion in the corresponding period of 2024.

During the first quarter of 2025, Bangladesh outpaced its major competitors in terms of export growth rates.

In the first three months of 2025, the North American country's RMG imports from its global suppliers increased by 10.96 per cent to $20.04 billion, compared with those of $18.06 billion in the same period of 2024.

In terms of volume, Bangladeshi RMG exports to the US in January-March of 2025 saw a positive growth of 25.24 per cent to 733.99 million square metres from that of 586.04 million square metre in the same period of 2024, Otexa data stated.

Bangladesh's market share in the North American country stood at 9.61 per cent in the first quarter of 2025.

According to the Otexa data, amid the ongoing trade war between the US and China, Vietnam outperformed China as the highest exporter to the US in the first quarter of 2025, while China slipped to the second place.

Among the major suppliers, US apparel imports from Vietnam experienced a positive growth of 13.98 per cent to $3.88 billion in January-March, from that of $3.4 billion in 2024. Vietnam held a market share of 19.2 per cent.

The Otexa data stated that China exported apparel items worth $3.60 billion in the reporting period, a positive growth of 4.11 per cent from that of $3.45 billion in the same period of 2024, claiming a market share of 20.50 per cent.

Followed by Bangladesh, India secured the fourth position by exporting apparel items worth $1.51 billion in January-March of 2025, registering a positive growth of 24.04 per cent compared with that of $1.22 billion in the same period of 2024, with a market share of 6.13 per cent in the US.

Top 5 RMG exporters to US in Jan-Mar

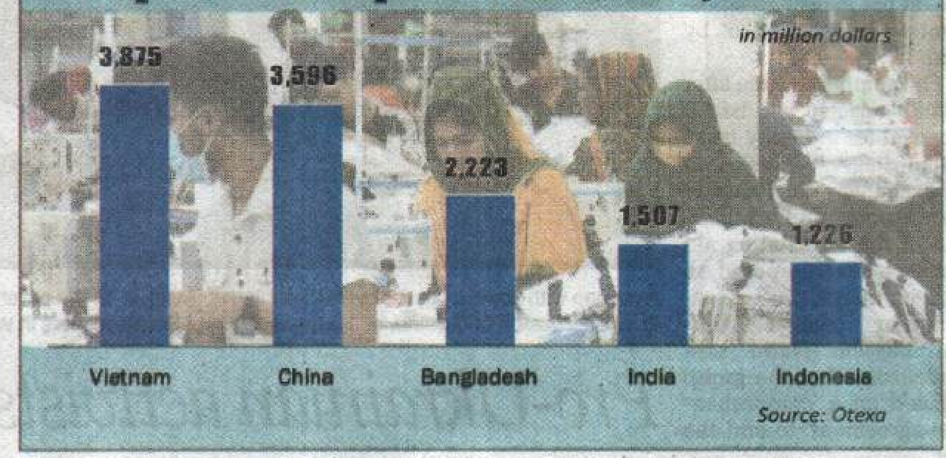

RMG exports to US soar by 26.66pc

Continued from page 6

According to the data, the US' RMG imports from Indonesia surged by 20 per cent to $1.23 billion. In comparison, RMG imports from Cambodia increased by 14.70 per cent to $927.09 million in the same period. This made Indonesia and Cambodia hold the fifth and sixth place respectively with a market share of 5.48 per cent and 4.83 per cent.

However, the country's RMG manufacturers are still concerned about the US' 37 per cent tariff imposition on all Bangladeshi exporting products, though it has been paused for 90 days.

They said that the 90-day pause was not a permanent or sustainable solution and the government should take immediate action through diplomatic channels to resolve the issue before 90 days.

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, said that the country must narrow trade imbalance to protect exporters from the US tariff.

However, he said, the abnormal imposition of tariffs on Chinese products accelerated the shifting of work orders to Bangladesh, impacting US exports.

Mohiuddin Rubel, a former Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association director, said that China's export growth to the US lagged behind during the period and Bangladesh might have captured a share of China's declining orders.

He, however, said that the impacts of the new US trade policies were yet to unfold and urged the government to take proper actions.

According to the Otexa data, Bangladesh's apparel exports to the US in 2024 saw a marginal 0.75 per cent growth to reach $7.34 billion compared with those of $7.29 billion in 2023 amid fluctuations in shipments throughout the year.

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২৮ বৈশাখ ১৪৩২
Dhaka : Sunday 11 May 2025

ভালুকায় বোরো ধান কাটায় শ্রমিক সংকট, হিমশিম খাচ্ছে কৃষক

প্রতিনিধি, ভালুকা, (ময়মনসিংহ)

ভরা মৌসুমে ভালুকার বিভিন্ন গ্রামে বোরো ধান কাটার শ্রমিক সংকটের কারনে বোরো ফসল ঘরে তুলতে কৃষকদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। বোরো ধান মাড়াই করে ঘরে তুলতে হিমসিম খাচ্ছেন কৃষকরা। বিভিন্ন মিল ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় কৃষি কাজে শ্রমিক সংকট দেখা দিয়েছে বলে চাষীরা জানিয়েছেন। উপজেলার ধলিয়া গ্রামের কৃষক সাহাব উদ্দীন জানান তারা এক হাজার টাকা রোজে বেতন দিয়ে জমির ধান কাটাচ্ছেন তাও শ্রমিক সংখ্যা খুবই কম।

অনেকের খেতে শ্রমিকের জন্য কাচি ধরাতে পারেননি। এদিকে কাল বৈশাখীর আক্রমণে যে কোনো সময় পাঁকা ধানের ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনায় কৃষকরা আতঙ্কিত। চাষীদের অনেকেই জানান গত অর্থবছরে কৃষি বিভাগ ৫০% ভর্তুকি দিয়ে বিভিন্ন এলাকার কিছু ব্যক্তিদের মধ্যে ধান কাটার হারভেষ্টার মেশিন দিয়েছিলেন যা এলাকার চাষীদের সাশ্রয়ী খরচে অল্প সময়ে ধান কাটার কাজে ব্যবহার করার জন্য। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ওই সব হারভেস্টার মেশিনগুলো এলাকার কোথাও ধান কাটার কাজে ব্যবহৃত হতে দেখা যাচ্ছে না বলে চাষীদের অভিযোগ।

সময়মতো ধান কাটতে পারলে এ সময় কৃষকের আঙিনায় জড়োকরা সোনালী ধান গোছায় হাঁসি ছড়ায়। মহাব্যস্ততায় সময় কাটে কৃষক পরিবারের নারী পুরুষ ছোট বড় সকল সদস্যদের। সকাল হতেই বাহুক কাঁধে কাস্তে হাতে ধান কাটতে মাঠে ছুটেন কৃষকরা শ্রমিকদের সাথে নিয়ে। শুরু হয় পালাক্রমে ধান কেটে আঁটি বাধা। বেলা গড়াতেই ছেলে পুলেরা ভাতের তাগার মাথায় করে হাজির হয় খেতের পাড়ে খাবার নিয়ে। হাতে হাতে থালা নিয়ে শাক ভাত সিধল ভর্তা (গ্রামের ভাষায় চেপার ভর্তা) দিয়ে তৃপ্তিসহ ভাত খেয়ে আবার শুরু হয় ধানের গোছায় খেচাখেচ কাস্তে চালনা। পরন্ত বেলায় ধান কাটা শেষে ধানের আঁটি কৃষকের আঙিনায় জড়ো করার পালা।

বসে নেই কৃষাণ বউ ঝিরাও। রাত জেগে মাড়াই করা ধান সিদ্ধ করতে উঠানে চলে বড় কড়াইয়ে চুলায় জ্বাল দেয়ার কাজ। এ ভাবে সারারাত মণের পর মণ ধান সিদ্ধ করে পরদিন শুরু হয় রোদে ধান শুকানোর কাজ। ধান শুকানোর ফাঁকে ফাঁকে বউ শাশুরী মিলে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে লালচিনির গরম জিলাপি কিনে চুপি চুপি খাওয়ার আনন্দ কৃষক পরিবারে আবহমান কাল ধরে বোরো মাড়াইয়ের সময় চলে আসছে। এ সময় গরম জিলাপি, কাঠগজা, রসগজা, রসগোল্লা, চিনা বাদাম নানা রকম রসনাবিলাসী খাবার নিয়ে হাট বাজার থেকে ঘুষেরা গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় বিক্রি করে থাকে। গৃহস্থ বউ ঝিরা ধান দিয়ে এসব কিনে ছেলে মেয়ে নিয়ে তৃপ্তি ভরে খেয়ে থাকেন। তবে এ বছর শ্রমিক সংকটের কারণে খেতের ধান গোলায় তুলতে চাষীদের হিমশিম খেতে হচ্ছে।

পৌষ-মাঘ দুই মাস বোরো ধান রোপণের উপযুক্ত সময়। কোন কোন এলাকায় চৈত্রের শেষদিকে আগাম বোরো ধান কাটা শুরু হলেও বৈশাখ মাসজুড়ে বোরো ধান কাটায় যেমন ব্যস্ত থাকেন কৃষকরা তেমনি আতঙ্কেও থাকতে হয়। এ সময়টায় কাল বৈশাখী শুরুর সময় হওয়ায় ঝড় বৃষ্টি ও শিলা বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

তাই কৃষকরা অনেকটা তাড়াহুড়োর মধ্য দিয়ে বোরো ধান মাড়াই করে ঘরে তোলায় ব্যস্ত সময় কাটান। উপজেলার বাটাজোর গ্রামের কৃষক হাফিজ উদ্দীনের ক্ষেতে তেজগুল হাইব্রিড জাতের বোরো ধান কাটছিলেন কয়েকজন শ্রমিক। কৃষক হাফিজ উদ্দীন জানান তিনি প্রায় ২০ কাঠ জমিতে বোরো ধানের আবাদ করেছেন। শ্রমিক সংকটের কারণে প্রতি কাঠা ৮০০ টাকা রোজে শ্রমিক দিয়ে ধান কাটাচ্ছেন। বীজ, জমিচাষ, চারা রোপণ, সার কীটনাশক, পানি সেচ, আগাছা নিড়ানি ও ধান কাটা বাবদ প্রতি কাঠা জমি আবাদ করতে তার খরচ হয়েছে প্রায় ৪ হাজার টাকার মতো। ধানের প্রাপ্ত ফলন অনুপাতে কাঠাতে সর্বোচ্চ ৫ মণ ধান পেলে বর্তমান বাজার মূল্যে বিক্রি হবে সারে ৫ হাজার টাকা। ধান চাষে তেমন লাভ না হলেও পরিবারের সদস্যদের সারাবছরের ভাত জোগাতে ধানের আবাদ করতে হয়। তবে উৎপাদন খরচ কম হলে ধান চাষে লাভবান হওয়া সম্ভব হতো। তিনি জানান বোরো ধানে নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানির সম্ভাবনা থাকে। তাই অনেকটা তড়িঘড়ি করেই কৃষকরা বোরো ফসল ঘরে তুলতে ব্যস্ত হয়ে যায়। উপজেলা কৃষি বিভাগের তথ্যমতে চলতি মৌসুমে ভালুকা উপজেলার ১১টি ইউনিয়নে ১৮ হাজার ৬৫০ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ হয়েছে। হাইব্রিড ২১৬৫ হেক্টর উফসি ১৬৪৮৬ হেক্টর।

সমকাল
১২ মে ২০২৫ । ২৯ বৈশাখ ১৪৩২

৯৬ শতাংশ নার্স কাজ করছেন কম বেতনে

■ তবিবুর রহমান

দেশে সরাসরি রোগীর সেবাদানকারী ৯২ শতাংশ নার্স কোনো না কোনো মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। আবার বেশি কাজ করেও পেশাটির ৯৬ শতাংশ কর্মী কম বেতন পাচ্ছেন। নার্সদের সুরক্ষা ও অধিকার নিয়ে কাজ করা সোসাইটি ফর নার্সেস সেফটি অ্যান্ড রাইটসের (এসএনএসআর) জরিপে এমন চিত্র উঠে এসেছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রাতিষ্ঠানিক বৈরিতা, উপযুক্ত পরিবেশের অভাব, রোগীর স্বজনের দুর্ব্যবহারসহ পেশাগত জীবনের নানা চাপের প্রভাব নার্সদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর পড়ছে।

এমন পরিস্থিতিতে অন্যান্য দেশের মতো আজ সোমবার বাংলাদেশে পালিত হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক নার্স দিবস'। দিবসের প্রতিপাদ্য– 'আমাদের নার্স আমাদের ভবিষ্যৎ, অর্থনৈতিক শক্তি নার্সিং সেবার ভিত্তি'। দিবসটিতে সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সদের সংগঠন নানা কর্মসূচি পালন করবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী, বাংলাদেশে চিকিৎসাসেবায় ৩ লাখ ১০ হাজার ৫০০ নার্স ও মিডওয়াইফারি প্রয়োজন। বর্তমানে ১ লাখ ৩ হাজার ১৫১ নার্স রয়েছে, যা চাহিদার তুলনায় ৩৩ দশমিক ৭৭ শতাংশ।

অন্যদিকে প্রতিবছর বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউটে ৩৬ হাজার ২৪০ শিক্ষার্থী ভর্তি হন। গড়ে বছরে ১২ হাজার এ পেশায় যুক্ত হচ্ছেন। ঘাটতির কারণে বাড়তি চাপ নিয়ে সেবা দিচ্ছেন নার্সরা। নার্স সংকট নিরসনে স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশন বেশ কিছু সুপারিশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষার মান এবং পেশাগত অনুশীলন উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা আনতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব নার্সেসের মতো সংগঠনের গ্লোবাল কম্পিটেন্সি ফ্রেমওয়ার্ক গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদানকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে নিয়মিত মূল্যায়ন এবং অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়া চালুর মাধ্যমে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে উচ্চমান বজায় রাখতে নিয়মিত অডিট এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা জরুরি।

বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনের (বিএনএ) সভাপতি গোলাম মোরশেদ বলেন, নার্স সংকট দূর করতে রাষ্ট্রের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নেই। পড়াশোনা শেষ করে যেসব নার্স বের হচ্ছেন, তাদের কাজে লাগাতে পারছে না সরকার। ২০২১ সালের পর থেকে নার্স নিয়োগ হয়নি। বিদেশে প্রচুর চাহিদা থাকলেও সঠিক নীতিমালা ও আইনি জটিলতায় পাঠানো যাচ্ছে না। তিনি বলেন, দক্ষ নার্স তৈরি করতে হলে নীতিমালাবহির্ভূত প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে হবে। আন্তর্জাতিক মানে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে। বেতন কাঠামো পুনর্বিবেচনা, উপযুক্ত স্বীকৃতি ও সম্মান নিশ্চিত করতে হবে।

উন্নত বিশ্বের তুলনায় এখানে নার্সদের বেতন ৭০-৮০ শতাংশ কম। এজন্য দায়ী সরকারি অব্যবস্থাপনা

সাব্বির মাহমুদ তিহান
মহাসচিব, এসএনএসআর

পেশাগত জীবনে নানামুখী চাপ প্রভাব ফেলছে মানসিক স্বাস্থ্যে

দেশে নার্স আছেন চাহিদার ৩৪%

নার্সিং শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক করার সুপারিশ

বিভাগ অনুযায়ী শূন্য পদসংখ্যা

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি

অ্যাসোসিয়েটস		প্রফেশনালস
৯৯	বরিশাল	৫৭৫
১৬৮	চট্টগ্রাম	২,৭৭০
৪০৭	ঢাকা	৩,৯৪১
১১৪	খুলনা	৭৮৮
৮৯	ময়মনসিংহ	৪৬৯
১১৭	রাজশাহী	৬৯৫
১০৫	রংপুর	৮১৫
৯২	সিলেট	১,৪৬৫
১,১৯১	মোট	১১,৫১৮

বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর দেশে মোট ৩৬ হাজার ২৪০ জন নার্সিংয়ে ভর্তি হচ্ছেন। তাদের মধ্যে গড়ে ১২ হাজার নার্স ও মিডওয়াইফ পেশায় যুক্ত হচ্ছেন। বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলের (বিএনএমসি) সর্বশেষ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে নিবন্ধিত নার্স ১ লাখ ৩ হাজার ১৫১ জন।

সোসাইটি ফর নার্সেস সেফটি অ্যান্ড রাইটসের (এসএনএসআর) মহাসচিব সাব্বির মাহমুদ তিহান বলেন, নার্স সংকটে রোগীরা পর্যাপ্ত সেবা পাচ্ছেন না। রোগীদের বিদেশমুখী হওয়ার অন্যতম কারণও এটি। উন্নত বিশ্বের তুলনায় এ দেশে নার্সদের বেতন ৭০-৮০ শতাংশ কম। নার্সরা মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এ জন্য দায়ী সরকারি অব্যবস্থাপনা। তিনি বলেন, অতিরিক্ত রোগীর সেবা দিতে গিয়ে নার্সরাই আক্রান্ত হচ্ছেন শারীরিক ও মানসিক রোগে। তাছাড়া অপ্রতুল বেতন ও সামাজিক মর্যাদা নিয়ে নার্সদের মধ্যে চরম অসন্তোষ রয়েছে।

নিয়োগে পেছন সারিতে

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০২৪ সালের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বর্তমানে প্রায় ২৯ কোটি নার্স এবং ২ দশমিক ২ কোটি মিডওয়াইফ বিশ্বে স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছেন। তবে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, বার্ধক্য ও স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির কারণে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৪ দশমিক ৫ কোটি নার্স ও ৩১ লাখ মিডওয়াইফের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

আরেকটি পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, এ ঘাটতির সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে নিম্ন ও নিম্নমধ্য আয়ের দেশগুলোতে। চাহিদা পূরণের জন্য অনেক দেশ ইতোমধ্যে বিদেশি নার্স নিয়োগের দিকে ঝুঁকছে। যেমন ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে নিবন্ধিত নার্সের সংখ্যা ছিল ৩১ লাখ ৭৫ হাজার ৩৯০। ২০২২ সালে যুক্তরাজ্যে ৭ লাখ ৪৮ হাজার, জার্মানিতে ১০ লাখ ৪ হাজার, জাপানে ১৭ লাখ ৩৪ হাজার এবং ২০২৩ সালে সৌদি আরবে ২ লাখ ৩৫ হাজার ৪৬১ জন নিবন্ধিত নার্স কাজ করেছেন। কিন্তু গত চার বছর বাংলাদেশ কোনো নার্স নিয়োগ দেয়নি।

সুপারিশ পেয়ে কাজ শুরু

বিএনএমসির রেজিস্ট্রার হালিমা আক্তার বলেন, নার্স সংকট দীর্ঘদিনের। এটি নিরসনে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও কাউন্সিল কাজ করছে। তবে যে হারে নার্স তৈরি হচ্ছে, তার চেয়ে চাহিদা বেশি। এখন বিদেশেও নার্সের চাহিদা বেড়েছে। এ সংকট নিরসনে স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কাজ শুরু হয়েছে। আগামী দু-এক বছরে সংকট নিরসন করা সম্ভব হবে না।

প্রথম আলো • সোমবার, ১২ মে ২০২৫,

গৃহকর্মী সরবরাহ করে বছরে আয় ১ কোটি টাকা

২০১৮ সালে স্টার্টআপ হিসেবে যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রতিষ্ঠানটির। এখন এটিকে তারা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। দুই ভাইয়ের উদ্যোগে গড়ে ওঠা 'হ্যালো টাস্ক' আগামী জুলাইয়ের মধ্যে না লাভ, না লোকসানের পর্যায়ে পৌঁছে যাবে বলে জানান উদ্যোক্তারা।

রিসাদ মাহমুদ খান

সাততলা ভবন থেকে নিচে নেমে কিছু কেনার চিন্তা থেকেই যাত্রা শুরু হয় একটি স্টার্টআপের। প্রথমে এই স্টার্টআপ ছিল বিভিন্ন ধরনের গৃহস্থালি পণ্য আনা-নেওয়া বা ফ্যামিলি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেবা প্রদানের। শুরুতে এটির নাম ছিল 'রোবট ডাকো'। অর্থাৎ আপনার বাসার জন্য কোনো পণ্য কিনতে হবে, তাহলে রোবট ডাকো থেকে লোক ভাড়া করে সেই কাজ করা। এই সেবা নিয়ে যখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার চালানো হয়, তখন অনেকেই এটিকে গৃহকর্মী সরবরাহের সেবা মনে করতে থাকেন। গ্রাহকেরা তাই গৃহকর্মীর খোঁজে রোবট ডাকোতে খোঁজ নিতে শুরু করেন। আর তাতেই নতুন ব্যবসার ধারণা পেয়ে যায় প্রতিষ্ঠানটি। এরপর রোবট ডাকো সেবা বদলে চালু করে 'হ্যালো টাস্ক' নামে গৃহকর্মী সহায়তা সেবা। এই উদ্যোগ দুই ভাই মাহমুদুল হাসান ও মেহেদি স্মরণের চেষ্টার ফসল।

২০১৮ সালে হ্যালো টাস্ক নামের নতুন স্টার্টআপটির যাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিষ্ঠানটি তিন কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ পেয়েছে। তবে ২০২২ সালে এসে প্রতিষ্ঠানটি সিদ্ধান্ত নেয় বিনিয়োগ কমিয়ে মুনাফার লক্ষ্যে হাঁটবে তারা। তাই শুরুতে স্টার্টআপ হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও এখন এটিকে নিয়মিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাবি করছে এটির দুই উদ্যোক্তা। প্রতিষ্ঠানটিতে এখন নিয়মিত কাজ করছে ১৬ জন কর্মী। মুঠোফোনের হ্যালো টাস্ক নামে পাওয়া যায় প্রতিষ্ঠানটির অ্যাপ। এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঢাকার মধ্যে যেকেউ গৃহস্থালি নানা কাজের জন্য ভাড়া করতে পারেন গৃহকর্মী। ঘণ্টা ও মাসিক—দুই পদ্ধতিতে এই সেবা দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি।

যেভাবে শুরু

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য ২০১৭ সালে মেহেদি স্মরণ ব্যবসায়ী বাবার কাছ থেকে ২ লাখ টাকা নেন। সেই টাকায় চালু করেন এই স্টার্টআপ। এখন তাদের বার্ষিক আয় কোটি টাকার কাছাকাছি। ২০১৮ সালে মার্কেন্টাইল ব্যাংকের উদয়ন নামের একটি অর্থায়ন প্রকল্প থেকে ৪০ লাখ টাকার ঋণসহায়তা পায় স্টার্টআপটি। শুরুতে রোবট ডাকো নামে তাঁরা তাঁদের স্টার্টআপটি পরিচালনা শুরু করেন। পরে ভোক্তাদের গৃহকর্মী খোঁজার আগ্রহ দেখে চালু করা হয় হ্যালো টাস্ক।

সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোগ নিয়ে কথা হয় সহপ্রতিষ্ঠাতা মেহেদি স্মরণের সঙ্গে। তিনি জানান, একসময় মোহাম্মদপুরের ছিল তাঁর বাসা। সেখানে রাস্তায় আসা-যাওয়ার পথে অনেক পোশাক কারখানা চোখে পড়ত। মাসের শুরুতে অনেক নারী শ্রমিক কাজের সন্ধানে এসব কারখানায় ভিড় করতেন। কিন্তু বেশির ভাগই চাকরি পেতেন না। চাকরি না পাওয়া এসব নারী শ্রমিককে গৃহকর্মী হিসেবে নিয়োগের বিষয়টি তখন মাথায় আসে। আবার মানুষের গৃহকর্মী নিয়ে ব্যাপক আগ্রহের বিষয়টি আমাদের জানা ছিল। তাই শুরুতে চাকরি খোঁজে থাকা ১০ শ্রমিককে মাসিক ১৫ হাজার টাকা বেতনে গৃহকর্মী হিসেবে নিয়োগ দেয় প্রতিষ্ঠানটি। এসব গৃহকর্মীর কর্মস্থলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কেনা হয় দুটি পুরোনো মোটরসাইকেল। ২০১৮ সালে প্রতিদিন গৃহকর্মীর খোঁজে ৭০০ থেকে ৮০০ আবেদন আসতে শুরু করল। একসময় এটি পূরণ করতে গিয়ে গৃহকর্মীর সংকট দেখা দেয়। তখন প্রতিষ্ঠানটির জন্য আশার আলো হয়ে ওঠে নারী মৈত্রী নামের বেসরকারি অলাভজনক একটি প্রতিষ্ঠান। নারী মৈত্রী, অক্সফাম, ইউসেপ স্কুল ও বাংলাদেশ শ্রম গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিলস) মতো অলাভজনক প্রতিষ্ঠান মিলে 'সুনীতি প্রজেক্ট' নামের একটি গণসাক্ষরতা প্রকল্পের আয়োজন করেছিল। সেখানে প্রায় ১৬ হাজার নারীকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। এ প্রকল্পে হ্যালো টাস্কের দায়িত্ব ছিল প্রশিক্ষিত নারী কর্মীদের চাকরির ব্যবস্থা করা।

গৃহকর্মী সেবা সরবরাহকারী স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান হ্যালো টাস্কের সহপ্রতিষ্ঠাতা মেহেদি স্মরণ(মাঝে) ও অন্যান্য কর্মীরা। ছবি : হ্যালোটাস্কের সৌজন্যে

মেহেদি স্মরণ জানান, এসব প্রশিক্ষিত কর্মী থেকে ৫০ জন গৃহকর্মী নিয়োগ দেয় হ্যালো টাস্ক। মাসিক বেতন ধরা হয় ১২ হাজার টাকা। এভাবে কয়েক বছর ব্যবসা চলতে থাকে। তারপর আসে করোনা মহামারি। মহামারির দুই বছর তাঁদের ব্যবসা ধাক্কা খায়। এ সময় প্রতিষ্ঠানটি তাদের অ্যাপ, ব্যবসার মডেল ও সেবার মানোন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়। তৈরি করে নিজেদের আইভিআর (ইন্টারঅ্যাকটিভ ভয়েস রেসপন্স) প্রযুক্তি। মেহেদি স্মরণ আরও জানান, দেশে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা এখনো লাভবান প্রতিষ্ঠান না হলেও চলতি বছরের জুলাইয়ে না লাভ, না লোকসান (ব্রেক ইভেন) পর্যায়ে পৌঁছে যাব।

উদ্যোক্তারা জানান, আইভিআর প্রযুক্তি চালুর ফলে একজন গ্রাহক সেবার জন্য আবেদন করলে সরাসরি গৃহকর্মীর মুঠোফোনে কল চলে যায়। গৃহকর্মীরা তাঁদের ফোনে ১ চেপে কাজের আবেদন গ্রহণ করতে পারেন। তারপর মেসেজের মাধ্যমে কোথায় ও কখন যেতে হবে, বিস্তারিত তথ্য তাঁদের মুঠোফোনে চলে যায়। নতুন এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে একদিকে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্ষমতা বেড়েছে, অন্যদিকে কমেছে খরচ। গৃহকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে এ প্রযুক্তিতে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

কোথায়, কীভাবে ও কত টাকায় সেবা

প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোক্তারা জানান, বর্তমানে রাজধানীতে প্রতি মাসে তিন হাজারের বেশি সেবা প্রদান করছে তারা। ১ হাজারের বেশি পাড়া বা মহল্লায় গ্রাহক সেবা দেয় প্রতিষ্ঠানটি। বর্তমানে তাঁদের অ্যাপে ১ লাখ ৩০ হাজার নিবন্ধিত গ্রাহক রয়েছেন। এখন পর্যন্ত হ্যালো টাস্ক ছয় লাখের বেশি সেবা দিয়েছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির সবচেয়ে বেশি গ্রাহক রয়েছে বসুন্ধরা, ধানমন্ডি, গুলশান ও বনানী এলাকায়। প্রতিষ্ঠানটির নিবন্ধিত মোট গ্রাহকের ৩০ শতাংশ বসুন্ধরা এলাকার বাসিন্দা।

হ্যালো টাস্কের নিবন্ধিত গৃহকর্মীর সংখ্যা এখন প্রায় ৪৫০ জন। যাঁরা ঘণ্টা ও মাসিক ভিত্তিতে গৃহস্থালি কাজের সেবা দিয়ে থাকেন। একজন গ্রাহক তিন ঘণ্টার জন্য একজন গৃহকর্মীর সেবা নিতে হলে দিতে হবে ৬৯০ টাকা। আর দৈনিক তিন ঘণ্টা করে মাসিক সেবা নিতে দিতে হবে ৭ হাজার ৮০০ টাকা। তবে গ্রাহকদের মধ্যে ৭০ শতাংশ দৈনিক সেবা নেন।

উদ্যোক্তারা জানান, প্রতিদিন একজন গৃহকর্মী আট ঘণ্টা কাজ করলে মাসে ২০ হাজার টাকা আয় করতে পারেন। গ্রাহকেরা চাইলে মাত্র ১০ টাকা দিয়ে সেবা নেওয়ার আবেদন করতে পারেন। গৃহকর্মী পছন্দ না হলে দ্রুত পরিবর্তনেরও সুবিধা রয়েছে।

THE FINANCIAL EXPRESS

Dhaka • Tuesday • May 13, 2025

No. DA 1589 • Boishakh 30, 1432 BS • Zilqad 14, 1446 Hijri • 20 Pages Price: Tk 15.00 • thefinancialexpress.com.bd

Labour reform tied to tariffs, market access progresses fast

FE REPORT

Bangladesh plans to complete labour-law amendment by June next year, a high-level meet with diplomats of key western countries was told Monday, as they noted this issue is linked to market access, trade decisions and tariffs.

The diplomats remind that labour reform is a must for successful LDC graduation, scheduled for next year, and sought 'accountability for past violations' of labour law.

Special Envoy to the Chief Adviser for International Affairs Lutfey Siddiqi held the high-level consultation with ambassadors and high commissioners of western nations, including the US, the UK, Canada and the European Union and the ILO envoy, at the Chief Adviser's Office in Tejgaon to review the past eight months' progress on labour reforms and outline the interim government's roadmap ahead.

He was joined by technical experts and labour-rights specialists.

Lutfey delivered the first full summary of government reform efforts since July 2024.

"Over the past eight months, we've made dramatic progress," the special envoy told the foreign envoys. "The ILO roadmap is not just a guide - it's a commitment. We're investing time, energy and goodwill to get this right both in terms of process and outcome."

He commended the personal engagement and moral authority of Labour Adviser Dr Sakhawat Hossain who spent hours with tripartite stakeholders to bring them along.

Labour Secretary AHM Shafiquzzaman said, "We are targeting July 2025 for conclusion of labour-law amendments and other substantial milestones. The process is moving fast."

European Union Ambassador Michael Miller called the process "unprecedented" and said, "We note that there's been a lot of social dialogue and we appreciate the sense of urgency. We look forward to seeing the draft legislation soon and track tangible improvements on the ground. Resolution of this has implications for continued access to EU markets."

United States Chargé d'Affaires Tracey Ann Jacobson said, "We welcome the momentum under the current government and would also like to see accountability for past violations."

Canadian High Commissioner Ajit Singh said they appreciate the work done so far and support the ILO roadmap. "This is particularly important for Bangladesh in the context of LDC graduation."

British High Commissioner Sarah Cooke stressed that Bangladesh's LDC graduation must be backed by strong labour standards. "I echo others in expressing my appreciation for the seriousness with which the interim government of Bangladesh has approached this issue."

ILO Country Director Tuomo Poutiainen remarked, "We're very close to shaping the updated Bangladesh Labour Act. What matters now is doing this in a way that stands the test of time and protects workers in the long run."

Legislative Secretary Dr Hafiz Ahmed Chowdhury confirmed they had made substantial legal progress and their team is working closely with stakeholders.

Mr Lutfey also briefed the diplomats on earlier inter-ministerial meetings with Home, Labour, and Public Administration Ministries to address politically motivated cases from the previous regime, better dispute-resolution mechanisms to avert logjam in courts, and the issue of insufficient capacity in inspector roles.

"This is not just a domestic issue," Lutfey said. "Labour rights are now tied to market access, global trade decisions, including the tariff agenda of President Trump. We must act accordingly."

Diplomats agreed that labour reform and accountability must remain a priority across all political contexts. Several reaffirmed their countries' commitment to supporting Bangladesh's transition.

"The July uprising provides a unique opportunity for the Bangladesh government to do the right thing. We are grateful for the support from everyone as we approach the final stretch towards closing the case at the ILO governing board," the CA's special envoy said in conclusion.

mirmostafiz@yahoo.com

THE FINANCIAL EXPRESS Tuesday • May 13, 2025

Denmark keen to invest more in RMG, port and green sectors

FE REPORT

Denmark has expressed a strong willingness to invest more in Bangladesh, especially in key areas such as ready-made garments (RMG), port development, water resource management, the blue economy, and green technology.

Stating that Denmark has been one of the primary partners of Bangladesh for many years, Danish foreign ministry's Director General for Asia, Oceania, Latin America, and the Caribbean Ambassador Thomas Lund-Sorensen said that the partnership is now transitioning from aid to business, with Denmark investing and trading more with Bangladesh.

He was talking to journalists after the foreign office consultation between the two countries in the city on Monday.

Mr Thomas, who led the Danish side, said Bangladesh has a very large trade surplus with Denmark due to the fact that many Danish companies are active in the RMG sector, as well as in other sectors.

"Right now we are looking at continued investments into critical infrastructure sector such as water, energy transition, green transition, and into maritime infrastructure, like ports," he added.

Asked about the extension of duty free facilities for Bangladesh after the LDC graduation, he said, the negotiations with the EU on a partnership agreement and GSP plus are very important, both for the EU and for Bangladesh, and we will, as part of the EU, of course, contribute to those negotiations.

"We hope, certainly that they will come to positive conclusions. There is some urgency to this, but we still have some time to discuss and agree on the various items within those areas," he added.

Earlier, during the 3rd round of political consultations between Bangladesh and Denmark, both sides reaffirmed the enduring and friendly relations between both countries, grounded in mutual respect, shared values, and common aspirations.

They reviewed progress made since the second round of consultations in May 2023 and explored new avenues for deeper future engagement.

The two delegations held productive and wide-ranging discussions on political cooperation, trade and investment, development cooperation, climate change, green and just transition, maritime affairs, renewable energy, education, technology, people-to-people contacts, and regional and global issues of mutual interest, said a spokesman of the foreign ministry.

Denmark reiterated its continued commitment to supporting the interim government in its transition towards a peaceful, democratic, and equitable Bangladesh.

The Danish side also commended the interim government's role in advancing the climate action agenda and emphasised continued cooperation under the bilateral Green Strategic Partnership Framework, he added.

In the meeting, Bangladesh expressed its appreciation for Denmark's longstanding development cooperation, particularly in the areas of good governance, agriculture, climate change, and the maritime sector.

Both sides agreed to explore opportunities for expanded collaboration in areas such as water resource management, the blue economy, and green technology.

The two sides reaffirmed their commitment to strengthening bilateral trade and investment, including through initiatives aimed at facilitating market access and promoting sustainable economic growth.

Both the countries agreed to establish a Joint Trade and Investment Committee to unlock trade potential and accelerate investments. Bangladesh also sought Denmark's support for its bid to benefit from the EU's GSP+ facility beyond 2029.

Both sides agreed to continue cooperation in education and cultural exchange, including academic collaboration, scholarships, and cultural programmes, in order to foster mutual understanding and strengthen people-to-people ties.

Denmark reaffirmed its continued humanitarian support for the forcibly displaced Rohingyas and the host communities in Bangladesh.

The Danish side also reiterated its commitment to finding a durable solution to the crisis, including through the dignified, safe, voluntary, and sustainable repatriation of Rohingyas to Myanmar.

In response to a request from the government of Bangladesh, Denmark announced an additional allocation of US$ 5 million to support Bangladesh's democratic transition at the conclusion of the consultations, officials of the foreign ministry said.

The Danish side also expressed its intention to developing a new strategic sectoral cooperation in the area of circular economy, with a particular focus on the ready-made garments (RMG) sector.

The consultations were co-chaired by Mr. Md. Abul Hasan Mridha, director general (West Europe & EU) of the Ministry of Foreign Affairs of Bangladesh, and Ambassador Thomas Lund-Sorensen, director general for Asia, Oceania, Latin America, and the Caribbean of the Ministry of Foreign Affairs of Denmark. Mr. A.K.M. Shahidul Karim, ambassador of Bangladesh to Denmark, and Mr. Christian Brix Møller, ambassador of Denmark to Bangladesh, also participated as part of their respective delegations.

mirmostafiz@yahoo.com

NEW AGE TUESDAY, MAY 13, 2025,

RMG exports to major markets rise

Staff Correspondent

BANGLADESH'S ready-made garment exports to its major markets, including the United States, the United Kingdom, and Europe, witnessed a considerable growth in the 10 months (July-April) of the current financial year 2024-25.

According to the country-wise detailed export data of the Export Promotion Bureau and compiled by the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, Bangladesh exported RMG items worth $32.64 billion in July-April of FY25, a moderate increase of 10 per cent, from $29.67 billion in the mentioned period of FY24.

Apparel exporters said that due to the growing demands of brands and retailers, export earnings maintained a growth momentum for the past months despite the political upheaval.

RMG EXPORTS TO MAJOR DESTINATION IN JUL-APR FY25

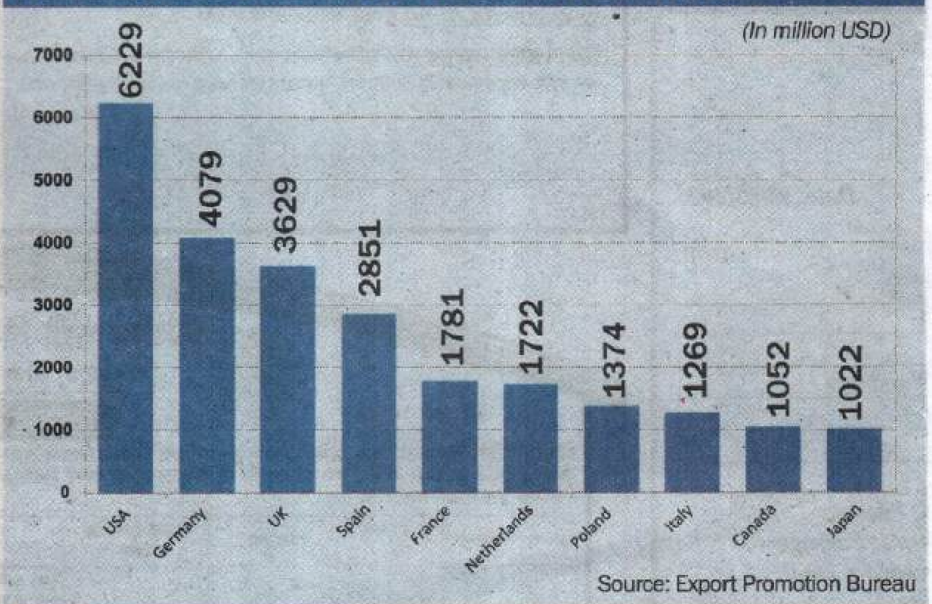

Source: Export Promotion Bureau

According to EPB data, in the July-April period of FY25, Bangladesh shipped RMG items worth $16.25 billion to the European Union countries, Bangladeshi manufacturers› largest market. This is 10.55 per cent higher than the $14.70 billion earned in the same period of FY24.

RMG exports to major markets rise

Continued from B1

The export earnings from the EU covered 49.78 per cent of the total earnings.

With a robust growth rate of 15.75 per cent in the US market, Bangladesh generated $6.22 billion in the first ten months of FY25, which was higher than the $5.38 billion generated in the July-April period of FY24.

The earnings from the North American country accounted for 19.09 per cent of the total revenue.

EPB data show that RMG export earnings from the UK witnessed a narrow positive growth of 3.41 per cent to $3.63 billion, compared to $3.5 billion in the July-April period of FY24.

Bangladeshi RMG exporters shipped apparel items worth $1.05 billion in July-April of FY25, 13.86 per cent higher than the $924.7 million earned in the same period of FY24.

Among the EU countries, Germany remained Bangladesh›s largest export destination, from which the RMG manufacturers bagged $4.08 billion in July-April of FY25.

Followed by Germany, the export earnings from Spain stood at $2.85 billion, France at $1.78 billion, Netherlands at $1.72 billion, Poland at $1.37 billion, and Italy at $1.27 billion, the EPB data stated.

Regarding apparel exports, countries like the US, Canada, the UK, and the EU are considered traditional markets, while other countries are deemed non-traditional.

Japan, Australia, Russia, India, China, South Korea, UAE, Malaysia, Brazil, and Mexico are major non-traditional export destinations.

Export earnings from the nontraditional market also experienced positive growth, with an overall rise of 6.25 per cent to $5.48 billion, up from $5.16 billion in the FY24 period.

The nontraditional market represented 16.79 per cent of Bangladesh's total RMG exports. Japan led these markets with imports worth $1.02 billion from Bangladesh, followed by Australia $688.23 million and India worth $563.81 million.

Moreover, RMG exports to Turkey and South Korea also witnessed significant earnings, amounting to $387.46 million and $369.70 million, respectively.

According to the EPB data, the export earnings from almost all major destinations witnessed a double-digit growth rate during July-April.

Faruque Hassan, former president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, said the RMG sector witnessed moderate growth from July to April.

'However, due to the US tariff fear, there was sluggishness in the orders in past few weeks. So, export may witness a negative growth in the coming months for Bangladesh and other major suppliers,' he added.

He also said the government should work on the new US tariff through negotiations and diplomatic channels.

Mohiuddin Rubel, former director of the BGMEA, told New Age that the ongoing global trade conflicts also present new opportunities for Bangladesh to explore.

'In this regard, we should focus more on non-traditional markets, product diversifying and other innovations,' he added.

In FY24, Bangladesh earned $38.48 billion by exporting RMG items to its global destinations.

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২৯ বৈশাখ ১৪৩২
Dhaka : Monday 12 May 2025

তীব্র গরম উপেক্ষা করে ধান কাটছেন শ্রমিকরা

প্রতিনিধি, কুমিল্লা

দক্ষিণ কুমিল্লার শ্রমজীবী মানুষদের বাজার বিজয়পুরে সৃজনালী ধানকাটার সময় ভোর রাত থেকেই শ্রম বেচা কেনা শুরু হয়ে থাকে। বেশির ভাগ শ্রমজীবি মানুষদের বাড়ি দেশের উত্তরাঞ্চলে। এ ছাড়া দূরদূরান্ত থেকে আসা মানুষগুলো বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময়ে এখানে ভিড় জামায়। কাজের সন্ধানে আসা মানুষগুলো।

জীবনজীবিকার তাগিদে গৃহস্থের সঙ্গে কথায় বনাবনি হলেই ছুটে যায় কাজ করার জন্য, তেমনি একজন মানুষ সোনাল্দি মিয়া তিনি, কুড়িগ্রাম সদর এলাকার চর বড়াই গ্রামের বাসিন্দা। তিন মেয়ে ও এক ছেলেকে মানুষ করতে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছেন।

ছোটবেলা থেকেই শুরু হয়েছে জীবন যুদ্ধ, কঠোর পরিশ্রম করাই যেন তার কাজ, গত রোববার লালমাই উপজেলার বেলঘর দক্ষিণ ইউপির অন্তর্গত গ্রিন ভ্যালি রেস্টুরেন্টে এর সঙ্গে একটি জমিতে ধান কাটছিলেন। এ সময় কথা হয় তার সঙ্গে, দীর্ঘ ১২ বছর যাবত এই এলাকায় কাজ করছেন তিনি। সৃজনে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা বাড়িতে পাঠান। এতেই চলে যায় তার সংসার। সঙ্গে রয়েছেন, নূর আমিন একই এলাকার বাসিন্দা সেও কঠোর পরিশ্রমী।

শ্রমজীবী মানুষদের শ্রমের মূল্য দিতে বহু নীতি কথা শুনা যায়। আজও মানুষগুলো শ্রমের বিনিময়ে ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে কিনা তা তদারকি করার এত সরকারি কোন সংস্থা দায়িত্ব পালন করছে কিনা তা বুঝার উপায় নেই। যেহেতু কোন প্রকার কার্যক্রম দেখা যায় না।

মীর হোসেন নামক একজন ব্যবসায়ী বলেন, আমাদের এলাকায় যদি দূরদূরান্ত থেকে শ্রমিকেরা না আসে তাহলে, অনেক সমস্যায় পরতে হতো। কেননা, আগেতো আমাদের এলাকার বহু মানুষ শ্রমের বিনিময়ে টাকা নিতো কিন্তু যুগের পরিবর্তনে অনেকেই বিদেশে গিয়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন যার ফলে, শ্রমিক খুঁজে পাওয়া যায় না।

লালমাই উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. এনামুল হক বলেন, তীব্র গরমে যে কোনো মানুষেরই হিট স্টোক করার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে যারা শ্রমজীবী মানুষ তাদের ক্ষেত্রে ঝুঁকিটা আরও বেশি সেই ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি সবাইকে বেশি বেশি পানি পান করতে, অবশ্য ইতোমধ্যে যত রোগী আসে সকলকে এই বিষয়ে সাবধান করে থাকি।

লালমাই উপজেলা কৃষি অফিসার আউলিয়া খাতুন বলেন, লালমাইয়ে ৭৭৫০ হেক্টর জমিতে বোরো দানের আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে ৬৯৮০ হেক্টর কর্তন হয়েছে।

অর্থাৎ রোপনের প্রায় ৯১ শতাংশ কর্তন শেষ এবং ফলনও ভালো হয়েছে। অতিরিক্ত গরমে হিটস্ট্রোকের বিষয়ে কোনো সতর্কতা বার্তা দিয়েছেন কিনা প্রশ্নে তিনি বলেন, এই বিষয়টা মোটামুটি আমাদের মাঠে যারা রয়েছে তাদেরকে বলা আছে। আর শ্রমিক সংকট নেই।

কুমিল্লা আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা যায়, আগামী দুই থেকে তিন দিন একইভাবে তাপদাহ থাকবে। তার বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

NEW AGE
TUESDAY, MAY 13, 2025,

Legal protection of domestic workers is a must

DOMESTIC workers, mostly women and children, continue to work without any legal and policy protection in Bangladesh. A 12-year-old who was allegedly raped by her employer and is currently being treated at the Dhaka Medical College Hospital brings to light the issue of a legally unprotected workplace for domestic workers. This is, however, not an isolated incident. In fact, according to a study by the Bangladesh Institute of Labour Studies, more than half of the live-in domestic workers have encountered some form of harassment at their workplace. The study further reported that 67 per cent of women domestic workers face mental torture and verbal abuse. In 2001-2020, as the BILS reported, 1,560 domestic workers faced various forms of abuse, including sexual violence, and 578 of them died at their workplaces. Meanwhile, domestic workers remain legally protected, generally employed through verbal agreements and their wages and work hours are arbitrarily decided by their employers. It is quite evident that addressing the legal vacuum is the stepping stone in protecting the domestic workers' rights.

The Domestic Workers Protection and Welfare Policy 2015, meant to safeguard the workers' rights, remained unimplemented because of successive governments' negligence and the lack of will. The policy was expected to fill this vacuum and empower workers with legal entitlements and bring their employers under the purview of legal monitoring. It requires the enlistment of domestic workers, timely payment, leave with pay when needed, medical treatment of the domestic workers by their employers and compensation in case of accidents. However promising the policy sounds, it is pointless until translated into action. A 2021 study by Oxfam revealed that the policy's implementation is almost non-existent. There are also High Court directives asking the government to develop an effective monitoring mechanism under the labour ministry. In this context, rights activists urged the government to ratify International Labour Organisation Conventions 189 and 190 concerning the elimination of violence and harassment in the world of work and decent work for domestic workers.

In the prevailing policy vacuum, the government, in a promising move, has recently proposed to develop a complaint mechanism for domestic workers, but it must ensure that the promise is turned into reality. Along the same line, the government should take early steps to implement the national policy in this regard and consider amending the existing labour law to include domestic labour under its legal purview and ensure employment status and trade union rights. Legal measures alone cannot bring about fundamental changes and a social movement is necessary to bring about ideological change among employers and in society.

DHAKA TUESDAY MAY 13, 2025
BAISHAKH 30, 1432 BS
The Daily Star

Local RMG to remain competitive even if tariffs rise

Believe international backward linkage companies for denim

REFAYET ULLAH MIRDHA

The 18th edition of Bangladesh Denim Expo at the International Convention City Bashundhara in Dhaka will come to a close today. PHOTO: COLLECTED

Bangladesh should improve garment quality and delivery speed amidst intense competition in global supply chains arising from US President Donald Trump's recent reciprocal tariffs, said some international traders yesterday.

Bangladesh has the opportunity to retain its competitive edge due to its large-scale production capacity, something international clothing retailers and brands always take into consideration, they said.

China and Vietnam are facing higher tariffs than Bangladesh in the US market, but there are others facing far less, such as India, Pakistan, Kenya, Jordan and Egypt, they said.

The latter do not have high production capacities, for which they cannot cater to large-volume work orders, they added.

"There is no way to replace Bangladesh because of its production capacity... It is not a matter of tariffs only," said Matteo A Urbini, managing director of Italy-based Soko Chemicals.

He was talking to The Daily Star while attending the 18th edition of Bangladesh Denim Expo at the International Convention City Bashundhara in Dhaka.

Urbini supplies a technology based on a chemical called "hydrogel" for washing denim fabrics to 60 companies in Bangladesh.

The technology is said to require just eight litres of water to wash one kilogram of denim fabric, whereas conventionally 80 litres are required.

Bangladesh is still competitive, said Herve Denoyelle, a representative of French hemp and flax fibre manufacturer The Flax Company, when asked about alternative clothing sourcing destinations to Bangladesh.

Bangladesh and China will remain competitive for mass consumption. Once the final rates of US tariffs are decided after the ongoing 90-day pause, business will grow again, he said.

Products from China and Vietnam will become more expensive because of their higher tariff rates, and Bangladesh should focus on recycled and sustainable products, he said.

His company produces 8,000 tonnes of fibre a year and supplies nearly 100 tonnes to 10 companies in Bangladesh for the manufacture of denim fabrics.

Robert Deakin, sales director of China-based Deyao Textile, which manufactures denim fabrics, said he was cautiously optimistic about Bangladesh.

The final tariff rates are yet to be decided, and business will prevail even if a 37 percent tariff is imposed on Bangladeshi products, he said.

The two-day exposition has brought 57 exhibitors from 13 countries, including India, Pakistan, China, Turkey, Spain, Italy, Vietnam, the United Arab Emirates, Germany, Switzerland and the USA, according to a statement from the organiser.

"Bangladesh has emerged as the fastest-growing apparel exporter to the United States in the first quarter of 2025, posting the highest year-on-year growth of 26.64 percent," said Mostafiz Uddin, founder and CEO of Bangladesh Denim Expo.

This placed Bangladesh ahead of other major exporters such as India (24.04 percent), Pakistan (17.49 percent), Vietnam (13.96 percent) and China (4.18 percent), he said.

Bangladesh is the largest denim exporter to both the US and Europe, he added.

কালের কণ্ঠ ১৫ মে ২০২৫। ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

বেতন ঝুলছে চার লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর

এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

- ছয় মাস ধরে ইএফটি জটিলতা
- এপ্রিলের বেতন কবে মিলবে জবাব দিতে পারছে না কর্তৃপক্ষ
- ঈদুল আজহার মে মাসের বেতন-বোনাস পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা

শরীফুল আলম সুমন ▷

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের অদক্ষতায় এপ্রিল মাসের বেতন পাননি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চার লাখের বেশি শিক্ষক ও কর্মচারী। অনেক শিক্ষকের দুই-চার মাসের বেতনও আটকে গেছে। এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা সরকার থেকে শুধু মূল বেতন ও নামমাত্র ভাতা পান। সেটাও সময়মতো না পাওয়ায় মানবেতর জীবন যাপন করছেন। কবে তাঁরা এই বেতন পাবেন তা-ও বলতে পারছে না মাউশি কর্তৃপক্ষ। অবস্থা এমন যে ঈদুল আজহার আগে এই শিক্ষকদের মে মাসের বেতন ও উৎসব ভাতা পাওয়া নিয়েও শঙ্কা রয়েছে।

মাউশি অধিদপ্তরের একাধিক পরিচালক ও উপপরিচালক কালের কণ্ঠের সঙ্গে আলাপকালে শিক্ষকরা কবে নাগাদ বেতন পেতে পারেন, তার জবাব দিতে পারেননি। মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আজাদ খান গতকাল বুধবার এ ব্যাপারে কোনো কথাই বলতে চাননি।

জানা গেছে, মাউশি অধিদপ্তরের এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (ইএমআইএস) সেল বেতন-ভাতা দেওয়ার বিষয়ে কাজ করে। সেলের দায়িত্বে থাকা সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিস্ট খন্দকার আজিজুর রহমান এখন অসুস্থ। অন্য কেউ এই কাজের সঙ্গে যুক্তও নন। তিনি সুস্থ না হলে বেতনের বিল প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে না। আগে শিক্ষকরা ড্যাশবোর্ডে তাঁদের নানা তথ্য দেখতে পেলেও এখন প্রায় পুরো পাতাই খালি। তাতে তাঁরা বড় কোনো সংকটে পড়েছেন কি না তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। যে সমস্যাই হোক মাউশির বর্তমান প্রশাসন তা কাউকে বুঝতে দিতে চাইছে না।

মাউশি অধিদপ্তর সূত্র জানায়, ইএফটিতে শিক্ষকদের বেতন দিতে কয়েক দিন ধরে মাউশির ডিজি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা দফায় দফায় বৈঠক করছেন। ইএমআইএস সেলের এক ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ এই কাজ করতে পারেন না বা অন্য কাউকে তৈরি করা হয়নি, তাই উদ্ভূত সমস্যার সুরাহা হচ্ছে না।

ভুক্তভোগী শিক্ষকরা কালের কণ্ঠকে বলেন, দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ইএফটিতে বেতন-ভাতা পাচ্ছেন। মাউশি অধিদপ্তরে যেহেতু দক্ষ জনবল নেই, তাই তারা সরকারের অন্য কোনো দপ্তর বা আইটি বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিতে পারত। কারণ দেশে অনেক আইটি বিশেষজ্ঞ আছেন।

গত মার্চে প্রায় সাড়ে তিন লাখ শিক্ষক ইএফটিতে বেতন ভাতা-পেয়েছেন। সেখান থেকে কেউ যদি অবসরে যান বা মৃত্যুবরণ করেন বা চাকরি ছাড়েন তাঁদের বেতন সফটওয়্যারে অটোমেটিক স্থগিত হয়ে যাওয়ার কথা। তাই বাকি শিক্ষকদের ডাটা ঠিক করতে না পারলেও ওই সাড়ে তিন লাখের এপ্রিলের বেতন যথাসময়ে পাওয়ার কথা। কিন্তু সেটাও তাঁরা পাচ্ছেন না। অথচ সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা ঠিকই মাস শেষ হওয়ার আগেই বেতন পেয়ে যাচ্ছেন।

জানা যায়, গত ১ জানুয়ারি এক লাখ ৮৯ হাজার এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী ইএফটির মাধ্যমে সরকারি অংশের বেতন-

বেতন ঝুলছে চার লাখ

ভাতা পেয়েছেন। দ্বিতীয় ধাপে ৬৭ হাজার, তৃতীয় ধাপে ৮৪ হাজার, চতুর্থ ধাপে আট হাজার দুই শতাধিক ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের বেতন পেয়েছেন। এ ছাড়া বহু শিক্ষক এখনো ইএফটিতে যুক্ত হতে পারেননি। মার্চ মাসের বেতন ঈদের আগে ব্যাংক খোলা রেখে দিতে হয়েছে। আবার তাঁদের এপ্রিলের বেতন আটকে গেছে। ছয় মাসেও ইএফটির জটিলতা নিরসন করতে পারেনি মাউশি অধিদপ্তর।

সূত্র জানায়, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ইএফটির মাধ্যমে বেতন-ভাতা পান। তবে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার প্রস্তাব মাউশি অধিদপ্তর থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়, চিফ অ্যাকাউন্টস অফিস হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে যায়। সরকারি কোষাগার থেকে ছাড় হলেও তা রাষ্ট্রায়ত্ত আটটি ব্যাংকের মাধ্যমে 'অ্যানালগ' পদ্ধতিতে ছাড় হতো। এই অর্থ তুলতে শিক্ষকদের ভোগান্তিতে পড়তে হতো। ফলে ইএফটিতে বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু ইএফটিতে বেতন দিতে গিয়ে এখন মহাসংকটে পড়েছে মাউশি অধিদপ্তর জনবল সংকটে। ইএফটি জটিলতায় বেতন না পাওয়া একাধিক শিক্ষক-কর্মচারী জানান, শিক্ষক-কর্মচারীর এনআইডি, এমপিও শিট, ব্যাংকের তথ্যের মিল রয়েছে, শুধু তাঁরাই প্রথম ধাপে বেতন পেয়েছেন। অনেক শিক্ষক-কর্মচারীর এনআইডি, এমপিও শিট, ব্যাংকের তথ্যের সামান্য ভুল, ডট, কমা, স্পেস, আক্ষরিক ভুলের কারণে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ধাপের শুধু ডিসেম্বর মাসের বেতন পেয়েছেন। এ ছাড়া অনেকের জন্ম তারিখ, জন্ম সাল, নামের বানান ইত্যাদি শিক্ষা সনদের সঙ্গে অমিল আছে। তাঁরা তা সংশোধনের জন্য জমা দিয়েছেন। আবার কেউ সংশোধন করে মাউশিতে আবেদন করেছেন। কিন্তু এ ধরনের হাজার হাজার শিক্ষকের বেতন কয়েক মাস ধরে হচ্ছে না।

ইএমআইএস সেলের প্রোগ্রামার-৫ মো. জহির উদ্দিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এখনো কাজ শেষ হয়নি। তবে শিগগিরই শেষ হবে।' মাউশির কর্মকর্তারা বলছেন, ইএমআইএস সেলের কাজ শেষ হওয়ার পরও শিক্ষকদের বেতন পেতে অন্তত চার-পাঁচ দিন সময় লাগে। তাহলে যদি এই সপ্তাহে কাজ শেষ হয় তাহলে শিক্ষকরা আগামী সপ্তাহে বেতন পেতে পারেন। যদি এই সপ্তাহে শেষ না হয়, তাহলে এপ্রিলের বেতন মে মাসের শেষ সপ্তাহেও চলে যেতে পারে।

সমকাল ১৬ মে ২০২৫। ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

নারীর ডাকে মৈত্রী যাত্রা ৫০ সংগঠনের সংহতি

সমকাল প্রতিবেদক

নারীর প্রতি সহিংসতা ও অমর্যাদার প্রতিবাদে রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে আজ শুক্রবার অনুষ্ঠেয় 'নারীর ডাকে মৈত্রী যাত্রা' কর্মসূচিতে সংহতি জানিয়েছে ৫০টি সংগঠন। প্রগতিশীল নারী, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক, শ্রমিক, পেশাজীবী সংগঠনগুলোর নেতারা জানিয়েছেন, শ্রেণি-পেশা-চিন্তা ও রাজনৈতিক বোঝাপড়াসম্পন্ন বিপুল সংখ্যক নারীর আয়োজনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ঘটনাটি জুলাই-পরবর্তী নারী আন্দোলনের একটি মাইলফলক, যখন কিনা গণঅভ্যুত্থানের অংশীদারিত্ব থেকে নারীকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তারা। নারীর ডাকে মৈত্রী যাত্রা কর্মসূচিতে সংহতি জানানো সংগঠনগুলোর যৌথ আয়োজনে এই সংবাদ সম্মেলন হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে নারী মুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্ত বলেন, জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে নারীরা ছিলেন প্রথম সারির যোদ্ধা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নারীদের ওপর আঘাত করতে শুরু করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। বৈষম্যের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান হলেও বৈষম্য ঠিক একইভাবে টিকে আছে।

অভ্যুত্থান-পরবর্তী ৯ মাসে দেশের বিভিন্ন স্থানে নারীর প্রতি সহিংসতা, নির্যাতন, যৌন হয়রানি ও

সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে নারী নেতৃবৃন্দ ● সমকাল

অমর্যাদাকর ঘটনার বিবরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, কর্মসূচির মূল স্লোগান 'আমরা মিলিত হবো সম্মিলিত মুক্তির দাবিতে'। আমরা প্রত্যেকেই যার যার হিস্যা বুঝে নেওয়ার তাগিদে যার যার অবস্থান থেকে এই মৈত্রী যাত্রায় মিলিত হবো। দেশের জনগণের প্রতি আহ্বান, সব শ্রেণি-পেশা-লিঙ্গ-ধর্মের মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষার এই মিছিলে যোগ দিন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মোশরেফা মিশু, মোহন রায়হান, জলি তালুকদার, রেবেকা সরেন, রুখসানা আফরোজ আশা, মারজিয়া প্রভা, সুরাইয়া পারভীন, আমিরুন নুজহাত মনীষা, নওশীন মুস্তারিন সাথী, অনি আনজুম প্রমুখ।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ১৬ মে ২০২৫,

দাম বেড়েছে শ্রমিকের কৃষকের দুশ্চিন্তা

- ৭০০ টাকার শ্রমিক এখন ৯০০ টাকা
- বেড়েছে ধান চাষের খরচও
- ধানের দাম বাড়েনি
- ঋণের চক্রে কৃষকরা

জাহিদ হাসান, শেরপুর (বগুড়া)

প্রতিবছর ধান কাটার মৌসুমে বগুড়ার শেরপুর উপজেলার খন্দকারপাড়ার আলীয়া মাদ্রাসা গেট সংলগ্ন এলাকায় বসে এক অনন্য 'শ্রম বিক্রির হাট'। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে এখানে জমায়েত হন কৃষি শ্রমিকরা। হাতে কাস্তে, বাস্ত, মাথায় মাথাল, পরনে লুঙ্গি আর কাঁধে গামছা নিয়ে ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী এই শ্রমিকরা কৃষকের অপেক্ষায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান। তবে এবার এই হাটের চিত্র কিছুটা ভিন্ন। শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির কারণে কৃষকদের কপালে পড়েছে চিন্তার ভাঁজ। বোরো ধানের বাম্পার ফলনেও তাদের মুখে হাসি নেই।

শেরপুরের এই শ্রমিক হাট শুধু একটি বাজার নয়, এটি নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনযুদ্ধের একটি প্রতিচ্ছবি। প্রতিদিন ভোর ৫টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত এই হাট জমজমাট থাকে। দেশের উত্তরাঞ্চলের রংপুর, পঞ্চগড়, গাইবান্ধা, নীলফামারী, জয়পুরহাট থেকে শত শত শ্রমিক ধান কাটার উদ্দেশ্যে এখানে ছুটে আসেন। কৃষকদের মধ্যে চলে তীব্র প্রতিযোগিতা আগে শ্রমিকদের সঙ্গে দরদাম ফয়সালা করে জমিতে নিয়ে যাবেন। দরদাম ঠিক হলে শ্রমিকরা জমির দূরত্বের ওপর নির্ভর করে হেঁটে বা অটো/সিএনজিতে কাজে যান।

আব্দুর রহমান নামে রংপুর থেকে আগত এক শ্রমিক বলেন, আমরা ১২ জনের একটি দল নিয়ে এসেছি। এক হাজার টাকা মজুরি চেয়েছি, কিন্তু মালিকপক্ষ সাড়ে ৮০০ টাকা দিতে চান। দরদাম ঠিক হলে ধান কাটতে যাব।

শেরপুর উপজেলায় এ বছর ২০ হাজার ৪৮৫ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের চাষ হয়েছে, যার মধ্যে ৭ হাজার ৬৪৩ হেক্টর জমির ধান কাটা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ধানের ফলন বাম্পার। কিন্তু কৃষকদের আনন্দ ম্লান করছে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি। গত বছরের তুলনায় এ বছর শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৮০০ থেকে ৯০০ টাকা, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে বিঘাপ্রতি ৩০০০ থেকে ৪০০০ টাকার চুক্তিতে কাজ হচ্ছে। অথচ ধানের দাম গত বছরের মতোই প্রতি মণ ১০০০ থেকে ১১০০ টাকার মধ্যে স্থির রয়েছে।

শেরুয়া গ্রামের কৃষক আলহাজ আবু হানিফা বলেন, আমার ৫ বিঘা জমির ধান পেকে গেছে। আকাশের অবস্থা ভালো নয়, যেকোনো সময় বৃষ্টি হতে পারে। তাই শ্রমিক ভাড়া করতে হাটে এসেছি। কিন্তু শ্রমিকরা সাড়ে ৭০০ টাকার বদলে ৯০০ টাকা চাইছেন। তারা সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত কাজ করবেন। এত খরচে ধান কাটা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ছে।

শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষকদের উৎপাদন খরচও বেড়েছে। সার, বীজ, সেচ, কীটনাশকের দাম বৃদ্ধির কারণে ধান চাষের খরচ গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। কিন্তু বাজারে ধানের দাম বাড়েনি, ফলে কৃষকদের লাভের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। অনেক কৃষক ঋণ করে চাষ করেন, এবং মজুরি ও অন্য খরচ বৃদ্ধির কারণে তারা ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না।

একজন কৃষক বলেন, ধানের ফলন ভালো হলেও লাভের মুখ দেখতে পারছি না। শ্রমিকের মজুরি আর অন্যান্য খরচ মিলিয়ে উৎপাদন খরচ এত বেশি যে ধান বিক্রি করে মূলধন ফেরত পাওয়াও কঠিন।

শেরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ফারজানা আক্তার বলেন, শেরপুরের শ্রমিক হাট একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ। অনেক উপজেলায় এমন হাট নেই। এখানে শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি পান, তাই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তারা এখানে আসেন। শ্রমিকদের জন্য এই হাট জীবিকার একটি বড় সুযোগ হলেও কৃষকদের জন্য এটি এখন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, কৃষকদের এই সংকট মোকাবিলায় সরকারি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। ধানের ন্যূনতম সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ভর্তুকি, এবং শ্রমিক মজুরি নিয়ন্ত্রণে নীতিমালা প্রণয়ন কৃষকদের স্বস্তি দিতে পারে। এ ছাড়া, কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন হার্ভেস্টারের ব্যবহার বাড়লে শ্রমিকের ওপর নির্ভরতা কমবে, যা কৃষকদের খরচ কমাতে সহায়ক হতে পারে।

তারা বলছেন, শেরপুরের শ্রম বিক্রির হাট এক দিকে শ্রমিকদের জীবনযুদ্ধের প্রতীক, অন্যদিকে কৃষকদের ক্রমবর্ধমান সংকটের আয়না। বোরো ধানের বাম্পার ফলনেও কৃষকদের মুখে হাসি ফোটেনি। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করার পাশাপাশি কৃষকদের উৎপাদন খরচ কমানোর উদ্যোগ না নিলে কৃষি খাতে টেকসই উন্নয়ন ব্যাহত হতে পারে। এই দ্বন্দ্বের সমাধানে সরকার, কৃষক ও শ্রমিকদের সমন্বিত প্রচেষ্টা এখন সময়ের দাবি।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ১৪ মে ২০২৫

শ্রম সংস্কার

শ্রমিকদের জন্য হোক সুরক্ষাকবচ

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) প্রায় দেড় হাজার বছর আগে বলেছেন, শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তার পারিশ্রমিক মিটিয়ে দাও। হাদিসটিতে নির্দেশনা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, শ্রমিকদের বেতন সময়মতো দিতে হবে। সময়ের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে আজ এর সঙ্গে মানবিক যৌক্তিক দাবি হচ্ছে- শ্রমিকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক সময়মতো পরিশোধ করা নিয়োগকর্তার অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু বিষয়টি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আকছার উপেক্ষিত হয় বলেই বঞ্চনা-বিড়ম্বনার শিকার শ্রমিকদের আপত্তি-প্রতিবাদ-বিক্ষোভ প্রায়ই লক্ষ করা যায় শ্রমঘন শিল্প-বাণিজ্যে। এ নতুন কোনো ঘটনা নয়। যুগ যুগ ধরে উদ্যোক্তাদের গলা শুকিয়েই থাকে, অন্যদিকে তাদের কর্মীদের অশ্রু শুকায় না। এ ধরনের উদ্যোক্তারা একসময় হারিয়ে যান। আর দায়িত্বশীলরা ক্রমে সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত হন। ভূমিকা রাখেন জাতীয় অর্থনীতিতে। কারণ সহাস্যবদনের শ্রমিক আনন্দের সঙ্গে যেভাবে কাজ করার উৎসাহ পাবেন, আধা পেটা বেজার মুখের শ্রমিকের পক্ষে তা সম্ভব নয়। এজন্যই শ্রম ক্ষেত্রে ন্যায্যতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। আশার বিষয়, জুলাই গণ অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকার যে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের কর্মযজ্ঞ হাতে নিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে শ্রম সংস্কারও। প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত সোমবার বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার কূটনীতিক ও প্রতিনিধিদের সামনে শ্রম সংস্কার অগ্রগতির কার্যক্রম তুলে ধরেন। এ-সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ রোডম্যাপও উপস্থাপন করেন। কূটনীতিকরা সন্তোষ প্রকাশ করে সাধুবাদ জানিয়েছেন। স্মর্তব্য, শ্রম অধিকার এখন বিশ্বব্যাপী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষিত শুল্কনীতির মতোই বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয় এবং বাজার প্রবেশাধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত। বস্তুত যে কোনো রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই শ্রম সংস্কার ও জবাবদিহিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যে জাতি যত উদ্যমী-পরিশ্রমী ও শ্রমবান্ধব, তারা তত উন্নত-সমৃদ্ধ। এ মনোভাব ধারণ এবং মাঠপর্যায়ে দ্রুত এ-সংক্রান্ত আইনের বাস্তবায়ন প্রয়োজন। পূর্বের শ্রম-অধিকার লঙ্ঘনজনিত ঘটনাগুলোর তদন্ত, জবাবদিহি, প্রতিকারও জরুরি। উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন বাজারে আমাদের পণ্য প্রবেশাধিকারে এটা পূর্বশর্তও বটে। স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের প্রেক্ষাপটে এটা গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে দেশে চলতি শ্রম আইন সংস্কারের প্রচেষ্টা শতভাগ সময়োপযোগী ও সফল এবং শ্রমিকদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি রক্ষাকবচ হোক- প্রত্যাশা সব অংশীজনের।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২২ মে ২০২৫,

শ্রম উপদেষ্টা

পোশাকশ্রমিকদের বেতন না দিলে মালিকের জেলে যেতে হবে

বাসস, ঢাকা

নৌপরিবহন ও শ্রম উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, পোশাক কারখানার শ্রমিকদের বকেয়া বেতন-ভাতা ২৮ মের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। তা না হলে পোশাক কারখানার মালিকদের জেলে যেতে হবে।

গতকাল বুধবার সকালে সচিবালয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে আসন্ন ঈদে নৌপথের যাত্রীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এম সাখাওয়াত হোসেন এ কথা বলেন।

শ্রম উপদেষ্টা বলেন, 'বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে কয়েক দিন ধরে বিভিন্ন গার্মেন্টস শ্রমিক সংগঠন প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা এবং শ্রম ভবন ঘেরাও কর্মসূচি পালন করছেন বলে শুনতে পাচ্ছিলাম। বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত আমরা সচিবালয়ে গার্মেন্টস মালিক এবং শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করি। বৈঠকে গার্মেন্টস মালিকেরা জানিয়েছেন, তাঁরা ঘরবাড়ি বিক্রি করে হলেও শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করবেন এবং সেটা আগামী ২৮ তারিখের মধ্যে।'

উপদেষ্টা আরও বলেন, 'গার্মেন্টস মালিকদের নিশ্চয়তা আমাদের আশান্বিত করেছে। আমরা মনে করছি, গার্মেন্টস মালিকেরা ২৮ তারিখের মধ্যে তাঁদের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করবেন। এর অন্যথা হওয়ার সুযোগ নেই।'

কালের কণ্ঠ

ঢাকা। শুক্রবার। ১৬ মে ২০২৫।

জনশক্তি রপ্তানিতে সঠিক নীতিমালা প্রয়োজন

ড. সুলতান মাহমুদ রানা

আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে বাংলাদেশের কর্মীদের মান অনেক নিচে। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে লাখ লাখ কর্মী বিদেশে গেলেও খুব বেশি লাভ হবে না। বর্তমানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা দক্ষ শ্রমিক পেতে সেক্টরভিত্তিক কারিকুলাম তৈরি করেছে। ভাষা থেকে শুরু করে কাজের আওতা পর্যন্ত। কিন্তু বাংলাদেশে এগুলোর বাস্তবায়ন নেই বললেই চলে

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জনশক্তি রপ্তানি একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রতিবছর লাখ লাখ বাংলাদেশি নাগরিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও ইউরোপের কিছু দেশে বাংলাদেশি শ্রমিকদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এ ছাড়া বর্তমান সময়ে পড়ালেখা করার উদ্দেশ্যেও অসংখ্য শিক্ষার্থী বিদেশে পাড়ি জমায় এবং পরে তারা কর্মসংস্থান খুঁজে নেয়। সাধারণত উন্নত জীবনযাপন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, ব্যবসা ইত্যাদির জন্য মানুষ এক দেশ থেকে অন্য দেশে যায়। অনেক সময় দেশভেদে গ্রিন কার্ড কিংবা নাগরিকত্ব লাভ করে।

গত এপ্রিল মাসের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে ৪৯ হাজার ৯৮৩ জন কর্মী বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন, যা গত ৪৩ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। তবে গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদের বিদেশে পড়াশোনা করা এবং সেখানে উপযুক্ত কর্মসংস্থান খুঁজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রবণতা অধিকভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে। এখন স্টুডেন্ট ভিসা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য অসংখ্য কনসালটেন্সি ফার্মও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এসব কনসালটেন্সি ফার্ম নিয়েও নানা ধরনের অভিযোগ-অনুযোগের ঘটনা রয়েছে। এমনকি বিদেশে পড়াশোনা করতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা প্রতারণার শিকারও হচ্ছে। আমরা গণমাধ্যমে এমন খবর প্রায়ই দেখি।

আবার আমরা দেখছি, আমাদের দেশের অসংখ্য ব্যক্তি, যাঁরা দক্ষ নন তাঁদের বিদেশে পাঠানোর কাজে নিয়োজিত রয়েছে বেশ কিছু দালালচক্র। বিদেশে বিপুলসংখ্যক অদক্ষ কর্মী যাওয়ার ফলে শুধু প্রবাসীর সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু শ্রম অনুযায়ী রেমিট্যান্স বাড়ছে না। এই অদক্ষ কর্মীদের বেশির ভাগই গ্রামের দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী থেকে আসা। তাদের নানাভাবে প্রলোভনে ফেলে মধ্যস্বত্বভোগীরা হাতিয়ে নিচ্ছে বড় অঙ্কের টাকা। জমিজমা বিক্রি করে, সারা জীবনের পুঞ্জিত সঞ্চয় তুলে দেয় দালালদের হাতে। তারা বিদেশে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও যে টাকায় বিদেশে যায়, সেই টাকাই তুলতে পারে না। সম্প্রতি কালের কণ্ঠের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর নামে হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত আলোচিত ব্যবসায়ী ও সাবেক বায়রা মহাসচিব রুহুল আমিন স্বপন। মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর নামে মেডিক্যাল বাণিজ্যের আড়ালে সাধারণ শ্রমিকদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। কর্মী পাঠানোর নামে প্রায় আট লাখ কর্মীর কাছ থেকে মেডিক্যাল ফি বাবদ ৮০০ কোটির বেশি টাকা লোপাট করে স্বপন ও তাঁর সিন্ডিকেট। এমন তথ্য থেকে আমরা কিছুটা অনুমান করতে পারি যে এসংক্রান্ত বাণিজ্য কী পরিমাণ রমরমা আকার ধারণ করেছে।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে বাংলাদেশের কর্মীদের মান অনেক নিচে। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে লাখ লাখ কর্মী বিদেশে গেলেও খুব বেশি লাভ হবে না। বর্তমানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা দক্ষ শ্রমিক পেতে সেক্টরভিত্তিক কারিকুলাম তৈরি করেছে। ভাষা থেকে শুরু করে কাজের আওতা পর্যন্ত। কিন্তু বাংলাদেশে এগুলোর বাস্তবায়ন নেই বললেই চলে। বিদেশের কম্পানিগুলোর চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ শ্রমিক তৈরি করা খুব জরুরি বিষয়। আমাদের দেশের ট্রেনিং সেন্টারগুলো অন্তত জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ফ্রান্স, চীনে যাওয়ার জন্য যদি ভাষা শেখাত, তাহলে প্রবাসীদের সেসব দেশে গিয়ে কাজের অভাব হতো না। ভাষায় দক্ষ হলে প্রবাসীরা ভালো আয়ও করতে পারতেন। কিন্তু আফসোসের বিষয়, আমাদের ট্রেনিং সেন্টারগুলো সেভাবে কার্যকর নয়। এগুলো জাস্ট পলিটিক্যালি গড়ে উঠেছে। শুধু ভবনগুলো দাঁড়িয়ে আছে। তা ছাড়া ট্রেনিং সেন্টারগুলো আপডেটেড নয়, এগুলো মান্ধাতার আমলের। ক্ষমতাশালী রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী, সচিবরা নিজ এলাকায় ট্রেনিং সেন্টারগুলো তৈরি করেছেন।

মানুষ যখন বিদেশে যেতে মরিয়া, দালালরাও কাস্টমারের জন্য মরিয়া। অসহায় কর্মীরা ভালো জীবিকার জন্য দালালকে টাকা দিতে রাজি হন। দালালরা আশ্বস্ত করেন শ্রমিকদের। এখানে টাকা আদান-প্রদানে সলিড কোনো ডকুমেন্ট নেই। কোনো আইনি নির্দেশনা নেই। দালালনির্ভরতার কারণে জনশক্তি রপ্তানি খাতের সুনাম দেশে ও বিদেশে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ছে।

এখনো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদেশগমনেচ্ছু মানুষ দালালদের খপ্পরে পড়ে প্রয়োজনের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি টাকা গুনছেন, অনেকে সর্বস্ব খোয়াচ্ছেন। অন্যদিকে প্রবাসী শ্রমিকদের একটি প্রধান অভিযোগ হলো, তাঁরা প্রয়োজনে যোগাযোগ করেও বাংলাদেশ দূতাবাসের সহায়তা পান না। দূতাবাস বা বিদেশ মিশনগুলোর প্রধান কাজই হচ্ছে সে দেশে কর্মরত প্রবাসীদের সুবিধা-অসুবিধা দেখা। কর্মকর্তারা সক্রিয় থাকলে বিদেশে বাংলাদেশিদের কাজ নিয়ে, পাওনা আদায় নিয়ে, আইনি ব্যাপার নিয়ে এতটা নাজুক অবস্থায় পড়ার কথা নয়। বাংলাদেশের মিশনগুলোকে আরো আন্তরিক ও দক্ষতার সঙ্গে সেবার মান বৃদ্ধি করার মানসিকতা সৃষ্টি হলে এবং সরকারের নির্দেশনা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে জনশক্তি রপ্তানি খাতের চিত্র অন্য রকম হতেই পারে।

এ কথা সত্য যে অভিবাসীদের অনেকের জীবন খুব আকর্ষণীয়, বিশেষ করে যাঁরা পছন্দমতো দেশে গিয়ে স্থায়ী বসবাস শুরু করেছেন। পছন্দমতো দেশ, পেশা এবং বসবাস নিয়ে তাঁদের জীবন অনেকটা আকর্ষণীয়। অন্যদিকে যাঁরা নিজের পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কিংবা সন্তানদের ভালো প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনো করানোর জন্য নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে বসবাস করছেন, তাঁদের অনেকের জীবনই দুঃখ-দুর্দশায় ভরা। অভিবাসন মানুষকে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখালেও সংকট ও সমস্যা তাঁদের তাড়া করে বেড়ায়। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে থাকে চ্যালেঞ্জ। প্রতিকূলতা থাকবে, এটি অস্বাভাবিক নয়। অভিবাসীরা সুখ ও দুঃখের মিশ্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সামনে আগান। উন্নত দেশগুলোতে ভালো কর্মসংস্থানের সুযোগের কারণে অভিবাসীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হন এবং পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করেন। বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য তরুণ-তরুণী অভিবাসী হচ্ছে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমার ছাত্র-ছাত্রীদের খবর জানি। তারা অনেকেই প্রতিবছর বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে।

নিজের পরিবার এবং বন্ধুদের ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি দেওয়া অনেক অভিবাসীর জন্য মানসিক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক ক্ষেত্রে আইনি জটিলতা, ভিসা প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা এবং কর্মক্ষেত্রে শোষণ তাঁদের জীবনকে আরো জটিল করে তোলে। বিশেষ করে বিদেশে যাওয়ার আগেই ভিসা প্রক্রিয়ায় দালালচক্রের খপ্পরে অসংখ্য লোক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

উন্নত দেশে অভিবাসনের সুযোগ বাড়াতে হলে বিদ্যমান সব সমস্যার কার্যকর সমাধানে নীতিনির্ধারকদের ভূমিকা ন্যায্য এবং জরুরি। অভিবাসন শুধু একক ব্যক্তির জন্য নয়, এটি বিশ্বব্যাপী মানুষের ঐক্য ও যোগাযোগ বৃদ্ধির একটি বড় উদাহরণ। তাই অভিবাসীদের সুখ-দুঃখের গল্প গুরুত্ব দিয়ে শোনা উচিত এবং তাঁদের সমর্থনে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

লেখক : অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

THE FINANCIAL EXPRESS Friday • May 16, 2025

Apparel sector needs $6.6b investment to cut carbon emission by half: Report

MONIRA MUNNI

Bangladesh's textile and apparel industry needs an approximate investment worth US$6.6 billion to help reduce the level of carbon emissions by half by 2030 through renewable energy and energy efficiency measures, according to a global report.

Of the required amount, only $1.8 billion is currently available or anticipated while there has been a gap of $4.8 billion, said the report titled 'Landscape and Opportunities to Finance the Decarbonization of Bangladesh's Apparel Manufacturing Sector'.

As of 2023, Bangladesh was among the top five countries having the highest level of potential in reduction of greenhouse gas emissions in the apparel and textile industries.

Apparel Impact Institute (Aii) in collaboration with Development Financial International, Inc (DFI) published the report on May 08 outlining how the country can close that gap and realize its decarbonization potential through strategic finance tools.

Aii is a global non-profit organisation, dedicated to identifying, funding, scaling, and measuring the apparel and footwear industry's proven environmental impact solutions and works with over 50 brands and retailers including Target, PVH, Lululemon and H&M Group that are leading the sector's global decarbonization efforts.

Bangladesh's textile and apparel industry contributes more than 80 per cent of the country's foreign export earnings, said the report.

The sector has significant potential to contribute to the goal of a 50 per cent reduction in greenhouse gas (GHG) emission by 2030, taking the industry's scale-- key production stages, including raw material processing, weaving, knitting, dyeing, finishing, manufacturing and distribution and continued reliance on fossil fuels, into consideration.

Despite its economic significance, local textile and apparel industry faces considerable environmental challenges and the high consumption of energy, water, and chemicals across the supply chain has contributed to significant environmental degradation and GHG emissions, according to the report.

In Bangladesh, natural gas burning remains the country's primary source of energy and RMG sector alone accounts for 8.2 per cent of Bangladesh's total electricity consumption, it said, adding that the textile and garment sector represents 27.8 per cent of Bangladesh's primary energy consumption.

Besides, there is growing pressure from brands and emerging global and local regulations for the industry to adopt cleaner and sustainable practices, it said.

Explaining the possible credit lines, it said as of September 2024, some 12 credit lines and revolving fund schemes have been identified, with close to $1.6 billion in available funding and $175 million in upcoming funding from International Financial Institutions (IFIs) and the national government.

"This leaves a financing gap of US$4.8 billion," it said, adding IFIs are also partnering with the government and private sector to improve energy policies, build local technical capabilities, and support decarbonisation initiatives," said the report.

It, however, found financial constraints, limited technical expertise, insufficient energy policies and inadequate infrastructure as major challenges that manufacturers face in transitioning to sustainability.

A lack of technical experts such as energy auditors in Bangladesh drives up costs and prolongs inspection processes, with energy audits averaging $10,000 - approximately double the cost in neighbouring India.

Building local expertise can help reduce costs and generate quality local jobs, the report suggested.

It further said the renewable energy market is still in its early stages, with limited renewable energy service companies (RESCO) activity and no energy service companies (ESCO) operations in Bangladesh recommending "Growth capital is needed to scale renewable energy and energy efficiency solutions."

The report also recommended, among others, enhanced support from brands, active involvement of manufacturers to address barriers like higher level of debt and perceived risks by encouraging brands to offer stronger incentives and support through various financing and de-risking instruments.

Talking to the FE, Shams Mahmud, managing director of Shasha Denims Ltd, said the industry itself has, so far, invested to help cut emissions, taking the EU regulations into consideration.

"It is difficult to make funds available mostly for small and medium enterprises as they (SMEs) don't have enough capacity and lengthy documentation procedures," he said. He went on: "The rate of interest also remains high."

Mr. Mahmud, however, said the green transition fund is not industry-friendly.

The main issue is to measure as how much decarbonization is done, he said, adding that there is a lack of skilled manpower in government agencies concerned.

About the measures, he said, his factory has undertaken to decarbonise, while they are installing new energy-efficient technology that can help reduce usages of water and chemical. Such technology using tri-generation systems of power generation to reduce carbon footprint, enhancing the efficiency level to 85 per cent from 60 per cent in two years back.

Munni_fe@yahoo.com

বণিক বার্তা
রোববার, মে ১৮, ২০২৫ ■ জ্যৈষ্ঠ ৪, ১৪৩২

নিলামে চায়ের দাম বাড়লে শ্রমিকদের বেতনও বাড়বে
—শ্রম উপদেষ্টা

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ মৌলভীবাজার

শ্রম, কর্মসংস্থান ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, 'নিলামে চায়ের দাম বাড়লে সেই অনুযায়ী চা শ্রমিকদের বেতন বাড়বে। নিলামে চায়ের দাম না বাড়লে বেতন বাড়াতে চাপ দেয়া যাবে না। তবে চায়ের দাম বাড়াতে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।'

গতকাল দুপুরে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের সভাকক্ষে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা। শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব এএইচএম সফিকুজ্জামানের সভাপতিত্বে আরো উপস্থিত ছিলেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক ওমর মো. ইমরুল মহসিন, শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আব্দুস সামাদ আল আজাদ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক শাহ্ আব্দুল তারিক, মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসক মো. ঈসরাইল হোসেন ও পলিশ সুপার এমকেএইচ জাহাঙ্গীর হোসেন, চা শ্রমিক ইউনিয়নের সহসভাপতি পংকজ কন্দ, সাংগঠনিক সম্পাদক বিজয় হাজরা প্রমুখ।

উপদেষ্টা বলেন, 'চা বাগানের মালিকরা জানিয়েছেন তাদের উৎপাদন খরচের তুলনায় কম দামে নিলামে চা বিক্রি করতে হচ্ছে। এজন্য নিলামে চায়ের দাম বাড়াতে চা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা হয়েছে। শিগগিরই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া হবে। চায়ের দাম বাড়লেই শ্রমিকদের বেতন বাড়ানোর বিষয়ে কথা বলা হবে।'

এর আগে তিনি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় উদ্বোধন করেন। পরে অধিদপ্তরের সামনে বৃক্ষ রোপণ করেন শ্রম উপদেষ্টা ও সচিব। এ সময় শ্রমিকদের দেয়া বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার মধ্যে চিকিৎসা, স্বাস্থ্যসেবা, টয়লেট ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান করার কথা বলেন তিনি। এছাড়া বন্ধ চা বাগানগুলো খুলতে মালিকদের খুঁজে এনে ব্যবস্থা নেয়ার কথাও বলেন তিনি। উপদেষ্টা বলেন, 'পর্যটকদের চা বাগানে প্রবেশ করতে ২০ টাকা হারে ফি নেয়ার ব্যবস্থাও করতে হবে। এ টাকা চা শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যবহার করা হবে।'

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ২০ মে ২০২৫

শ্রমিক অধিকার ও সুরক্ষায় কাজ করবে বেপজা ও আইএলও

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা

চুক্তি অনুযায়ী, আগামী দুই বছরে বেপজার আওতাধীন ইপিজেডের শ্রম প্রশাসন, দায়িত্বশীল ব্যবসা কার্যক্রম ও কর্মসংস্থানজনিত দুর্ঘটনা ক্ষতিপূরণে কাজ করবে বেপজা ও আইএলও।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা বা ইপিজেডে কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতে একসঙ্গে কাজ করবে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)। সংস্থা দুটি শ্রমিকের মৌলিক অধিকার, নিরাপত্তা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে কাজ করবে। এ লক্ষ্যে শ্রম আইন সংস্কার, শ্রম আইন প্রয়োগ, শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষায়ও একসঙ্গে কাজ করবে সংস্থা দুটি।

রাজধানীর গ্রিনরোডে বেপজা কার্যালয়ে গতকাল সোমবার এ বিষয়ে সংস্থা দুটির মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, আগামী দুই বছরে বেপজার আওতাধীন ইপিজেডের শ্রম প্রশাসন, দায়িত্বশীল ব্যবসা কার্যক্রম ও কর্মসংস্থানজনিত দুর্ঘটনা ক্ষতিপূরণে আলাদাভাবে কাজ করবে বেপজা ও আইএলও।

বেপজা বলছে, এই চুক্তির ফলে বিদেশি ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিনিয়োগের আস্থা বাড়বে। এ ছাড়া বেপজার আওতাধীন ইপিজেডগুলোয় কর্মরত শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতেও সহযোগিতা করবে আইএলও। চুক্তিতে বলা হয়, শ্রম প্রশাসন খাতের উন্নয়নে আন্তর্জাতিক শ্রম মানের (আইএলএস) সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইপিজেড শ্রম আইনের খসড়া প্রস্তুত, শিল্প ব্যবস্থাপনা নিয়ে অংশীজনদের সঙ্গে সংলাপ ও শ্রমিকের কর্মপরিবেশ উন্নয়নে গবেষণা করা হবে। এ ছাড়া দায়িত্বশীল ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি ইপিজেডকে মডেল জোন হিসেবে তৈরি করা হবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়সংক্রান্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী, বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান, আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর টুমো পুটিআইনেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের শুরুতে মূল

> **আমাদের এই কর্মপরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো শ্রম আইন ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।**
>
> টুমো পুটিআইনেন, কান্ট্রি ডিরেক্টর, আইএলও

প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বেপজার অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক নাজমুল ইসলাম ও আইএলওর প্রযুক্তি কর্মকর্তা ছায়ানিচ থামপরিপাত্রা। স্বাগত বক্তব্য দেন বিনিয়োগ উন্নয়ন বিভাগের সদস্য মো. আশরাফুল কবীর।

অনুষ্ঠানে লুৎফে সিদ্দিকী বলেন, 'একসময় এমন একটা মনোভাব তৈরি হয়েছিল যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আইএলও ভেবে নিয়েছিল যে আমরা সহযোগিতা করতে চাই না। তবে আমরা শ্রমিকের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে আইএলও কনভেনশনগুলোর সঙ্গে একটি দেশ হিসেবে একসঙ্গে কাজ করতে চাই। এই সমঝোতা চুক্তি আমাদের শিল্পের পরিবেশ ও শ্রমিকের অধিকার দুই ক্ষেত্রেই একটি আদর্শ মানদণ্ড হিসেবে কাজ করবে।'

বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান বলেন, এই চুক্তি শ্রমিকের নিরাপদ ও সুরক্ষিত কর্মপরিবেশ তৈরি মাধ্যমে বাংলাদেশে শ্রম মানদণ্ড উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। টেকসই শিল্প খাত গড়ে তুলতে ও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে এই চুক্তি।

আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর টুমো পুটিআইনেন বলেন, 'আমাদের এই কর্মপরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো শ্রম আইন ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা। পাশাপাশি শ্রমিকদের সুরক্ষায় তাঁদের অভিযোগ কাঠামোর সক্ষমতা বাড়ানো। যাতে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ হয়।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, চুক্তির আওতায় কর্মসংস্থানজনিত দুর্ঘটনা ক্ষতিপূরণ কর্মসূচি বা এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিমের (ইআইএস) নামে একটি পাইলট প্রকল্প চালু করা হবে। যেখানে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ মামলা যাচাই ও অনুমোদনের জন্য বেপজার পক্ষ থেকে একটি কমিটি করা হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ২০ মে ২০২৫

শ্রম বিক্রি করতে হাটে আসেন শতশত নারী-পুরুষ

সিরাজগঞ্জে চলছে ধান কাটার মৌসুম

■ সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি

সাধারণ নিয়মে টাকার বিনিময়ে পণ্য বিক্রি হলেও সিরাজগঞ্জ জেলার বেশ কয়েকটি হাটের বৈশিষ্ট্য হলো, মানুষ নিজেই এখানে পণ্য। নির্ধারিত একটি সময়ের জন্য একজন আরেকজনের কাছে বিক্রি হয়ে যান।

সিরাজগঞ্জের কান্দাপাড়া, শিয়ালকোল, কাজীপুরের আলমপুর, রতনকান্দি, নাটুয়ারপাড়া, কুমারিয়াবাড়ি, পানাগাড়ি ও সোনামুখী এলাকায় এই মানুষ বিক্রির হাট এখন জমজমাট। প্রতিদিন সকালে হাট শুরু হয়। ৭টার মধ্যে এই শ্রমজীবী মানুষদের ক্রয় করে নিয়ে যায়। বর্তমানে ধান কাটার মৌসুমে মাঠে পাকা ধান কাটা শুরু হয়েছে। কর্মজীবী দিনমজুরদের প্রয়োজন কাজ। এ কারণে কৃষকদের কাছে শ্রমিকের চাহিদা রয়েছে অনেক। তাছাড়াও অন্যান্য কাজেও শ্রমিকদের চাহিদা রয়েছে। তাই শ্রমিকের দামও থাকে বেশ চড়া। বর্তমানে হাটে ৭০০-৭৫০ টাকার নিচে কোনো শ্রমিক পাওয়া যায় না। এসব হাটে ১৫-৬০ বছর বয়সে কৃষিশ্রমিক দেখা যায় বেশি।

সরেজমিনে বিভিন্ন হাটে গিয়ে দেখা যায়, কারো হাতে বাঁশের তৈরি বাইং, কারো হাতে ব্যাগ। ব্যাগে হালকা কাপড়চোপড় আর কাঁচি। কেউ বসে আছে, কেউ দাঁড়িয়ে। হাটের ভেতরে ঢুকতেই কতিপয় শ্রমিক বলেন, 'মামা কামলা নাগব? কত কইরা দিবেন?'

সদর উপজেলার শিয়ালকোল হাটে শ্রমিক আমজাদসহ (৪৩) সাত জনের একটি দল এসেছেন। তিনি জানান, সংসারে বিধবা মা, তিনটি বোনসহ স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে রয়েছে। তাদের ভরণপোষণের জন্য তাকে এখানে শ্রম বিক্রি করতে এসেছেন। ১৭ বছরের কিশোর আলামিন জানায়, 'আমার বাড়িতে বিধবা মা রয়েছে। তার ভরণপোষণ ও চিকিৎসার জন্য এই কাজ বেছে নিয়েছি। তবে ছোট বলে কেউ আমাকে কিনতে চায় না। তাই অল্প দামে বিক্রি হতে হয় আমাকে।' নাটুয়াপাড়ার চরাঞ্চলের হাতেম আলী (৪৫) জানান, তার আট বিঘা জমি ছিল। ১৬ বছর আগে যমুনার ভাঙনে সব বিলীন হয়ে গেছে। পরিবারের লোকজন নিয়ে এখন অন্যের জায়গায় থাকি। এজন্য নিজেকে ভাড়া দিতে হয়।

জানা যায়, উত্তরবঙ্গের কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জসহ বিভিন্ন জেলা থেকে আরো অনেকেই বিক্রি হওয়ার আশায় রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত নাটুয়ারপাড়া হাটে দাঁড়িয়ে ও বসে থাকে। বিক্রি না হতে পারলে স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজমাঠে রাতে থাকেন। তাছাড়াও জামালপুর থেকেও শ্রমিক আসেন এখানে।

নাটুয়ারপাড়া ইদ্রিস আলী নামে এক গৃহস্থ জানান, কামলার দাম গত বছরের চেয়ে এবার বেশি। কাজীপুর উপজেলার মাজনাবাড়ি গ্রামের কৃষক হালিম বলেন, নাটুয়ারপাড়া হাট থেকে ৭৫০ টাকা দরে পাঁচ জন কামলা (শ্রমিক) নিয়েছি। সিরাজগঞ্জের তাড়াশের কুন্দাইল গ্রামের কৃষক আব্দুল খালেক বলেন, জেলার কৃষিশ্রমিকেরা হাওর এলাকায় ধান কাটার জন্য যাওয়ার কারণে কৃষিশ্রমিকের ব্যাপক সংকট দেখা দিয়েছে।

সিরাজগঞ্জ : বিভিন্ন জেলা থেকে নাটুয়াপাড়া শ্রম বিক্রির হাটে আসা শ্রমিকরা —ইত্তেফাক

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ২০ মে ২০২৫

শ্রম সংস্কারবিষয়ক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে শ্রমিকের অধিকার আরো জোরদার হবে

লুৎফে সিদ্দিকী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী বেপজাকে শ্রম ও পরিবেশগত মানের উৎকর্ষের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন, বেপজা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর মধ্যে শ্রম সংস্কারবিষয়ক দুই বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা (২০২৫-২০২৭) বাস্তবায়নের জন্য লেটার অব ইনটেন্ট স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, ইপিজেড শ্রমিকরা ইপিজেডের বাইরের শ্রমিকদের তুলনায় ৩০-৪০ শতাংশ বেশি মজুরি এবং কল্যাণমূলক সুবিধা পান। তিনি বেপজা ও আইএলওর এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতামূলক মনোভাবের প্রশংসা করে বলেন, এটির বাস্তবায়ন শ্রমিকের অধিকার আরো জোরদার করবে, ইপিজেড শ্রম মানকে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করবে। বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান, বিএসপি, এনডিসি, পিএসসি এবং আইএলও-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মি. টুমো পওটিয়াইনেন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ লেটার অব ইনটেন্টের লক্ষ্য ইপিজেডসমূহে শ্রমিকদের অধিকার, সামাজিক সুরক্ষা এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।

বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন, বেপজা ও আইএলও-এর মধ্যে এই দুই বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা ইপিজেডের শ্রমমান, শ্রমিক অধিকার এবং কর্মস্থলের নিরাপত্তা জোরদার করবে। এটি বাংলাদেশের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (এনএপি) এবং জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল (এনএসএসএস)-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা শোভন কাজ এবং সামাজিক সংলাপকে উৎসাহিত করবে। আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর মি. টুমো পওটিয়াইনেন বলেন, কর্মস্থলের নিরাপত্তা, শ্রমিক অধিকার, কল্যাণ, শিশু পরিচর্যা এবং স্বাস্থ্যসেবাসহ মৌলিক অধিকার ইতিমধ্যেই ইপিজেডে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন যে, এই লেটার অব ইনটেন্ট ইতিবাচক এই চর্চাগুলিকে আরো কাঠামোবদ্ধ করতে এবং সরকারের বৃহত্তর নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে সহায়তা করবে।

বণিকবার্তা মঙ্গলবার, মে ২০, ২০২৫

এখনো প্রস্তুত নয় সিইটিপি, বর্জ্যে ধলেশ্বরীর মরণদশা

চামড়া শিল্পকে পরিবেশবান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে হবে

বৈদেশিক মুদ্রা আয়, কর্মসংস্থান ও মূল্য সংযোজনের নিরিখে চামড়া শিল্প একটি অপার সম্ভাবনাময় খাত। তৈরি পোশাকের পরই চামড়া শিল্প থেকে আসে দেশের সর্বোচ্চ রফতানি আয়। পর্যাপ্ত নিজস্ব কাঁচামাল, সস্তায় শ্রমিক ও সহজে রফতানি সুবিধা অর্জনের সুযোগসহ অনেক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমরা তা কাজে লাগাতে পারছি না। দীর্ঘদিন ধরেই পরিকল্পনা ও আন্তর্জাতিক গুণগত মানের অভাবে ব্যর্থতার চক্করে ঘুরপাক খাচ্ছে এ শিল্প খাত। বিশ্বের বড় ব্র্যান্ডগুলোর কাছে ভালো দামে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য বিক্রি করতে হলে বৈশ্বিক সংস্থা লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের (এলডব্লিউজি) সনদ থাকতে হয়। কিন্তু সাভারের হেমায়েতপুরে স্থাপিত ট্যানারি শিল্পে সিইটিপি পুরোপুরি কার্যকর না হওয়ায় ট্যানারি প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো এলডব্লিউজি সনদ পাচ্ছে না। অধিকাংশ ট্যানারি প্রতিষ্ঠানের এলডব্লিউজি সনদ না থাকায় বাংলাদেশ মূলত এমন সব বাজারে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রফতানি করে যেখানে ব্র্যান্ড মূল্য নেই। ফলে স্থানীয় রফতানিকারকরা পণ্যের দাম কম পান। আবার দেশের বাজারেও চাহিদা অনুযায়ী চামড়াজাত পণ্যের হিস্যা বাড়ছে না। দেশের বাজারের সিংহভাগ অংশই দখল করে আছে বিদেশী পণ্য। এ শিল্প থেকে রফতানি আয় বাড়াতে হলে ট্যানারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এলডব্লিউজি সনদ পেতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পূরণ করা জরুরি। এজন্য সিইটিপি পুরোপুরি কার্যকর করা এখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

রাজধানীর হাজারীবাগ থেকে ট্যানারি শিল্পকে ২০১৭ সালে স্থানান্তর করা হয় সাভারের হেমায়েতপুরের চামড়া শিল্পনগরীতে। ৫৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সেখানে স্থাপন হয় সেন্ট্রাল ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (সিইটিপি)। সেটি পুরোপুরি প্রস্তুত না হওয়ায় দূষিত পানি যাচ্ছে সরাসরি ধলেশ্বরী নদীতে। বিগত সরকারের সময়ে পরিবেশ আন্দোলন কর্মীদের নানা অভিযোগ ও আন্দোলনের পরও এ খাতের দূষণ নিয়ে দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি হয়নি। গত ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সেই আন্দোলনকারীদের কয়েকজন বর্তমান সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন। কিন্তু তারা দায়িত্ব নেয়ার নয় মাসেও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি দেখা যায়নি। এ শিল্পের বর্জ্য অব্যবস্থাপনার কারণে মরণদশায় ধলেশ্বরী নদী। নদীর তীরে উন্মুক্ত স্থানে ক্রোমিয়ামযুক্ত কঠিন বর্জ্য ফেলা হয়, যা পানি ও মাটি দুটোই দূষিত করছে। অন্যদিকে এ খাতের ব্যবসায়ীরা বলছেন মূলধনের অভাবে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করতে পারছেন না কারখানাগুলোয়। সিইটিপি পুরোপুরি কার্যকর না হওয়ায় ট্যানারি প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো এলডব্লিউজি সনদ পাচ্ছে না। ফলে এর প্রভাব পড়ছে সার্বিক রফতানিতে। বর্তমানে সাভারে সিইটিপির প্রায় ১৮ হাজার কিউবিক মিটার বর্জ্য শোধনের সক্ষমতা রয়েছে। তবে ঈদুল আজহার সময়ে অন্তত ৪৫ হাজার কিউবিক মিটার বর্জ্য শোধনের প্রয়োজন পড়ে।

দেশের সিংহভাগ ট্যানারি প্রতিষ্ঠান এলডব্লিউজি সনদ না পাওয়ায় রফতানি আয়ে পিছিয়ে পড়ছে। বিভিন্ন সময় সরকার কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার কথা জানালেও সে বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। প্রতিনিয়তই ট্যানারির বর্জ্যে নানাভাবে পার্শ্ববর্তী ধলেশ্বরী নদীসহ পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, যা ঈদুল আজহার সময় বেড়ে যায় কয়েক গুণ। সাভারের চামড়া শিল্পের বিদ্যমান সংকট সমাধান করার জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে কখনো কখনো আলাপ-আলোচনা হলেও বাস্তবে তেমন কোনো কাজ লক্ষ করা যায়নি। এ শিল্পের যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলো কাটিয়ে উঠতে দরকার কার্যকর পদক্ষেপ। ধলেশ্বরীর দূষণ বন্ধ করাও জরুরি হয়ে পড়েছে।

হেমায়েতপুরের চামড়া শিল্প নগরের দূষণ বন্ধ না হওয়ায় ইউরোপ-আমেরিকার বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড ও ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি বাংলাদেশী চামড়া কিনছে না। বাংলাদেশী চামড়ার বড় ক্রেতা বর্তমানে চীন। বাংলাদেশ থেকে রফতানিকৃত চামড়ার সিংহভাগই সেখানে যাচ্ছে। সেখান থেকে দাম পাওয়া যায় তুলনামূলক কম। কারণ দেশটিতে বাংলাদেশ থেকে রফতানি হওয়া চামড়া প্রধানত ক্রাস্ট লেদার। সেগুলোকে বিভিন্নভাবে প্রক্রিয়াজাত করে ফিনিশড লেদারে পরিণত করে বিভিন্ন দেশে রফতানি করছে চীন। অথচ বাংলাদেশ নিজেই যদি আধুনিক ট্যানারি শিল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে ফিনিশড লেদার রফতানি করতে পারত, তাহলে আরো বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারত।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশ্ববাজারে চামড়াজাত পণ্যের বাজার হচ্ছে প্রায় ৬৫০ বিলিয়ন ডলারের। সেখানে বাংলাদেশের অবদান মাত্র ১ বিলিয়ন ডলারের। এটা দশমিক ৫ শতাংশেরও কম। এখানে কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে। এটির জন্য কমপ্লায়েন্স বা সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার পাশাপাশি যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলো দ্রুত দূর করা দরকার।

২০০৫ সালে নাইকি, অ্যাডিডাস ও টিম্বারল্যান্ডের মতো কয়েকটি বৈশ্বিক ব্র্যান্ড ও জুতা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মিলে এলডব্লিউজি গঠন করে। পরিবেশ সুরক্ষায় জোর দিয়ে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের উৎপাদন নিশ্চিত করাই সংস্থাটির লক্ষ্য। বর্তমানে বিশ্বে এক হাজারের বেশি ব্র্যান্ড ও সরবরাহ খাতের প্রতিষ্ঠান এলডব্লিউজির সদস্য। এলডব্লিউজির ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, সংস্থাটি কারখানা নিরীক্ষার জন্য একটি সাধারণ মানকাঠামো তৈরি করেছে। এক্ষেত্রে তারা পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, ক্ষতিকর উপাদান, বর্জ্য পরিশোধন, কাঁচামালের উৎস ইত্যাদি বিষয় খতিয়ে দেখে।

বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএ) তথ্য অনুসারে, এলডব্লিউজি সনদ না থাকায় বাংলাদেশ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রফতানিতে বছরে প্রায় ৫০ কোটি ডলার আয় হারাচ্ছে। এলডব্লিউজি তথ্য বলছে, এলডব্লিউজি সার্টিফিকেট পাওয়া প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইতালির রয়েছে ৯৫২টি, ভারতের ৩৩৪, চীনের ২৬৩, পাকিস্তানের ৬২, তাইওয়ানের ২৪, ভিয়েতনামের ২৭টি আর বাংলাদেশে মাত্র আটটি।

যদিও আট বছর আগে রাজধানীর হাজারীবাগ থেকে ট্যানারি শিল্পকে সাভারে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। তবে অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। সিইটিপি পুরোপুরি প্রস্তুত হয়নি। এদিকে দূষিত হচ্ছে ধলেশ্বরী। কমপ্লায়েন্সের অভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় চামড়ার মূল্য কমেছে। আবার ট্যানারির শ্রমিকরাও ন্যূনতম মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। শ্রমিকদের আবাসন ও চিকিৎসাসহ তাদের জীবনযাপনের মৌলিক চাহিদা পূরণে নেই যথাযথ ব্যবস্থা। ট্যানারিগুলোয় স্থায়ী ও অস্থায়ী দুই ধরনের শ্রমিক কাজ করেন। তাদের জীবন অনেকটা দুর্বিষহ। মজুরি বোর্ডের নির্ধারিত গ্রেড নয়, অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের বেতন নির্ধারিত হলেও ওভারটাইম ও ছুটি সুবিধা সীমিত। নেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা। সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থাও ঠিকমতো করাতে পারেন না তারা। তাই শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

চামড়া, জুতা ও চামড়াজাত পণ্য রফতানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। অথচ পরিবেশ দূষণ, অর্থ সংকটসহ বিভিন্ন সমস্যার কারণে চামড়া শিল্প ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে তা মেনে নেয়া যায় না। এ শিল্পকে পরিবেশবান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। রফতানি প্রবৃদ্ধির জন্য উন্নত বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী শিল্পটিকে পরিবেশবান্ধব করাটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে হবে সংশ্লিষ্টদেরই। তবে সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া অতীতের অনেক ভালো উদ্যোগের মতো এটাও তেমন ভালো ফল দেবে না। চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পে রফতানি আয় ১ বিলিয়ন ডলারের আশপাশে থাকছে, এমনটা কাম্য নয়। প্রয়োজনীয় প্রণোদনাসহ আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও নিশ্চিত করতে পারলে এটা তৈরি পোশাক খাতের মতো বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের আরেকটি প্রধান খাত হতে পারে।

NEW AGE TUESDAY, MAY 20, 2025,

ILO country director for inclusive labour reforms

Staff Correspondent

INTERNATIONAL Labour Organisation country director for Bangladesh, Tuomo Poutiainen, called for inclusive and sustained labour reforms, with particular focus on employment generation, stronger institutions and protections for marginalised communities and undervalued sectors.

Tuomo Poutiainen

After a decade of service in Bangladesh, including seven years as country director and three years of work on the readymade garment sector, Poutiainen at a farewell press briefing in Dhaka on Monday described his time in the country as 'deeply meaningful, both professionally and personally.'

He now moves on to a new role as deputy director at the ILO Regional Office for Asia and the Pacific at Bangkok in Thailand.

'Labour reform is not a single event — it is a process,' he said adding that this process must be grounded in a robust legal framework, institutional efficiency and meaningful social dialogue.

Highlighting the urgency of ensuring no one is left behind, the ILO director drew attention to historically excluded communities.

'There are still indigenous and ethnic groups — not only in the Chittagong Hill Tracts but also in scattered lowland areas — whose access to opportunity must be prioritised,' he said.

Poutiainen spotlighted domestic and tea garden workers as sectors where labour rights remained underdeveloped.

'Domestic work remains largely invisible and underprotected. It is time to bring the workers under the full umbrella of legal safeguards,' he said, adding that the tea garden labourers must benefit from the modernisation efforts that improve not only productivity but also wages and living standards.

Poutiainen acknowledged recent progress in the restructuring of labour institutions such as the labour inspectorate and dispute resolution mechanisms. However, he underscored the need for greater effectiveness.

'These institutions must deliver services transparently and equitably. Their capacity to resolve grievances and enforce labour laws is fundamental to a just and reliable labour market,' he said.

Calling social dialogue the foundation of sustainable development, the ILO director stressed the importance of democratic participation in labour relations.

'True consensus is only possible when workers and employers freely choose their representatives. Dialogue must go beyond words and translate into concrete action and trust,' he said.

Reflecting on the improvements since the Rana Plaza tragedy, Poutiainen acknowledged significant advancements in occupational safety and health, particularly in the garment sector.

'The global community was watching, and Bangladesh responded. The garment industry has made notable progress,' he said.

However, he warned against complacency, saying that OSH reforms must extend across all sectors — including construction, shipbuilding, agriculture and ironworks.

'Every worker deserves to return home safe at the end of the day,' he said.

The ILO director praised the rollout of a modern employment injury insurance system in the garment sector, which provides monthly compensation and long-term rehabilitation.

Describing it as a game-changer, he said the scheme is now being expanded to the leather and footwear industries, with the long-term goal of national coverage.

In parallel, Poutiainen emphasised the need for addressing the informal economy and extend legal protections to all sectors.

'We must raise the overall quality of work, especially for those not currently covered by formal labour laws,' he said.

ILO director mentioned Bangladesh's demographic transition as a pivotal opportunity.

'With millions of young people entering the workforce each year, we are at a crossroads. Unlocking the demographic dividend requires creating quality jobs across agriculture, manufacturing, and services — for both domestic and export markets,' he said.

Poutiainen said that ILO was working closely with the government and private sector to modernise technical and vocational education and ensure smooth school-to-work transitions.

'Are young people job-ready? Are training systems inclusive enough for rural and underserved communities?' Poutiainen asked, encouraging a more holistic approach to skills development.

He urged employers and institutions in Bangladesh to eliminate gender-based barriers in the labour market.

'There is no job that a woman cannot do as well as a man. Pay, opportunity and recognition must never be dictated by gender,' ILO country director said.

Poutiainen also called for the development of a modern, inclusive social protection system, covering both formal and informal workers.

'Not every job provides a living wage. And even the best workers face difficult times,' he said, outlining ILO's support in areas such as childcare, maternity protection, healthcare, injury insurance, unemployment benefits and pensions.

While noting progress in pension and maternity schemes, he put emphasis on a sustained political will to develop a fully modern social insurance system.

In his concluding remarks, Poutiainen praised the recently published Labour Commission Report as a positive step forward, noting its alignment with ILO values and its potential to shape inclusive reforms.

'It reflects broad consultation and sets a solid foundation for progress,' he said.

The ILO director urged the government, employers, trade unions and development partners for continued cooperation.

'The most powerful tool we have is shared vision. That is how we build a future where every worker and every employer feels secure, supported and heard,' Poutiainen concluded.

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, মে ২২, ২০২৫ ■ জ্যৈষ্ঠ ৮, ১৪৩২

সিপিডির সম্মেলনে বক্তারা

শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বক্তারা বলেছেন, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। দেশের বিপুল পরিমাণ কর্মহীন জনবলের কারিগরি জ্ঞান নেই। অথচ কর্মসংস্থানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রির পাশাপাশি দক্ষতাভিত্তিক কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। দুর্বল শিক্ষা কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

গতকাল রাজধানীর বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত 'যুবদের সংস্কার ভাবনা' শীর্ষক এক সম্মেলনে বক্তারা এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান বিষয়ক উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুনের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সিপিডির জ্যেষ্ঠ গবেষণা সহযোগী ফখরুদ্দিন আল কবির।

প্রথম অধিবেশনের বিষয় ছিল 'কর্মসংস্থান ও প্রযুক্তি'। সম্মেলনে আলোচনা করেন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদস্য (নিবন্ধন ও সনদায়ন) অতিরিক্ত সচিব আলিফ রুদাবা, লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়ার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এলএফএমইএবি) সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর, বিডি জবসের সিইও একেএম ফাহিম মাশরুর, শেয়ার ট্রিপ লিমিটেডের সিইও সাদিয়া হক, শিখো প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও শাহীর চৌধুরী।

> দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে দক্ষতানির্ভর কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে গ্র্যাজুয়েটরা বের হচ্ছেন, তাদের অর্জিত শিক্ষার চাহিদা দেশ কিংবা বিদেশে কোথাও তেমন নেই। এ কারণে শিক্ষিত বেকার বাড়ছে। দুর্বল শিক্ষা কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির দিকে মনোযোগ দিতে হবে

ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'দেশের মোট কর্মহীন জনবলের প্রায় দুই কোটি মানুষের কোনো কারিগরি জ্ঞান নেই। অথচ কর্মসংস্থানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির পাশাপাশি দক্ষতাভিত্তিক কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বেকার যুবকদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি করা প্রয়োজন।'

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, 'দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ। দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে দক্ষতানির্ভর কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে গ্র্যাজুয়েটরা বের হচ্ছেন, তাদের অর্জিত শিক্ষার চাহিদা দেশ কিংবা বিদেশে কোথাও তেমন নেই। এ কারণে শিক্ষিত বেকার সংখ্যা ক্রমে বাড়ছে। দুর্বল শিক্ষা কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির দিকে মনোযোগ দিতে হবে। সরকারি চাকরির প্রতি শিক্ষিত তরুণদের বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে, যেখানে তারা সামাজিক মর্যাদা বেশি খুঁজে পান। এ মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বর্তমান যুগে কর্মসংস্থানের সঙ্গে প্রযুক্তি বিশেষভাবে জড়িত। তাই উদ্ভাবনী ও প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতা বাড়ানোর ওপর জোর দেয়া অপরিহার্য। এ বিষয়ে নীতিনির্ধারকদের দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া উচিত।'

সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর বলেন, 'প্রযুক্তিগত দিক থেকে পিছিয়ে থাকার কারণে বেকারত্ব দিন দিন বাড়ছে। বিশাল বেকারত্বের চাপ, বিশেষ করে তরুণদের ওপর বেশি পড়ছে। সরকারি চাকরির নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদার প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ এবং বিসিএস নির্ভর মানসিকতা তরুণদের বিকল্প কর্মসংস্থান থেকে দূরে রাখছে। অন্যদিকে আমাদের দেশীয় কোম্পানিগুলো যেসব পদের চাহিদা তৈরি করছে, তার তুলনায় দক্ষ জনবল খুব কম। আমাদের দেশীয় কোম্পানিগুলোয় প্রচুর পরিমাণে ডিজাইনার দরকার, প্যাটার্ন মাস্টার দরকার। ভাষা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি আমাদের সার্টিফিকেট নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থাকে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষায় রূপান্তর করতে হবে। দেশে কেবল ম্যানেজার নয়, প্রয়োজন কার্যকর চ্যানেল, যারা দক্ষতা দিয়ে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা করতে পারবে।'

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদস্য (নিবন্ধন ও সনদায়ন) অতিরিক্ত সচিব আলিফ রুদাবা বলেন, 'সরকার দেশের বেকার জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সনদপ্রাপ্ত বেকারদের জন্য ব্যাংক ঋণের সুযোগ সৃষ্টি। এ উদ্যোগ বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করতে সহায়ক হবে। এছাড়া বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে শিল্প-কারখানা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি কার্যকর সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। সরকারের এ বহুমুখী প্রচেষ্টা বেকার সমস্যা সমাধানে এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।'

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২২ মে ২০২৫

বকেয়া মজুরি-ঈদের উৎসব ভাতা পরিশোধের দাবি

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লার কুতুব আইল এলাকায় অবস্থিত বন্ধ ঘোষিত ইউনিটি কম্পোজিট মিলস লিমিটেডের (ডাইং) শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি, ঈদের উৎসব ভাতাসহ আইনানুগ সব পাওনা পরিশোধের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন করেন তাঁরা।

ইউনিটি কম্পোজিটের শ্রমিক জানে আলমের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ গার্মেন্টি ও সোয়েটার্স শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি হাফিজুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটির সভাপতি এম এ শাহীন, সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, আইন ও দর-কষাকষিবিষয়ক সম্পাদক নুর ইসলাম, ইউনিটি কম্পোজিটের শ্রমিক মো. শাহীন প্রমুখ।

নেতারা বলেন, ঈদের আগে সব শ্রমিকের ঈদের উৎসব ভাতা ও বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে হবে। না হলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।

জানতে চাইলে শিল্প পুলিশ-৪-এর পরিদর্শক (গোয়েন্দা) সেলিম বাদশা প্রথম আলোকে জানান, কারখানাটির ডাইং সেকশন লে-অফ ঘোষণা করা হয়েছে। কিছু শ্রমিকের বকেয়া পাওনা রয়েছে। বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা চলছে।

যুগান্তর | বুধবার ২১ মে ২০২৫ | ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

ড. সোহেল মিয়া

ঈদ-পূর্ব শ্রমিক অসন্তোষ এড়ানোর কার্যকর উপায়

বাংলাদেশের শ্রমনির্ভর শিল্প খাত, বিশেষ করে তৈরি পোশাক ও রপ্তানিমুখী শিল্পে কর্মরত লাখো শ্রমিকের জন্য ঈদ শুধুই একটি ধর্মীয় উৎসব নয়; এটি একটি দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রত্যাশা, ঘরে ফেরার স্বপ্ন। পবিত্র ঈদুল আজহা বা কুরবানির ঈদ সামনে রেখে বহু শ্রমিক এখন পরিবার-পরিজনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার, প্রিয়জনদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। এ সময়টিতে শ্রমিকদের স্বাভাবিক ও ন্যায্য প্রত্যাশা থাকে—সঠিক সময়ে বেতন ও ঈদ বোনাসপ্রাপ্তির, পরিবার নিয়ে কিছুদিন স্বস্তিতে কাটানোর এবং সম্মানের সঙ্গে নিজ গ্রামে গিয়ে ঈদ উদযাপনের মতো সামর্থ্য অর্জনের।

কিন্তু বারবারই দেখা যায়, এ প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয় অনেক প্রতিষ্ঠান। বহু প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়। ফলে শ্রমিকদের পথে নামতে হয়, আন্দোলন করতে হয় কিংবা অনিশ্চয়তায় ভুগতে হয়। এ মানবিক সংকট কেবল ব্যক্তি পর্যায়ের সমস্যা নয়, এটি শিল্পের স্থিতিশীলতা ও জাতীয় অর্থনীতির জন্যও বড় ধরনের হুমকি। তাই এখনই সময় পবিত্র ঈদুল আজহা সামনে রেখে শ্রমিক অসন্তোষ রোধে মানবিক, সময়োপযোগী ও সুসংহত উদ্যোগ গ্রহণের।

ঈদকে ঘিরে শ্রমিকদের প্রত্যাশা শুধু সময়মতো বেতন নয়, বরং তার সঙ্গে ঈদ বোনাস, ছুটির নির্ধারিত সময়সূচি এবং নিরাপদে বাড়ি ফেরার নিশ্চয়তা। এসবই একটি সম্মানজনক ও স্বস্তিকর ঈদ উদযাপনের পূর্বশর্ত। বিশেষ করে কুরবানির ঈদে ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা শ্রমিকদের মধ্যে প্রবল থাকে, যা শুধু ব্যক্তিগত আবেগ নয়, বরং বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। কিন্তু যদি দেখা যায়, বেতন-ভাতা সময়মতো পরিশোধ করা হয়নি, বোনাস নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে, ছুটির ঘোষণা অনির্দিষ্ট এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা অনিশ্চিত, তাহলে তা শ্রমিকদের মনে অসন্তোষ ও ক্ষোভের জন্ম দেয়। এ জমে থাকা ক্ষোভই অনেক সময় হঠাৎ করে বিক্ষোভ, আন্দোলন বা শিল্প এলাকায় সহিংসতার রূপ নেয়, যা শুধু কারখানার পরিবেশ নয়, পুরো শিল্প খাত এবং জাতীয় অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ঈদ-পূর্ববর্তী শ্রমিক অসন্তোষের মূল কারণ

ঈদ-পূর্ব শ্রমিক অসন্তোষের অন্যতম প্রধান কারণ হলো পরিকল্পনার অভাব। অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ঈদ বা উৎসবকে ঘিরে আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য আগেভাগে প্রস্তুতি নেয় না। ফলে শেষ মুহূর্তে তারা অর্থ সংকটে পড়ে এবং সেই অজুহাতে বেতন ও বোনাস দিতে বিলম্ব করে, যা শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে।

সুবিন্যস্ত নীতির ঘাটতি এবং তার যথাযথ বাস্তবায়নের অভাব এর একটি বড় কারণ। দেশের বিদ্যমান শ্রম আইন ও নীতিমালায় বেতন-বোনাস প্রদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারিত থাকলেও তা অনেক সময় কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থাকে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও শ্রম সংগঠনগুলো পর্যাপ্ত তদারকি ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হলে কিছু মালিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ম লঙ্ঘনে উৎসাহী হয়ে ওঠে। এ কারণে তারা শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে এবং তাদের মধ্যে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করে। ফলে ঈদের মতো সংবেদনশীল সময়ে পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

সঠিক সময়ে এবং স্বচ্ছ যোগাযোগ না হলে শ্রমিকদের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ তৈরি হয়। বিশেষ করে ঈদের সময় বেতন-বোনাস, ছুটি এবং অন্যান্য সুবিধা নিয়ে পরিষ্কার তথ্য না দিলে শ্রমিকরা হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, যা পরবর্তীকালে পরিস্থিতিকে অসন্তোষ ও আন্দোলনের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

এছাড়া কোনো কোনো মালিকপক্ষের মানবিক সংবেদনশীলতার অভাবও শ্রমিক অসন্তোষের একটি বড় কারণ। শ্রমিকরাও মানুষ, তাদের পরিবার আছে, সন্তান আছে, স্বপ্ন আছে। ঈদের সময় তাদের আনন্দ ও প্রয়োজনকে মূল্য না দিলে, কেবল উৎপাদন বৃদ্ধির কথা চিন্তা করে অতিরিক্ত কাজ করালে এবং সে অনুযায়ী প্রণোদনা না দিলে তা তাদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

ঈদ বা অন্যান্য উৎসবের আগে উৎপাদন বৃদ্ধি বা বিশেষ কাজের চাপের কারণে অনেক সময় শ্রমিকদের অতিরিক্ত কাজ করতে হয়। এ অতিরিক্ত কাজের চাপের মধ্যে যদি বেতন ও বোনাস প্রদান না করা হয়, তাহলে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ তৈরি হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

ঈদ-পূর্ব শ্রমিক অসন্তোষের অন্যতম প্রধান কারণ হলো পরিকল্পনার অভাব। অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ঈদ বা উৎসবকে ঘিরে আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য আগেভাগে প্রস্তুতি নেয় না। ফলে শেষ মুহূর্তে তারা অর্থ সংকটে পড়ে এবং সেই অজুহাতে বেতন ও বোনাস দিতে বিলম্ব করে, যা শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। সুবিন্যস্ত নীতির ঘাটতি এবং তার যথাযথ বাস্তবায়নের অভাব এর একটি বড় কারণ। দেশের বিদ্যমান শ্রম আইন ও নীতিমালায় বেতন-বোনাস প্রদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারিত থাকলেও তা অনেক সময় কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থাকে।

নেতিবাচক প্রভাব

শ্রমিক অসন্তোষের ফলে শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং উৎপাদন ব্যাহত হয়। বিশেষ করে ঈদের আগের ৭ থেকে ১০ দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় অসন্তোষ দেখা দিলে অর্ডার বাতিল, ডেলিভারি বিলম্ব এবং বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতি হয়ে যায়। এতে ব্যবসার সুনাম ও গ্রাহকের আস্থা দুই-ই হুমকির মুখে পড়ে।

যদি শ্রম পরিবেশ স্থিতিশীল না থাকে, তাহলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ব্যবসার প্রতি আগ্রহ হারায়। শ্রমিক অসন্তোষের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হলে শিল্প খাতে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি হতে পারে, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য নেতিবাচক হতে পারে।

শ্রমিক অসন্তোষের ফলে বাড়ে সামাজিক অস্থিরতা। রাস্তা অবরোধ, সংঘর্ষ, কর্মবিরতি ও সহিংসতার ঘটনা ঘটলে শুধু শিল্পাঞ্চল নয়, আশপাশের এলাকাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে এবং সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়, যা সামগ্রিক স্থিতিশীলতা ও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

যখন শ্রমিকরা ঈদের আগে আন্দোলনে অংশ নেয় এবং তা আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তখন বিদেশি ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশকে এক অস্থির ও অনির্ভরযোগ্য উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে দেখে, যার ফলে দেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়।

সমাধানে করণীয়

বর্তমানে বাংলাদেশের শিল্প খাত, বিশেষ করে তৈরি পোশাকশিল্প বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা, অর্থনৈতিক চাপ এবং শ্রমবাজারের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এর সঙ্গে যখন ঈদের মতো উৎসব সামনে আসে, তখন শ্রমিকদের ন্যায্য প্রাপ্য বেতন-বোনাস সময়মতো পরিশোধ করা না হলে তা শ্রম অস্থিরতায় রূপ নেয়। ফলে এখন সময় এসেছে এ সমস্যাকে কেবল মোকাবিলা নয়, এর পূর্বাভাস, প্রতিরোধ ও প্রশমন—এ তিনটি স্তরে সমাধান কাঠামো গড়ে তোলার।

পূর্বাভাস : শ্রমিক অসন্তোষ প্রতিরোধে সমস্যার সূচনাবিন্দু আগেভাগে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এজন্য কারখানাভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ, বেতন-বোনাস পরিশোধের সময়সূচি পর্যবেক্ষণ এবং শ্রমিক সংগঠন থেকে নিয়মিত ফিডব্যাক গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। এসব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, শিল্প পুলিশ ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি ডিজিটাল রিপোর্টিং সিস্টেম চালু করা যেতে পারে।

বণিক বার্তা শুক্রবার, মে ২৩, ২০২৫

দেশে ২৭ লাখ ৩০ হাজার মানুষ বেকার

কর্মসংস্থান বাড়াতে প্রয়োজন আর্থসামাজিক স্থিতিশীলতা ও দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ

দীর্ঘদিন ধরে স্থবিরতার মধ্যে দেশের বিনিয়োগ পরিস্থিতি। ফলে নতুন কর্মসংস্থানও সৃজন হচ্ছে না। নতুন কর্মসংস্থান সৃজন না হওয়ায় দেশে বেকারত্বের সংখ্যা বেড়েই চলছে। গত ৫ আগস্ট নতুন বাংলাদেশের সূচনা হয়, যার মূলে ছিল এ দেশের সাধারণ শিক্ষার্থী। তবে শুরুটা ছিল কোটা সংস্কার আন্দোলন। অর্থাৎ সরকারি চাকরিতে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া। যাতে দেশে বেকারত্বের মাত্রা কমানো যায়। যদিও পরে এ আন্দোলনে সরকার পতন হয়। এ আন্দোলন অনেক মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়, কেড়ে নেয় অনেক শিক্ষার্থীর চোখ, পঙ্গুত্ববরণ করেন অনেকেই। এখনো অনেকেই চিকিৎসা নিচ্ছেন। তাদের আত্মত্যাগের কারণে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল নতুন বাংলাদেশের। বেকারত্ব দূর করার জন্য আগে বেকারত্বের সঠিক পরিসংখ্যান নিরূপণ করা জরুরি। এরপর বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি করে পর্যাপ্ত নতুন কর্মসংস্থান সৃজন করতে হবে। তা না হলে তরুণ প্রজন্ম বেকারত্বের মরণ ছোবল থেকে রক্ষা পাবে না।

দেশে প্রকৃত বেকার সংখ্যা কত—এর কোনো সঠিক হিসাব নেই। সরকার বেকারের যে হিসাব দেয়, তা প্রায় অবিশ্বাস্য। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবে, ডিসেম্বর শেষে ১৯তম আইসিএলএস অনুযায়ী ১৮ কোটি মানুষের দেশে মাত্র ২৭ লাখ ৩০ হাজার বেকার। গত বছরের একই সময়ে তা ছিল ২৪ লাখ। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে দেশে বেকার বেড়েছে ৩ লাখ ৩০ হাজার। যদিও বেসরকারি বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও বাস্তব চিত্র পুরোপুরি ভিন্ন। সরকারের দেয়া পরিসংখ্যান নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে অর্থনীতিবিদদের। তাদের মতে, সরকার যে হিসাব দেয়, প্রকৃত বেকারের সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি। তারা মনমতো কাজ পান না। তারা পড়াশোনা করেন না, কাজেও নেই, তারা ছদ্মবেকার। কোনো রকম জীবনধারণের জন্য কাজ করেন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সংজ্ঞা অনুযায়ী, সপ্তাহে ১ ঘণ্টা কাজ করে মজুরি পেলে তাকে বেকার হিসেবে ধরা হবে না। এক মাস ধরে কাজপ্রত্যাশী এবং সর্বশেষ এক সপ্তাহে কেউ যদি ১ ঘণ্টা মজুরির বিনিময়ে কাজ করার সুযোগ না পান, তাদের বেকার হিসেবে গণ্য করা হবে। এটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সংজ্ঞা। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতায় সপ্তাহে ১ ঘণ্টা কাজ করে জীবনধারণ অসম্ভব। উন্নত দেশের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। উন্নত দেশের মানুষ সপ্তাহে ১ ঘণ্টা কাজ করলে মজুরির পাশাপাশি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেও তাদের বেকার ভাতা পায়। ফলে জীবনধারণের খরচ জোগাতে তাদের খুব বেশি সমস্যা হয় না।

বাংলাদেশে বেকার আছে কি নেই বা কর্মসংস্থানের বাস্তব অবস্থা কী—সেটা এখন বিতর্কের বিষয় নয়। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসসহ (বিসিএস) যেকোনো সরকারি কিংবা বেসরকারি চাকরির বিপরীতে আবেদনপত্রের সংখ্যা দেখলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি পদের বিপরীতে অনেক প্রার্থী আবেদন করে থাকেন। বেকারত্ব বাড়ার কারণ হিসেবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বিনিয়োগ পরিবেশ না থাকা ও ব্যাংক ঋণের সুদহার বেশি হওয়ায় বেকারত্ব বেড়েছে। বিগত সরকারের সময়ে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অর্থনীতির আকার বড় দেখানো হয়েছে। ফলে অর্থনীতির আকার যে হারে বেড়েছে বলে ওই সময় প্রতীয়মান হয়েছে সেভাবে কর্মসংস্থান বাড়তে দেখা যায়নি। এক দশক আগে বিভিন্ন খাতে যে হারে নতুন চাকরির সুযোগ ছিল, এখন আর সেই ধারা নেই। বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ কমে গিয়ে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তৈরি হয়েছে প্রতিবন্ধকতা।

দেশে সরকারি-বেসরকারি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছে। ফলে স্নাতক-স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীর সংখ্যাও বাড়ছে। কিন্তু সে অনুপাতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হওয়ায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকারী জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকেই থাকতে হচ্ছে কর্মহীন। আবার দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়লেও শিল্প-কারখানার মালিকরা তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী দক্ষ কর্মী পান না। এর কারণ শিল্প-কারখানার চাহিদা অনুসারে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো পাঠ্যক্রম তৈরিতেও কোনো গুরুত্ব দেয় না। সরকারের সঠিক নীতি-পরিকল্পনার অভাবে বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। উচ্চ শিক্ষিত তরুণ-তরুণীর অনেকেই চাকরি না পেয়ে রাষ্ট্রের জন্য বড় বোঝা তৈরি হচ্ছে। বেকারত্ব নিরসনে দরকার বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি এবং কর্মসংস্থান তৈরির পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষার বিকাশ। কর্মসংস্থান বাড়াতে প্রয়োজন আর্থসামাজিক স্থিতিশীলতা ও দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ।

দীর্ঘদিন ধরেই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে নানা সংকট চলছে। দীর্ঘদিন ধরেই উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যাংক ঋণের সুদহার বাড়ানো হয়েছে। ব্যাংক ঋণের সুদহার বাড়ানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থের সরবরাহ কমানো। কিন্তু ব্যাংক ঋণের সুদহার বাড়ায় চাপে রয়েছে উদ্যোক্তারা। উচ্চ সুদের কারণে ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের ঋণ নেয়ার প্রবণতা কমেছে। ফলে নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা কর্মসংস্থান গড়ে উঠছে না। রাজনৈতিক অস্থিরতায় দেশে বিনিয়োগ পরিবেশ না থাকায় নতুন কর্মসংস্থানও সৃজন হচ্ছে না। কিন্তু তার বিপরীতে প্রতি বছর শেষে কর্মক্ষম বিপুলসংখ্যক মানুষ চাকরির বাজারে যুক্ত হচ্ছে, যাদের একটি বড় অংশই কাজ না পেয়ে বেকার থাকছে।

অর্থনীতির প্রতিটি শাখা একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। একটিকে বাদ দিয়ে বা পেছনে ফেলে অন্যগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিরিখে দেখতে হবে বেকারত্বের বিষয়টি। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, নতুন নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপনে উদ্যোগ নিতে হবে। বেকারত্ব কমাতে হলে নতুন নতুন বিনিয়োগের সুযোগ বাড়াতে হবে এবং শিল্প-কারখানা স্থাপন করতে হবে, যেখানে বেকার তরুণরা কাজ পাবেন।

বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে। দেশে বর্তমানে বড় একটি অংশ তরুণ, যাদের মধ্যে শিক্ষিত-অশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ফলে দারিদ্র্যসীমার নিচে মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে। এ অবস্থায় দেশে বেকারত্ব কমিয়ে আনতে প্রয়োজন দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকার বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। কীভাবে কর্মসংস্থান বাড়ানো যায় সে বিষয়ে সরকারকে সঠিক পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। পাশাপাশি বেকার জনগোষ্ঠীকে দক্ষ ও যোগ্য করে তুলতে প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। বিগত সময়ে দেখা গেছে, কর্মসংস্থান বাড়ানোর নামে কিছু অপরিকল্পিত বরাদ্দও দেয়া হয়েছে। আসন্ন বাজেটে সে ধরনের পরিকল্পনা থেকে সরকারকে বেরিয়ে এসে নতুন চাকরির বাজার তৈরি করতে হবে।

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস হলো বেসরকারি খাত। শিল্পের উৎপাদন, বিপণন কিংবা সেবা খাতের সিংহভাগই বেসরকারি খাতনির্ভর। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কথা বলে খাতটিকে ঋণবঞ্চিত করা হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামীতে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে। খেলাপি ঋণ বেড়ে ব্যবসায়ীরা আরো নাজুক পরিস্থিতিতে পড়বেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্যোক্তারা ব্যবসা সম্প্রসারণ নয়, বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। এ পরিস্থিতিতে ব্যবসা সম্প্রসারণ বা নতুন কোনো প্রকল্প নেয়ার কথা কেউ ভাবছে না। তাই বেসরকারি খাতকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি কর্মসংস্থান তৈরির জন্য সরকারকে কাজ করতে হবে।

কালের কণ্ঠ
২৩ মে ২০২৫ । ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
২৪ জিলকদ ১৪৪৬

চট্টগ্রামের চামড়াশিল্পে ধসের নেপথ্যে ঢাকার ট্যানারি চক্র!

মুস্তফা নঈম, চট্টগ্রাম ▷

চট্টগ্রামের একসময়ের সম্ভাবনাময় চামড়াশিল্প ঢাকার ট্যানারি মালিকদের সিন্ডিকেটের কারণে জিম্মি হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে স্থানীয় চামড়া আড়তদারদের ব্যবসা কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে বলে জানান তাঁরা।

দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য ও রপ্তানি আয়ে পোশাকশিল্পের পরই রয়েছে চামড়াশিল্প। চট্টগ্রামে একসময় ২২টি ট্যানারি থাকলেও কমতে কমতে তা একটিতে নেমে এসেছে। এর কারণ হিসেবে চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীরা দুষছেন ঢাকার ট্যানারি সিন্ডিকেট ও সরকারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের। তাঁরা বলছেন, সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা আর সিন্ডিকেটের আধিপত্যে দীর্ঘদিন ধরে ধুঁকছে দেশের গুরুত্বপূর্ণ এই শিল্প।

চট্টগ্রামের কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, প্রতিবছর কোরবানির ঈদ এলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় রকমভেদে চামড়ার দাম নির্ধারণ করে দায় সারে। পরে এসবের আর খবর রাখে না তারা। একই অবস্থা ট্যানারির দায়িত্বে থাকা শিল্প মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রেও। এই মন্ত্রণালয় তৃণমূল পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের ঋণ সুবিধা না দিয়ে ঋণ দেয় ট্যানারি মালিকদের।

- সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত দর পান না এখানকার ব্যবসায়ীরা
- ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, ১০ বছরে পাওনা ৩০ কোটি টাকা আটকে রেখেছে ঢাকার সিন্ডিকেট

চট্টগ্রামের ২২ ট্যানারির মধ্যে টিকে আছে একটি : খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিভিন্ন সময় চামড়া প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানি বাণিজ্যে অবদান রাখতে চট্টগ্রামে মোট ২২টি ট্যানারি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান চালু হয়। এসব ট্যানারির ২১টি

কোরবানির পশুর চামড়া কিনতে ২৩২ কোটি টাকা ঋণ দেবে ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

আসন্ন ঈদুল আজহায় কোরবানির পশুর চামড়া কেনা এবং কাঁচা চামড়া সংরক্ষণে ২৩২ কোটি টাকা ঋণ দেবে ব্যাংকগুলো, যা আগের বছরের চেয়ে প্রায় ৩৮ কোটি টাকা কম। কারণ ২০২৪ সালে চামড়া কেনার জন্য ২৭০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছিল ব্যাংকগুলো। চামড়া খাতে খেলাপি প্রবণতা বেশি হওয়ায় প্রতিবছরই কমছে ঋণের পরিমাণ।

এ বিষয়ে ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে আগ্রহের ঘাটতি লক্ষ করা যাচ্ছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান।

প্রতিবছর রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের সোনালী, জনতা, রূপালী ও অগ্রণী ব্যাংক সবচেয়ে বেশি ঋণ দিয়ে থাকে। এ বছরও এসব ব্যাংক বেশি ঋণ দেবে

চট্টগ্রামের চামড়াশিল্পে ধসের নেপথ্যে ঢাকার

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

নানা জটিলতায় বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে টিকে আছে রীফ লেদার নামের একটি প্রতিষ্ঠান। যারা বছরে চামড়া কেনে মাত্র এক লাখ পিস। অথচ চট্টগ্রামে প্রতিবছর শুধু গরুর চামড়া মেলে চার লাখের বেশি। নগরীর আতুড়ার ডিপো চামড়া আড়তদার সমিতির অধীনে একসময় প্রায় আড়াই শ চামড়া আড়তদার থাকলেও এখন আছেন মাত্র ১৫ থেকে ২০ জন।

চট্টগ্রাম কাঁচা চামড়া আড়তদার সমবায় সমিতির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ মুসলিম উদ্দিনসহ অন্য ব্যবসায়ীরা জানান, চট্টগ্রামে একসময় মদিনা ট্যানারি ও রীফ লেদার নগদ টাকায় চামড়া কিনত। সরকারের কিছু বিধি-নিষেধের কারণে মদিনা ট্যানারি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এখন টিকে আছে রীফ লেদার নামের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ সময় ধরে দেশের চামড়া ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এসব ব্যবসায়ীর প্রত্যাশা, সরকার যদি বন্ধ হয়ে যাওয়া ট্যানারিগুলো নতুন করে চালু করার উদ্যোগ নেয়, তাহলে চট্টগ্রামের সম্ভাবনাময় চামড়া ও চামড়াজাত ব্যবসার সুদিন ফিরে আসবে।

বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএ) সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত উল্লাহ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বৈশ্বিক মানদণ্ড প্রতিপালন (কমপ্লায়েন্স) করতে না পারায় দেশের ট্যানারি ও চামড়া শিল্প বিপর্যয়ের মুখে। ফলে একে একে ট্যানারিগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

ট্যানারি সিন্ডিকেটের কাছে জিম্মি হওয়ার কথা বলছেন ব্যবসায়ীরা : চট্টগ্রামের ট্যানারিগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে এই এলাকার চামড়া ব্যবসায়ীরা বাধ্য হয়ে ঢাকার ট্যানারিমুখী হয়ে পড়েছেন। অভিযোগ রয়েছে, চট্টগ্রামে উৎপাদন অনুযায়ী চামড়ার চাহিদা কম থাকার সুযোগ কাজে লাগিয়ে এখানকার কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ীদের জিম্মি করে রেখেছেন ঢাকার ব্যবসায়ীরা।

নগরীর আতুড়ার ডিপু এলাকার একজন প্রসিদ্ধ কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী নিজের নাম ও প্রতিষ্ঠানের পরিচয় গোপন রাখার শর্তে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'চট্টগ্রামে মাত্র একটি ট্যানারি থাকায় আমাদের বেশির ভাগ চামড়া ঢাকার ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করতে হয়। এতে তাঁরা প্রতিবছর আমাদের কোটি কোটি টাকা আটকে রাখে।'

ওই ব্যবসায়ী অভিযোগ করেন, গত এক দশকের ব্যবসায় চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীরা ঢাকার ট্যানারি মালিকদের কাছে ৩০ কোটি টাকা পাবেন। তাঁরা এই টাকা পরিশোধে সব সময় গড়িমসি করেন।

ট্যানারির জন্য সরকারি সব সুবিধা : তৃণমূল পর্যায় থেকে কাঁচা চামড়া সংগ্রহের পর পরিষ্কার করে তা লবণ দিয়ে প্রক্রিয়াকরণসহ সব কিছু নগদ অর্থে করে থাকেন কাঁচা চামড়ার আড়তদাররা। অথচ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন দেশের ট্যানারি মালিকরা।

আড়তদারদের ভাষ্য, কোটি কোটি টাকা লগ্নি করে মাঠ পর্যায় থেকে চামড়া আহরণ শেষে তা গুদামজাত করার পর লবণজাত করে আরো টাকা বিনিয়োগ করেন তাঁরা। অথচ ঢাকার ব্যবসায়ীরা বাকিতে চামড়া নিয়ে অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে গড়িমসি করেন নিয়মিত। আবার ট্যানারি মালিকরা চামড়াশিল্প লাইসেন্স ব্যবহার করে ব্যাংক থেকে সহজশর্তে ঋণ পেয়ে থাকেন।

চট্টগ্রাম কাঁচা চামড়া আড়তদার সমবায় সমিতির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা কোটি কোটি টাকা লগ্নি করে ব্যাংকের ঋণসুবিধা থেকে বঞ্চিত। অথচ ট্যানারি মালিকরা ঠিকই সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা পান।'

দর নির্ধারণ করে দায় শেষ সরকারের : খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গত বছর ঢাকার বাইরে প্রতি বর্গফুট লবণযুক্ত গরুর চামড়ার দাম নির্ধারণ করে দিয়েছিল ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, যা ২০২৩ সালে ছিল ৪৫ থেকে ৪৮ টাকা। এ ছাড়া খাসির লবণযুক্ত চামড়া ২ থেকে ২৫ টাকা এবং বকরির চামড়া ১৮ থেকে ২০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এ বছর এখনোও চামড়ার দাম নির্ধারণ করা হয়নি।

চট্টগ্রাম কাঁচা চামড়া আড়তদার সমবায় সমিতির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন এ বিষয়ে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'প্রতিবছর আমরা প্রতি বর্গফুট গরুর চামড়া ৩০ থেকে ৩৫ টাকায় কিনি। লবণ দেওয়ার পর ট্যানারি মালিকরা যখন আমাদের কাছ থেকে চামড়া নিতে আসেন, তখন তাঁরা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে অনেক চামড়া বাদ দিয়ে দেন।'

চট্টগ্রামের কাঁচা চামড়ার শীর্ষস্থানীয় এই ব্যবসায়ী অভিযোগ করেন, 'গুদাম ভাড়া, শ্রমিকের বেতন ও লবণ দিয়ে চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা সব কিছুই আমাদের নগদ টাকায় করতে হয়। কিন্তু ট্যানারি মালিকরা বাকিতে চামড়া নিয়ে যান।'

আড়তদাররা পাওনা টাকা না পাওয়ার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিটিএ সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত উল্লাহ কালের কণ্ঠকে বলেন, এটি একটি প্রচলিত নিয়ম, সারা বছরই আড়তদারদের সঙ্গে সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যবসা করা হয়। শুধু অভিযোগ আসে কোরবানির সময়। ব্যবসায় লেনদেন থাকবেই। সব টাকা পুরোপুরি পরিশোধ করে কেউ ব্যবসা করে না। কারণ সবারই টানাপড়েন থাকে। তবে সার্বিক পরিস্থিতিতে দেশ-বিদেশ মিলিয়ে চামড়াশিল্পের অবস্থা ভালো নয়। অনেক বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ট্যানারিও এখন বন্ধ হওয়ার পথে।

সরকারি লক্ষ্যমাত্রা কাগজে-কলমে : সরকারের প্রাণিসম্পদ বিভাগ প্রতিবছর জেলা পর্যায়ে কোরবানির পশুর চামড়া সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে দেয়। ২০২৪ সালে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮ থেকে ৯ লাখ। অথচ ওই বছর চট্টগ্রামের আড়তদাররা সাকুল্যে চামড়া সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন মাত্র তিন লাখ ৬১ হাজার পিস।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

কোরবানির পশুর চামড়া কিনতে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। ২০২২ সালে চামড়া খাতে ব্যাংকগুলোর ঋণ দেওয়ার লক্ষ্য ছিল ৪৪৩ কোটি টাকা। ২০২৩ সালে ছিল ২৫৯ কোটি টাকা।

বিগত বছরগুলোর মতো এবারও বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএ) গত বছরের চেয়ে বেশি ঋণ সহায়তা চেয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংককে চিঠি দিয়েছে। বিটিএ সভাপতি মো. শাহীন আহমেদ বলেন, ২৩২ কোটি টাকার ঋণে কিছুই হবে না, যেখানে বাজার হলো দেড় থেকে দুই হাজার কোটি টাকার। আর যে পরিমাণ ঋণ দিচ্ছে, সেটাও কাগজে-কলমে। কারণ ঋণ যারা পরিশোধ করছে, তাদের ঋণ পুনঃ তফসিল করে দিচ্ছে।

শাহীন আহমেদ বলেন, 'আগে যেটা ৪৫০ কোটি টাকার ওপরে ছিল, এখন অনেক ফ্যাক্টরি খেলাপি হয়ে যাওয়ার কারণে ধীরে ধীরে পরিমাণ কমে গেছে। আমরা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে মিটিং করে বলেছি আগের ঋণটা বন্ধ করে নতুন করে ৪৫০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার জন্য।'

একজন ব্যাংকার জানান, চামড়া খাতের জন্য প্রতিবছর ট্যানারিগুলো ঋণ নিয়ে থাকে, কিন্তু তা যথাসময়ে পরিশোধ করে না। যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ না করার কারণে এ খাতে খেলাপি ঋণ বেড়েছে। ব্যাংকগুলো এখন ভালো গ্রাহক পেলে এ খাতে ঋণ দেয়। ভালো গ্রাহক না পেলে ঋণ দেয় না। দেখা যায়, বেশির ভাগ গ্রাহক আগের ঋণ পরিশোধ করেন না, তাঁরাই নতুন ঋণ নিতে আসেন। এসব গ্রাহককে ঋণ দিতে ব্যাংক অনীহা দেখায়। তাই এ খাতে ঋণের পরিমাণ কমেছে।

২০২২ সালের জুলাই মাসে চামড়া খাতে ঋণ দিতে বড় ছাড় দিয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। এ খাতের খেলাপি ব্যবসায়ীদের ২ শতাংশ টাকা জমা দিয়েই ঋণ নিয়মিত করার পাশাপাশি নতুন ঋণ নেওয়ারও সুযোগ দেওয়া হয়। তবে নতুন ঋণের টাকা দিয়ে আগের ঋণ শোধ না করার শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়, যাতে চামড়া কিনতে নগদ অর্থের সংকট দেখা না যায়।

এদিকে আসন্ন ঈদুল আজহায় কোরবানির পশুর চামড়া সংরক্ষণে এতিমখানা, লিল্লাহ বোর্ডিংসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিনা মূল্যে ৩০ হাজার টন লবণ দেবে সরকার। গত বুধবার সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত কোরবানি সম্পর্কিত বিষয়াদির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ কমিটির প্রথম সভা শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন।

সমকাল | শুক্রবার | ২৩ মে ২০২৫

দৈনিক শ্রমিকদের মজুরি বাড়ছে ২২৫ টাকা পর্যন্ত

■ সমকাল প্রতিবেদক

অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র

আগামী ১ জুলাই থেকে কার্যকর

সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে দৈনিকভিত্তিক শ্রমিকদের মজুরি ১৫০ থেকে ২২৫ টাকা পর্যন্ত বাড়িয়েছে সরকার। তবে এ জন্য কিছু শর্ত মানতে হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার এ-সংক্রান্ত পরিপত্র জারি করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ। এটা আগামী ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে।

পরিপত্রে বলা হয়, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে জরুরি কাজ করার জন্য দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিকদের জন্য এটি প্রযোজ্য হবে। 'দৈনিকভিত্তিক সাময়িক শ্রমিক নিয়োজিতকরণ নীতিমালা, ২০২৫' অনুযায়ী সরকার সাময়িক শ্রমিকের মজুরি পুনর্নির্ধারণ করেছে।

পরিপত্র অনুযায়ী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন এলাকায় নিয়মিত দক্ষ এবং অনিয়মিত অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি ধরা হয়েছে ৮০০ টাকা। এতদিন এ এলাকায় নিয়মিত দক্ষ শ্রমিকের মজুরি ছিল ৬০০ টাকা আর অনিয়মিত অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি ছিল ৫৭৫ টাকা। এ এলাকায় শ্রমিকের মজুরি বাড়ছে ২০০ থেকে ২২৫ টাকা পর্যন্ত।

এ ছাড়া বিভাগীয় শহর এবং অন্যান্য সিটি করপোরেশন এলাকায় নিয়মিত দক্ষ এবং অনিয়মিত অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে ৭৫০ টাকা। এতদিন যা ছিল যথাক্রমে ৬০০ এবং ৫৫০ টাকা। সে হিসাবে মজুরি বাড়ছে ১৫০ থেকে ২০০ টাকা। একই সঙ্গে জেলা ও উপজেলা এলাকায় নিয়মিত দক্ষ এবং অনিয়মিত অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি ধরা হয়েছে ৭০০ টাকা। এতদিন নিয়মিত দক্ষ শ্রমিকের মজুরি ছিল ৫৫০ টাকা আর অনিয়মিত অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি ছিল ৫০০ টাকা। এ ক্ষেত্রেও মজুরি বাড়ছে ১৫০ থেকে ২০০ টাকা।

পরিপত্রে বেশ কিছু শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়। নীতিমালা অনুযায়ী শ্রমিক নিয়োগ, মজুরি দেওয়া এবং উপযুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকের সংখ্যা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত হতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার অনুকূলে বাজেট বরাদ্দ থেকে এ ব্যয় করতে হবে। উল্লিখিত দৈনিক মজুরির হারে মাসিকভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে না। এ বিষয়ে কোনো অনিয়ম হলে বিল পরিশোধকারী কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে। এ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যাবতীয় আর্থিক বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

উল্লেখ্য, মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের জরুরি অত্যাবশ্যক কাজ সম্পাদনে গত এপ্রিলে এই নীতিমালা জারি করে সরকার। নীতিমালা অনুযায়ী, শুধু দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে সাময়িকভাবে এ ধরনের শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া যাবে। এ জন্য কোনো পদ সৃজন করা যাবে না। এ ধরনের শ্রমিকদের মাসে ২২ দিনের বেশি নিয়োজিত রাখা যাবে না।

'সাময়িক কাজ'-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, সরকারের মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, রাষ্ট্রায়ত্ত বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অত্যাবশ্যক কাজ বোঝাবে। এটা সময়ে সময়ে প্রয়োজন হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান জনবল দিয়ে এ কাজ করা সম্ভব হয় না। কোনো প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত শূন্য, নিয়মিত বা জাতীয় বেতন স্কেলের গ্রেডভুক্ত পদের বিপরীতে কাজ করার জন্য কিংবা 'আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা'র আওতায় দৈনিক ভিত্তিতে সাময়িক শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে না।

নীতিমালা অনুযায়ী, জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক ১৮ থেকে ৫৮ বছর বয়সের মানসিক ও শারীরিকভাবে সক্ষম যে কেউ সাময়িক শ্রমিক হিসেবে যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ২৪ মে ২০২৫

শ্রমিকের দিনমজুরি ৮০০ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে জরুরি কাজে দৈনিকভিত্তিতে নিয়োজিত শ্রমিকদের মজুরি ৮০০ টাকা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন কাঠামোতে নিয়মিত দক্ষ ও অনিয়মিত অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি ১৫০ থেকে ২২৫ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে এ ধরনের শ্রমিক নিয়োগের জন্য কোনো ধরনের পদ সৃষ্টি করা যাবে না এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের মাসে ২২ দিনের বেশি নিয়োগ করা যাবে না। আগামী ১ জুলাই থেকে নতুন নিয়ম কার্যকর হবে। গত ২২ মে বৃহস্পতিবার এ সংক্রান্ত পরিপত্র জারি করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, 'দৈনিকভিত্তিতে সাময়িক শ্রমিক নিয়োজিতকরণ নীতিমালা, ২০২৫' অনুযায়ী শ্রমিক নিয়োগ, মজুরি প্রদান, উপযুক্ত

শ্রমিকের দিনমজুরি ৮০০

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কর্মপরিবেশ নিশ্চিতসহ অন্য নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। এ ছাড়া শ্রমিকের সংখ্যা যথাযথ কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত হতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থার অনুকূলে বাজেটে দেওয়া বরাদ্দ থেকে এ ব্যয় বহন করতে হবে। দৈনিক মজুরির হারে মাসিকভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে না। এ বিষয়ে কোনো অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে বিল পরিশোধকারী কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে। এ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যাবতীয় আর্থিক বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

জানা গেছে, মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের জরুরি কাজের জন্য গত এপ্রিলে 'দৈনিকভিত্তিতে সাময়িক শ্রমিক নিয়োজিতকরণ নীতিমালা ২০২৫' জারি করে সরকার। নীতিমালা অনুযায়ী, জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক ১৮ থেকে ৫৮ বছর বয়সের মানসিক ও শারীরিকভাবে সক্ষম যে কেউ এ নীতিমালায় সাময়িক শ্রমিক হিসেবে যোগ্য হবেন। শুধু দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে সাময়িকভাবে এ ধরনের শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া যাবে।

পরিপত্র অনুযায়ী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন এলাকায় নিয়মিত দক্ষ ও অনিয়মিত অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি দৈনিক মজুরি হবে ৮০০ টাকা। এত দিন নিয়মিত দক্ষ শ্রমিকের মজুরি ছিল ৬০০ টাকা এবং অনিয়মিত অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি ছিল ৫৭৫ টাকা। এ ছাড়া বিভাগীয় শহর ও সিটি করপোরেশন এলাকায় নিয়মিত দক্ষ ও অনিয়মিত অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরি ১৫০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করে ৭৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এত দিন ছিল যথাক্রমে ৬০০ ও ৫৫০ টাকা।

জেলা ও উপজেলায় সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের মজুরি ধরা হয়েছে ৭০০ টাকা। এত দিন ছিল ৫০০ ও ৫৫০ টাকা। এসব এলাকায় নতুন নিয়মে মজুরি বেড়েছে ১৫০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ২৩ মে ২০২৫

রাজারহাটে চড়া মজুরিতেও মিলছে না ধানকাটা শ্রমিক

■ রাজারহাট (কুড়িগ্রাম) সংবাদদাতা

রাজারহাটে বোরো ধান ঘরে তোলার আগেই বর্ষা চলে আসায় বিপাকে পড়েছেন কৃষক। একই সময়ে অধিকাংশ খেতের ধান পেকে যাওয়ায় এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছে তাদের মধ্যে। খেতে ধান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় কৃষকদের তড়িঘড়ির সুযোগে শ্রমিকরাও বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের শ্রমের মূল্য। ফলে এক মণ ধানের মূল্যেও এক জন শ্রমিক মিলছে না। এক বিঘা জমির ধান কাটতে দিতে হচ্ছে ৫ হাজার ৩০০ থেকে ৬ হাজার ৫০০ টাকা পর্যন্ত। এর সঙ্গে রয়েছে মাড়াই, ঝাড়াই ও শুকানোর খরচ। উপজেলা কৃষি অফিস সূত্র জানা গেছে, চলতি মৌসুমে উপজেলায় ১২ হাজার ২৪৫ হেক্টর জমিতে বোরো চাষের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। চাষাবাদ হয়েছে ১২ হাজার ২৫০ হেক্টর জমিতে। বাড়তি মজুরির বিষয়ে চাকিরপশার তালুক গ্রামের শ্রমিক পরিমল চন্দ্র বলেন, শুধু মজুরি বৃদ্ধিটাই দেখলেন? সারা দিনের আয়ে বাজারে গিয়ে যে মাছ-মাংস কেনারও টাকা থাকে না।

যুগান্তর
বুধবার ২১ মে ২০২৫
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা আজ

মালয়েশিয়ায় শ্রমিক নিয়োগের ঘোষণা আসতে পারে

যুগান্তর প্রতিবেদন

প্রাথমিক পর্যায়ে কতজন শ্রমিক নেওয়ার মধ্য দিয়ে বন্ধ থাকা মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার চালু হবে তা আজ জানা যাবে। বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে নিরাপদ অভিবাসন ও কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণসহ শ্রমবাজার সম্পর্কিত তৃতীয় জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের সভায়। গুরুত্বপূর্ণ এ বৈঠক শুরু হবে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে। ইতোমধ্যে মালয়েশিয়া সরকারের ১৪ সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল ঢাকায় এসেছেন। সভা শেষে বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া সরকারের মধ্যে শ্রমিক নেওয়া সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর হওয়ার কথা রয়েছে। এর মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় আগামী ছয় বছরে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক পাঠানোর ঘোষণা আসবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

এর আগে ১৪ মে মালয়েশিয়ার প্রশাসনিক কেন্দ্র পুত্রাজায়ায় দেশটির স্বরাষ্ট্র ও মানবসম্পদবিষয়ক মন্ত্রীর সঙ্গে যৌথ সভায় অংশ নেন বাংলাদেশের প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফি সিদ্দিকি, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. নেয়ামত উল্লাহ ভূঁইয়া এবং উপসচিব সারোয়ার আলম। ওই সভায় বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন ও পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডিতে অর্থ ও মানবপাচারের অভিযোগে যে মামলা রয়েছে সেগুলোর নিষ্পত্তি দাবি করা হয়েছে। মালয়েশিয়ান কর্তৃপক্ষ বলছে, বিভিন্ন এজেন্সির সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে মানব পাচার ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে 'হয়রানিমূলক' মামলা হয়েছে, যা মালয়েশিয়া সরকারের অভিবাসন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মালয়েশিয়ার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে। তাই মালয়েশিয়ায় দ্রুত মামলাগুলো নিষ্পত্তি চেয়েছে। শ্রমিকের নিরাপত্তা ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা, অভিবাসন ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে সহযোগী এজেন্সি প্রথা বাদ দেওয়ার বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বায়রার একাধিক নেতা জানান, যখনই সরকার মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খোলার উদ্যোগ নেয়; তখই বায়রার বিপথগামী একটি গ্রুপ প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। বাজার খুলতে বাধা দেয়। এই গ্রুপটি মূলত অবৈধভাবে শ্রমিক পাঠানোর চক্রে জড়িত। তারা চায় না বৈধভাবে শ্রমিক যাক। কারণ বৈধভাবে শ্রমিক গেলে তাদের অবৈধ শ্রমিক পাঠানোর কারবার হুমকির মুখে পড়ে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ২৩ মে ২০২৫

চা বাগানের ৩৫ শতাংশ নারী শ্রমিক যৌন নির্যাতনের শিকার

আইআরসি'র গবেষণা রিপোর্ট

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

চা বাগানে কাজ করা দেশের ৩৪ দশমিক ৮ শতাংশ নারী শ্রমিক তাদের কর্মস্থলে যৌন নির্যাতনের শিকার হন-এমন তথ্য প্রকাশ পেয়েছে 'নারী চা শ্রমিকদের অধিকার, সেবা প্রাপ্তিতে প্রবেশগম্যতা: বাস্তবতা ও আইনগত প্রেক্ষাপট' শীর্ষক গবেষণার ফলাফলে। গবেষণায় দেখা যায় একইসঙ্গে কর্মক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ নারী শ্রমিক মৌখিক এবং ১৪ দশমিক ৩ শতাংশ নারী শ্রমিক শারীরিক নির্যাতনের (গৃহ নির্যাতনসহ) শিকার হন। ।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর গুলশানে ওয়েস্টিন হোটেলে আয়োজিত একটি মতবিনিময় সভায় গবেষণার ফলাফল তুলে ধরা হয়। 'অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশে'র সহযোগিতায় 'ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স' সিলেট বিভাগের ৩টি জেলার ১১টি উপজেলায় 'স্ট্রেংদেনিং উইমেন ভয়েসেস ইন টি গার্ডেন' প্রকল্পের আওতায় এ গবেষণা পরিচালনা করে বেসরকারি ইনোভেটিভ রিসার্চ অ্যান্ড কনসালট্যান্সি (আইআরসি)। প্রকল্পটি ২০২৪ সালের অক্টোবর মাস থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ব্রেকিং দ্য সাইলেন্সের নির্বাহী কমিটি সদস্য ইকবাল জিল্লুল মজিদের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কেয়া খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল শেখ মো. সরওয়ার হোসেন, শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মাহমুদা সুলতানা, ব্রেকিং দ্য সাইলেন্সের নির্বাহী পরিচালক রোকসানা সুলতানা প্রমুখ।

গবেষণার ফলাফল বলা হয়, কর্মক্ষেত্রকে নিরাপদ মনে করেন না ২৪ দশমিক ৩ শতাংশ নারী। চা বাগানে কাজ করা নারী শ্রমিকদের মধ্যে ১৬ দশমিক ১ শতাংশ সহিংসতার কারণে, ১২ দশমিক ৩ শতাংশ মালিকের কাছ থেকে হুমকির কারণে, ৮ দশমিক ২ শতাংশ অনিশ্চিত ভবিষ্যত, ৪ দশমিক ১ শতাংশ চুরি এবং বাকীরা অন্যান্য কারণে তাদের নিজেদের কর্মক্ষেত্রকে অনিরাপদ মনে করেন।

গবেষণায় অংশ নেওয়া সিলেট অঞ্চলের বিভিন্ন চা বাগানে কাজ করা ৩ শতাধিক নারী শ্রমিকের মধ্যে ২৩ জন নারী তাদের ওপর হওয়া অপরাধসমূহের প্রকারভেদ সবিস্তারে জানিয়েছেন। এর মধ্যে ৯৫ দশমিক ৭ শতাংশ অশ্লীল বা অপমানজনক কথা ও অঙ্গভঙ্গির শিকার হন; ৩০ দশমিক ৪ শতাংশ যৌন স্পর্শ, ২৬ দশমিক ১ শতাংশ যৌন হয়রানি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং ১৭ দশমিক ৪ শতাংশ নারী শ্রমিক অন্যান্য নির্যাতনের শিকার হওয়ার তথ্য জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ২৪ মে ২০২৫

কমছে শ্রমশক্তি, বাড়ছে বেকার

কাজে আগ্রহ কমছে নারীদের, যুব শ্রমশক্তির ভয়াবহ পতন

শামীম আহমেদ

বিবিএসের জরিপ

দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। আবার জনসংখ্যা বাড়লেও বিস্ময়করভাবে কমছে শ্রমশক্তি। যুব শ্রমশক্তি কমছে আশঙ্কাজনক হারে। এ ক্ষেত্রে নারীদের কাজে আগ্রহ কমছে পুরুষের চেয়ে তিন গুণের বেশি। সক্ষমতা থাকলেও কাজে আগ্রহ না থাকায় সংজ্ঞার মারপ্যাঁচে বিপুল সংখ্যক মানুষকে শ্রমশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে না। তারা কাজও করছে না, আবার বেকার হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে না। তার পরও ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে ১ লাখ ৬০ হাজারের মতো। বেড়েছে বেকারত্বের হারও। বছরের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় শেষ প্রান্তিকে এসে বেকারত্বের হার বেড়েছে দশমিক ১৮ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০২৪ ও ২০২৩ সালের শ্রমশক্তি জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে ... প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৩ সালে দেশে মোট শ্রমশক্তি (১৫ ও তদূর্ধ্ব বয়সী কর্মে নিয়োজিত ও বেকার) ছিল ৭ কোটি ৩৪ লাখ ৫০ হাজার। এক বছরের ব্যবধানে দেশের জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে ১২ লাখ বৃদ্ধি পেলেও ২০২৪ সালে শ্রমশক্তি কমে দাঁড়ায় ৭ কোটি ১৭ লাখ ৩০ হাজার। অর্থাৎ কাজ করার মতো মানুষ কমে যায় ১৭ লাখের বেশি। অন্যদিকে, ২০২৩ সালে শ্রমশক্তির বাইরে ছিল ৪ কোটি ৭১ লাখ ৭০ হাজার মানুষ। ২০২৪ সালে এসে শ্রমশক্তির বাইরে চলে যায় ৫ কোটি ৫০ হাজার মানুষ। অর্থাৎ নতুন করে শ্রমশক্তির বাইরে চলে গেছে প্রায় ২৯ লাখ মানুষ। সংজ্ঞা অনুযায়ী, ছাত্র, অসুস্থ, বয়স্ক, অক্ষম ও কাজ করতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের শ্রমশক্তির বাইরের জনসংখ্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাদের বেকারও মনে করা হয় না। আর শ্রমশক্তির বাইরে যাওয়া মানুষদের বড় অংশই নারী। ২০২৩ সালে ১ কোটি ১৫ লাখ ৩০ হাজার পুরুষ ও ৩ কোটি ৫৬ লাখ ৪০ হাজার নারী শ্রমশক্তির বাইরে ছিল। ২০২৪

কমছে শ্রমশক্তি

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] সালে এসে শ্রমশক্তির বাইরে থাকা পুরুষের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ কোটি ২০ লাখ ৪০ হাজার ও নারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩ কোটি ৮০ লাখ ১০ হাজার। বছরের ব্যবধানে ৫ লাখ ১০ হাজার পুরুষ ও ২৩ লাখ ৭০ হাজার নারী শ্রমশক্তির বাইরে চলে গেছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিষয়টা এমন নয় যে, পুরুষদের চেয়ে নারীরা দ্রুত বুড়ো হয়ে যাওয়ায় শ্রমশক্তির বাইরে চলে যাচ্ছেন। মূলত, কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন নারীরা। আর বড় সংখ্যক নারী শ্রমশক্তির বাইরে চলে যাওয়ায় জরিপে শ্রমশক্তি কমে গেছে। এ ছাড়া ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে দেশের উন্নয়নের মূল হাতিয়ার যুব শ্রমশক্তি (১৫-২৯ বছর বয়সি) কমে গেছে প্রায় ৪১ লাখ ৪০ হাজার। এদিকে একই সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকলে শ্রমশক্তি কমলে বেকারের সংখ্যাও কমে। তবে এ ক্ষেত্রে হয়েছে উল্টো। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে শ্রমশক্তিও কমেছে, অন্যদিকে বেকারও বেড়েছে। ২০২৩ সালে মোট বেকারের সংখ্যা ছিল ২৪ লাখ ৬০ হাজার, যা ২০২৪ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ২৬ লাখ ২০ হাজারে। বেকারত্বের হার ৩ দশমিক ৩৫ শতাংশ থেকে বেড়ে হয় ৩ দশমিক ৬৫ শতাংশ। ২০২৩ সালের শ্রমশক্তির সঙ্গে এক বছরে বৃদ্ধি পাওয়া সাড়ে ১২ লাখ নতুন মুখ যোগ করলে ২০২৪ সালে শ্রমশক্তি দাঁড়ানোর কথা ৭ কোটি ৪৭ লাখের মতো। সেখানে কর্মে নিয়োজিত ৬ কোটি ৯১ লাখ ১০ হাজার। সে ক্ষেত্রে প্রকৃত বেকারের সংখ্যা দাঁড়াত প্রায় ৫৬ লাখ। এদিকে ২০২৪ সালের প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) দেশে বেকারত্বের হার ছিল ৩ দশমিক ৫১ শতাংশ, যা শেষ প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) এসে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ৬৯ শতাংশে।

২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে কৃষি, শিল্প ও সেবা সব খাতেই কমেছে কর্মসংস্থান। ২০২৩ সালে দেশে কর্মে নিয়োজিত মোট জনগোষ্ঠী ছিল ৭ কোটি ৯ লাখ ৮০ হাজার, যা ২০২৪ সালে কমে হয়েছে ৬ কোটি ৯১ লাখ ১০ হাজার। ২০২৩ সালে কৃষি খাতে কর্মসংস্থান ছিল ৩ কোটি ১৫ লাখ ৩০ হাজার মানুষের, যা গত বছরে কমে হয়েছে ৩ কোটি ৮ লাখ ৩০ হাজার। ২০২৩ সালে শিল্প খাতে কর্মসংস্থান ছিল ১ কোটি ২২ লাখ ২০ হাজার, যা ২০২৪ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ২০ লাখ ১০ হাজারে। সেবা খাতে ২০২৩ সালে কর্মসংস্থান ছিল ২ কোটি ৭২ লাখ, ২০২৪ সালে সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৬২ লাখ ৩০ হাজার।

প্রথম আলো
শনিবার । ১৪ জুন ২০২৫

কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজার নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে

রিজওয়ানুল ইসলাম

অর্থনীতি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর শ্রমশক্তি জরিপের ফল থেকে দেখা যায়, ২০২৪ সালে দেশে বেকারত্বের হার বেড়েছে। ২০২৩ সালে যা ছিল ৪.১৫ শতাংশ, ২০২৪ সালে তা হয়েছে ৪.৪৮ শতাংশ। ২০২৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে দেশে বেকারত্বের হার ছিল ৪.৬৩, যা ২০২৩ সালের একই সময়ে ছিল ৩.৯৫ শতাংশ। অন্যদিকে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে এই হার ওইসিডি দেশগুলোতে ছিল ৪.৯ শতাংশ, ইউরোপীয় ইউনিয়নে ৫.৯ শতাংশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪.১ শতাংশ এবং সেসব দেশের নীতিনির্ধারকরা সংখ্যা নিয়ে বেশ সন্তুষ্ট ছিলেন। দুই বছর ধরে সেসব দেশ উচ্চ মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে সুদের হার ক্রমান্বয়ে বাড়ানোর পরও যে বেকারত্বের হার এই পর্যায়ে রয়ে গিয়েছে, সে কারণে তারা সন্তুষ্ট। তাহলে আমি কেন বাংলাদেশের বর্তমান বেকারত্বের হার নিয়ে চিন্তিত?

প্রথমত, জরিপে বেকারত্বের যে সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়, তাতে শ্রমবাজারের প্রকৃত ছবি পাওয়া যায় না। এসব দেশে মানুষ জীবিকার জন্য 'কিছু একটা' করে আয়ের ব্যবস্থা করে নেন। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান তেমন বাড়েনি। তার ফলে বহুদিন ধরে কর্মসংস্থানের একটা বড় অংশ (প্রায় ৮৫ শতাংশ) অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত রয়েছে।

বাংলাদেশে প্রায় দুই দশক ধরে দেখা যায়, বেকারত্বের হার ৪-৫ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এই হার বেড়ে যাওয়া চিন্তার বৈকি। তদুপরি যুবকদের মধ্যে বেকারত্বের হার অনেক বেশি এবং সাম্প্রতিককালে বেড়েছে। এটি বিশেষ দুশ্চিন্তার। কারণ তাদের অর্থনৈতিকভাবে কাজে লাগাতে না পারার অর্থ বিনিয়োগের অপচয় এবং 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড'-এর সুযোগ হারানো। তা ছাড়া সামাজিক অসন্তোষ বাড়ার পেছনেও রয়েছে এ সমস্যা।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে আশা করা হয়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে কর্মসংস্থান বাড়বে এবং কৃষির মতো গতানুগতিক খাত থেকে শ্রমিক শিল্প খাতে গিয়ে আয় বাড়াতে পারবেন। বাংলাদেশে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা যাচ্ছে বিপরীতমুখী প্রবণতা। মোট কর্মসংস্থানে কৃষির অংশ বাড়ছে, শিল্পের অংশ কমছে। ২০২৪ সালে শিল্পের অংশ সামান্য বেড়েছে, কিন্তু মোট সংখ্যাটি না বেড়ে বরং কমেছে (২০২৩ সালের ১.২২ কোটি থেকে ২০২৪ সালে ১.২০ কোটিতে)।

ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে নিয়োজিতদের সংখ্যা ২০১৬ সালের ৮৮ লাখ থেকে ২০২৩ সালে ৮২ লাখে নেমেছে। যে শিল্প এক সময় ছিল কর্মসংস্থানের বড় উৎস, সেই তৈরি পোশাক খাতে এই সাত বছরে কর্মসংস্থান বেড়েছে মাত্র ১ লাখ ৮৩ হাজার। অথচ সে সময় (কভিড মহামারির বছর বাদে) শিল্পটির রপ্তানি এবং উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছিল। এসব সংখ্যা থেকে একটিই উপসংহারে আসা যায়: প্রবৃদ্ধি হয়েছে কর্মসংস্থানবিহীন। কভিড মহামারির আগেই আমরা এ ধরনের প্রবৃদ্ধির কথা বলে আসছিলাম। ২০২৩ ও '২৪ সালের শ্রমশক্তি জরিপ থেকে দেখা যায়, সেই প্রবণতা এখনও চলছে। মোট কর্মসংস্থানে বেশি বেড়েছে সেবা খাতের অংশ। তবে কি বলতে হবে, শিল্প ছেড়ে অর্থনীতির কাঠামো এখনই সেবা খাতের দিকে ঝুঁকছে? অর্থনীতিতে কি বিশিল্পায়ন শুরু হয়েছে?

শ্রমবাজার নিয়ে দুশ্চিন্তার আরও একটি কারণ, ২০২৪ সালে মোট শ্রমশক্তি আগের বছরের চেয়ে কমে গিয়েছে। এটি কি কোনো সংজ্ঞাজনিত কারণে হয়েছে, নাকি আসলেই কমে গিয়েছে? শিক্ষায় নিয়োজিত তরুণের সংখ্যা বাড়লে তা অবশ্য ইতিবাচক। কিন্তু কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা কম বলে হতাশায় অনেকের কাজের চেষ্টা থেকে বিরত থাকার কারণে যদি মোট শ্রমশক্তির সংখ্যা কমে গিয়ে থাকে তাহলে সেটি দুশ্চিন্তার কারণ। সংখ্যাটি বেশি কমেছে নারীর ক্ষেত্রে। তাই নেতিবাচক ব্যাখ্যাটির আশঙ্কা বেশি বলে মনে হয়।

> তৈরি পোশাকের পাশাপাশি এ ধরনের আরও কয়েকটি শ্রমঘন শিল্প গড়ে তুলতে পারলে শ্রমবাজারের চাকা সচল হবে। তার সঙ্গে দৃষ্টি দিতে হবে হতাশ মানুষকে শ্রমবাজারে ফিরিয়ে শ্রমশক্তি বাড়ানো এবং নারী ও যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর মতো চ্যালেঞ্জগুলোর দিকে।

বাংলাদেশে ৯০ দশক থেকে প্রবৃদ্ধির হার বাড়তে শুরু করলেও কর্মসংস্থানের দিকে কোনো সরকারই নজর দেয়নি। শুরুতে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে মূলত শ্রমঘন তৈরি পোশাক খাতের ওপর ভর করে। তবে কালক্রমে তুলনামূলক কম শ্রমঘন নিট পোশাকের হিস্যা বেড়েছে; তাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার কমতে শুরু করে। সঙ্গে এসেছে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন। প্রায় এক দশক ধরে পোশাক খাতের মোট কর্মসংস্থান তেমন বাড়েনি। এমনকি বিজিএমইএর ওয়েবসাইটে কর্মসংস্থানের উপাত্তও আর পাওয়া যায় না।

দেশের অর্থনীতি বিশেষ করে রপ্তানি একটি মাত্র শিল্পের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হওয়ায় গবেষক-বিশ্লেষকরা বহুবার শিল্পের বৈচিত্র্যকরণের কথা বললেও নীতিকৌশল পর্যায়ে কোনো দৃশ্যমান উদ্যোগ দেখা যায়নি। ফল যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। এখন রপ্তানি বাড়লেও শিল্প খাতের কর্মসংস্থান প্রায় স্থবির। তার ওপর দুই বছর ধরে অর্থনীতি ভুগছে উচ্চ মূল্যস্ফীতির ব্যাধিতে। সেই রোগ সারানোর জন্য বর্তমান সরকারের নীতিনির্ধারকরা প্রয়োগ করছেন সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির (পড়ুন সুদহার বাড়ানো) মতো গতানুগতিক এবং রক্ষণশীল ওষুধ। এই ব্যবস্থাপনায় রোগী সুস্থ হলেও দুর্বল হয়ে পড়ে। অর্থাৎ অর্থনীতিতে দেখা দেয় নিম্নগতি। প্রবৃদ্ধির খুব ক্ষতি না করে কীভাবে মূল্যস্ফীতির লাগাম টানা যায়, সে ব্যবস্থাপনা সহজ নয়। সেখানেই চ্যালেঞ্জ নীতিনির্ধারকদের। এ চ্যালেঞ্জ সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা না করতে পারলে কী হয়, তা বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থায় বেশ পরিষ্কার।

এখন জরুরি হলো, প্রথমত অর্থনীতির চাকা সচল করে গাড়িকে আবার প্রবৃদ্ধির পথে তোলা। দ্বিতীয়ত, প্রবৃদ্ধি হলেও তা যেন কর্মসংস্থানহীন না হয়, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া। তার জন্য প্রয়োজন হবে গাড়িটিকে তিন চাকার (অর্থাৎ কৃষি, রেমিট্যান্স আর পোশাক রপ্তানিভিত্তিক) ছোট গাড়ি থেকে অনেক চাকার বড় ট্রাকে রূপান্তর করা। তৈরি পোশাকের পাশাপাশি এ ধরনের আরও কয়েকটি শ্রমঘন শিল্প গড়ে তুলতে পারলে শ্রমবাজারের চাকা সচল হবে। তার সঙ্গে দৃষ্টি দিতে হবে হতাশ মানুষকে শ্রমবাজারে ফিরিয়ে শ্রমশক্তি বাড়ানো এবং নারী ও যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর মতো চ্যালেঞ্জগুলোর দিকে।

■ রিজওয়ানুল ইসলাম: অর্থনীতিবিদ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার এমপ্লয়মেন্ট সেক্টরের সাবেক বিশেষ উপদেষ্টা

THE FINANCIAL EXPRESS Saturday • May 24, 2025

Daily wage for labourers in govt jobs rises by Tk 225

The wage for temporary daily workers at government offices is set to rise by up to Tk 225 from the next fiscal year, reports bdnews24.com.

From Jul 1, a day labourer will receive a maximum wage of Tk 800 per day for doing government work, up from Tk 575-Tk 600 per day currently.

The Regulation Wing of the Ministry of Finance issued a circular in this regard on Thursday.

The circular says that the government revised the wage rate of temporary workers employed on a daily basis for urgent work in different ministries, divisions, agencies, offices, state-owned institutions and autonomous institutions as per the "Daily-Based Temporary Workers Employment Policy, 2025".

<< The wage of a worker in the Dhaka and Chattogram City Corporation areas will be Tk 800. Currently, the wage of a regular skilled worker employed by the city authorities stands at Tk 600, while the wage of an irregular unskilled worker was Tk 575.

New daily wage rate will not apply to workers hired on a monthly basis

<< The daily wage of a worker in divisional towns and other city corporation areas will be Tk 750, up from Tk 550 to Tk 600. The wage has been increased by Tk 150 to Tk 200 per day.

<< The government fixed the wage of a regular skilled and irregular unskilled worker in the districts and Upazila areas at Tk 700. Until now, the wage of a regular skilled worker was Tk 550, and Tk 500 for an irregular unskilled worker. Here too, the wage is increasing by Tk 150 to Tk 200.

The circular also mentioned some conditions. These include compliance with the "Daily Temporary Worker Employment Policy, 2025" in terms of employment of workers, payment of wages and ensuring a suitable working environment, along with other instructions. An appropriate authority must approve the number of workers and the expenditure (needed for daily-based workers) must be met from the budget allocation in favour of the concerned ministry, division, directorate, office, and other organisation.

Monthly workers cannot be hired at the daily wage rate mentioned above. In case of any irregularities, the authority paying the bill will be responsible, and all financial rules and regulations must be followed properly in this regard.

NEW AGE SUNDAY, MAY 25, 2025,

PAYMENT OF WAGE, ALLOWANCE BEFORE EID

198 RMG factories at risk

Saddam Hossain

THE payment of wages and festival allowances for the workers in 198 readymade garment factories remains uncertain ahead of Eid-ul-Azha, expected to be observed in the first week of June.

However, the sector's manufacturers said they were intensively monitoring the risky factories and would take adequate measures if necessary, according to the Industrial Police.

According to the Industrial Police data, there are 198 risky factories, 69 of which are members of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association and 22 of which are members of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association.

Moreover, 12 risky factories are from various EPZs under the Bangladesh Export Processing Zone Authority, and 71 factory units are not affiliated with any of the mentioned authorities or bodies.

Talking to New Age, Md Saiful Haque, superintendent of police (intelligence) of the Industrial Police, said they had completed a primary list of the risky factories ahead of Eid.

'However, the number of the factories may vary in the final list. So far, about 198 factories are at risk of not paying wages and bonuses in time to their workers at major eight industrial hubs and export processing zones,' he added.

He also said that their intelligent wing is working with their son so that they can pay the wages and constantly surveil the risky factories along with others.

According to a source from the BGMEA, as of Saturday, only two of the 2,092 active factories across the country under the BGMEA were closed.

The data also showed that as of Saturday, 38 BGMEA factories had yet to pay their April wages, and two still had not paid March wages.

Moreover, 266 factories have already paid their festival allowances for the upcoming Eid al-Azha.

Talking to New Age, Mohammad Hatem, president of the BKMEA, said that businesses were under pressure due to the banks› complete non-cooperation.

'Banks are not assisting us as we cannot open LC and they don't pay us money for the wages which accelerated the crises in some factory units,' he added.

Moreover, due to the disruption in export activities and the interruption in gas and electricity supply, the factories are having difficulties running their normal activities.

He also said that the BKMEA had 20-22 risky members and was working on closely monitoring these factories.

'We have scheduled a meeting on Sunday (May 25) with some risky RMG factories. We will hear their problems and will take necessary steps as per the discussion,' he added.

Amirul Haque Amin, president of the National Garment Workers Federation, told New Age that the concerned authorities must take action against risky factories.

'We are also monitoring the risky factories with our limited resources and technology. The number might be more than 200,' he added.

He also said that, as long as there is still time, they hope the number will be lowered.

'We urge the labour ministry, BGMEA, BKMEA, Industrial Police, Bangladesh Army and other concerned agencies to take immediate actions so that those factories can get out of the risky status,' he added.

He added that the concerned trade bodies and law enforcement agencies should strictly monitor the situation so that the workers are paid their wages and allowances before Eid.

He also warned that if the workers are not paid, they will report to the connected buyers about the factory units.

৭২

Eid brings no relief as leather export slump, tariff pressures hit tanners hard

THE BUSINESS STANDARD
SATURDAY 24.05.2025

LEATHER INDUSTRY UNDER STRAIN

KEY CHALLENGES

- Rising production costs vs falling exports, prices
- US-China tariff war shifts burden to tanneries
- 100-120 containers stuck; 25-30% rawhides unsold

EXPORT AND PRICE TRENDS

- Exports down 8.24% in first 10 months of FY25
- Prices dropped 10-15%; production costs soaring
- Worker wages up Tk13,500 → Tk18,500; bank rates 9% → 14-16%

SALT PRICE CONTROVERSY

- BSCIC: Salt prices lower than last year
- Industry claims price hike

Sources: BTA, BSCIC, EPB

EID PREPARATIONS

- CETP upgrades and overhauls ongoing
- Plan to store sacrificial hides outside Dhaka
- Ration factory work during Eid
- CETP condition improving

INDUSTRY - BANGLADESH

NOMAN MAHMUD

As Eid approaches, Bangladesh's leather industry finds itself in distress – hit hard by falling export prices, rising production costs, and growing pressure from the US-China trade war, which is prompting Chinese buyers to shift tariff burdens onto local exporters.

Industry insiders say Chinese importers are demanding 10-15% price cuts, citing increased costs due to global trade tensions. But with Eid requiring immediate liquidity for rawhide procurement, tanneries are struggling to cope.

Currently, 100 to 120 containers of processed leather are stuck in local factories, awaiting shipment clearance amid delays in buyer confirmation.

"About 25% to 30% of last year's hides remain unsold," said Md Sakhawat Ullah, senior vice president of the Bangladesh Tanners Association (BTA) and owner of Salma Tannery. "We need urgent cash to buy hides this Eid, but Chinese buyers are asking for discounts we can't afford. Margins are already razor-thin."

He noted the industry's overreliance on China due to the absence of Leather Working Group (LWG) certification, which limits access to global markets.

"This dependency has given Chinese buyers the upper hand. With renewed tariff pressure, leather prices have dropped 10-15% year-on-year, while our production costs continue to climb."

Among the rising costs squeezing the leather industry, minimum wages for workers have increased from Tk13,500 to Tk18,500, while the price of salt – crucial for preserving hides – has surged by Tk300 per 74-kg sack, reaching Tk1,000.

According to insiders, the industry requires around 1 lakh tonnes of salt during Eid. At the same time, bank interest rates have climbed steeply, jumping from 9% to as high as 16%.

Sarwar Hossain, head of the Salt Cell at Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC), disputed the claim of a sharp price hike. "Compared to last year, salt prices are actually lower," he said. "Field-level salt in Cox's Bazar is Tk270 per maund this year, down from Tk300 last year. At the mill level, it's Tk13 per kg – down from Tk18."

Exports in decline

According to the Export Promotion Bureau (EPB), leather exports dropped by 8.24% year-on-year in the first ten months (July-April) of FY25, from $117.27 million to $107.61 million.

Data from a tannery at the BSCIC Tannery Industrial Estate paints a starker picture. The factory exported 76.59 lakh square feet of leather in the same period last fiscal year, earning Tk63.6 crore. This year, exports fell to 54.13 lakh square feet, with earnings down to Tk39.37 crore. The average price per square foot dropped from Tk83.08 to Tk72.74 – a 12.44% decline.

"Leather prices in the Chinese market have dropped by at least 15% this year compared to last year. Before relocating from Hazaribagh to Hemayetpur in Savar, we used to sell leather at $1.40 per square foot," said Imam Hossain, executive member of BTA and managing director of ABS Tannery.

"Now, we're having to sell it in the Chinese market for just $0.45. Even last year, we sold this leather at $0.75."

He added, "Around 8 lakh square feet of leather are ready to ship, but buyers aren't confirming orders. About 30% of last year's hides are still unsold. Add to that the Tk300 increase per salt sack, 20% of hides affected by lumpy skin disease, and a cash crunch – it's a nightmare."

Imam Hossain called for immediate government action. "The only solution is LWG certification. The government must invest in solving CETP and waste management issues, or the sector will face even darker days."

Ashiqur Rahman, vice chairman of BTA and owner of Tazin Leather Corporation, warned that any increase in rawhide prices this Eid would further strain the sector. "Around 90% of the leather used in the local footwear market is imported under bonded facilities, so our market share is limited."

CETP upgradation

Despite repeated industry calls, there is still no clear roadmap for upgrading the Central

প্রথম আলো • সোমবার, ২৬ মে ২০২৫,

লবণযুক্ত গরুর চামড়ার দাম সর্বনিম্ন ১ হাজার ১৫০ টাকা

কোরবানির পশু

এবার প্রতি বর্গফুট গরুর চামড়ার দাম পাঁচ টাকা বাড়ানো হয়েছে। ছাগলের চামড়ার দাম বাড়ানো হয়েছে দুই টাকা।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

পবিত্র ঈদুল আজহা সামনে রেখে কোরবানির পশুর চামড়ার দাম নির্ধারণ করেছে সরকার। গত বছরের তুলনায় এবার প্রতি বর্গফুট গরুর চামড়ার দাম পাঁচ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। আর খাসি ও বকরির চামড়ার দাম বাড়ানো হয়েছে বর্গফুটে দুই টাকা।

ঢাকায় গরুর লবণযুক্ত চামড়ার প্রতি বর্গফুটের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৬০ থেকে ৬৫ টাকা, যা গত বছর ছিল ৫৫ থেকে ৬০ টাকা। অন্যদিকে ঢাকার বাইরে গরুর প্রতি বর্গফুট লবণযুক্ত চামড়ার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, যা গত বছর ছিল ৫০ থেকে ৫৫ টাকা। গরুর লবণযুক্ত প্রতিটি চামড়ার সর্বনিম্ন দাম হবে ১ হাজার ১৫০ টাকা।

সচিবালয়ে গতকাল রোববার 'কোরবানির পশুর চামড়ার দাম নির্ধারণ' বিষয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে নতুন দাম ঘোষণা করেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। বিনা মূল্যে লবণ দেওয়া, প্রশিক্ষণ দেওয়া ও চামড়ার লবণ লাগানোর পেছনে শ্রম ব্যয়—এ বিষয়গুলোকে চামড়ার দাম নির্ধারণে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান ও অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) মো. আবদুর রহিম খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বর্গফুটের পাশাপাশি 'পিস' হিসেবেও চামড়ার দাম নির্ধারণ করা হয় গতকাল। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে, গরুর লবণযুক্ত প্রতিটি চামড়ার সর্বনিম্ন দাম হবে ঢাকার বাইরে ১ হাজার ১৫০ টাকা এবং ঢাকায় ১ হাজার ৩৫০ টাকা।

এ ছাড়া প্রতি বর্গফুট খাসির চামড়া ২২ থেকে ২৭ টাকা এবং বকরির চামড়া ২০ থেকে ২২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। গত বছর খাসির প্রতি বর্গফুট চামড়ার দাম ছিল ২০ থেকে ২৫ টাকা আর বকরির ছিল ১৮ থেকে ২০ টাকা।

কোরবানির ঈদের ১০ দিন ঢাকার বাইরে থেকে ঢাকায় চামড়া প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না বলে জানান বাণিজ্য উপদেষ্টা। ৮৬ হাজার কসাইকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে চামড়া সংরক্ষণ উপযোগী করার জন্য এবার সারা দেশে বিনা মূল্যে ৩০ হাজার টন লবণ সরবরাহ করা হবে।

চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত করার কাজটি শেখানোর চেষ্টা হিসেবে এবার দুটি তথ্যচিত্র তৈরি করা হয়েছে, যা সারা দেশে প্রদর্শন করা হবে বলে জানান বাণিজ্য উপদেষ্টা।

এদিকে তিন মাসের জন্য এবার কাঁচা চামড়া এবং ওয়েট ব্লু (পশম ছাড়ানো) চামড়া রপ্তানির সুযোগ দেওয়া হতে পারে বলে জানান বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। এ জন্যই রপ্তানির শর্ত শিথিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশ থেকে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয় ১২২ কোটি মার্কিন ডলারের। তবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা কমে হয় ১০৪ কোটি ডলার।

বণিকবার্তা রোববার, মে ২৫, ২০২৫

ঈদে বেতন-ভাতা পরিশোধে ব্যর্থ হতে পারে শিল্প এলাকার ১৯৮ কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

প্রতি বছর ঈদের আগে শিল্প অধ্যুষিত এলাকাগুলোয় শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে এ অসন্তোষের ঝুঁকি অন্যান্যবারের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন। কারণ অভ্যুত্থানের আগে থেকেই নিয়মিত বিরতিতে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা গেছে, যা এখনো কম-বেশি চলমান। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে শিল্প এলাকার কারখানাগুলোকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছে শিল্প পুলিশ। সংস্থাটির হিসাবে ঈদুল আজহার আগে বেতন-ভাতা পরিশোধে ব্যর্থ হতে পারে এমন কারখানার সংখ্যা ১৯৮।

শিল্প পুলিশ জানিয়েছে, ঈদের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় বেতন-ভাতা পরিশোধে ব্যর্থ হতে পারে এমন শিল্প-কারখানাগুলোর বিষয়ে জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ সতর্কতা অবলম্বন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য ও প্রেক্ষিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিল্প পুলিশের পক্ষ থেকে ১৯৮টি কারখানা চিহ্নিত করা হয়েছে।

শিল্প পুলিশের পর্যালোচনা অনুযায়ী, বেতন-ভাতা পরিশোধে ব্যর্থ হতে পারে এমন কারখানার মধ্যে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমএসহ বিভিন্ন খাতের কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর সদস্য কারখানার সংখ্যা ৬৯। বিকেএমইএর সদস্য কারখানা ২২টি। সুতা ও কাপড় উৎপাদনকারী বস্ত্রকল মালিকদের সংগঠন বিটিএমএভুক্ত কারখানার সংখ্যা ২৪। বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেপজা) আওতাভুক্ত কারখানার সংখ্যা ১২ এবং কোনো সংগঠনের সদস্য নয় এমন কারখানা রয়েছে ৭১টি।

শিল্প পুলিশের ভাষ্যমতে, অংশীজনদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকগুলোয় কারখানা মালিকরা যাতে ঈদের আগে শ্রমিক ছাঁটাই বা লে-অফ ঘোষণা না করেন সে বিষয়ে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এছাড়া শ্রমিকদের বেতন-ভাতাকে কেন্দ্র করে কেউ যেন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে না পারে সে বিষয়ে নিজেদের গোয়েন্দা কার্যক্রম বৃদ্ধির পাশাপাশি শিল্প পুলিশের সব সদস্যকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

জানতে চাইলে শিল্প পুলিশের অ্যাডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল গাজী জসীম উদ্দিন *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'কারখানা মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। বেতন-বোনাস পরিশোধে সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আমরা তাড়া দিচ্ছি। ছুটির বিষয়গুলোতেও নজর রাখা হচ্ছে।'

দেশে শিল্প অধ্যুষিত আটটি এলাকা আশুলিয়া, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, খুলনা, কুমিল্লা ও সিলেটে মোট কারখানার সংখ্যা ৯ হাজার ৬০০। এর মধ্যে আশুলিয়ায় ১ হাজার ৮৬৩ ও গাজীপুরে ২ হাজার ১৭৬টি কারখানা রয়েছে। চট্টগ্রামে শিল্প পুলিশের আওতাভুক্ত কারখানার সংখ্যা ১ হাজার ৭৩৫। এছাড়া নারায়ণগঞ্জে ১ হাজার ৮০৬টি, ময়মনসিংহে ২৮৪, খুলনায় ৭৬৭, কুমিল্লায় ৩১৬ ও সিলেটে মোট কারখানা রয়েছে ৭৪৮টি।

গত ১৯ মে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ঈদুল আজহা উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলাসংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, 'আগামী ৩ জুনের মধ্যে পোশাক কর্মীদের মে মাসের বেতন ও ঈদ বোনাস দিতে হবে। তাদের যৌক্তিক দাবি মালিকদের মানতে হবে। তবে অযৌক্তিক কোনো দাবি নিয়ে রাস্তায় নামলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ব্যবস্থা নেবে।'

সংবাদ

ঢাকা : মঙ্গলবার ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
Dhaka : Tuesday 27 May 2025

২৭ জেলেসহ ৫ মাছ ধরার ট্রলার আটক

প্রতিনিধি, কুয়াকাটা (পটুয়াখালী)

পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে আন্ধারমানিক নদীর মোহনায় নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মাছ শিকারের দায়ে ২৭ জন জেলেসহ ৫টি মাছধরা ট্রলার আটক করেছে কোস্ট গার্ড। গত রোববার বিকেলে আন্ধারমানিক নদীর মোহনায় মাছ শিকারকালে তাদেরকে আটক করা হয়। পরে ৪টি ট্রলার মাঝিকে ৩০ হাজার টাকা ও ১ টি ট্রলারকে ২৫ হাজার টাকা করে মোট ১ লাখ ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন কলাপাড়া সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা। এ সময় ১২ মণ মাছ জব্দ করে এতিমখানা ও দুস্থদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

কুয়াকাটা উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, নিষেধাজ্ঞাকালীন সময়ে সাগরে মাছ শিকারের দায়ে ২৭ জেলেসহ ৫ টি ট্রলার আটক করা হয়।

যুগান্তর | সোমবার ২৬ মে ২০২৫
E-mail : sportsjugan

ড. মোহাম্মদ আলী

বস্ত্র ও পোশাক খাতের সম্ভাবনা ও করণীয়

বাংলাদেশ যখন ব্যাংক খাতের নানা অনিয়ম ও দুর্বলতা কাটিয়ে আর্থিক খাতকে অনেকটা স্থিতিশীল অবস্থায় এনেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের ওপর ৩৭ শতাংশ আরোপিত রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ বা পালটা শুল্ক ব্যবস্থা বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি খাত—বস্ত্র ও তৈরি পোশাকশিল্পকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। বিশ্ববাজারে, বাংলাদেশ বছরে প্রায় ৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বস্ত্র ও তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ৭ দশমিক ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করেছিল, যার মধ্যে ৯০ শতাংশই (৬ দশমিক ৮৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) ছিল বস্ত্র ও তৈরি পোশাক। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে ১ম অবস্থানে থাকা চীনের ওপর ১৪৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ফলে, যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানগুলো চীন থেকে তাদের ক্রয়াদেশের কিছু অংশ অন্য দেশে স্থানান্তর করলেও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির ঝুঁকি মোকাবিলা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

বৈশ্বিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপারসের গবেষণা অনুসারে, ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক পোশাক রপ্তানি বেড়ে ১ হাজার ১২১ বিলিয়ন ডলার ছাড়াবে। বর্তমানে চীন ৬২ শতাংশ, ভিয়েতনাম ৫৬ শতাংশ, তুরস্ক ৪৮ শতাংশ, ইতালি ৪৪ শতাংশ কৃত্রিম তন্তু দিয়ে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। অন্যদিকে বাংলাদেশের মোট তৈরি পোশাক রপ্তানির ২৭ শতাংশ হচ্ছে কৃত্রিম তন্তুর পণ্য, যার সুতা ও কাপড়ের ৯০ শতাংশ আমদানিনির্ভর। বাংলাদেশ বছরে প্রায় ৪ লাখ মেট্রিক টন কৃত্রিম তন্তু আমদানি করে। মার্কিন আমদানিকারকরা চীন থেকে কিছু ক্রয়াদেশ বাংলাদেশে স্থানান্তর করলে তার উল্লেখযোগ্য পণ্য হবে কৃত্রিম তন্তুর। কৃত্রিম তন্তু, সুতা ও কাপড়ের আমদানিনির্ভরতা কমাতে দেশেই কৃত্রিম তন্তু উৎপাদন প্রয়োজন। দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক বোতল বা পেট ফ্লেক্স ভারত, থাইল্যান্ড ও চীনে রপ্তানি না করে তা দিয়ে রি-সাইকেল পলিস্টার তন্তু তৈরি করা এবং পলিস্টার তন্তুর কাঁচামাল আমদানি করে ভার্জিন পলিস্টার তন্তু উৎপাদন করা যেতে পারে। এছাড়া পাট থেকে ভিসকোস উৎপন্ন করার অর্থনৈতিক ও কারিগরি উপযোগিতা যাচাই করা হলেও দেশে এখনও ভিসকোস তৈরির কারখানা গড়ে ওঠেনি।

কৃত্রিম তন্তুর পাশাপাশি পোশাক শিল্পের কাপড়ের জন্য সুতা তৈরিতে বাংলাদেশ বছরে প্রায় ৮০ লাখ বেল (১ বেল=২০০ কেজি) তুলা আমদানি করে। বাংলাদেশ প্রধানত আফ্রিকা, ব্রাজিল, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানি করে। তুলা আমদানিতে প্রতিবছর বাংলাদেশ ৩ বিলিয়ন ডলার খরচ করে। তুলা উৎপাদনে পৃথিবীতে বাংলাদেশের অবস্থান ৪০তম এবং দেশের ৪৫ হাজার হেক্টর জমিতে তুলা চাষ করে প্রায় ২ লাখ বেল তুলা উৎপাদিত হয় যা মোট চাহিদার ২ দশমিক ৫ শতাংশ। এক বিঘা জমিতে মোট ২০ মন তুলা হয় যার আর্থিক মূল্য অন্যান্য ফসলের চেয়ে অনেক বেশি হওয়ায় তুলা চাষ কৃষকের জন্যও লাভজনক। ব্রিটিশ ফ্যাশন ব্র্যান্ড প্রাইমার্ক সাস্টিনেবল কটন প্রোগ্রামের আওতায় বাংলাদেশের উৎপাদিত তুলাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাংলাদেশের অনাবাদি আখ ও তামাক চাষ করা জমিতে তুলা চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করলে তুলার মোট চাহিদার ১৫ থেকে ২০ শতাংশ পূরণ করা সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ মোট চাহিদার প্রায় ১০ শতাংশ তুলা আমদানি করে থাকে, যার পরিমাণ বৃদ্ধি করে একটি বাণিজ্যিক সমঝোতার পথ তৈরি করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক খাতের বিকাশ ও কম মূল্যে পোশাক তৈরির জন্য প্রধান যে দুটি সুবিধা ছিল, তা হলো কম মজুরি ও কম বিদ্যুৎ মূল্য। পোশাক তৈরির জন্য সুতা, কাপড় উৎপাদন ও কাপড় প্রক্রিয়ার জন্য রয়েছে পশ্চাদমুখী বস্ত্রশিল্প, যেমন—স্পিনিং, উইভিং, নিটিং ও ডাইং-প্রিন্টিং-ফিনিসিং। এ পশ্চাদমুখী শিল্পগুলোতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ। ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে গ্যাসের দাম প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়ে পশ্চাদমুখী বস্ত্র শিল্পের নিজস্ব বিদ্যুৎকেন্দ্রের (ক্যাপটিভ) জন্য প্রতি ইউনিটের দাম করা হয় ৩০ টাকা। পরে গত বছর ক্যাপটিভে দাম বাড়িয়ে করা হয় ৩১ টাকা ৫০ পয়সা। এপ্রিল ২০২৫ থেকে এটি বেড়ে হয়েছে ৪২ টাকা। আর শিল্প সংযোগে

গ্যাসের দাম ৩০ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৪০ টাকা। গ্যাসের এ মূল্য বৃদ্ধি উৎপাদিত পণ্যে যোগ হলে পণ্যের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাবে। ফলে বিশ্ববাজারে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ আরও প্রতিযোগিতার মুখে পড়বে। উৎপাদিত বিদ্যুতের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পশ্চাদমুখী বস্ত্রশিল্পগুলোকে নানামুখী বিদ্যুৎ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিদ্যুতের অপচয়রোধে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যুতের তত্ত্বাবধান বাড়াতে হবে এবং নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হবে।

তৈরি পোশাক শিল্পের সক্ষমতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। পণ্যের উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বিশেষ কয়েকটি দিক রয়েছে, যেমন—শ্রমিক উৎপাদনশীলতা, মেশিন উৎপাদনশীলতা, ও কাঁচামালের উৎপাদনশীলতা। উৎপাদনশীলতার এ বিশেষ তিনটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশগুলো, যেমন—ভারত, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, শ্রীলংকা পাকিস্তান ও তুরস্কের তুলনায় পিছিয়ে। উৎপাদনশীলতা বাড়াতে প্রয়োজন কারখানার যথাযথ কর্মপরিবেশ, প্রশিক্ষণ ও উৎপাদনশীলতার সহযোগী কিছু স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক সুবিধা প্রদান। এছাড়া শ্রমিকের কর্মঘণ্টার সঠিক ব্যবহারের জন্য নজরদারি বাড়াতে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। একইভাবে মেশিনের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য মেশিন তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। আর কাঁচামালের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে কাঁচামাল অপচয় রোধকল্পে সঠিক ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে এবং কাঁচামালের পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

ওপরে আলোচিত দিকগুলো ছাড়াও তৈরি পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণ জরুরি। কারিগরি পোশাক বা টেকনিক্যাল টেক্সটাইল, যেমন—চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবায় মেডিটেক, কৃষি ও মৎস্য খাতে অ্যাগ্রটেক, নির্মাণ খাতে বিল্টটেক, পরিবহণ খাতে অটোমোবাইল টেক, খেলাধুলার সামগ্রীর জন্য স্পোর্টসটেক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে জিওটেক, বিভিন্ন শিল্পের ইন্ডাস্ট্রিয়ালটেক ছাড়াও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা, মিলিটারি ও ডিফেন্স খাতে পিপিই বা পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট তৈরির সক্ষমতা অর্জন করা প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রের বিকল্প হিসাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের বাজারে পোশাক রপ্তানি বাড়ানোর ওপর জোর দিতে হবে।

সামগ্রিকভাবে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশকে কঠিন প্রতিযোগিতা করতে হবে পাকিস্তান ও ভারতের সঙ্গে, কারণ এ দুটি দেশের পণ্যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম শুল্ক আরোপ করেছে (ভারতের পণ্যে ২৬ শতাংশ, পাকিস্তানের পণ্যে ২৯ শতাংশ)। বিশেষ করে ভারতের বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্পের সক্ষমতার কারণে এবং সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় ভারত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ হবে। বাংলাদেশে জুলাই-২৪ আন্দোলনের পর থেকেই ভারত তাদের বস্ত্র ও পোশাকশিল্পের রপ্তানি শক্তিশালী করতে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশের বস্ত্র ও পোশাকশিল্পের সক্ষমতা বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেলাইজড সিস্টেম অব প্রেফারেন্স (জিএসপি) বা অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা ফেরত পাওয়ার চেষ্টা করছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মুক্তবাণিজ্য চুক্তিতেও (এফটিএ) তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। ইউরোপের বাজারে আরও কয়েক বছর বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা থাকবে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশি পণ্যে তিন মাস শুল্ক স্থগিত এবং চীনের সঙ্গে শুল্কযুদ্ধ বন্ধের সমঝোতার ইঙ্গিত থাকলেও বাংলাদেশ যদি তৈরি পোশাক রপ্তানির ঝুঁকি, সম্ভাবনা ও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর প্রতিবন্ধকতাগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করতে পারে, তবে তা হতে পারে বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নে একটি বড় অর্জন।

ড. মোহাম্মদ আলী : *অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রডাকশন ইনজিনিয়ারিং, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।*

কালের কণ্ঠ
ঢাকা । মঙ্গলবার । ২৭ মে ২০২৫

মৃত্যুমুখী শিল্প বেকারত্ব চরমে

মাসুদ রুমী ▷

- এক বছরে বেকারত্ব বেড়েছে ৩ লাখ ৩০ হাজার
- বন্ধ ১৭৭ কারখানা, কাজ হারিয়েছে লক্ষাধিক
- ২১ বছরের সর্বনিম্ন প্রবৃদ্ধি বেসরকারি খাতে ঋণ বিতরণে
- ব্যাংক খাত থেকে সরকারের ঋণ নেওয়া বেড়েছে ৬০%

সংকটে পুরো অর্থনীতি। মন্দায় ব্যবসা-বাণিজ্য। অস্তিত্ব সংকটে শিল্প-কারখানা। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, ডলারের উচ্চমূল্য, জ্বালানি খাতে অস্থিতিশীলতা, ঋণের উচ্চ সুদহারের কারণে চরম চাপে ব্যবসা। এমন বহুমুখী চাপে নাস্তানাবুদ দেশের শিল্পোদ্যোক্তারা। তাঁরা বলছেন, ৬০ শতাংশের বেশি কারখানায় উৎপাদন হচ্ছে না। ব্যাংকে সুদ বেড়েছে, গ্যাস নেই, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি—সব মিলিয়ে শিল্প বন্ধ হওয়ার পথে। সরকার গ্যাস-বিদ্যুৎ ঠিকমতো দিতে পারছে না। অথচ নানা হুমকি-ধমকি দিচ্ছে। এমন নাজুক পরিস্থিতিতে তাঁদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে।

এদিকে গত এক বছরে বেকার বেড়েছে তিন লাখ ৩০ হাজার, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

শিল্পোদ্যোক্তা ও বিশ্লেষকরা বলছেন, দেশের বেসরকারি খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। মূলধন ঘাটতির কারণে বিদ্যমান ব্যবসা টিকিয়ে রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়লে ব্যবসা-বাণিজ্য তথা সামগ্রিক অর্থনীতিতে সংকট আরো গভীর হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

টেক্সটাইল মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল রবিবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, '২০২৫ সালে শুধু শিল্প নয়, শিল্পোদ্যোক্তাদের মেরে ফেলা হচ্ছে। এটাকে আমরা ষড়যন্ত্র মনে করি। শিল্প বাঁচাতে না পারলে দেশে দুর্ভিক্ষ হবে। শিল্পবিরোধী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিল্প-কারখানার গলা টিপে মেরে ফেলা হচ্ছে। গ্যাসসংকটে আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। চলতি মূলধন সংকুচিত হয়েছে। আগামী ঈদে কারখানাগুলো বেতন-ভাতা দিতে পারবে কি না, সেই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।'

তিনি বলেন, 'প্রতিনিয়ত আমাদের কারখানা

▶▶ পৃষ্ঠা ৪ ক. ২

পাঁচ বছরে সর্বনিম্ন রাজস্ব প্রবৃদ্ধি, এনবিআর বিভক্তির ধাক্কা আদায়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দার পাশাপাশি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) বিলুপ্ত করার উদ্যোগের বড় ধাক্কা লেগেছে দেশের রাজস্ব খাতে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের টানা কর্মবিরতির জেরে গত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন প্রবৃদ্ধি হয়েছে রাজস্ব আদায়ে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ৩.২৪ শতাংশ। এর আগে করোনাকালে ২০১৯-২০ অর্থবছরে এই প্রবৃদ্ধি ছিল ১.৯৬ শতাংশ। এনবিআর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সংস্থাটির তথ্য থেকে আরো জানা যায়, চলতি অর্থবছরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা চার লাখ ৬৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। তবে এপ্রিল পর্যন্ত আদায় হয়েছে দুই লাখ ৮৭ হাজার ২৫৭ কোটি টাকা। ফলে প্রথম ১০ মাসে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৭১ হাজার ৪৭৬ কোটি টাকা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এনবিআরের একজন ঊর্ধ্বতন

▶▶ পৃষ্ঠা ২ ক. ১

লাগামহীন খেলাপি ঋণ ঝুঁকিতে আরো ৪৪ হাজার কোটি টাকা

মো. জয়নাল আবেদীন ▷

কোনো কড়াকড়ি, কোনো পদক্ষেপ, কোনো সংস্কারই খেলাপি ঋণের লাগাম টানতে পারছে না। ফলে দিন দিনই চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে খেলাপি ঋণের অঙ্ক। শেষ হিসাবে অঙ্ক দাঁড়িয়েছে তিন লাখ ৪৫ হাজার কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ অনাদায়ী ঋণের পাশাপাশি আরো ৪৪ হাজার কোটি টাকা নতুন করে খেলাপি হওয়ার পথে। এসব ঋণের কিস্তি দুই মাসের বেশি সময় ধরে পরিশোধ হয়নি, যা ব্যাংকিং টার্মে এসএমএ (স্পেশাল মেনশন অ্যাকাউন্ট) হিসেবে চিহ্নিত। এক মাস পর, অর্থাৎ তিন মাস অতিক্রান্ত হলেই এসব ঋণ খেলাপি ঋণে পরিণত হবে।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, একদিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে ব্যাংক খাতের দুর্বলতা। এই দুটি মিলে সামগ্রিক অর্থনীতিকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এসএমএ হিসেবে চিহ্নিত ৪৪ হাজার কোটি টাকা যদি

লাগামহীন খেলাপি ঋণ, ঝুঁকিতে আরো

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

খেলাপিতে রূপ নেয়, তবে দেশের ব্যাংক খাতের স্থিতিশীলতা আরো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংককে সময়ক্ষেপণ না করে এখনই সুদূরপ্রসারী ও কঠোর নীতি গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে আর্থিক খাতের এই টালমাটাল অবস্থা পুরো অর্থনীতিকে গভীর সংকটে ফেলবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, এখন কোনো ঋণের কিস্তি তিন মাস বকেয়া থাকলেই তা খেলাপি হিসেবে বিবেচিত হবে। এর আগে এই সময়সীমা ছিল ছয় মাস। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) শর্ত মেনে ঋণখেলাপির নীতিমালা বাস্তবায়ন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। দেশের ব্যবসায়ীদের অনুরোধ না শুনেই এই নীতিমালা বাস্তবায়ন হচ্ছে এপ্রিল থেকে। সময়সীমা কমিয়ে আনার ফলে খেলাপির তালিকায় আরো ঋণ যুক্ত হওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

বর্তমানে খেলাপি ঋণ দেশের মোট ব্যাংকঋণের প্রায় ২০ শতাংশের বেশি। ব্যাংকারদের মতে প্রকৃত খেলাপির পরিমাণ আরো অনেক বেশি। কারণ পুনঃ তফসিলকৃত ঋণ, লিখে ফেলা ঋণ ও প্রতারণামূলক ঋণ এই হিসাবে অন্তর্ভুক্ত নয়। সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ, যেমন কিছু ব্যাংকের পর্ষদ বাতিল, নিয়ন্ত্রণ তদারকি বৃদ্ধি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি জোরদার করা সত্ত্বেও সমস্যা সমাধানে অগ্রগতি খুবই সীমিত।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত ডিসেম্বর শেষে ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণ বেড়ে তিন লাখ ৪৫ হাজার ৭৬৫ কোটি টাকায় ঠেকেছে। এটি মোট ঋণের ২০.২০ শতাংশ। গত ডিসেম্বর শেষে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকে মোট বিতরণ করা ঋণের মধ্যে খেলাপি হয়ে গেছে ৪২.৮৩ শতাংশ এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে এই হার ১৫.৬০ শতাংশে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারানো আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে যে অর্থ বের করে নেওয়া হয়েছে, তা এখন খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হতে শুরু করেছে।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ যখন সরকার গঠন করে, তখন মোট খেলাপি ঋণ ছিল ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা। এর পর থেকে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়েই চলছে। অর্থনীতিবিদরা অনেক দিন ধরেই অভিযোগ করছেন, তৎকালীন সরকারের ছত্রচ্ছায়ায় ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ লুটপাট হয়েছে, যার একটা বড় অংশই বিদেশে পাচার হয়েছে।

বর্তমানে দেশের শিল্প খাত চরম চাপের মুখে রয়েছে। জ্বালানি সংকট ও বিদ্যুৎ সরবরাহে অস্থিরতা উৎপাদনে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। অনেক শিল্প কারখানায় উৎপাদন কমে গেছে, আবার কিছু কারখানা আংশিক বন্ধ বা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। এর প্রভাব সরাসরি ঋণগ্রহীতাদের ওপর পড়ছে। উৎপাদন কমে যাওয়ায় আয় হ্রাস পেয়েছে, ফলে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে পারছে না অনেকে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যাংক খাতে এই বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ ছিল দুর্বল শাসনব্যবস্থা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং বিচারহীনতা। অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক আশ্রয়ে ঋণ নিয়েছে, যা ফেরত না দিয়েও দায়মুক্তি পেয়েছে। পালিয়েছেন দেশ ছেড়ে। এ ছাড়া সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে লাখ লাখ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা পাচার হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই অর্থ আবার দেশে ফেরত আসছে না, যা দেশের মুদ্রার সঞ্চালন ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে।

সেন্টার ফর স্ট্রাটেজিক অ্যান্ড পিস স্টাডিজের (সিএসপিএস) নির্বাহী পরিচালক ড. মিজানুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'খেলাপিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা, ঋণ প্রদানের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও প্রযুক্তিনির্ভরতা বাড়ানো, বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী ব্যাংকিং খাতে সংস্কার আনা এবং পুনঃ তফসিল নীতিমালার অপব্যবহার বন্ধ করা প্রয়োজন।'

তিনি আরো বলেন, 'বিগত ১৫ বছরে ব্যাংকগুলোকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সরকারের কাছের ব্যক্তিরাই ঋণ পেয়েছে। পাশাপাশি হাতে গোনা কিছু পরিচালক পুরো ব্যাংক খাতকে নষ্ট করে দিয়েছে। নামে-বেনামে ঋণ নিয়ে বিদেশে পাচার করেছে তারা। এখন সেই ঋণগুলো খেলাপি হয়ে ক্যান্সারের রূপ ধারণ করেছে। এই ঋণগুলো আদায়ের জন্য সবচেয়ে ভালো হতো যদি তাদের জামানতগুলো বিক্রি করে দেওয়া যেত। কিন্তু ঋণের বিপরীতে তারা যে সম্পদ জামানত রেখেছে তা দিয়ে ১০ শতাংশ টাকাও আদায় করা সম্ভব নয়। তাই সব দিকেই সমস্যা। এখন ইন্টারপোলের মাধ্যমে সরকার টু সরকার আলোচনার মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যাংক পরিচালকদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার করা উচিত।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান বলেন, 'খেলাপি ঋণের কোনো তথ্য আমরা লুকোচুরি করছি না। প্রকৃত তথ্যই প্রকাশ করছি। ঋণ বিতরণে ব্যাংকগুলোকে যাচাই-বাছাই করে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছি।' তিনি আরো জানান, গত ৯ মাসে কিছুটা হলেও সুশাসন ফিরেছে ব্যাংক খাতে এবং ঋণ আদায়ের হারও কিছুটা বেড়েছে। তবে পুরোপুরি স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা ফেরাতে আরো সময় লাগবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।'

মৃত্যুমুখী শিল্প বেকারত্ব চরমে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

দে-অফ হচ্ছে। কিছুদিন পর মানুষ রাস্তায় নামবে। আরো ভয়াবহ পরিস্থিতি হবে। দুর্ভিক্ষের মতো অবস্থা হবে, যদি আপনি শিল্পকে বাঁচাতে না পারেন। আর দেশি উদ্যোক্তাদের জিন্দা লাশ বানিয়ে বিদেশি বিনিয়োগ এনে কর্মসংস্থান করার চিন্তা করা হচ্ছে।'

গ্যাসসংকটে উৎপাদন কমেছে ৬০% : ২০২৩ সালে ১৭৮ শতাংশ এবং চলতি বছরে ৩৩ শতাংশ পর্যন্ত গ্যাসের মূল্য বেড়েছে। এতে শিল্পের উদ্যোক্তাদের ব্যয় বাড়লেও বাড়েনি শিল্প গ্যাসের সরবরাহ। গ্যাস সরবরাহের এই অবস্থা চলতে থাকলে রপ্তানিমুখী টেক্সটাইল ও পোশাক খাতের প্রায় ৭০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়বে বলে আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন এই খাতের ব্যবসায়ীরা। বিটিএমএর সহসভাপতি সালেউদ জামান খান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এভাবে চলতে থাকলে আগামী দু-এক মাসের মধ্যে দেশের ৫০ শতাংশ কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। আমার কারখানা পাঁচ-ছয় মাস থেকে শ্রমিকদের বসিয়ে বসিয়ে বেতন দিচ্ছি। গ্যাস কম্পানিগুলো গ্যাস সাপ্লাই না করে বিল নিচ্ছে। আমার মতো অনেক কারখানাকে ১০ কোটি টাকা গ্যাস বিল দিতে হচ্ছে গ্যাস ব্যবহার না করে। আমরা গ্যাস না পেয়ে বিদ্যুৎ লাইন, আরইবির লাইন সংযোগ করলাম। সেখানে লোডশেডিংয়ের পরিমাণ বর্তমানে সাত ঘণ্টা। একটা কারখানায় প্রতিদিন ছয়বার বিদ্যুৎ চলে যায়। তাহলে কিভাবে দেশের শিল্প ও মালিকরা টিকে থাকবেন? আজ যে শিল্প মালিক, তাঁরা মারা যাবেন। এই পরিস্থিতি না বদলালে বাংলাদেশে শিল্প মালিক উদ্যোক্তা আর হবে না।'

ব্যাংকঋণের সুদের হার ১৬ শতাংশ ছাড়িয়েছে : উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপে কমছে সাধারণ মানুষের আয় ও কর্মসংস্থান। এর অন্যতম কারণ ব্যাংকঋণের সুদের হার বৃদ্ধি এবং উৎপাদন হ্রাস। সুদের হার বাড়ার কারণে আমানতকারীরা কিছুটা লাভবান হলেও ব্যাংক ও ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন করে সংকট তৈরি হয়েছে। একদিকে উচ্চ সুদ দিতে চেয়েও আমানত পাচ্ছে না ব্যাংক, অন্যদিকে ঋণসংকটে পড়ছে বেসরকারি খাত। সর্বশেষ তথ্য মতে, ব্যাংকঋণের সুদের হার ১৬ শতাংশ অতিক্রম করেছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধিতে।

দেশের বিনিয়োগ পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের (এমটিবি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ঋণের উচ্চ সুদহার বিনিয়োগকারীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করছে, যা নতুন বিনিয়োগে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিনিয়োগকারীরা দেশের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ভয় পাচ্ছেন। তা ছাড়া উচ্চ সুদহারের কারণে বিনিয়োগবিমুখ শিল্পোদ্যোক্তারা।'

বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি তলানিতে : দেশে বিনিয়োগ বাড়ার অন্যতম প্রধান নিয়ামক বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ কমছেই, টানা সাত মাস ধরে কমে অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ এই সূচকের প্রবৃদ্ধি ফেব্রুয়ারিতে ৬.৮২ শতাংশে নেমে এসেছে। এই প্রবৃদ্ধি ২১ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারির পর আর কখনো এতটা কম হয়নি বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি। তবে চলতি বছরের মার্চে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭.৫৭ শতাংশ।

বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি তলানিতে নেমেছে। গত নভেম্বর মাসে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭.৬৬ শতাংশ। দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বেনামি-জালিয়াতির মাধ্যমে ঋণ বিতরণ কমে আসায় এবং দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত ও পর্ষদে পরিবর্তন হয়েছে এমন ১১টি ব্যাংকের নতুন ঋণ প্রদান বন্ধ থাকায় এমন পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে।

বন্ধ হচ্ছে কারখানা : শিল্প পুলিশ সূত্র জানায়, গত বছরের জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত ১৫ মাসে গাজীপুর, সাভার, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদীর ১১৩টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এসব কারখানায় ৬১ হাজার ৮৮১ জন শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করতেন। এ ছাড়া নিট খাতে ৫০টি এবং টেক্সটাইল খাতের ১৪টি কারখানাসহ মোট ১৭৭টি কারখানা বন্ধ হয়েছে এবং কাজ হারিয়েছে লক্ষাধিক মানুষ। অবশ্য এর মধ্যে কিছু নতুন কারখানা চালু হয়েছে, সেখানে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এর বাইরে যৌথ মূলধনী কম্পানি ও ফার্মগুলোর পরিদপ্তরে নিবন্ধিত দেশি-বিদেশি বিভিন্ন গ্রুপের দেড় শতাধিক কম্পানি তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কারখানা বন্ধ হওয়ার কারণ হিসেবে জ্বালানির সংকট, শ্রমিক অসন্তোষ, ডলার সংকট, বৈদেশিক অর্ডার কমে যাওয়া, আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের মূল্যস্ফীতি, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, অর্থ পরিশোধে বিলম্ব, রাজনৈতিক পরিবর্তনসহ একাধিক কারণ উল্লেখ করেছেন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। শিল্প ও সেবা খাতে কর্মসংস্থান কমে যাওয়ায় দেশের ইতিহাসে এক বছরে রেকর্ড বেকার হয়েছে।

বেকার বেড়েছে তিন লাখ ৩০ হাজার : বিনিয়োগে স্থবিরতা, উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং ব্যাংকঋণের উচ্চ সুদের কারণে দেশে কর্মসংস্থানে বড় ধাক্কা লেগেছে। এতে বাড়ছে বেকার। চলতি অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকে বেকার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭ লাখ ৩০ হাজারে। এক বছরের ব্যবধানে এই সংখ্যা বেড়েছে তিন লাখ ৩০ হাজার।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের যুগ্ম সচিব দীপংকর রায় কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আগের অর্থবছরের চেয়ে এই অর্থবছরে দুই প্রান্তিকে সেবা খাতে সবচেয়ে বেশি বেকার বেড়েছে। আর এর বড় অংশই মহিলা।'

করোনার পর গত পাঁচ বছরে সবচেয়ে কম রাজস্ব প্রবৃদ্ধি : এনবিআরের সর্বশেষ তথ্য মতে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৩.২৪ শতাংশ, যা গত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। কভিডকালীন ২০১৯-২০ অর্থবছরে এই প্রবৃদ্ধি ছিল ১.৯৬ শতাংশ। করোনা মহামারির পর গত পাঁচ বছরে সবচেয়ে কম রাজস্ব প্রবৃদ্ধির মুখে পড়েছে বাংলাদেশ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর্মকর্তারা এই পরিস্থিতির জন্য সরকার ঘোষিত এনবিআর বিলুপ্তির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কর্মকর্তাদের সাম্প্রতিক আন্দোলনকে দায়ী করেছেন।

ব্যাংক খাত থেকে সরকারের ঋণ বেড়েছে ৬০ শতাংশ : রাজস্ব আদায়ে দুর্বলতার কারণে ব্যাংক খাত থেকে সরকারের ঋণ নেওয়া বেড়েছে। এর পরিমাণ প্রায় ৬০ শতাংশ। বেশি ঋণ নেওয়ার কারণে বেসরকারি খাতে ঋণ বিতরণ কমে গেছে। এতে আর্থিক খাতে চাপ তৈরি হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) প্রণীত সামষ্টিক অর্থনৈতিক আউটলুকে বলা হয়েছে, '২০২৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সরকার বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ১৮৫.৭৯ বিলিয়ন টাকা ঋণ নিয়েছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৬০ শতাংশ বেশি। এই ঋণ প্রবৃদ্ধির হার গত তিন বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। বিপরীতে বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।'

আউটলুকে বলা হয়েছে, সরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির ধারা যদি এভাবে চলতে থাকে, তাহলে বেসরকারি খাতের জন্য ব্যাংকঋণ আরো সীমিত হবে। ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান উৎস বেসরকারি বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হবে।

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু কালের কণ্ঠকে বলেন, 'যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, বিনিয়োগ বাড়ে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, সেটা বর্তমানে অনুপস্থিত। বিনিয়োগের জন্য পরিবেশ, সামাজিক শৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা জরুরি।'

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি তাসকীন আহমেদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি এবং ঋণের সুদের হার বাড়ার ফলে শিল্প খাতে উৎপাদন ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে, যা সামগ্রিক ব্যবসায়িক পরিবেশকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। এর ফলে বাজারে একটি অসম প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে, যা নতুন বিনিয়োগ নিরুৎসাহ করছে এবং শিল্পায়নের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত করছে।'

পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ড. মাশরুর রিয়াজ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'গত ৯ মাসে ব্যালান্স অব পেমেন্টকে স্থিতিশীল করা গেছে। পাশাপাশি ফরেন রিজার্ভের ধারাবাহিক পতন হচ্ছিল জুলাইয়ের আগ পর্যন্ত, সেটাকে রোধ করা গেছে। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে কিছু জায়গায় উদ্বেগ রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে নতুন করে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। মূল্যস্ফীতি গত দুই মাসে কমলেও তা এখনো উচ্চ মূল্যস্ফীতির পর্যায়েই আছে। সেটির একটি প্রভাব চাহিদার ওপর পড়ছে। চাহিদা কমার প্রভাবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আউটপুট কমে গেছে। বিনিয়োগ একেবারেই আসছে না। এর মূল কারণ হলো গত কয়েক বছর সামষ্টিক চ্যালেঞ্জের মধ্যে ছিলাম আমরা।'

এই অর্থনীতিবিদ বলেন, 'দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছে। নির্বাচন নিয়ে স্পষ্টতার অভাব রয়েছে। এর জন্য বিনিয়োগ কমে গেছে। আমাদের বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, জ্বালানি ও এসএমই খাতকে ভালো করতে হবে। এই জায়গাগুলো ভালো নেই। একই সঙ্গে ব্যবসায়ীদের আস্থায় নিতে হবে।'

যুগান্তর | মঙ্গলবার ২৭ মে ২০২৫ | ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

সংকটে শিল্প খাত

কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি

ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদ এবং গ্যাস-বিদ্যুতের স্বল্পতায় শিল্পকারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে গ্যাসের চাপ না থাকলেও বিল দিতে হচ্ছে। পাশাপাশি যথাসময়ে শ্রমিকদের বেতন-বোনাসের চাপ রয়েছে। সব মিলিয়ে শিল্প খাতে জ্বালানি সংকট নিয়ে রোববার এক সংবাদ সম্মেলনে ব্যবসায়ী নেতারা প্রশ্ন তুলেছেন, শিল্পমালিকরা উৎপাদন করতে না পারলে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস দেবেন কোত্থেকে? আর ঋণের সুদ পরিশোধই বা করবেন কীভাবে? তারা বলছেন, এভাবে চলতে থাকলে কুরবানির ঈদের পর অনেক শিল্পকারখানাকে কুরবানি দিতে হবে। এদিন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠনগুলোর নেতারা বিদ্যমান সংকটকে শিল্প ও শিল্পোদ্যোক্তাদের মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) দেশি বিনিয়োগকারীদের সাপোর্ট দিতে পারছে না বলেও অভিযোগ করেন তারা।

বলার অপেক্ষা রাখে না, দীর্ঘদিন ধরেই শিল্প খাত জ্বালানি সংকটে নিমজ্জিত। তীব্র গ্যাস সংকট তো আছেই, দফায় দফায় জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির কারণে চাপও সৃষ্টি হয়েছে। পরিতাপের বিষয়, মূল্যবৃদ্ধি করা হলেও জ্বালানি সংকটের সুরাহা সরকার করতে পারেনি। আমরাও বলে আসছি, পরিস্থিতির উত্তরণ না হলে অনেক কারখানা বন্ধ পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। শিল্পমালিকরা বলছেন, সময়মতো পণ্য রপ্তানি করতে না পারায় তাদের ক্রয়াদেশ বাতিল হচ্ছে। পণ্য না পেয়ে বিদেশি বায়াররা চলে যাচ্ছেন অন্য দেশে। লোকসানে জর্জরিত এ খাতের ওপর আবার মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দাঁড়িয়েছে উচ্চ সুদের ঋণের কিস্তি। আর্থিক চাপের কারণে ব্যাংক ঋণের কিস্তি পরিশোধ তাই অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এমন পরিস্থিতি চলতে থাকলে ব্যবসায়ীদের ঋণখেলাপি হওয়া, কর্মী ছাঁটাই ও ভয়াবহ শিল্পমন্দার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মনে রাখা দরকার, শিল্পকারখানা যদি জ্বালানি সংকটে ভোগে, তাহলে উৎপাদন যেমন ব্যাহত হবে, তেমনি অর্থের প্রবাহ কমে গেলে এর প্রভাব দেশের অর্থনীতিতেও পড়বে। আবার গ্যাসের অভাবে বিকল্প জ্বালানির ব্যবহারে ব্যয় বেড়ে গেলে উৎপাদিত পণ্যের দামও বেড়ে যাবে, যার প্রভাব অভ্যন্তরীণ তো বটেই, আন্তর্জাতিক বাজারেও পড়বে। চাহিদামাফিক উৎপাদিত পণ্য সময়মতো সরবরাহ করতে না পারলে কিংবা পণ্যের গুণগত মান ঠিক না থাকলে বিদেশি ক্রেতারা অর্ডার কমিয়ে দিতে, এমনকি বাতিলও করতে পারেন। নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও, যা অর্থনীতির জন্য কোনোভাবেই মঙ্গলজনক হবে না। অন্যদিকে, প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলো এমন সংকটের সুযোগ নিয়ে বাজার দখল করলে ক্ষতিটা শুধু শিল্প খাতেরই হবে না, দেশের অর্থনীতিরও হবে।

পরিস্থিতি উত্তরণে তাই দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিকল্প নেই। ভুলে গেলে চলবে না, শিল্প খাতের এমন সংকটে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রকারী দুষ্টচক্র যেমন তৃপ্তি পাবে, তেমনি পর্যায়ক্রমে পরনির্ভরশীল হয়ে এ খাত ধ্বংস হলে সরকারও হারাবে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব। এ শিল্প টিকে না থাকলে শুধু দেশের অর্থনীতিতেই যে বিরূপ প্রভাব পড়বে তা নয়; সেই সঙ্গে এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত হাজার হাজার মানুষ বেকার হয়ে যাবে। শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেলে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কাও রয়েছে। সরকার বিষয়গুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে শিল্প খাতকে বাঁচাতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে, এটাই প্রত্যাশা।

বণিক বার্তা

মঙ্গলবার, মে ২৭, ২০২৫ ■ জ্যৈষ্ঠ ১৩

অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভবন রোধে বন্ধ পোশাক কারখানা দ্রুত চালু করা জরুরি

২০২৪ সালের আগস্টে গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ রফতানিমুখী নানা শিল্পপ্রতিষ্ঠান নানা কারণে বন্ধ হয়ে যায়। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের সঙ্গে শিল্পের মালিকের সম্পর্ক, রাজনৈতিক পরিচয়, অর্থনৈতিক দুর্নীতি, অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রভৃতি কারণে গত সাড়ে নয় মাসে বাংলাদেশের দেড় শতাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। সরকারি নিয়ন্ত্রণেও বিভিন্ন শিল্পের ওপর সাময়িক ও স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারির পাশাপাশি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। ফলে উপর্যুক্ত শিল্পসংশ্লিষ্ট বিপুলসংখ্যক মানুষ চাকরিচ্যুত হয়েছে। একই সঙ্গে অব্যবহারে শিল্পের যন্ত্রপাতির অবচয় ব্যয় (Depreciation Cost) ক্রমে বাড়ছে , যা আমাদের অর্থনীতিতে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত সৃষ্টির কারণ হতে পারে।

নতুন শিল্প গড়ে ওঠা একদিকে যেমন স্বাভাবিক ঘটনা তেমনি ব্যবসায়িক কারণে কিছু শিল্পের বিনাশ অযৌক্তিক নয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এ ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই ঘটে থাকে। পরিসংখ্যান বলছে, গত প্রায় দেড় বছরে বাংলাদেশে শুধু পোশাক খাতে ১১৩ শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। অন্যদিকে একই সময়ে ১২৮টি নতুন শিল্প যাত্রা শুরু করেছে। তবে নতুন শিল্পের আয়তন শুরুতে অপেক্ষাকৃত ছোট থাকায় কর্ম হারানো মানুষের তুলনায় নতুন কর্ম সৃষ্টি হয়েছে কম। ফলে নতুন করে প্রায় ২০ হাজারের ওপরে মানুষ বেকার হয়েছে। যার প্রভাব তাদের ওপর নির্ভরশীল পরিবারের অন্য সদস্যদের ওপরও নিশ্চিতভাবেই চেপেছে। সদ্য বেকার হওয়া এ মানুষের প্রায় সবাই যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বেকারত্বের শিকার হয়েছে। ভুলে গেলে চলবে না যে বেকারত্বের প্রভাব কেবল অর্থনৈতিক নয় বরং তা সামাজিক পরিসরেও বিস্তৃত হয়।

২০২৪ সালে ৫ আগস্ট পরবর্তী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে বন্ধ হয়ে যাওয়া রফতানিমুখী শিল্পের মাঝে পোশাক শিল্পের সংখ্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের মোট রফতানি আয়ের ৭৫-৮০ শতাংশ তৈরি পোশাক শিল্পের দখলে। এ খাতে যেকোনো সংকট বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য অশনিসংকেত। বেতন বকেয়া থাকা, উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদানে অনীহা, শ্রমিক অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রীয় তদারকির অভাব, শ্রমিক অসন্তোষ বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এক্ষেত্রে শ্রমিকের অদক্ষতা, শক্তিশালী শ্রমিক সংঘ না থাকা, মালিক পক্ষের ইচ্ছাকৃত গাফিলতির পাশাপাশি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দুর্নীতির প্রত্যক্ষ দায় রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির বৃহত্তর স্বার্থেই এ ইস্যুগুলোর সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে সস্তা শ্রমে স্বল্প মূল্যে দ্রব্য কিনতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু পোশাক শিল্পের এ অস্থিরতা প্রতিযোগিতার বাজারে বাংলাদেশকে ক্রমে পিছিয়ে দিচ্ছে। চীন, ভিয়েতনামের পাশাপাশি বাংলাদেশের জন্য প্রতিযোগিতার বাজারে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারত। একই সঙ্গে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব পোশাক উৎপাদনে জাপান ও স্কটল্যান্ডও ক্রমে বড় নাম হয়ে উঠছে। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে যেকোনো অস্থিরতা ভীষণ উদ্বেগজনক। ইউরেশিয়ান দেশ তুর্কিয়েও তৈরি পোশাক শিল্পে নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। তাদের কর্মপরিবেশ ও কাপড়ের মান যেমন ভালো, তেমনি রাজনৈতিকভাবেও বাংলাদেশের চেয়ে অনেক স্থিতিশীলতা বিরাজ করছে দেশটিতে। ফলে বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তুর্কিয়ের অগ্রগণ্য অবস্থান রয়েছে (FDI Intelligence, April 17, 2024)।

সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে ২০২৪ সালে তৈরি পোশাক শিল্পের অস্থিরতা ছিল ভীষণভাবে লক্ষণীয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, ক্ষমতার পালাবদলের পাশাপাশি এক্ষেত্রে অন্যান্য বিদেশী প্রভাবকের ভূমিকা লক্ষ করা যায়। ভূরাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি আগ্রহের কেন্দ্র হয়ে ওঠার ফলে রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক প্রভাবকের বাইরেও নানা বিদেশী শক্তির নজরে এসেছে। ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার যখন বিদেশী বিনিয়োগের সন্ধান করছেন তখন সাম্প্রতিক সময়ে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া ও অস্থিতিশীল পোশাক শিল্পের বর্তমান বাস্তবতা বিনিয়োগকারীদের অনুৎসাহিত করতে পারে। একই সঙ্গে যে বিপুল পরিমাণ শিল্পসংশ্লিষ্ট মানুষ কর্ম হারিয়েছে সেটির প্রভাব অত্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় সত্যের পাশাপাশি প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থান্বেষী মহলের পক্ষ থেকে অপতথ্য ও মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা বিনিয়োগ প্রাপ্তির পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, গত বছর ক্ষমতার পটপরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের অন্যতম নামকরা প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকোর কারখানা বন্ধ হওয়ায় সরাসরি কাজ হারিয়েছে ৪২ হাজারের বেশি মানুষ। যদিও সরকার শ্রমিক-কর্মীদের ৫২৫ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে বকেয়া বেতনাদি প্রদানের দায়িত্ব নিয়েছে কিন্তু সেই অর্থসংস্থান কীভাবে হবে তা স্পষ্ট নয়। ভুলে গেলে চলবে না উপর্যুক্ত শ্রমিক-কর্মীদের আয়ের ওপর আরো দেড় থেকে দুই লাখ মানুষের জীবন নির্ভর করে। একই সঙ্গে এ প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের মূল্য পড়ে যাওয়ায় স্টক মার্কেটে বিনিয়োগকারীরা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সুতরাং অর্থনীতিতে এ বিপুল বেকারত্ব সামাজিক, রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা প্রশ্নেও নানা সংকট ও অস্থিতিশীলতা তৈরি করতে পারে। তাই বেকারত্ব নিরসন ও কারখানার অবচয় ব্যয় রোধে দ্রুত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অবিলম্বে চালু করার উদ্যোগ গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশ সরকার বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্পগুলোকে নতুন একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে কাঠামোবদ্ধ করে গড়ে তোলার প্রশ্নটি বিবেচনায় নিতে পারে। প্রয়োজনে বিচ্ছিন্নভবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা শিল্পগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বিশেষায়িত শিল্পাঞ্চলে সরিয়ে নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। পাশাপাশি টেকসই ও পরিবেশবান্ধব শিল্পের বিকাশে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। আগামী দিনগুলোয় পরিবেশবান্ধব পোশাক ও অন্যান্য শিল্পপণ্যের বিপুল বাজার সৃষ্টি হবে। সেই সময়ও খুব দূরে নয়, বরং ৫-১০ বছরের মধ্যেই এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ও চাহিদা সৃষ্টি হবে। এ অবস্থায় প্রয়োজন আধুনিক ও কর্মদক্ষ (Efficient) ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিল্পের সংযোগ না থাকা, আধুনিক শিল্পের কলাকৌশল ও ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতা গড়ে না ওঠা, শিল্পক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিচয় না হওয়াসহ নানা কারণে স্থানীয় ব্যবস্থাপনা টিমের পক্ষে নতুন দিনের শিল্প পরিচালনা করার সম্ভাব্যতাও প্রশ্নাতীত হবে না। সেক্ষেত্রে স্থানীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া ও সাময়িকভাবে বর্তমানে কর্মদক্ষ পরিচালনা নিশ্চিতে প্রয়োজনে বিদেশী ও অভিজ্ঞ কোনো কর্ম পরিচালনা বাহিনীর হাতে দায়িত্ব অর্পণের বিষয়টিও ভেবে দেখা যেতে পারে। একই সঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষভাবে শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে হাতে-কলমে শেখার ব্যাপারটি নিশ্চিত করাও জরুরি। অন্যথায় বিদেশীনির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে না। সুতরাং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি শিল্প ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতে সঠিক পরিকল্পনা করার দিকেও সরকারের ইতিবাচক নজর থাকা জরুরি।

নিশ্চিতভাবেই বিনিয়োগের জন্য একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ ও নির্দিষ্ট মেয়াদি রাজনৈতিক সরকার থাকা আবশ্যক। বাংলাদেশের পরিবর্তিত বাস্তবতায় নতুন বিদেশী বিনিয়োগের নিম্নহার স্বাভাবিকভাবেই যৌক্তিক ও বোধগম্য। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের মূল লক্ষ্য বাংলাদেশ রাষ্ট্রের একটি স্থায়ী ও দৃষ্টান্তমূলক সংস্কার। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অর্থনীতিতে বিদেশী বিনিয়োগ জরুরি তেমনি একই সঙ্গে স্থানীয় বা বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। অসংখ্য বাংলাদেশী দেশ-বিদেশে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। নতুন উদ্যোক্তাদের মধ্যেও অনেকে আধুনিক ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যবহারিক জ্ঞান ও উদ্ভাবনী নানা ব্যবসা পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হয়েছেন। এসব বিজনেস মডেল দেশে ও বিদেশে সাফল্য পেয়েছে। বাংলাদেশের বন্ধ হয়ে যাওয়া ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকা পোশাক শিল্পের নানা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণে এ বিজনেস মডেলগুলো কার্যকর করা যেতে পারে কিনা সেটি বিবেচনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশ সরকার দ্রুত কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। বিশেষত বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এবং পরিকল্পনা ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা হতে পারে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির বৃহত্তর স্বার্থে জরুরি ভিত্তিতে এ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সেটি বাংলাদেশের অর্থনীতির সংকট সমাধানের একটি দিশা হয়ে উঠতে পারে।

বিশ্বে তৈরি পোশাকের বাজারে 'Made in Bangladesh' একটি প্রতিষ্ঠিত পরিচয়। অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিশ্বমানের পোশাক তৈরিতে বাংলাদেশে সুনাম ও বাজার বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় নানা কারণে তৈরি পোশাকের বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান কিছুটা অস্থিতিশীল হয়েছে কিংবা বিপদের সম্মুখীন হয়েছে সত্য। তবে পরিস্থিতি এখনো নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকায় রাজনৈতিক পরিবেশের উন্নতি, মান নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিক ইউনিয়নগুলোকে কার্যকর করা, পুঁজিপাচার রোধ করা, অসৎ ব্যবসায়ীদের আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসা, নানা কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া ও রাষ্ট্রের দায়িত্বাধীন থাকা শিল্প-কারখানাগুলোকে আধুনিক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব পোশাক তৈরিতে সুযোগ করে দেয়ার মাধ্যমে নতুন বাজারে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়া প্রভৃতি উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে নতুন প্রাণসঞ্চার করা সম্ভব।

বণিকবার্তা

বৃহস্পতিবার, মে ২৯, ২০২৫

পাট শিল্পের হারানো জৌলুস ফিরিয়ে আনতে করণীয়

১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক (এমব্লেম) নির্ধারিত হয় বহতা পানির ওপর শ্বেতশাপলা, দুই পাশে ধানের ছড়া, চারটা তারা এবং পাটের তিনটা পাতা। পৃথিবীর সব দেশেই তার জাতীয় প্রতীক বা ন্যাশনাল এমব্লেম বা জাতীয় প্রতীক আদতে সংক্ষেপে সে দেশের পরিচয় তুলে ধরে, বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিরাও আদতে ঠিক সেই কাজটি করেছিলেন। নদীমাতৃক দেশ বলে জাতীয় প্রতীকে বহতা পানি আছে। শ্বেতশাপলা, যা এ দেশের জলাশয়ে সুলভ, তা মানুষের শান্তিপ্রিয়তার প্রতীক। ভাত এ দেশের মানুষের প্রধান খাদ্য তাই দুই পাশে ধানের শীষ। সমাজতন্ত্রের প্রতিভূ চার তারকা আর শীর্ষে সবার ওপরে প্রধান অর্থকরী ফসল পাটের পাতা। স্বাধীন দেশের জনপ্রতিনিধিরা যে বাস্তবতা বুঝেছিলেন সেই বাস্তবতা পরিবর্তিত, পরিবর্তিত হয়ে আজ প্রায় হারানো অতীত। বহতা নদীগুলো আজ মৃতপ্রায়, আর পাট বিশ্ববাজারের স্বল্পমূল্য কাঁচামাল মাত্র।

প্রেক্ষাপট : স্বাধীন বাংলাদেশে ব্রাত্য হয়ে পড়েন পশ্চিম পাকিস্তানি উদ্যোক্তারা। নিরাপত্তাহীনতায় অনেকেই ফিরে যান পাকিস্তানে, সম্পত্তিগুলো হয়ে পড়ে 'শত্রু সম্পত্তি', এমনকি তাদের কল-কারখানাগুলোও। যা পরে জাতীয়করণ করা হয়। যে বিশাল পাট শিল্প 'পাকিস্তানি' উদ্যোক্তারা গড়ে তুলেছিলেন তা পিতৃহীন 'এতিম' শিশুতে পরিণত হয়। অন্যদিকে আমলাতন্ত্রের 'নিয়ন্ত্রণের কাঙ্ক্ষা' থাকলেও পরিচালনের যোগ্যতা কখনই ছিল না! মনোপলি বাজার ব্যতীত আমলাতন্ত্রের পরিচালনায় কোনো ব্যবসাই লাভের মুখ দেখেনি এ দেশে, আজ অব্দি। অত্যন্ত লাভজনক পাট শিল্পের পতনের শুরু সেই মুজিব আমল থেকেই, বড় জাহাজের যেমন ডুবতে সময় লাগে, পাট শিল্পের ক্ষেত্রে হয়েছেও তেমনটাই। বাংলাদেশ টের পেয়েছে অনেক পরে।

(ক) ১৯৮০-এর দশকে যেখানে গড়ে বছরে ৩০ লাখ টন পাট উৎপাদন হতো তা ২০২৪-এ এসে দাঁড়ায় ১৮ লাখ টনে, এক্ষেত্রে ফ্ল্যাশ ফ্লাডেরও অবশ্য অবদান রয়েছে। যদিও পৃথিবীর মোট পাট উৎপাদনের সিংহভাগই উৎপাদন হয় বাংলাদেশে, সর্বোপরি বাংলাদেশের পাটের আঁশের শক্তি, পাটের রঙ পৃথিবীর অন্যান্য যে কোনো দেশের চেয়ে এগিয়ে আছে বলেই বাংলাদেশ থেকে কাঁচা পাট রফতানি হয় বিভিন্ন দেশে। আজও বার্ষিক গড় উৎপাদন ২০ লাখ টন পাটের প্রায় ১০ লাখ টনই আমরা কাঁচামাল হিসেবে রফতানি করি বিভিন্ন দেশে।

(খ) মানে, গড়ে ৬৯০ ডলার টনপ্রতি রফতানি মূল্যে কাঁচা পাট রফতানি হয় মূলত সড়কপথে, এ কাঁচা পাটই পাটজাত পণ্য হয়ে গড়ে ১ হাজার ২০০ ডলার প্রতি টনে বিক্রি হয় বিশ্ববাজারে! আফ্রিকার মতো বাংলাদেশও কাঁচামাল উৎপাদনকারী নতুন কলোনি হয়ে গেছে। শোষকদের শুধু বদলেছে চামড়ার রঙ, মুখের ভাষা আর হরফ দেবনাগরী।

(গ) বাংলাদেশের কি সক্ষমতা নেই এ রফতানি করা পাট প্রক্রিয়াজাত করার?

আদমজী-উত্তর বাংলাদেশের পাট কারখানাগুলো বর্তমানে বছরে ১২ লাখ টন কাঁচা পাট প্রক্রিয়াজাত করার সক্ষমতা রাখে, কিন্তু কাঁচামাল রফতানির ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের মূল্যবৃদ্ধি, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে সীমিত পরিচিতির ফলে বিপণন সমস্যা প্রকট। যে কারণে মোট উৎপাদন সক্ষমতার মাত্র ৬৩ শতাংশ ব্যবহার হয়। স্বাধীনতা-উত্তর সরকারি পাটকলগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে পাটজাত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তা পূরণ করে মূলত ভারত। ফলে আন্তর্জাতিক পাটপণ্যের বাজার মূলত ভারতমুখী এবং ভারতীয় কিংবা ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ী নিয়ন্ত্রিত।

উপরন্তু অধিকাংশ পাটজাত পণ্য আমদানিকারক রাষ্ট্রের সঙ্গে কৃষিপণ্যের মূল্য হ্রাসের দ্বিপক্ষীয় চুক্তি করে বসে আছে ভারত। যেখানে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলো কোনো পদক্ষেপই নেয়নি। ফলে ভারত পাটজাত পণ্য 'কৃষিপণ্য' হিসেবে রফতানি করে কর সুবিধা পায়, যা বাংলাদেশ পায় না। ক্রেতারা সহজেই আকর্ষিত হয় কম শুল্কে ভারত থেকে পাটজাত পণ্য ক্রয়ে। তার ওপর নিজ শ্রমবাজার স্থিতিশীল রাখতে ভারত বাংলাদেশ থেকে পাটজাত পণ্য আমদানিতে টনপ্রতি ন্যূনতম ১৩৯ ডলার, সর্বোচ্চ ৩৯৮ ডলার অ্যান্টি ডাম্পিং ডিউটি আরোপ করে বসে আছে বাংলাদেশের ওপর। ফলে কাঁচা পাট ছাড়া কোনোভাবেই পাটজাত কোনো পণ্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে রফতানি করা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয়। রেসিপ্রোকাল করের এ যুগে বাংলাদেশ করেনি কিছুই!

এ দুষ্টচক্র থেকে বেরোনোর উপায় কী : সমন্বিত পদক্ষেপ নেয়া, সরকারিভাবে। অর্থাৎ পাট, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যুব ও ক্রীড়া, অর্থ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়গুলোকে একযোগে কাজ করতে হবে। যেহেতু কাঁচা পাট রফতানি আমরা নিষিদ্ধ করতে পারব না কোনোভাবেই। পাট শিল্পের পুনরুজ্জীবনে যা করা যায় :

প্রথমত, আমরা বরং কাঁচা পাট রফতানিতে টনপ্রতি ২৫০ ডলার ট্যাক্স বসাতে পারি এবং সড়কপথে সব কাঁচা পাট রফতানি বন্ধের মাধ্যমে নৌবন্দরের মাধ্যমে পাট রফতানি বাধ্যতামূলক করে ফেলতে পারি। এ পদক্ষেপে প্রয়োজন অর্থ, বাণিজ্য, পাট, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত উদ্যোগ।

দ্বিতীয়ত, শস্য বিশেষত : কফি, কোকো, কাজু, আখরোট, পেস্তা উৎপাদনকারী সব দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলো পাটজাত পণ্যের বিশেষ রোড শো আয়োজন করা উচিত। যেখানে পণ্য উৎপাদক মিলগুলোর নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং ই-মেইল এবং উৎপাদিত পণ্যের তালিকা গ্রন্থিকাকারে সব অংশগ্রহণকারী আমদানিকারককে দেয়া উচিত। এ আয়োজনের খরচ জোগাবে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, কৃষি এবং পাট মন্ত্রণালয় সম্মিলিতভাবে। এ দূতাবাসগুলো সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে 'দ্বিপক্ষীয় কৃষিজাত পণ্য কর মওকুফ বা হ্রাস' চুক্তি সম্পাদনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করতে পারে, যার ফলে কম শুল্কে বাংলাদেশী পাটজাত পণ্যে ক্রয়ে উৎসাহী হবে সে দেশের আমদানিকারকরা।

তৃতীয়ত, পাটের ওপর ধার্যকৃত টনপ্রতি ২৫০ ডলার ট্যাক্স যা সরকারের তহবিলে জমা হয়েছে তার অর্ধেক (১২৫ ডলার) 'উৎপাদন প্রণোদনা' হিসেবে প্রতি অর্থবছর শেষে জুলাইয়ে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রফতানি অনুযায়ী বণ্টন করা এবং বাকি ১২৫ থেকে ৫০ ডলার দিয়ে পাটচাষীদের মধ্যে স্বল্প মূল্যে বীজবণ্টনের ব্যবস্থা করা হলে পাট উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে (৩০ লাখ টন না হলেও অন্তত ২২ লাখ টন হবে, লক্ষ্যমাত্রা থাকবে ২৫ লাখ টন), যা নজরদারি করবে উপজেলা কৃষি অফিসার।

পাট উৎপাদন বৃদ্ধি সাপেক্ষে সেরা তিনজন কৃষি কর্মকর্তাকে 'বর্ষসেরা' পুরস্কার দেয়া যেতে পারে, যার উল্লেখ তার এসিআরে থাকবে।

চতুর্থত, পাট রফতানি ২৫০ ডলারের মধ্যে এখনো বাকি আছে টনপ্রতি ৭৫ ডলার, যা খরচ করা হবে কর্মী প্রশিক্ষণে। গোটা বাংলাদেশের সব জেলার যুব উন্নয়ন একাডেমি রয়েছে, বিশাল জায়গা নিয়ে।

চীনের যান্ত্রিক সহযোগিতা নিয়ে এই প্রতিটি সেন্টারকে পাটজাত পণ্য উৎপাদনের প্রশিক্ষণশালায় পরিণত করে স্বল্প শিক্ষিত, পিছিয়ে থাকা মানুষকে তিন মাসে প্রশিক্ষিত করে পাট শিল্পে নিয়োগ করা সম্ভব, পাটকলগুলোয় যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষিত তরুণদের নিয়োগে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

কী লাভ হবে বাংলাদেশের : পাট শিল্পে (সুতা ও ব্যাগ) প্রতি টন পাট প্রক্রিয়াজাত করতে গড়ে ২৩ জন শ্রমিকের দরকার হয়।

যদি বাংলাদেশে পাট উৎপাদিত হয় বছরে ২০ লাখ টন, উৎপাদিত সেই পাট প্রক্রিয়াজাত করতে গেলে শুধু শ্রমিকই লাগবে ৪৬ লাখ জন! উল্লেখ্য, এ শিল্পের ৬০ শতাংশ শ্রমিক নারী বিধায়, নারীর ক্ষমতায়নেও তা সহায়ক হবে। তদারককারী এবং কর্মকর্তাসহ কর্মসংস্থান হবে প্রায় ৫৫ লাখ মানুষের। উপরন্তু গড়ে টনপ্রতি ১ হাজার ২০০ ডলার করে মূল্য ধরলে বাংলাদেশের উপার্জন হবে বছরে ২৪০ কোটি ডলার।

উপার্জিত এ বৈদেশিক মুদ্রার পুরোটাই বাংলাদেশের, ব্যাক টু ব্যাক এলসির মূল্য মেটানোর দায় নেই অন্যান্য শিল্পের মতো।

যেই মুহূর্তে কাঁচা পাট রফতানিতে ২৫০ ডলার শুল্ক বসানো হবে এবং সমুদ্রবন্দর দিয়েই শুধু কাঁচা পাট রফতানি করা বাধ্যতামূলক করা হবে, সেই মুহূর্ত থেকেই বিশ্ববাজারে পাটজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে অবশ্যম্ভাবীভাবেই। কেননা বিশ্ববাজারে কাঁচা পাট মূলত রফতানি করে বাংলাদেশই। এর ফলে বিশ্বের পাটপণ্য বাজারের নিয়ন্ত্রণ কিছুটা ফিরে পাবে বাংলাদেশ। একই সঙ্গে কোকো-কফি-কাজু-আখরোট-পেস্তা উৎপাদনকারী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে যদি বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় কৃষিজাত পণ্য রফতানি শুল্কহ্রাসের চুক্তিটা করতে সক্ষম হয়, বিশ্ববাজার খুলে যাবে পাটপণ্য উৎপাদকদের জন্য। সেই সঙ্গে উৎপাদন প্রণোদনা, পাট কৃষক প্রণোদনা, সেরা কৃষি কর্মকর্তা প্রতিযোগিতা পাট চাষ বৃদ্ধি এবং পাটপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করবে। বাজার তো তৈরিই আছে! বর্তমানের কর্মী সংকট মোকাবেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তৈরি রেখেছে প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনী।

অন্যদিকে সৌদি আরবও ১০ বছর ধরেই এ পাটপণ্য উৎপাদন খাতে বিপুল বিনিয়োগ করতে তৈরি, যা বিগত সরকার স্থগিত রেখেছে তৈল শোধনাগারের সঙ্গে। এগুলো এক করলে বিশ্বের পাটপণ্যের বাজার সম্পূর্ণভাবেই বাংলাদেশের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।

আর কে না জানে, বাজার নিয়ন্ত্রণকারী দেশ সর্বোচ্চ সুবিধা এবং মূল্য বরাবরই আদায় করে নেয়। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি খাত হিসেবে বাংলাদেশ কি পারবে পাটকে প্রাধিকার দিতে, নাকি বহতা নদীর মতো আমাদের একদার মসলিনের মতোই পাটকলগুলোও কোনো এক অতীতের কাব্য হবে, সিদ্ধান্ত সরকারের।

অজেয় রোহিতাশ্ব আল কাযী : চিফ স্ট্র্যাটেজি অফিসার, জুট অ্যালায়েন্স লিমিটেড

স রে জ মি ন যমুনা ইলেকট্রনিকস

বিশাল কারখানায় বিশাল কর্মযজ্ঞ

জাহিদ হোসাইন খান, *চন্দ্রা, গাজীপুর থেকে ফিরে*

যমুনা ইলেকট্রনিকস কারখানায় রেফ্রিজারেটর নির্মাণের কাজ চলছে। ছবি : প্রথম আলো

বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক শিল্পে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে যমুনা ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেড। ২০১৪ সালে ঢাকার অদূরে গাজীপুরের সফিপুরে তৈরি করা হয় বিশাল কারখানা কমপ্লেক্স। সেখানে গিয়ে দেখা যায়, আধুনিক প্রযুক্তি, দক্ষ মানবসম্পদ ও উদ্ভাবনী ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ে তৈরি হচ্ছে উন্নত মানের রেফ্রিজারেটর। প্রায় সাড়ে তিন হাজার কর্মীর নিরলস পরিশ্রমে দেশি-বিদেশি প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধানে দেশের ৪৯০টি উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকায় এই ফ্রিজ পৌঁছে দিচ্ছে যমুনা গ্রুপ। দেশের রেফ্রিজারেটরশিল্পে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক তৈরি করে কাজ করছে যমুনা গ্রুপের যমুনা ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেডের ফ্যাক্টরি। ২৪ মে ঘুরে আসি আমরা কারখানা থেকে। সঙ্গে ছিলেন মার্কেটিং ডিরেক্টর সেলিম উল্যা সেলিম, ফ্যাক্টরি জি এম শাহাদাৎ হোসেন।

বিশাল কারখানায় চলছে বিশাল যজ্ঞ

যমুনা ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেডের, গাজীপুরে সফিপুরে অবস্থিত কারখানা কমপ্লেক্সটি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ ও আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান। কয়েক শ একর জমির ওপর গড়ে ওঠা এই বিশাল কারখানায় প্রতিদিন হাজার হাজার পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন, এসি, মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও অটোমোবাইল পণ্য। পুরো কারখানা ঘুরে দেখা যায়, কারখানায় রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি, রোবোটিক প্রযুক্তি এবং ইউরোপীয় ঘরানার উৎপাদনপ্রক্রিয়া। কাজের মান নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সুসংগঠিত কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইউনিট ও প্রযুক্তিগত গবেষণাগার। এখানে দেশি-বিদেশি প্রকৌশলীদের যৌথ তত্ত্বাবধানে ২৪ ঘণ্টা কাজ চলে। বেশ শক্তিশালী একটি পরিবহনব্যবস্থা দেখা যায়। উন্নত ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের ৪৯০টি উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকায় যমুনার পণ্য সহজেই পৌঁছে দেওয়া হয় নিজস্ব পরিবহনব্যবস্থার মাধ্যমে। নিরাপত্তার জন্য পুরো কারখানা কমপ্লেক্সে রয়েছে অত্যাধুনিক সিসিটিভি, নিরাপত্তাকর্মী এবং নিয়ন্ত্রিত প্রবেশপথ। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিল্পনগরী গড়ে উঠেছে এখানে।

আধুনিক প্রযুক্তি ও রোবোটিকসের সমন্বয়ে উৎপাদনপ্রক্রিয়া

সফিপুরের কারখানায় প্রবেশ করলেই চোখে পড়বে বিভিন্ন নির্মাণ শেডে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও রোবোটিকসের ব্যবহারে সজ্জিত উৎপাদন লাইন। দেশি-বিদেশি প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধানে ২৪ ঘণ্টা চলমান এই কারখানায় রোবটের মাধ্যমে মান নিয়ন্ত্রণ, অটোমেটেড অ্যাসেম্বলি লাইন এবং ইউরোপীয় ঘরানার প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হয়েছে। যমুনা ইলেকট্রনিকসের মার্কেটিং ডিরেক্টর সেলিম উল্যা সেলিম বলেন, 'প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ রেফ্রিজারেটরের গুণগত মান বজায় রাখতে এবং উৎপাদন খরচ কমাতে সহায়তা করছে। যমুনা ইলেকট্রনিকসের ফ্যাক্টরি ব্যবস্থাপনায় ইউরোপীয় মানের প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে আন্তর্জাতিক

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

মানদণ্ড মেনে চলা হয়, যা পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করে। এ ছাড়া কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিত কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আমরা সংখ্যাতত্ত্বে বিশ্বাসী নই, বরং গুণে ও মানে সেরা হতে চাই। যমুনা প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন ইনোভেশন, প্রোডাক্ট ফিচার ও ডিজাইনের রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। বাংলাদেশে যে গ্লাসডোর ফ্রিজগুলো দেখা যায়, এর প্রথম উদ্যোক্তা যমুনা ইলেকট্রনিকস। খুব সম্প্রতি আমরা বাজারে নতুন ডিজাইনের ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসংবলিত বেশ কিছু স্মার্ট রেফ্রিজারেটর বাজারজাত করেছি এবং ভোক্তাদের কাছ থেকে ভালো সাড়া পাচ্ছি। যমুনা রেফ্রিজারেটরে স্মার্ট কন্ট্রোলিং সিস্টেম এবং এআই প্রযুক্তি সন্নিবেশ করা হচ্ছে। আরও বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ী প্রযুক্তি, উন্নত ইনভার্টার ও কুলিং সিস্টেম, পরিবেশবান্ধব উপকরণ ও গ্যাস ব্যবহার করে নতুন নতুন ইনোভেশন আনছে যমুনা রেফ্রিজারেটর।'

স্থানীয় মানুষের চাহিদা ও বাজার বিশ্লেষণ

যমুনা ইলেকট্রনিকস স্থানীয় বাজারের চাহিদা ও ক্রেতাদের রুচি বিশ্লেষণ করে পণ্য ডিজাইন ও ফিচার নির্ধারণ করে। বাংলাদেশের আবহাওয়া, বিদ্যুৎ সরবরাহের অবস্থা এবং গ্রামীণ এলাকার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় নিয়ে রেফ্রিজারেটরের ডিজাইন ও ফিচার নির্ধারণ করা হয়। এতে করে পণ্যগুলো স্থানীয় বাজারে দ্রুত গ্রহণযোগ্যতা পায়। যমুনার রেফ্রিজারেটরে রয়েছে বিল্ট-ইন স্ট্যাবিলাইজার, যা বিদ্যুৎ ওঠানামা থেকে রক্ষা করে যন্ত্রপাতিকে দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে। এ ছাড়া অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ডোর গ্যাসকেট খাবারকে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং রেফ্রিজারেটরের ভেতরে দুর্গন্ধ হওয়া প্রতিরোধ করে। টেম্পার্ড গ্লাস শেলফ ব্যবহার করায় ওজন সহনশীলতা বাড়ে এবং ফ্রিজের ভেতরের স্থান হয় আরও সংগঠিত। যমুনা ইলেকট্রনিকসের মার্কেটিং ডিরেক্টর সেলিম উল্যা সেলিম বলেন, রেগুলার রেফ্রিজারেটর মডেল ছাড়াও রয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজির স্মার্ট ডাবল ডোর, টি ডোর ও ক্রস ডোর রেফ্রিজারেটর। এসব মডেল গ্রাহকের কাছে ব্যাপক সাড়া তৈরি করেছে। যমুনার রয়েছে বাংলাদেশের বেস্ট কুলিং পারফরম্যান্স ও সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ী রেফ্রিজারেটর। ফ্যাক্টরিতে এমন সব ফ্রিজ তৈরি করতে দেখা যায়, যেখানে মোবাইল অ্যাপস নোটিফিকেশন (ডোর ওপেন নোটিফিকেশন), বিল্ড-ইন ব্লুটুথ মিউজিক সিস্টেম, স্মার্ট ওয়াই-ফাই কন্ট্রোল, ডিজিটাল টাচ ডিসপ্লে, মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে টেম্পারেচার কন্ট্রোল, ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজিসহ আরও অনেক ফিচার রয়েছে।

গবেষণা ও উন্নয়নে প্রযুক্তিগত ল্যাব

ফ্যাক্টরিতে একটি উন্নত মানের গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) ল্যাব রয়েছে, যেখানে নতুন প্রযুক্তি, ডিজাইন ও ফিচার নিয়ে গবেষণা করা হয়। এই ল্যাবের মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন, নতুন মডেল উদ্ভাবন এবং উৎপাদনপ্রক্রিয়ার দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়। চীনা প্রকৌশলী সিন হুয়ান, এজিএম (রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, প্রসেস, কোয়ালিটি) বলেন, যমুনা রেফ্রিজারেটরে ব্যবহৃত প্রযুক্তি ৭০ শতাংশ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে। এতে প্রতিদিনকার বিদ্যুৎ বিল কমে আসে উল্লেখযোগ্য হারে, যা শহর ও গ্রামীণ—উভয় অঞ্চলের গ্রাহকদের জন্যই সুবিধাজনক। বিশেষ করে যেসব এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সীমিত, সেখানে এটি অত্যন্ত কার্যকর সমাধান। বিভিন্ন ফ্রিজে রয়েছে উন্নত এয়ারফ্লো সিস্টেম ও ফাস্টার কুলিং টেকনোলজি, যার ফলে রেফ্রিজারেটরের প্রতিটি কোণে সমানভাবে ঠান্ডা পৌঁছে যায়। এর ফলে খাবার দ্রুত ঠান্ডা হয় এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সতেজ ও নিরাপদ থাকে। বাজার থেকে আনা কাঁচা শাকসবজি বা রান্না করা খাবার দীর্ঘক্ষণ সংরক্ষণ করা যায় সহজেই। গ্রামীণ পরিবেশের জন্য এসব ফ্রিজ বেশ কার্যকর।

পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ গ্যাস

প্রতিটি যমুনা রেফ্রিজারেটরে ব্যবহার করা হয় পরিবেশবান্ধব আর-৬০০এ রেফ্রিজারেন্ট গ্যাস। চীনা প্রকৌশলী জিয়া জাইসান (ডিজিএম, ফ্রিজ প্রোডাকশন) বলেন, এই গ্যাস ওজোনস্তরের ক্ষতি করে না এবং বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ীও বটে। ফলে পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীলতা বজায় রেখেই গ্রাহকেরা ঘরে আনতে পারেন উন্নত মানের ফ্রিজ। যমুনার ফ্রিজগুলোতে রয়েছে সুপ্রশস্ত অভ্যন্তর, যেখানে ব্যবহারকারীরা প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের খাবার, পানীয়, ফলমূল ও অন্যান্য দ্রব্য সংরক্ষণ করতে পারেন। পরিবার ও ব্যবহারের ধরন অনুযায়ী ছোট, মাঝারি ও বড়—বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায় এই রেফ্রিজারেটরগুলো।

দৈনিক ইত্তেফাক

বৃহস্পতিবার
১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ২৯ মে ২০২৫

আইএলওর বৈশ্বিক কর্মসংস্থান পূর্বাভাস

২০২৫ সালে ৭০ লাখ চাকরি কমার আশঙ্কা

পরিস্থিতি বাংলাদেশের জন্য উদ্বেগজনক

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

২০২৫ সালে বিশ্বে ৭০ লাখ চাকরি কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) তাদের সর্বশেষ 'ওয়ার্ল্ড এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল আউটলুক' ডাব্লিউইএসওর প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। গতকাল গণমাধ্যমে এ প্রতিবেদনের তথ্য তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের জন্য চাকরির বৈশ্বিক সংকোচন অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বাংলাদেশ একাধারে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং দেশটি প্রতি বছর ১০ লাখেরও বেশি কর্মী বিদেশে পাঠায়। আইএলও মহাপরিচালক গিলবার্ট এফ. হুংবো বলেন, এ প্রতিবেদন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, নারী ও তরুণদের জন্য উপযুক্ত কাজের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টি অবহেলা করা যাবে না। যদিও শিক্ষার হার বিশ্ব জুড়ে বাড়ছে, কর্মসংস্থানে এখনো শিক্ষাগত অমিল রয়েছে। ২০২২ সালে মাত্র ৪৭.৭ শতাংশ কর্মীর শিক্ষাগত যোগ্যতা তাদের কাজের জন্য যথাযথ ছিল। বিগত দশকে কম শিক্ষিত কর্মীর হার ৩৭.৯ শতাংশ থেকে ৩৩.৪ শতাংশে নেমে এলেও, অতিশিক্ষিত কর্মীর হার বেড়ে ১৫.৫ শতাংশ থেকে ১৮.৯ শতাংশ হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে তরুণ বেকারত্ব জাতীয় বেকারত্ব হারের দ্বিগুণেরও বেশি, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকেরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা ও বাণিজ্য বিঘ্নিত হওয়ার কারণে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমে গেছে।

আইএলও আরো জানিয়েছে, ৭১টি দেশে প্রায় ৮ কোটি ৪০ লাখ চাকরি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে মার্কিন ভোক্তা চাহিদার ওপর নির্ভরশীল। এ চাকরিগুলো এখন বাণিজ্যিক উত্তেজনার কারণে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে এর মধ্যে ৫ কোটি ৬০ লাখ চাকরি রয়েছে। তবে কানাডা ও মেক্সিকোতে সর্বোচ্চ অনুপাতে (১৭.১ শতাংশ) চাকরি এ ঝুঁকিতে রয়েছে।

আইএলও মহাপরিচালক গিলবার্ট এফ. হুংবো বলেন, 'আমরা জানি, বৈশ্বিক অর্থনীতি আমাদের প্রত্যাশার চেয়ে ধীর গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা ও বাণিজ্য বিঘ্ন অব্যাহত থাকে এবং যদি আমরা শ্রমজগতের পরিবর্তনশীল বাস্তবতাগুলোর মোকাবিলায় ব্যর্থ হই, তাহলে এর নেতিবাচক প্রভাব শ্রমবাজারে পড়বে।'

তিনি বলেন, 'এ পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব করতে সামাজিক সুরক্ষা জোরদার করা, দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ করা, সামাজিক সংলাপ উন্নীত করা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রমবাজার গড়ে তোলা ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সুফল সবাইকে পৌঁছে দিতে হবে।' প্রতিবেদনে আয় বণ্টনে বৈষম্য, উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মসংস্থানের প্রবণতা ও নারীর অংশগ্রহণের কথা তুলে ধরা হয়।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশের জন্য সতর্কবার্তাও দেওয়া হয়। এ সতর্কবার্তায় বাংলাদেশের আইএলওর বিদায়ি কান্ট্রি ডিরেক্টর টুমো পৌটি আইনেন বলেন, 'বাংলাদেশের জন্য চাকরির বৈশ্বিক সংকোচন অত্যন্ত উদ্বেগজনক, যা একাধারে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং দেশটি প্রতি বছর ১০ লাখেরও বেশি কর্মী বিদেশে পাঠায়।'

প্রতিবেদন অনুযায়ী, কর্মসংস্থান এখন উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন পেশার দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নারীরা অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। ২০১৩ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে নারীদের এ ধরনের পেশায় অংশগ্রহণ ২১.২ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৩.২ শতাংশ হয়েছে, যেখানে পুরুষদের মধ্যে এ হার ২০২৩ সালে ছিল প্রায় ১৮ শতাংশ। তার পরও পেশাগত বিভাজন রয়ে গেছে। নারীরা নির্মাণ খাতে কম এবং প্রশাসনিক ও সেবামূলক পেশায় বেশি নিয়োজিত। আইএলও মহাপরিচালক বলেন, 'এ প্রতিবেদন কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎ নিয়ে সতর্কবার্তা দেয়, তবে এটি একটি রূপরেখাও দিতে পারে যে কীভাবে আমরা মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারি। আমাদের এখনই সামাজিক সুরক্ষা জোরদার করে, দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ করে, সামাজিক সংলাপ উৎসাহিত করে অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রমবাজার গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। যেন প্রযুক্তির সুফল সবাই পায়। আমাদের দ্রুত, দৃঢ় প্রত্যয়ে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে এ কাজ করতে হবে।'

সময়ের আলো বৃহস্পতিবার। ২৯ মে ২০২৫

কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব দূরে অগ্রণী ভূমিকায় এসএমই খাত

এসএমই ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে স্বল্প সুদে এসএমই ঋণ নিয়ে গড়ছেন শিল্প প্রতিষ্ঠান

এসএমই খাত বেকারদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলছে

বেকারত্ব দূরীকরণে স্বনির্ভরতা এবং উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ তৈরি করছে এসএমই খাত

ড. ফাহমিদা খাতুন
নির্বাহী পরিচালক
সিপিডি

এসএমই উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কাজে সম্পৃক্ত সব ধরনের সেবা সহজ করা দরকার

তাসকীন আহমেদ
সভাপতি
ডিসিসিআই

এসএম আলমগীর

প্রতি বছর বাংলাদেশের শ্রমশক্তিতে ২৫ থেকে ২৬ লাখ লোক সংযুক্ত হয়। সরকারি চাকরিতে সুযোগ কম থাকায় বেসরকারি চাকরি বাজারের ওপরও নির্ভর করতে হয় তাদের। বেসরকারি খাতেও চাকরি জোটে না সবার। ফলে বেকার জীবন কাটাতে হয় অনেক শিক্ষিত ও কর্মঠ লোককে। এ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বা এসএমই খাত এসব বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

এসএমই খাত একদিকে বেকারদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলছে, অন্যদিকে ওই উদ্যোক্তার প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান হচ্ছে আরও হাজারো বেকারের। বেকার যুবকরা এসএমই ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে স্বল্প সুদে এসএমই ঋণ নিয়ে গড়ছেন শিল্প প্রতিষ্ঠান। সে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে হচ্ছেন স্বাবলম্বী, স্বচ্ছলতা আনছেন জীবনে।

অর্থনীতিবিদ ও উদ্যোক্তারা বলছেন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বা এসএমই খাত দেশের অর্থনীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কর্মসংস্থান, অঞ্চলজুড়ে সম্পদের বণ্টন, পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহ এবং দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলছে। এ ছাড়াও এসএমই খাত অনেক ক্ষুদ্র উদ্যোগের উদ্যোক্তাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করছে। এসএমই খাত উদ্যোক্তা তৈরির প্ল্যাটফর্ম হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

এ বিষয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন সময়ের আলোকে বলেন, একটি উন্নত অর্থনীতিতে এসএমইগুলো সাধারণত পণ্য, পরিষেবা, আর্থিক সংস্থান, মানবসম্পদ, প্রযুক্তি ও সহজে প্রাপ্ত জ্ঞান আকারে ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগের সঙ্গে লজিক্যাল বটম-আপ সম্পর্ক তৈরি করে এবং বৃহৎ খাতের শিল্প উদ্যোগের সঙ্গে টপ-ডাউন সম্পর্ক তৈরি করে। অন্যান্য খাতের সঙ্গে এমন সম্পর্কের মাধ্যমে এসএমই স্বাস্থ্যকর ও টেকসই অর্থনীতি তৈরি করতে সহায়তা করে যার ফলস্বরূপ এসএমইর বিকাশ উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারে ও দারিদ্র্য বিমোচনের নিশ্চয়তা প্রদান করছে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের অন্যতম বড় সমস্যা হলো বেকারত্ব। প্রতি বছরই নতুন করে প্রায় ২৫ লাখ তরুণ-তরুণী কর্মবাজারে প্রবেশ করছে, যাদের বড় অংশই প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবে চাকরি পাচ্ছেন না। তবে এখানেই লুকিয়ে আছে সম্ভাবনা। বেকারত্ব দূরীকরণে স্বনির্ভরতা এবং উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, এসএমই খাতে প্রায় ২২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে চাকরির বাজারে সংকট থাকলেও উদ্যোক্তা হওয়ার সম্ভাবনা এবং সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ জন্য আমি বলব, এসএমই খাত দেশের বেকারত্ব দূর করতে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই)। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন, বেকারত্ব দূরীকরণ, আঞ্চলিক বৈষম্য কমানো, নারী-পুরুষের সমতা বিধান ও নারী ক্ষমতায়ন বাস্তবায়নে এসএমই খাত এক অসীম ভূমিকা রেখে চলেছে। এশিয়ার শিল্পোন্নত ও উদীয়মান দেশগুলো যেমন তাদের সমৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে ঠিক তেমনি বাংলাদেশ ও তার উন্নয়নের শীর্ষে পৌঁছাতে পারে এই এসএমই খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে।

আরেক অর্থনীতিবিদ ও সানেমের নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হান সময়ের আলোকে বলেন, 'বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল থেকে উন্নত করতে এসএমই খাতকে শক্তিশালী করার বিকল্প নেই। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নয়নই অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে। দেশের বিভিন্ন উদ্যোক্তাদের মধ্যে উদ্ভাবনী ক্ষমতা অপরিসীম। দুর্বার পরিশ্রম আর প্রবল আত্মবিশ্বাস এ খাতকে প্রভাবিত করে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে আরও গতিশীল করে তুলতে পারে। তিনি আরও বলেন, অনেক সময় উদ্যোক্তারা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাস্তব জ্ঞান এবং ব্যাংকের নিয়মকানুন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অহেতুক অসুবিধার সম্মুখীন হয়। সম্প্রতি দেশের অনেক সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শিল্পোদ্যোক্তা বিশেষ করে এসএমই উদ্যোক্তাদের ঋণ ও অর্থায়নের সুবিধা প্রদানের জন্য এসএমই ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করেছে। অনেক ব্যাংক নারী উদ্যোক্তাদের জন্য পৃথক সেল-ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছে। এখান থেকে এসএমই উদ্যোক্তারা সুফল পেতে পারেন।

বেকারত্ব দূরীকরণ ও নতুন কর্মসংস্থানে এসএমই খাতের গুরুত্ব : বিশ্বে এমন একটি দেশের উদাহরণ দেওয়া যাবে না, যারা এসএমই খাতকে অবজ্ঞা করে উন্নতি অর্জন করতে পেরেছে। এসএমই শিল্প কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। নতুন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জনগণের আয় বৃদ্ধি পায় ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটে। এসএমই খাতের উন্নয়ন এবং বিকাশের লক্ষ্য ২০০৭ সাল থেকেই এসএমই ফাউন্ডেশন গঠনের কাজ শুরু হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বেকারের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৫ লাখ ৯০ হাজার। যা ২০২৩ সালে ছিল ২৩ লাখ ৫০ হাজার। অর্থাৎ তিন-চার মাসের ব্যবধানে দেশে বেকার বাড়ছে ২ লাখ ৪০ হাজার জন। বাংলাদেশে ১০০ জন স্নাতক ডিগ্রিধারীর মধ্যে ৪৭ জনই শিক্ষিত বেকার। বছরে ১৩-১৪ লাখের বিভিন্ন খাতে দেশের অভ্যন্তরে কর্মসংস্থান হয়। অল্প কিছু বিদেশেও যায়। বিদেশে পাঠিয়ে, সরকারি-বেসরকারি চাকরি দিয়ে এবং নানা অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার পরও প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ ছেলেমেয়ে নিজেদের জন্য একটি শোভনীয় কাজের ব্যবস্থা করতে পারেন না। এসব বেকার যুবকদের জন্য এসএমই খাতই হচ্ছে কর্মসংস্থানের উপযুক্ত জায়গা।

বিবিএসের ২০১৩ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে এসএমই ৭৮ লাখ। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে এই সংখ্যা বেড়ে বর্তমানে ১ কোটি ১৮ লাখ। ২০২১-২২-এ জিডিপিতে এসএমই শিল্পের অবদান ৭ দশমিক ৩৫ শতাংশ। এসএমই প্রতিষ্ঠানের পণ্য উৎপাদনে কাঁচামালের (ব্যাকওয়ার্ড) প্রতিষ্ঠানেও কর্মসংস্থান বাড়ছে। দেশে শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাই বেশি। বিবিএসের সমীক্ষা অনুসারে চাকরির বাজারে আসা ২৫-২৬ লাখ থেকে ১০ শতাংশকেও যদি উদ্যোক্তাতে পরিণত করা যায় তা হলে দেশের আগামী অর্থনৈতিক জটিলতা কাটিয়ে ওঠা যাবে। শিক্ষার্থীরাও স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর জীবনের মূল্যবান প্রায় ছয় বছর চাকরি খোঁজার জন্যই ব্যয় করছেন। এ সময় থেকেই তাদের উদ্যোক্তা তৈরিতে মেন্টরিং এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। বাংলাদেশের দুটি খাতে চাকরির সুযোগ বেশি। একটি কৃষি খাত, অন্যটি উৎপাদনশীল। শিক্ষিত যুবকদের শুরু থেকেই কৃষি খাতে মেন্টরিং, প্রশিক্ষণ এবং গ্রান্ট ও স্টার্টআপ ফান্ডে প্রদানের কার্যক্রম হাতে নেওয়া যেতে পারে।

এসএমই উদ্যোক্তাদের পরিধি ও সমস্যা : জাতীয় শিল্পনীতি অনুযায়ী এসএমই শিল্পের সংজ্ঞা হলো ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে মূলধন ৭৫ লাখ থেকে ১৫ কোটি অথবা শ্রমিকের সংখ্যা ৩১ থেকে ১২০ জন হলে এবং সেবা খাতে মূলধন ১০ লাখ থেকে ২ কোটি অথবা শ্রমিক ১৬ থেকে ৫০ জন হলে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে মূলধন ১৫ থেকে ৫০ কোটি অথবা শ্রমিক ১২১ থেকে ৩০০ জন ও সেবা খাতে মূলধন ২ থেকে ৩০ কোটি অথবা শ্রমিক ২১ থেকে ১২০ জন হলে সেই প্রতিষ্ঠানকে মাঝারি শিল্প বলা হয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিভিন্ন ধরনের দোকান, পোলট্রি খামার, ডেইরি ফার্ম, টেইলারিং, অটো রাইস মিল, বেকারি, প্রেস ও প্রিন্টিং, ফিশফিড, স মিল, ফিশারিজ, বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, অটোমোবাইল সার্ভিসিং, ফার্মাসিউটিক্যাল ইত্যাদি।

উদ্যোক্তা তৈরি এবং উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম : এসএমই ফাউন্ডেশন নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে সিএমএসএমই খাতের সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সহায়তা দিয়ে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ পর্যন্ত ১০ হাজার উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে। এ ছাড়া ৫০ হাজার বিদ্যমান উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা হয়েছে।

দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের আত্মকর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে তাদের মধ্যে উদ্যোক্তা তৈরিতে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এসো উদ্যোক্তা হই' উৎসাহ প্রদানমূলক কর্মশালা আয়োজনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

এসএমই ঋণ যেসব ব্যাংক থেকে পাবেন উদ্যোক্তারা : বাংলাদেশের বর্তমান অর্থবাজারে এসএমই খাতে অর্থায়নে অনেক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এসএমই ব্যাংকিং শুরু করেছে। এখান থেকে উদ্যোক্তারা সহজ শর্তে ঋণ পেতে পারেন। ব্যাংকগুলোর মধ্যে আছে–ব্র্যাক ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, এবি ব্যাংক, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া, ডাচ-বাংলা ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রভৃতি।

কী বলছেন উদ্যোক্তারা : এ বিষয়ে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি তাসকীন আহমেদ সময়ের আলোকে বলেন, 'কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্রে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এসএমই) অবদান সবচেয়ে বেশি। দেশের ৬৫ শতাংশ এসএমই প্রতিষ্ঠান খুচরা ও পাইকারি বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত। এদের মধ্যে যারা কৃষি খাতের সঙ্গে জড়িত তাদের বিষয়ে শুধু অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তবে অন্যদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো চিন্তা করা হয়নি। আমাদের এসএমই উদ্যোক্তারা কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছেন ঠিকই, তবে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য সংযোজনে এ খাতের ভূমিকা এখনও আশানুরূপ নয়, এ ক্ষেত্রে অর্থায়ন প্রাপ্তির জটিলতা, দক্ষতার অভাব, রাজস্ব নীতিমালা এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে পিছিয়ে থাকার বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের মাধ্যমে দেশের তরুণ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে বিশেষ করে সেবা খাতের বিকাশ একান্ত অপরিহার্য।

তিনি আরও বলেন, এসএমই খাতের সার্বিক উন্নয়নে কুটির, ক্ষুদ্র, মাঝারি উদ্যোক্তাদের সংজ্ঞায় পরিবর্তন একান্ত অপরিহার্য, সেই সঙ্গে সরকারের অন্যান্য নীতিমালায় সেই সংজ্ঞার অনুসরণ করা আবশ্যক। এ ছাড়াও তিনি ব্যবসায়িক কাজে সম্পৃক্ত সব ধরনের লাইসেন্স দেওয়া ও নবায়ন প্রক্রিয়াকে ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় আনা, রাজস্ব কাঠামোর সংস্কার, শুল্ক ব্যবস্থাপনা সহজ করা, লজিস্টিক অবকাঠামোর উন্নয়ন, অর্থায়ন প্রক্রিয়া সহজ করা, এসএমইদের বাজারে প্রবেশাধিকার বাড়াতে দক্ষতা বাড়ানো ও পণ্যের বহুমুখীকরণ দরকার।

সমকাল
সোমবার। ৫ মে ২০২৫। ২২ বৈশাখ ১৪৩২

চাঙ্গা রেমিট্যান্স প্রবাহে কাটছে ডলার সংকট

তথ্যসূত্র বাংলাদেশ ব্যাংক

- ১০ মাসে প্রবৃদ্ধি ২৮ দশমিক ৩৪ শতাংশ
- ডলারের দরে ব্যাংকের সঙ্গে পার্থক্য নেই খোলাবাজারের

■ বিশেষ প্রতিনিধি

রেমিট্যান্সের উচ্চ প্রবৃদ্ধিতে স্বস্তিতে রয়েছে বৈদেশিক মুদ্রাবাজার। চলতি অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত ১০ মাসে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসীরা মোট ২ হাজার ৪৫৪ কোটি ডলার দেশে পাঠিয়েছেন। আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় যা ৫৪২ কোটি ডলার বা ২৮ দশমিক ৩৪ শতাংশ বেশি। রেমিট্যান্সের উচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ছে। বাজারে ডলার সংকট কাটছে। দীর্ঘদিন ধরে ১২২ টাকায় স্থিতিশীল রয়েছে ডলার। ডলার নিয়ে হাহাকার নেই ব্যবসায়ীদের।

সংশ্লিষ্টরা জানান, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর অর্থ পাচার ঠেকাতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ কারণে হুন্ডি চাহিদা কমেছে। ব্যাংকিং চ্যানেলের সঙ্গে এখন খোলাবাজারের ডলার দরে পার্থক্য নেই। বরং ব্যাংকে পাঠালেই প্রণোদনাসহ বেশি অর্থ পাচ্ছেন প্রবাসীরা। এর আগে বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের প্রভাব শুরুর পর দেশে দেশে লকডাউনের মধ্যে হুন্ডি কমে যাওয়ায় রেমিট্যান্স চাঙ্গা হয়েছিল। ২০২০-২১ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছিল ২ হাজার ৪৭৮ কোটি ডলার, যা ৩৬ দশমিক ১০ শতাংশ বেশি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম সমকালকে বলেন, আগে প্রবাসী আয়ের বড় একটি অংশ আসত হুন্ডির মাধ্যমে। বিদেশে পুঁজি পাচারকারীরা হুন্ডি ডলার কিনে নিত। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর পুঁজি পাচার অনেক কমেছে। হুন্ডিতে ডলারের চাহিদা অনেক কমে আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে রেমিট্যান্স বাড়ছে। পুঁজি পাচার ঠেকানোর অবস্থান রাখতে পারলে আগামী মাসগুলোতেও রেমিট্যান্স বাড়বে। তিনি বলেন, রেমিট্যান্সে উচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণেই দেশের অর্থনীতি মোটামুটি ভালো অবস্থানে আছে। উচ্চ প্রবাহ ধরে রাখা গেলে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আরও ভালো হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, জুলাই ছাড়া চলতি অর্থবছরের সব মাসেই আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে রেমিট্যান্স বেশি এসেছে। একক মাস হিসেবে গত এপ্রিলে প্রবাসীরা ২৭৫ কোটি ডলার দেশে পাঠিয়েছেন। আগের বছরের একই মাসের তুলনায় যা প্রায় ৭১ কোটি ডলার বা ৩৪ দশমিক ৬৪ শতাংশ বেশি। এপ্রিল মাসের রেমিট্যান্স একক মাস হিসেবে এ যাবৎকালের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এখন পর্যন্ত কোনো এক মাসে সর্বোচ্চ প্রায় ৩৩০ কোটি ডলার এসেছে গত মার্চে। আর তৃতীয় সর্বোচ্চ ২৬৪ কোটি ডলার আসে গত ডিসেম্বরে। সব মিলিয়ে চলতি অর্থবছরের ১০ মাসেই গত অর্থবছরের পুরো সময়ের তুলনায় বেশি রেমিট্যান্স এসেছে। গত অর্থবছর রেমিট্যান্স এসেছিল ২ হাজার ৩৯১ কোটি ডলার।

রেমিট্যান্সের পাশাপাশি রপ্তানি আয়েও ভালো প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত ৯ মাসে রপ্তানি হয়েছে ৩ হাজার ৭১৯ কোটি ডলারের। আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় যা ১০ দশমিক ৬৩ শতাংশ বেশি। রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয়ের ভালো প্রবৃদ্ধির ওপর ভর করে টানা ২০ মাস পর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আবার ২২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। গত ৩০ এপ্রিল রিজার্ভ উঠেছে ২২ দশমিক শূন্য ৪ বিলিয়ন ডলারে। অবশ্য গতকাল রিজার্ভ সামান্য কমে আবার ২১ দশমিক ৯৭ বিলিয়ন ডলারে নেমেছে।

দেশের ইতিহাসে রিজার্ভ সর্বোচ্চ ৪৮ দশমিক শূন্য ৬ বিলিয়ন ডলারে উঠেছিল ২০২২ সালের আগস্টে। সেখান থেকে প্রতি মাসে কমতে কমতে সরকার পতনের আগে গত জুলাই শেষে ২০ দশমিক ৩৯ বিলিয়ন ডলারে নামে। তবে গত ৮ আগস্টের পর রিজার্ভ থেকে কোনো ডলার বিক্রি করছে না সরকার। বরং আগের সরকারের রেখে যাওয়া ৩৭০ কোটি ডলার মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়ার বড় অংশই পরিশোধ করেছে। এর পরও রিজার্ভ বেড়ে এ পর্যায়ে এসেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান সমকালকে বলেন, অর্থ পাচার ঠেকাতে বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার উদ্যোগ চলমান আছে। এ ছাড়া প্রবাসীরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যাংকিং চ্যানেলে বেশি অর্থ পাঠাচ্ছেন। সব মিলিয়ে রেমিট্যান্স বাড়ছে। রপ্তানি আয়েও ভালো প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। যে কারণে ডলার বাজারে এখন অস্বস্তি নেই।

ব্যাংকাররা জানান, রেমিট্যান্স ও রপ্তানিতে ভালো প্রবৃদ্ধির কারণে এখন ডলার নিয়ে ব্যবসায়ীদের হাহাকার নেই। বিগত সরকারের সময়ে আমদানিতে সর্বোচ্চ ১২৭ টাকায় উঠে যাওয়া ডলার অনেক দিন ধরে ১২২ টাকায় স্থিতিশীল রয়েছে। আমদানি, ভ্রমণসহ বিভিন্ন বিষয়ে আরোপ করা বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। আমদানিকারকরা এখন ব্যাংকে গিয়ে ডলার পাচ্ছেন। আগে যেখানে ডলারের অভাবে আমদানি কমে যাচ্ছিল। চলতি অর্থবছরের গত ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমদানিতে আট মাসে আমদানি বেড়েছে ৫ দশমিক ৩৩ শতাংশ। বিদেশি বিনিয়োগ না কমলে ডলার বাজারে স্বস্তি আরও বাড়ত।

শ্রম বাজার

NEW AGE
TUESDAY, MAY 6, 2025,

Exports see 9.83pc growth in July-April

Staff Correspondent

THE export earnings of the country witnessed a positive growth of 9.83 per cent to $40.20 billion in July-April of financial year 2024-25, according to the Export Promotion Bureau.

In the same period of the past fiscal (FY2023-24), the earnings were $36.6 billion.

The state agency provided this data, reflecting real-time shipment updates as per Asycuda World and the National Board of Revenue.

The single month export earnings of April also experienced a narrow growth of 0.86 per cent to $3.01 billion, which was $2.99 billion in April of 2024.

However, the country's single month's export earning in April was lowest of the 10 months of the current financial year.

Exporters said that as they ship their final summer consignments in February and March, there is always sluggishness in April and May, and frequently exports see negative growth in these months.

Accordingly, the April exports witnessed negative growth in FY24 and FY23.

The country's readymade garment sector also experienced a narrow positive growth of 0.44 per cent to $2.93 billion in April compared with that of $2.83 billion in April 2024.

In the first ten months of FY25, export earnings from almost all major sectors maintained positive growth except jute and jute goods.

In the mentioned period, the RMG sector witnessed a 10 per cent positive growth and bagged $32.64 billion, compared with that of $29.67 billion in the July-April period of FY24.

Among the RMG products, knitwear earned $17.45 billion, 10.74 per cent higher than $15.76 billion in the corresponding period of FY24, and woven earned $15.18 billion, 9.167 per cent higher than $13.90 billion in FY24.

Home textiles also posted a positive growth of 4.25 per cent to $740.49 million in the July-April period of FY25, up from $710.31 million in the same period of the past financial year.

The EPB data also stated that in the July-April period of FY25, the agricultural sector earned $858.95 million, a 4.95 per cent increase from $824.4 million in FY24.

Export earnings from leather and leather goods increased by 10.08 per cent to $932.53 million, which was $847.13 million in the same period of the previous financial year.

Engineering products' exports grew 12.45 per cent to $447.38 million, up from $397.84 million in July-April of FY24.

However, export earnings from jute and jute goods experienced negative growth of 6.89 per cent to $684.51 million in July-April of FY25, which was $735.14 million in July-April of FY24.

A file photo shows a worker sewing clothes at a garment factory on the outskirts of Dhaka. — New Age photo

Talking to New Age, Faruque Hassan, former Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association president, said that apparel exports witnessed a slow growth in April.

'However, due to the US tariff fear, there was sluggishness in the orders. So, export may witness a negative growth in the coming months. The all-major suppliers will face the same problems,' he added.

He said that the government should work on new US tariff through negotiations and diplomatic channels.

He also urged the government to provide sufficient policy supports, uninterrupted gas and electricity to navigate the emerged challenges.

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ১৩ মে ২০২৫

উন্মুক্ত হচ্ছে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার

সরোয়ার আলম

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে খুলতে যাচ্ছে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার। ইতিমধ্যে মালয়েশিয়ায় ১২ লাখ শ্রমিক নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এ নিয়ে দুই দেশের সরকারের উচ্চপর্যায়ে কথাবার্তা চলছে। মূলত শ্রমিকদের সুরক্ষার বিষয়টি প্রাধান্য দিয়েই শ্রমবাজার উন্মুক্ত হচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দলীয় সিন্ডিকেটের কারণে মুখ থুবড়ে পড়েছিল বৃহত্তর এ শ্রমবাজার। তবে অন্তর্বর্তী সরকার বন্ধ শ্রমবাজার উন্মুক্ত করতে নিয়েছে নানা উদ্যোগ।

এরই ধারাবাহিকতায় আগামীকাল বুধবার মালয়েশিয়ায় যাচ্ছেন আইন ও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল ও মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. নেয়ামত উল্লাহ ভূইয়া। তারা আগামী বৃহস্পতিবার পুত্রজায়ায় ওই দেশের সরকারের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। তাছাড়া শ্রমিক নেওয়ার বিষয়ে ২১ মে ঢাকায় দুই দেশের ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা হবে।

এদিকে বায়রার কতিপয় নেতা পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দেওয়ায় মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার ইস্যুতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ারও শঙ্কা রয়েছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। তবে বিষয়টি নিয়ে বৈদেশিক ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

জনশক্তি রপ্তানি খাতের বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানি খাত ধ্বংস করার মিশনে নেমেছেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব রিক্রুটিং এজেন্সিসের (বায়রা) কিছু বহিষ্কৃত নেতা। তারা সৌদি আরবের পর বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রমবাজার মালয়েশিয়া ঘিরে দেশের ভেতরে বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক বক্তব্য দিচ্ছেন। এসব বক্তব্য পুরো অভিবাসন প্রক্রিয়াটি বাধাগ্রস্ত করার আশঙ্কা রয়েছে।

- আগামীকাল মালয়েশিয়ায় যাচ্ছেন আইন উপদেষ্টা
- ৬ বছরে যাবেন ১২ লাখ শ্রমিক
- ২১ মে ঢাকায় ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা
- বায়রার পরস্পরবিরোধী বক্তব্য প্রভাব পড়ার শঙ্কা

কারণ মালয়েশিয়া কর্মী গ্রহণকারী দেশ হওয়ায় ওই দেশে সরকার সমালোচনার মধ্যে পড়লে বাংলাদেশের পরিবর্তে অন্য দেশ থেকে কর্মী নিয়োগ করতে পারে। এতে বাংলাদেশি কর্মীদের কর্মসংস্থান সংকুচিত হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে।

জানতে চাইলে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. সরওয়ার আলম দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'মালয়েশিয়ায় স্বপ্নের শ্রমবাজার উন্মুক্ত হবে শিগগির। তাদের সঙ্গে শ্রমবাজার খোলার বিষয়ে আলোচনা করব। আমাদের সরকার ও মালয়েশিয়া সরকারের নিয়মনীতি মেনে শ্রমবাজার খোলার বিষয়ে আলোচনা হবে। শ্রমিক গ্রহণকারী দেশ হিসেবে তারা যেসব শর্ত দেবে, প্রেরণকারী দেশ হিসেবে সেগুলো আমরা শুনব। আমাদের সঙ্গে ২১ মে যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা আছে। সেখানে বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'শ্রমবাজার খোলার বিষয়ে শতভাগ আশাবাদী। আশা করছি সফর থেকে ফিরে শ্রমবাজার খোলার বিষয়ে সুখবর দিতে পারব। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির আলোকেই মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠানো হবে। শ্রমিকরা যাতে কম টাকা ও দালালমুক্তভাবে যেতে পারেন, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।'

সংশ্লিষ্টরা দেশ রূপান্তরকে জানায়, ১৯৭৬ সাল থেকে মালয়েশিয়া বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নেওয়া শুরু করে। ২০২৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন

সমকাল । বুধবার । ৭ মে ২০২৫

শিল্পে টানা গ্যাস সংকট উৎপাদনে ভাটা

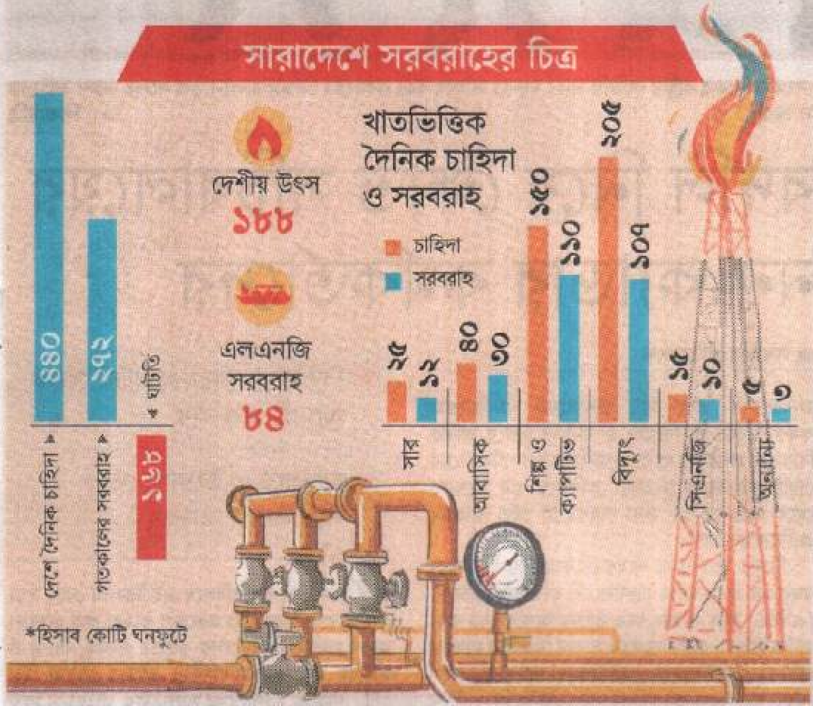

উৎপাদন কমেছে

পোশাক খাত	:	১০ শতাংশ
টেক্সটাইল	:	৬০ শতাংশ
ইস্পাত	:	৪০ শতাংশ
সিরামিক	:	৫০ শতাংশ

(সূত্র : উদ্যোক্তা ও সংগঠন)

আবু হেনা মুহিব, হাসনাইন ইমতিয়াজ ও জসিম উদ্দিন বাদল

চাহিদার তুলনায় গ্যাস মিলছে ৪০ শতাংশ কম। কলকারখানার চাকা ঘুরছে ধুঁকে ধুঁকে। ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সাভার, আশুলিয়া, ভালুকাসহ দেশের সব শিল্পাঞ্চলেই অভিন্ন পরিস্থিতি। সবচেয়ে বিপদে পড়েছে দেশের বস্ত্র ও তৈরি পোশাক খাত। গ্যাসের অভাবে ঝুঁকিতে পড়েছে এ খাতের ৭০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ।

রাতে মিললেও দিনে গ্যাস যেন দুষ্প্রাপ্য। কাজ না থাকায় অনেক কারখানার শ্রমিক দিনে অলস সময় কাটাচ্ছেন। রাত থেকে ভোর– এ সময়ে গ্যাসের চাপ বাড়লেই ঘোরে কারখানার চাকা। শ্রমিককে অতিরিক্ত মজুরি দিয়ে সে সময় কাজে নামানো হয়।

অনেক উদ্যোক্তা সিএনজি, এলপিজি বা ডিজেল দিয়ে উৎপাদন ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। বিকল্প জ্বালানি ও অতিরিক্ত মজুরির কারণে উৎপাদন খরচ হচ্ছে দ্বিগুণ। খরচ বেড়ে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কিছু কিছু কারখানা। গত আট মাসে শুধু নারায়ণগঞ্জেই ১৯ পোশাক কারখানা বন্ধ হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে রপ্তানি আয়েও। মার্চের চেয়ে এপ্রিলে রপ্তানি আয় কমেছে প্রায় ১২৩ কোটি ডলার। এর পরও আমদানিকারকদের অর্ডার সময়মতো পাঠানো যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন শিল্প মালিকরা। তারা বলছেন, সময়মতো পণ্য পাঠাতে না পারায় বাতিল হচ্ছে রপ্তানি আদেশ।

গ্যাস সংকটের এ পটভূমিতে আজ বুধবার শিল্প মালিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসছেন জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান।

কমছে গ্যাস সরবরাহ

কয়েক বছর ধরে দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন কমছে। এলএনজি আমদানি করে ঘাটতি মেটানোর চেষ্টা করা হলেও ডলার সংকট, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে সংকট কাটছে না। দেশে এখন দৈনিক গ্যাসের চাহিদা ৩৮০ কোটি ঘনফুট। গতকাল মঙ্গলবার পেট্রোবাংলা সরবরাহ করেছে ২৭২ কোটি ঘনফুট গ্যাস। এর মধ্যে দেশীয় গ্যাসক্ষেত্রগুলো থেকে পাওয়া গেছে ১৪৮ কোটি ঘনফুট।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

এমন পরিস্থিতিতে শিল্প টিকে থাকা কঠিন

গ্যাস সংকটে উৎপাদন ও রপ্তানি ব্যাহত হচ্ছে। গ্যাস সংকটের প্রভাব এবং উত্তরণের উপায় নিয়ে সমকালের সঙ্গে কথা বলেছেন বস্ত্রকল মালিকদের সংগঠন বিটিএমএর সাবেক সভাপতি ও বেসরকারি ব্যাংকের উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিএবির চেয়ারম্যান আব্দুল হাই সরকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **আবু হেনা মুহিব**

আব্দুল হাই সরকার

সা ক্ষা ৎ কা র

উৎপাদন আমদানি-রপ্তানি কর্মসংস্থান– গোটা অর্থনীতিই হুমকিতে

সমকাল : গ্যাস সংকট আসলে কোন পর্যায়ে?

আব্দুল হাই সরকার: শিল্পে গ্যাস সংকট অনেক পুরোনো। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ সব সময়ই কম ছিল। সরবরাহ সংযোগও স্বাভাবিক ছিল না। তবে সম্প্রতি সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। গ্যাসের চাপ অনেক কম। জেনারেটর চালানোর মতো ন্যূনতম চাপও থাকছে না। চাহিদার ২৫ থেকে ৩০ শতাংশের বেশি গ্যাস পাওয়া যায় না। তুলা থেকে সুতা তৈরি, সুতা থেকে কাপড় তৈরি, ডায়িং, কাটিং, ওয়াশিং, পোশাক উৎপাদন– সব ক্ষেত্রে গ্যাস প্রয়োজন। এসব প্রক্রিয়ায় এখন উৎপাদন গড়ে ৭০ শতাংশ কম হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে শিল্পের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়। উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি, ব্যাংক, বীমা, কর্মসংস্থান– পুরো অর্থনীতিই হুমকিতে রয়েছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

শিল্পে টানা গ্যাস সংকট, উৎপাদনে ভাটা

এক বছর আগে ৫ মার্চ দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন ছিল ২০১ কোটি ঘনফুট। ২০২৩ সালের ৫ মে দেশীয় ক্ষেত্রগুলো থেকে উত্তোলন করা হয়েছে ২১২ কোটি ঘনফুট। ২০২১ সালের ৫ মে দেশের গ্যাসক্ষেত্রগুলো থেকে পেট্রোবাংলা পেয়েছে ২৪৭ কোটি ঘনফুট, অর্থাৎ চার বছরে দেশীয় গ্যাস উৎপাদন কমেছে ৫৯ কোটি ঘনফুট। আমদানি করা এলএনজি থেকে দিনে গড়ে ৭৫ থেকে ৮০ কোটি ঘনফুট গ্যাস পাওয়া যায়।

ভূতত্ত্ববিদ ড. বদরুল ইমাম বলেন, দেশে গ্যাস অনুসন্ধান এবং উত্তোলনে গুরুত্ব না দিয়ে এলএনজিনির্ভরতা বাড়ানো হয়েছে। তবে আর্থিক সংকটে চাহিদা অনুসারে এলএনজি আনতে পারছে না সরকার। ফলে ঘাটতি মেটানো যাচ্ছে না। আর অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতার কারণে দিনে ১১০ কোটি ঘনফুটের বেশি এলএনজি সরবরাহ করাও সম্ভব নয়।

পোশাক খাতে বড় ধাক্কা

নারায়ণগঞ্জ শহরের রহমান নিট গার্মেন্টের ডাইং সেকশনে গতকাল দুপুরে গিয়ে দেখা যায়, গ্যাস সংকটে উৎপাদন বন্ধ থাকায় অধিকাংশ শ্রমিক অলস সময় কাটাচ্ছেন। শুধু একপাশ থেকে আসছে যান্ত্রিক শব্দ, সেখানকার শ্রমিকরা কর্মচঞ্চল।

প্রতিষ্ঠানটির উপমহাব্যবস্থাপক শিহাব উদ্দিন জানান, দুপুর ২টায় গ্যাসের চাপ সাধারণত ১০ পিএসআই থাকে। এখন আছে আড়াই পিএসআই। সকাল ৬টার দিকে ২ পিএসআই ছিল। চাহিদার চেয়ে ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ গ্যাস কম পাচ্ছি। তিনি বলেন, 'আমাদের দিনে উৎপাদন ক্ষমতা আট টন কাপড়। সেখানে গত দুই মাসে দিনে সর্বোচ্চ আড়াই টন কাপড় ডাইং করা যাচ্ছে। অতিরিক্ত কাজ করিয়েও পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাচ্ছে না।' গ্যাসের একই হাল ফতুল্লার ওসমান গার্মেন্টি, শাহ ফতেহ উল্লাহ গার্মেন্টি ও এম বি নিট ফ্যাশনেও।

আড়াইহাজারের লিটল গ্রুপের ভূলতা কারখানায় গত সোমবার সন্ধ্যায় গ্যাসের চাপ শূন্যে নেমেছিল। গ্যাসের অভাবে কারখানাটি বন্ধ হয়ে যায়। লিটল গ্রুপের চেয়ারম্যান এম খোরশেদ আলম জানান, ঈদে শ্রমিক মজুরি ও বোনাসের চাপ কীভাবে সামাল দেবেন, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন। বিদ্যুৎ দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি। তবে বিদ্যুৎ দিয়ে জেনারেটর বেশিক্ষণ চালালে দ্রুত নষ্ট হয়। গত জুনে তিনটি জেনারেটর নষ্ট হওয়ায় সাত কোটি টাকা খরচ করে নতুন কিনতে হয়েছে। ক্রমাগত ক্ষতির মুখে অনেক উদ্যোক্তা কারখানা বিক্রি করে দিতে চাচ্ছেন।

গ্যাস সংকটে গত আট মাসে নারায়ণগঞ্জে বন্ধ হয়েছে ১৯ পোশাক কারখানা। চাকরি হারিয়েছেন ১ হাজার ৫৭৩ জন। যেসব কারখানা সচল আছে, সেগুলোরও উৎপাদন কমেছে। কাঁচপুর বিসিক, মেঘনা অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মেঘনা শিল্পাঞ্চল, চৈতি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কসহ বিভিন্ন এলাকার কয়েকশ কারখানার উৎপাদন নেমে এসেছে অর্ধেকে।

সোনারগাঁর টিপরদী এলাকার চৈতি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে গিয়ে জানা যায়, তাদের কারখানায় দুই বছর ধরে গ্যাস সংকট চলছে। তিতাস কর্তৃপক্ষকে সাতবার চিঠি দিয়েও কোনো সমাধান হয়নি। পার্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাদের ৫০ পিএসআই চাপের গ্যাসের অনুমোদন রয়েছে। সেখানে তারা পাচ্ছেন ২০-২৫ পিএসআই গ্যাস।

তিতাস গ্যাসের সোনারগাঁ জোনের উপমহাব্যবস্থাপক মো. শাহাবুদ্দিন বলেন, সোনারগাঁয় যে চাহিদা, সেই পরিমাণ গ্যাস মিলছে না।

পোশাক খাতের অন্যতম প্রতিষ্ঠান নোমান গ্রুপের কারখানা ৩৬টি। গ্যাস সংকটে সব কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এতে বিপদে রয়েছে গ্রুপটি। বস্ত্রকল মালিকদের সংগঠন বিটিএমএর কাছে সহায়তা চেয়ে গ্রুপের পক্ষ থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। গত সপ্তাহে জ্বালানি উপদেষ্টার কাছে পাঠানো এক চিঠিতে বিটিএমএ নোমান গ্রুপের কথা উল্লেখ করে বলেছে, পর্যাপ্ত গ্যাস না পেয়ে নোমান গ্রুপের ২৮টি বস্ত্রকলে উৎপাদন প্রায় বন্ধ।

ওই চিঠিতে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল বলেন, তিতাস শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহ কমিয়ে বিদ্যুৎ খাতে দিচ্ছে। গত ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে তিতাস গ্যাস প্রতিদিন শিল্প খাতে ১০ কোটি ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ কমিয়েছে। বিটিএমএ বলেছে, চাহিদা অনুযায়ী যদি দৈনিক ১২৫ কোটি ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হতো, তাহলে শিল্প খাতের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হতো। বর্তমান গ্যাস সরবরাহ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে বস্ত্রকলগুলোর উৎপাদন আরও কমে একসময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আসছে ঈদে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধে সংকট তৈরি হওয়ার পাশাপাশি শ্রমিক অসন্তোষের শঙ্কাও রয়েছে বলে চিঠিতে সতর্ক করা হয়েছে।

গাজীপুরে উৎপাদন নেমেছে অর্ধেকে

গাজীপুরের মৌচাকের সাদমা ফ্যাশন ওয়্যার কারখানায় গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে গিয়ে দেখা যায়, গ্যাস সংকটে পাঁচ হাজার শ্রমিকের অধিকাংশই কর্মহীন। পরিচালক সোহেল রানা বলেন, গ্যাস সংকটে উৎপাদন অর্ধেকে নেমেছে। রাত ৯টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত কোনো রকমে কারখানা চলে। সকাল ৬টার পর গ্যাসের চাপ এতটাই কমে যে আর উৎপাদন সম্ভব হয় না। তিনি জানান, ৫৫ শতাংশ শ্রমিক অলস সময় পার করছেন। তারা প্রতিদিনই কারখানায় আসছেন, তবে কাজ করতে পারছেন না।

কালিয়াকৈরের খাড়াজোড়া এলাকার সামছুল আলামিন স্পিনিং মিলেও একই হাল। গ্যাস সংকটে ৪০টি যন্ত্রের সবগুলোই বন্ধ। ব্যবস্থাপক সারোয়ার আলম বলেন, আমাদের এ সুতা তৈরির কারখানায় ১০ পিএসআই গ্যাস পাওয়ার কথা। কয়েক মাস আগেও দেড় পিএসআই গ্যাস পেতাম। বর্তমানে গ্যাস নেই। তাই সব যন্ত্র বন্ধ রাখতে হচ্ছে।

গাজীপুরের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সূত্র বলছে, জেলা ও মহানগরে আড়াই হাজারের কাছাকাছি শিল্পপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। গ্যাস সংকটের কারণে এসব কারখানার উৎপাদন অর্ধেকে নেমেছে।

তিতাস গ্যাসের গাজীপুর জোনের ব্যবস্থাপক (অপারেশন) রিদওয়ানুজ্জামান বলেন, গাজীপুরে প্রতিদিন প্রায় ৫৯ কোটি ঘনফুট গ্যাসের চাহিদার বিপরীতে মিলছে ৩৬ কোটি ঘনফুট।

সাভার-আশুলিয়াতেও সংকট

সাভার ও আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলে ছোট-বড় মিলিয়ে কারখানা রয়েছে এক হাজার দুইশর বেশি। কয়েক মাস ধরে এসব কারখানায় তীব্র গ্যাস সংকট চলছে। বিকল্প হিসেবে ডিজেল ব্যবহার করায় উৎপাদন ব্যয় বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। বিদেশি ক্রেতারা পণ্যের দাম বাড়াচ্ছেন না। এতে আর্থিক ক্ষতির মুখে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অনেক কারখানা।

আশুলিয়ার নরসিংহপুরে অবস্থিত নিউ এজ পোশাক কারখানার উপমহাব্যবস্থাপক বলেন, আমাদের কারখানায় গ্যাস প্রয়োজন কমপক্ষে ১০ পিএসআই। গ্যাস পাচ্ছি ১ থেকে ২ পিএসআই। এতে প্রতি মাসে ৫০ থেকে ৬০ লাখ টাকার ডিজেল কিনতে হচ্ছে।

সাভারের উলাইল এলাকার আল মুসলিম গ্রুপের পোশাক কারখানায় কাজ করেন প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক। কারখানাটির পরিচালক মোসলেম উদ্দিন জানান, ১ জানুয়ারি থেকে তাদের কারখানায় গ্যাস সংকট দেখা দিয়েছে। গ্যাস-স্বল্পতার কারণে বয়লার চালু করা যায় না। ফলে শ্রমিকরা কাজে এলেও বসে থাকেন।

স্টিল মিল চলছে রাতে

ধুঁকছে স্টিল কারখানাও। দিনে গ্যাসের চাপ না থাকায় কারখানা চলছে রাতে। এতে খরচ বাড়ছে দেড় থেকে দুই গুণ। রহিমা ইস্পাত মিলের চেয়ারম্যান সাইফুর রহমান খোকন সমকালকে বলেন, গত বছরের জানুয়ারি থেকেই গ্যাস সংকট চলছে। গ্যাসের চাপ থাকার কথা ১৫ পিএসআই; থাকছে কখনও ৩, কখনও ৫ কিংবা ৭ পিএসআই। দিনে বেশি বেকায়দায় পড়তে হয়। তাই এখন রাতে কারখানা চালু রাখতে হচ্ছে। এতে শ্রমিকের মজুরি দিতে হচ্ছে দেড় গুণ। অন্যান্য খরচ বেড়েছে দুই গুণ। এভাবে চলতে থাকলে ঋণখেলাপি হয়ে পথে বসতে হবে।

ঢাকার কাঁচপুর ব্রিজ এলাকার বন্দর স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কালাম বলেন, কারখানায় দুটি ফার্নেসচালিত বয়লার আছে। একটি চলছে, একটি বন্ধ রয়েছে। আবার যেটি চলছে, সেখানেও দেখা যায় উৎপাদন হচ্ছে ৪০ শতাংশ।

ধুঁকছে সিরামিকও

বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিসিএমইএ) সভাপতি ও মুন্নু সিরামিকের ভাইস চেয়ারম্যান মইনুল ইসলাম বলেন, এক বছরের বেশি সময় ধরে চলছে এ পরিস্থিতি। বিশেষ করে সাভার ও আশুলিয়া, গাজীপুর ও ময়মনসিংহের ভালুকা এলাকায় যেসব সিরামিক কারখানা আছে, সেগুলোর পরিস্থিতি খুবই খারাপ।

খাদ্যপণ্য

ভারী শিল্পের পাশাপাশি ব্যাহত হচ্ছে খাদ্য উৎপাদনও। প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের বাজারে প্রাণ-আরএফএল অন্যতম অংশীদার। গ্যাসের অভাবে গ্রুপটির উৎপাদন কমছে। গ্রুপের চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী বলেন, উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে ডিজেল ব্যবহার করে উৎপাদন ধরে রাখতে হচ্ছে। এতে ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে।

আসছে না নতুন শিল্প

গ্যাস সংকটে শিল্পে নতুন সংযোগ প্রায় বন্ধ। পুরোনো কারখানায় লোড বাড়ানোর অনুমতিও দেওয়া হচ্ছে না। শিল্পে গ্যাস সংযোগ বন্ধ থাকায় বিনিয়োগে স্থবিরতা নেমেছে। বাড়ছে না কর্মসংস্থান। বরং গ্যাস সংকটে চালু কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাড়ছে বেকারত্ব।

পেট্রোবাংলা সূত্রে জানা যায়, লোড বাড়ানো ও নতুন সংযোগের জন্য প্রায় এক হাজার আবেদন জমা পড়েছে গ্যাস বিতরণ কোম্পানিগুলোতে। এর মধ্যে অন্তত ৭০০ আবেদন নতুন সংযোগের। তিতাস গ্যাসেই নতুন গ্যাস সংযোগের ৬০০ আবেদন জমা আছে।

তিতাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শাহনেওয়াজ পারভেজ বলেন, নতুন সংযোগের ব্যাপারে জ্বালানি বিভাগের নির্দেশনা মেনে কাজ করতে হচ্ছে। কয়েক মাসে নতুন সংযোগ তেমন দেওয়া না হলেও এখন শ্রেণিবিন্যাস করা হচ্ছে। অগ্রাধিকার অনুসারে সংযোগ দেওয়া হবে।

গত ৩০ এপ্রিল জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) পরামর্শক কমিটির ৪৫তম সভায় মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল বলেছিলেন, কুমিল্লা অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৬০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেও দুই বছর ধরে গ্যাস ও বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা বিদেশিদের বিনিয়োগের জন্য ডাকছি। অথচ নিজের দেশের উদ্যোক্তারা জ্বালানি সংকটে ভুগছেন।

কারা কী বলছেন

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম গতকাল সমকালকে বলেন, আমার ফিনিশিং সেকশনে মাত্র ৫০০ কেজির একটা ছোট বয়লার। সেটিও চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। সারারাত অপেক্ষা করে সিএনজি পাম্প থেকে গ্যাস এনে বয়লার চালাতে হয়। যারা বড় বড় বয়লার চালান, তাদের কী অবস্থা?

তিনি জানান, সরকারকে শিল্প উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সংকট কাটাতে আপাতত এক জাহাজ এলএনজি আমদানি করে শিল্পে দেওয়া হোক। এ-সংক্রান্ত সব ব্যয় উদ্যোক্তারা বহন করবেন। এখনও সরকারের তরফ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি।

জানতে চাইলে জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান গত সোমবার সমকালকে বলেন, গ্যাস নিয়ে শিল্প মালিকরা অভিযোগ করছেন। তারা বাড়তি দামেও গ্যাস পেতে মরিয়া। তাদের সঙ্গে বুধবার বসে কীভাবে সংকট মোকাবিলা করা যায়, আলোচনা করব। তিনি বলেন, উৎপাদন কম বলে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ঘাটতি থাকছে। এটি কমানোর চেষ্টা চলছে।

(প্রতিবেদনে তথ্য দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিরা)

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

এমন পরিস্থিতিতে শিল্প টিকে থাকা কঠিন

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

সমকাল : পরিস্থিতি সামাল দিতে আপনারা কী করছেন?

আব্দুল হাই সরকার: বাধ্য হয়ে ডিজেল দিয়ে কিছু জেনারেটর চালু রাখার চেষ্টা করছি। পল্লী বিদ্যুতের সহায়তায় কিছু জেনারেটর চালু করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এতে গ্যাসের চেয়ে তিন গুণ বেশি ব্যয় হয়। একে তো ব্যয় বেশি, আবার ভারী শিল্পে দীর্ঘ সময় এভাবে উৎপাদন চালানো সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে সিএনজি স্টেশন থেকে গ্যাস নিয়ে কিছুটা সময় কাজ চালানোর চেষ্টা করছেন উদ্যোক্তাদের কেউ কেউ।

সমকাল : নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্যাস সংকটই কী প্রধান বাধা?

আব্দুল হাই সরকার: হ্যাঁ, গ্যাস সংকটই প্রধান বাধা। এর বাইরে অবকাঠামো, আমলাতান্ত্রিক মারপ্যাঁচ, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা– এমন আরও কিছু বাধা আছে। তবে কোনোটাই গ্যাস সংকটের চেয়ে বড় নয়। একটা উদাহরণ দেই। গাজীপুরের কালিয়াকৈরে একটি আধুনিক মানের টেক্সটাইল মিলের অন্যান্য অবকাঠামো আমি তৈরি রেখেছি কয়েক বছর আগে। শুধু গ্যাসের অভাবে কারখানাটি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। এই কারখানার জন্য ২০ লাখ ঘনমিটার গ্যাসের লোড চেয়ে আবেদন করেছিলাম। কিন্তু এখনও গ্যাস পাইনি। চালু করা গেলে বছরে ১০ কোটি ডলার রপ্তানি আয় আসত। সরাসরি ছয় হাজার লোকের কর্মসংস্থান হতো। এ রকম অনেক নতুন বিনিয়োগ উৎপাদনে আসতে পারছে না গ্যাসের অভাবে।

সমকাল : অন্তর্বর্তী সরকার বিনিয়োগ আকর্ষণে পদক্ষেপ নিচ্ছে। গ্যাস সংকটের সমাধান ছাড়া বিনিয়োগ আকর্ষণ সম্ভব হবে?

আব্দুল হাই সরকার: আমাদের যত সম্ভাবনা এবং তৈরি পোশাক শিল্পে যে কাঠামো এত দিনে দাঁড়িয়েছে, তাতে বিনিয়োগ টানতে বাড়তি পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল না। মুনাফার আকর্ষণেই এ দেশে বিদেশি বিনিয়োগ আসত। তবে গ্যাস সংকটে সেই সম্ভাবনা মুখ থুবড়ে পড়ছে। এ সমস্যা সমাধান না করে অন্য কোনো পদক্ষেপ ফল দেবে না। অতীতে এ ধরনের পদক্ষেপের অভিজ্ঞতা ভালো হয়নি। যেভাবেই হোক গ্যাসের স্থায়ী সমাধান করতে হবে। আমাদের দেশ গ্যাসের ওপর ভাসছে বলে আগে আমরা যে কথাটা শুনতাম, তা অমূলক নয়। সিলেটে গ্যাস আছে, ভোলায় আছে, সমুদ্রের তলদেশে আছে। আরও যেখানে যেখানে আছে, সেগুলো অনুসন্ধান করতে হবে। বিদেশি বিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান দিয়ে গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের নিজস্ব গ্যাস উত্তোলন ছাড়া ভালো বিকল্প নেই। এটি আগেই প্রয়োজন ছিল। সিদ্ধান্তহীনতা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্বলতার কারণে নিজস্ব গ্যাস উত্তোলনে আমরা যেতে পারিনি। এর সঙ্গে ভূরাজনীতিও আছে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনও ঢাকায় এসে আমাদের তৎকালীন সরকারের কাছে গ্যাস রপ্তানির অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

সমকাল : নিজস্ব গ্যাস উত্তোলন ও সরবরাহ দীর্ঘ প্রক্রিয়া। ততদিন শিল্প চলবে কীভাবে? আপাতত সমাধান কী?

আব্দুল হাই সরকার: খুব বেশি দীর্ঘ সময় লাগবে না। হয়তো দুই থেকে তিন বছর লাগতে পারে। বিদেশি অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানকে কাজ দিলে হয়তো আরও কম সময়ের মধ্যে মাটির নিচের গ্যাসকে সরবরাহ লাইনে নিয়ে আসা সম্ভব হবে। আপাতত স্বল্পমেয়াদি সমাধান হিসেবে এলএনজি আমদানি দিয়েই চালিয়ে নিতে হবে। পর্যাপ্ত এলএনজি আমদানি নিশ্চিত করতে হবে, যাতে শিল্পে কোনো সংকট না থাকে। এ সুযোগ বলে রাখি, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বাণিজ্যিক মনোভাব থেকে আমাদের পণ্যের ওপর ৩৭ শতাংশ শুল্ক আরোপের যে প্রক্রিয়া চলছে, তা থেকে সুরক্ষায় যদি আমরা আমদানিতে ভারসাম্য আনতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলএনজি আমদানি বাড়াতে থাকি, তাহলে তা ঠিক হবে না। কারণ মধ্যপ্রাচ্যের দেশ থেকে আমদানি করা সহজ ও সাশ্রয়ী। সেখান থেকে ১০ হাজার মাইল দূরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গ্যাস আনা বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হবে না। একই কথা তুলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মার্কিন তুলার দাম বেশি। আসতে সময় বেশি লাগে। এ কারণে প্রতিযোগিতার বাজারে মার্কিন তুলা আমাদের জন্য লাভজনক নয়। কোনো কারণে আমরা বাণিজ্যিকভাবে পিছিয়ে পড়লে ভারত সেই সুবিধা নিতে চায়। ভারত তাদের বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্পে ব্যাপক সহায়তা দিচ্ছে।

সমকাল বুধবার। ৭ মে ২০২৫

মার্কিন শুল্কনীতিতে হুমকির মুখে দেশের পোশাক খাত

সমকাল ডেস্ক

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন

- উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় লাখ লাখ শ্রমিক
- ১০ শতাংশ শুল্কও এ খাতে ধস নামাতে পারে

বাংলাদেশের জন্য এ বছরটি সব দিক থেকেই বেশ কঠিন। গত গ্রীষ্মে অর্থনৈতিক ভঙ্গুর পরিস্থিতির মধ্যে বিক্ষোভকারীরা একজন অত্যাচারী শাসককে উৎখাত করে এবং দেশে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। অন্তর্বর্তী সরকারের হাত ধরে দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে অগ্রগতির মধ্যে এক ভয়াবহ খবর আসে। মাসখানেক আগে বাংলাদেশি পণ্য আমদানিতে ৩৭ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। এ নিয়ে বিশ্বজুড়ে প্রতিক্রিয়া শুরু হলে বাংলাদেশসহ অনেক দেশের শুল্ক স্থগিত করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে এই শুল্ক পুনরায় কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা বাংলাদেশের লাখ লাখ পোশাক শ্রমিককে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। খবর নিউইয়র্ক টাইমসের।

পাঁচ বছর ধরে পোশাক কারখানায় সেলাইয়ের কাজ করে পরিবার চালাচ্ছেন মুর্শিদা আখতার (২৫)। তাঁর বাড়ি দেশের উত্তরাঞ্চলে। বর্তমানে তিনি ঢাকার উপকণ্ঠে সাভারে বসবাস করেন। সম্প্রতি তিনি এবং তাঁর আরও ২০০ সহকর্মী (তাদের ৭০ শতাংশই নারী) সাভারের ৪এ ইয়ার্ন ডাইং নামের একটি পোশাক কারখানায় কাজ শুরু করেছেন।

মুর্শিদা জানান, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপ নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় পার করছেন তিনি। বর্তমান চাকরি থেকে তিনি প্রতি মাসে ১৫৬ ডলার (প্রায় ১৯ হাজার টাকা) পাওয়ার আশা করছেন। তবে তাঁর আশঙ্কা, কারখানায় কাজের ক্রয়াদেশ কমে যেতে পারে। আর ক্রয়াদেশ কমে গেলে কাজের সঙ্গে সঙ্গে কমে যাবে তাঁর আয়-রোজগারও।

১৭ কোটি মানুষের ঘনবসতিপূর্ণ দেশ বাংলাদেশ। এটি যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যের আকারের একটি বদ্বীপ। ১৯৭০-এর দশকে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশটিকে অর্থনৈতিকভাবে ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়। তবে ১৯৮০-এর দশকে দেশের অর্থনীতির চাকা ঘুরিয়ে দেয় তৈরি পোশাক খাত। এই খাতে নারী শ্রমিকদের বিশেষ অবদানের কারণে তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক দেশগুলোর মধ্যে প্রধান শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশ। মুর্শিদা আখতারের মতো দেশটির প্রায় ৪০ লাখ মানুষ পোশাক তৈরিতে যুক্ত। সম্ভবত তাঁর ছেলে ও স্বামীর মতো আরও পাঁচ গুণ মানুষ এই শ্রমিকদের আয়ের ওপর নির্ভরশীল।

ট্রাম্পের আগের আরোপিত শুল্ক এবং চীনা পণ্যের ওপর আরোপিত ১৪৫ শতাংশ শুল্কের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের মতো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি থমকে যেতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর বলেন, দীর্ঘ কয়েক দশকের ঈর্ষণীয় প্রবৃদ্ধির পর যখন দেশটি মন্দার মুখে পড়েছে এবং এক প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে, ঠিক তখনই শুল্কের হুমকি এসেছে।

বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের ৮৫ শতাংশই হচ্ছে তৈরি পোশাক। এই পণ্য সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় যুক্তরাষ্ট্রে। স্থগিত আদেশ শেষ হওয়ার পর যদি ট্রাম্প ৩৭ শতাংশ শুল্ক নাও আরোপ করেন, তবুও বাংলাদেশকে অন্যান্য দেশের মতো ১০ শতাংশ শুল্কের মুখোমুখি হতে হবে। তবে পোশাকের মতো কম মার্জিন ব্যবসায় এই পরিমাণ শুল্কও অনেক কঠিন। তাছাড়া পোশাক খাতে রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে চীনের পাশাপাশি ভারত, কম্বোডিয়া ও শ্রীলঙ্কার অবস্থান বেশ শক্ত। তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের তীব্র প্রতিযোগিতাও রয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন পশ্চিমা দেশের উদার গণতন্ত্রের সমর্থকদের কাছে আশার প্রতীক হিসেবে দেখা দেয়। ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে স্বাগত জানান সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তবে খুশি হতে পারেনি ভারত। শেখ হাসিনার আকস্মিক পতনে বেশ হতাশ হয়েছে দেশটি। হাসিনার আমলে আর্থিক খাতে ব্যাপক লুণ্ঠনের ফলে যে ক্ষতি হয়েছে, তা কাটিয়ে উঠতে তৎপরতা চালাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রথম বছর প্রবৃদ্ধি কমলেও ২০২৬ সালের মধ্যে তা স্বাভাবিক হতে পারে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। তবে ট্রাম্পের শুল্ক আরোপ সেই আশায় গুড়েবালি দিয়েছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশের পরবর্তী দুই বছরের প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক।

ঢাকাভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের পরিচালক ফাহমিদা খাতুন বলেছেন, জ্বালানির দাম বাড়াতে এবং ভর্তুকি কমিয়ে দিতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) পক্ষ থেকে আমাদের ওপর প্রচণ্ড চাপ রয়েছে।

THE FINANCIAL EXPRESS Monday • May 12, 2025

Bangladeshis working abroadneed greater attention

Economists in Bangladesh noted with great happiness that Bangladesh's inward remittance had crossed for the first time in its history the US Dollar 3 billion mark in March this year.
Bangladesh Bank data indicated that Bangladesh citizens working abroad had sent remittances equivalent to US Dollar 3.29 billion in March-- a jump of nearly 65 per cent from US Dollar 1.99 billion that had come the same month a year earlier in 2024. The inflow of remittances during the July 2024-April 2025 period had grown to US Dollar 24.39 billion.
Such wonderful news has raised questions on various issues related to several dimensions pertaining not only to safe recruitment paradigm but also with regard to working conditions for migrant workers. Some socio-economic analysts have pointed out that it is unfortunate that we celebrate the remittance earnings of our migrant workers but our actions fall drastically short when it comes to ensuring their safety, dignity, and well-being both at home and abroad. In particular, the steady stream of coffins returning home-with migrants' lives cut short by health issues, workplace accidents, etc-is a stark reminder of our collective failure to protect them. We are deeply concerned by the unnaturally high number of deaths of our migrant workers abroad, with the host country authorities failing to provide accurate explanations for them.
According to the Wage Earners' Welfare Board (WEWB), 4813 dead bodies of Bangladeshi migrants arrived in the country from the destination countries in 2024, mostly from the Gulf region. The number of deaths has steadily increased since 2021-with 3,818 in 2021, 3,904 in 2022, and 4,552 in 2023. Reportedly, WEWB received 56,769 dead bodies of migrants from 1993 to 2024, which is shocking. The question is-- what is causing the deaths of so many of our workers? Have Bangladeshi authorities sought answers from the destination countries where these individuals met such dire fates?
Every year, workers leave for foreign lands, hoping to improve their financial conditions. Unfortunately, many face severe hardships and return home in coffins, particularly from the Gulf region, the primary destination for Bangladeshi migrant workers. Often, the exact causes of their deaths remain unexplained, with "heart attack" commonly mentioned in their death certificates. Additionally, our female migrant workers often face physical, psychological, and sexual abuse at the hands of their employers-and many have reportedly died by suicide.
Over the years, our returnee migrant workers have shared the miserable conditions they faced in the Gulf States. Long working hours, poor occupational health and safety practices, and exposure to cumulative health risks such as heat, air pollution, psychosocial stress, hypertension, and chronic kidney disease have been common.
The question is-- have the Bangladeshi authorities made any effort to improve the living and working conditions of our workers?
Additionally, our workers are under constant pressure to send money home to recoup the migration cost, leaving them with no opportunity for adequate rest. Have the authorities taken any steps to lower migration costs?
In this context, according to the Wage Earners' Welfare Board (WEWB), number of deaths has been rising steadily since 2020, increasing by more than 50 per cent. In total, over the past four decades, at least 57,216 migrant workers' bodies have been repatriated. Many more are buried overseas, with families sometimes choosing not to bring the bodies home.
It may be noted however that when a body is repatriated, the Welfare Board provides Taka 35,000 for burial and transport costs. Besides this, under a 2023 insurance scheme, families of insured workers who paid a one-time Tk 1,000 premium can receive up to Taka 1 million in the event of a work-related death.
The media has noted that the official causes of death in most cases are listed as strokes, brain hemorrhages, or heart attacks-categorised as "natural causes." However, experts have questioned this account, pointing out that most deceased workers were between 38 and 42 years old and reportedly had no prior health issues. Unfortunately, bodies are not re-autopsied upon return to Bangladesh. A government official has tried to explain this, rather unconvincingly, that it is "difficult" to probe these untimely deaths further as autopsies conducted in host countries fall under their legal jurisdiction. Nevertheless, the question remains as to why, after all these years, we have failed to ensure a transparent and credible process for investigating the deaths of our migrant workers?
Government data indicated that most of these deaths occur in the Gulf region, where extreme heat and exhausting work conditions-especially at construction sites-have taken a severe toll. A 2023 study highlighted the link between excessive heat and poor health outcomes among workers in the Gulf.
Given these realities, one can only urge our government to push for safer and more humane recruitment and working conditions in host countries. Employers must be compelled to comply with international labour standards, ensuring not just better wages but also improved living conditions and healthcare access.
At the same time, migration costs need to be reduced so that workers are not forced to take up dangerous jobs just to recover their investment. The authorities must also enhance their efforts to crack down on fraudulent agents involved in fake recruitment, wage theft, and forced labour. We must remember that migrant workers deserve protection, dignity, and justice. Their lives, health, and the well-being of their families must be as high a priority as the remittances they send home. It should also be understood that preventing exploitation by traffickers will and can create economic opportunities at home.
In the recent past, towards the end of January we received disturbing reports of the tragic deaths of at least 23 Bangladeshi migrants whose bodies were washed ashore in northern Libya. Reports indicated that a boat carrying 56 migrants bound for Italy departed from Libya's coast on January 25. On January 28, local authorities recovered seven bodies, and over the next three days, the toll rose to 23. Two critically injured survivors were rescued and hospitalised. However, some victims remain unidentified, while officials fear the death toll may rise as there is no information about the remaining passengers.
According to the families of some identified victims, the boat passengers were being smuggled from Libya to Europe via the Mediterranean Sea. All came from impoverished backgrounds, each paying between Taka 14 to 16 lakhs for the perilous journey across the Central Mediterranean route, with some Bangladeshi agents allegedly organising the operation. One recent victim, 19-year-old Titu, apparently took this life-threatening risk after being defrauded by an agent when applying for a work permit. This unfortunate scenario highlights the root of the matter.
Since 2017, Bangladeshi migrants have consistently ranked among the top nationalities crossing the Mediterranean Sea to Europe-a route often taken by those fleeing conflict or war in North African countries and considered as one of the most dangerous in the world. This probably underscores the grim reality driving such migrations.
While these migrants attempt to enter Europe illegally, each has their own reasons for taking such a desperate venture. Some had borrowed large sums in search of better opportunities. Others had tried to migrate legally but were deceived by unscrupulous agents, making them even more desperate.
Unfortunately, such desperation on their part to leave Bangladesh and many other countries from different parts of Africa highlights in more ways than one the severe lack of stable jobs and economic prospects in their home country.
In the meantime, the EU has decided to tighten the asylum rule with a list of 7 nations which are considered to be "safe"-- in a bid to making it harder for citizens of those nations to claim asylum in the bloc. The European Commission has said that it was proposing to designate Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egypt, India, Morocco and Tunisia as "safe countries of origin". The move is set to allow governments to process asylum applications filed from citizens of those countries more quickly -- by introducing a presumption that such applications lack merit. Magnus Brunner, the EU's Commissioner for migration has noted that "many member States are facing a significant backlog of applications, so anything we can do now to support faster asylum decisions is essential."
One needs to refer to another view before concluding this article.

প্রথম আলো • শুক্রবার, ১৬ মে ২০২৫,

বাংলাদেশ থেকে অধিক কর্মী নেবে মালয়েশিয়া

পুত্রজায়ায় বৈঠক

মালয়েশিয়ার তিন মন্ত্রীর সঙ্গে আলাদা বৈঠক প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টার।

- বন্ধ শ্রমবাজার শিগগির চালুর আশ্বাস।
- গত বছর যেতে না পারা ১৭ হাজারের মধ্যে ৮ হাজার কর্মী যাবেন প্রথম ধাপে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

এক বছর বন্ধ থাকার পর নতুন করে চালু হতে যাচ্ছে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার। আগামী কয়েক মাসে দেশটি এক থেকে দেড় লাখ বিদেশি শ্রমিক নিতে পারে। এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া গত বছর মে মাসে বাজার বন্ধের কারণে প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করেও শেষ সময়ে যাঁরা যেতে পারেননি, তাঁরা শিগগিরই যেতে পারবেন মালয়েশিয়ায়।

শ্রমবাজার চালু নিয়ে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলের বৈঠকের পর গতকাল বৃহস্পতিবার এমনটাই জানা গেছে। মালয়েশিয়ার পুত্রজায়ায় তিনজন মন্ত্রীর সঙ্গে আলাদা বৈঠক করেছেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছেন।

> **বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি লোক নেওয়া হবে। বাংলাদেশের সব রিক্রুটিং এজেন্সি যাতে কর্মী পাঠাতে পারে, সেই সুযোগ করে দিতে দেশটিকে অনুরোধ করা হয়েছে।**
>
>
>
> **আসিফ নজরুল**, উপদেষ্টা, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

অধ্যাপক আসিফ নজরুল ভিডিও বার্তায় বলেন, লোক নেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন মালয়েশিয়ার মানবসম্পদমন্ত্রী। বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি লোক নেওয়া হবে। বাংলাদেশ থেকে সব রিক্রুটিং এজেন্সি যাতে কর্মী পাঠাতে পারে, সেই সুযোগ করে দিতে দেশটিকে অনুরোধ করা হয়েছে। তারা এটি ভালোভাবে বিবেচনা করে দেখবে এবং অচিরেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাবে।

১৩ মে আসিফ নজরুলের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রতিনিধিদল মালয়েশিয়া সফরে যান। গতকাল মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মানবসম্পদমন্ত্রীর সঙ্গে প্রতিনিধিদলের আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়েছে। এ ছাড়া দেশটির বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক বৈঠক হয়েছে। এতে কিছু অগ্রগতি হয়েছে বলে জানান উপদেষ্টা।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা বলেন, নিরাপত্তাকর্মী, নার্স, কেয়ারগিভারসহ দক্ষ কর্মী নেওয়ার বিষয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বৈঠকে। সব মিলিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিকবিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকীও আলোচনায় অংশ নিয়েছেন।

মোট ১৪টি দেশ থেকে কর্মী নেয় মালয়েশিয়া। তবে ২০২৪ সালের শুরুতে বাংলাদেশসহ সবার জন্য মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধ করে দেয় দেশটির কর্তৃপক্ষ। তখন দেশটিতে শ্রমিক পাঠানোর ক্ষেত্রে বিশেষ চক্র তৈরির অভিযোগ উঠেছিল।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রমবাজার মালয়েশিয়া। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এই বন্ধ বাজার চালু করতে উদ্যোগী হয়। দুই দেশের মধ্যে যৌথ কারিগরি কমিটির সভা করতে কয়েক দফায় মালয়েশিয়াকে চিঠি পাঠানো হয়। অবশেষে গত মাসে বৈঠকের বিষয়ে সম্মতি দেয় মালয়েশিয়া। ২১-২২ মে ঢাকায় যৌথ কারিগরি কমিটির সভা করার প্রস্তাব দিয়েছে মালয়েশিয়া। এতে সম্মতি দিয়েছে বাংলাদেশ।

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা বলেন, যৌথ কারিগরি কমিটির সভায় এবার সব বৈধ এজেন্সির কর্মী পাঠানোর সুযোগ রাখার বিষয়ে প্রস্তাব দেওয়া হবে। যদিও দেশটিতে কর্মী পাঠাতে দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে এজেন্সি বাছাইয়ের দায়িত্ব মালয়েশিয়া সরকারের হাতে দেওয়া আছে। এ সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত। তাই নতুন করে চুক্তি করার সুযোগ নেই। তবে বিদ্যমান সমঝোতা স্মারক কিছুটা সংশোধন করার প্রস্তাব দেবে বাংলাদেশ।

যেতে না পারা কর্মীদের সুযোগ

সর্বশেষ ২০২২ সালে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার চালুর পর থেকে একটি চক্রের (সিন্ডিকেট) বিরুদ্ধে বাজার নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার এক পর্যায়ে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চাপে বিদেশি কর্মী নেওয়া বন্ধ করে দেয় মালয়েশিয়া। তার আগে কর্মীদের দেশটিতে প্রবেশে ২০২৪ সালের ৩১ মে পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। সব প্রক্রিয়া শেষে চূড়ান্ত ছাড়পত্র নিয়েও ওই সময়ের মধ্যে মালয়েশিয়া যেতে পারেননি ১৬ হাজার ৯৭০ কর্মী। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁদের ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়।

মালয়েশিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের ব্যক্তিগত বন্ধু। গত বছর বাংলাদেশ সফরের সময় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেন, বাংলাদেশ থেকে যেতে না পারা কর্মীদের দেশটিতে যাওয়ার সুযোগ করে দেবেন। এটা নিয়ে পরে আরও আলোচনা হয়েছে দুই দেশের মধ্যে। দফায় দফায় কর্মীদের নেবে বলে জানিয়েছিল মালয়েশিয়া। গতকালের বৈঠকেও বিষয়টির অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

এ বিষয়ে আসিফ নজরুল বলেন, প্রথম দফায় ৭ হাজার ৯২৬ কর্মীকে নেওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে তারা। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাঁদের মালয়েশিয়ায় কাজের সুযোগ দেওয়া হবে।

মালয়েশিয়ায় কর্মরত বাংলাদেশি কর্মীদের বিভিন্ন সুবিধা দেওয়ার বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেন, বাংলাদেশি শ্রমিকেরা সিঙ্গেল এন্ট্রি ভিসা পান। তাঁদের যেন অন্য দেশের শ্রমিকের মতো মাল্টিপল ভিসা দেওয়া হয়, দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এ অনুরোধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর সঙ্গে থাকা কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

ভিডিও বার্তায় আরও জানানো হয়, বাংলাদেশি যেসব শ্রমিক অবৈধ হয়ে গেছেন, তাঁদের বৈধ করে দিতে বৈঠকে অনুরোধ করেছেন প্রবাসীকল্যাণ উপদেষ্টা। জবাবে মালেশিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এটা মাঝেমধ্যে করা হয়; সবশেষ গত বছর করা হয়েছিল। তবে যাঁদের ভিসার মেয়াদ নেই, তাঁদের ক্ষেত্রে এটা করা যায় না। তাঁদের বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে অনুরোধ করা হয়েছে।

কর্মসংস্থানে গতি বাড়তে পারে

টানা দুই বছর ব্যাপক উল্লম্ফনের পর গত বছর কিছুটা ধাক্কা খেয়েছে বিদেশে কর্মসংস্থান। আগের বছরের তুলনায় গত বছর তিন লাখ কর্মীর কর্মসংস্থান কমে গেছে। বড় আকারের তিনটি শ্রমবাজার বন্ধের কারণে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো মালয়েশিয়া। বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এখন একমাত্র ভরসা হিসেবে টিকে আছে সৌদি আরব। মালয়েশিয়ায় ২০২৩ সালে কাজ নিয়ে যান সাড়ে তিন লাখের বেশি কর্মী। তবে ২০২৪ সালের জুন থেকে দেশটির শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে গেছে। এতে গত বছর সব মিলিয়ে কর্মী গেছেন এক লাখের কম।

বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বলছে, ২০২১ সালে বিভিন্ন দেশে কাজ নিয়ে গেছেন ৬ লাখ ১৭ হাজার কর্মী। ২০২২ সালে ১১ লাখের বেশি কর্মী। ২০২৩ সালে গেছেন ১৩ লাখের বেশি কর্মী। আর গত বছর গেছেন ১০ লাখ কর্মী। এর মধ্যে ৯০ শতাংশ কর্মী গেছেন মাত্র পাঁচটি দেশে। এগুলো হচ্ছে সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, কাতার, সিঙ্গাপুর ও আরব আমিরাত।

২০০৪ সাল থেকে ২০২৪ সালের মে পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় গেছেন প্রায় ১৩ লাখ বাংলাদেশি কর্মী। এর মধ্যে এক বছরে সবচেয়ে বেশি কর্মী গেছেন ২০২৩ সালে—সাড়ে তিন লাখের বেশি। মালয়েশিয়ার বাজার অতীতে একাধিকবার বন্ধ হয়েছে।

অভিবাসন খাতের বেসরকারি গবেষণা সংস্থা রামরুর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার তাসনীম সিদ্দিকী *প্রথম আলো*কে বলেন, গত বছর যেতে না পারা কর্মীদের পাঠানোর খবরটি অবশ্যই স্বস্তির। আর নতুন করে কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে সব এজেন্সির জন্য সুযোগ রাখার বিষয়ে বাংলাদেশের প্রস্তাবটি যাতে মালয়েশিয়া বিবেচনা করে, সেই চেষ্টা করতে হবে। অভিবাসন খরচ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হবে।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ১৫ মে ২০২৫

মালয়েশিয়া শ্রমবাজার চালুর সম্ভাবনা

বিদেশে কর্মসংস্থান

আলোচনার জন্য উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুলের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল মঙ্গলবার মালয়েশিয়ায় গেছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজার বন্ধ থাকার এক বছর পার হয়ে গেছে। এটি নতুন করে চালু করতে বৈঠকে বসছে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া সরকারের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল।

বৈঠকের পর বিদ্যমান সমঝোতা স্মারকের অধীনে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানো শুরু হতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুলের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গত মঙ্গলবার মালয়েশিয়ায় গেছে। প্রতিনিধিদলের অপর দুই সদস্য হলেন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া ও উপসচিব মো. সারওয়ার আলম।

মালয়েশিয়ার পুত্রজায়ায় আজ বৃহস্পতিবার দেশটির মানবসম্পদমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করার কথা রয়েছে উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুলের। এ ছাড়া মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর বৈঠক হওয়ার কথা। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দুজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এ তথ্য প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন।

মন্ত্রণালয়ের এই কর্মকর্তারা বলেন, সফরে মূলত মালয়েশিয়া শ্রমবাজার চালু নিয়েই আলোচনা হবে। সেখানে অনুষ্ঠেয় বৈঠক থেকেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হতে পারে। এরপর দুই দেশের গঠিত যৌথ কারিগরি কমিটির সভায় কর্মী পাঠানোর প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা হবে। যৌথ কারিগরি কমিটির সভায় এবার সব বৈধ এজেন্সির কর্মী পাঠানোর সুযোগ রাখার বিষয়ে প্রস্তাব দেওয়া হবে। যদিও দেশটিতে কর্মী পাঠাতে দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে এজেন্সি বাছাইয়ের দায়িত্ব মালয়েশিয়া সরকারের হাতে দেওয়া আছে। এ সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত। তাই নতুন করে চুক্তি করার সুযোগ নেই। তবে বিদ্যমান সমঝোতা স্মারক কিছুটা সংশোধন করার জন্য প্রস্তাব দেবে বাংলাদেশ।

১৪টি দেশ থেকে কর্মী নিত মালয়েশিয়া। তবে ২০২৪ সালের শুরুতে বাংলাদেশসহ সবার জন্য মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধ করে দেয় দেশটির কর্তৃপক্ষ। তখন দেশটিতে শ্রমিক পাঠানোর ক্ষেত্রে চক্র তৈরির অভিযোগ উঠেছিল।

সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রমবাজার হয়ে উঠেছিল মালয়েশিয়া। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এই বন্ধ বাজার চালু করতে উদ্যোগী হয়। দুই দেশের মধ্যে যৌথ কারিগরি কমিটির সভা করতে কয়েক দফায় মালয়েশিয়াকে চিঠি পাঠানো হয়। অবশেষে গত

মাসে বৈঠকের বিষয়ে সম্মতি দেয় মালয়েশিয়া।

গত মাসে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে মালয়েশিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনারের কাছে পাঠানো এক চিঠি বলা হয়, ২১ থেকে ২২ মে ঢাকায় যৌথ কারিগরি কমিটির সভা করার বিষয়ে প্রস্তাব দিয়েছে মালয়েশিয়া। এতে সম্মতি দিয়েছে বাংলাদেশ।

২০০৪ সাল থেকে শুরু করে ২০২৪ সালের মে পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় গেছেন প্রায় ১৩ লাখ বাংলাদেশি কর্মী। এর মধ্যে এক বছরে সবচেয়ে বেশি কর্মী গেছেন ২০২৩ সালে—সাড়ে তিন লাখের বেশি।

মালয়েশিয়ার বাজার অতীতে একাধিকবার বন্ধ হয়েছে। প্রথমবার বাজার বন্ধের আগের দুই বছরে (২০০৭ ও ২০০৮ সাল) দেশটিতে যান মোট চার লাখের বেশি কর্মী। দ্বিতীয় দফায় বাজার বন্ধের আগে ২০১৭ ও ২০১৮ সালে যান মোট প্রায় তিন লাখ কর্মী। আর সবশেষ ২০২২ সালের আগস্ট থেকে ২০২৪ সালের মে পর্যন্ত গেছেন প্রায় পাঁচ লাখ কর্মী।

মালয়েশিয়ায় নতুন করে আরও কয়েক লাখ কর্মী পাঠানোর সুযোগ আছে বলে মনে করছেন রিক্রুটিং এজেন্সির মালিকেরা। তবে তাঁরা বলছেন, এই শ্রমবাজার চালুর ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জ অভিবাসন খরচ কমানো।

সবশেষ ২০২২ সালে বাজার চালু হলে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর খরচ ৭৯ হাজার টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছিল সরকার। যদিও পরে বিভিন্ন গবেষণায় উঠে আসে, দেশটিতে যেতে কর্মীদের কাছ থেকে এজেন্সিগুলো গড়ে নিয়েছে পাঁচ লাখ টাকার বেশি।

এদিকে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার চালু নিয়ে সরকারের কাছে ১০টি সুপারিশ করেছে অভিবাসীদের নিয়ে কর্মরত ২৩টি বেসরকারি সংগঠন। তারা বলছে, মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠাতে পুরোনো অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটার সুযোগ যাতে তৈরি না হয়, সরকার সর্বতোভাবে সেই চেষ্টা করবে বলে আশা করছে সংগঠনগুলো।

অভিবাসন খাতের বেসরকারি গবেষণা সংস্থা রামরুর ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক তাসনীম সিদ্দিকী মনে করেন, বাংলাদেশের জন্য মালয়েশিয়ার শ্রম বাজার খোলাটা গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি শ্রমিক পাঠানোর সুযোগটি যেন আগের মতো কিছু নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য সীমাবদ্ধ না থাকে। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, শ্রমিকের ব্যয়ও যাতে সীমিত থাকে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২২ মে ২০২৫

মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হবে আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে কর্মী পাঠানোর প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করতে দুই দেশের গঠিত যৌথ কারিগরি কমিটির সভার প্রথম দিন শেষ হয়েছে গতকাল বুধবার। এতে সব এজেন্সির জন্য কর্মী পাঠানোর সুযোগ উন্মুক্ত রাখার প্রস্তাব করেছে বাংলাদেশ। এটি নিয়ে আলোচনা হলেও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। আজ বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিনের সভায় কর্মী পাঠানোর প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হতে পারে।

সভায় অংশ নেওয়া একাধিক কর্মকর্তা এটি *প্রথম আলোকে* নিশ্চিত করেছেন। তাঁরা বলেন, সমঝোতা স্মারক অনুসারে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠাতে রিক্রুটিং এজেন্সি বাছাইয়ের দায়িত্ব মালয়েশিয়া সরকারের হাতে। গতবারের মতো এবারও নির্দিষ্ট এজেন্সিকে সুযোগ দিতে চায় মালয়েশিয়া। এতে কর্মী পাঠানোর প্রক্রিয়া নজরদারি করতে তাঁদের সুবিধা হয়।

সবশেষ ২০২২ সালে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার চালুর আগে ১ হাজার ৫২০টি এজেন্সির তালিকা মালয়েশিয়ায় পাঠায় প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। এ থেকে প্রথম ধাপে ২৫টি এজেন্সিকে বাছাই করে দেয় মালয়েশিয়া। এরপর ধাপে ধাপে মোট ১০১টি এজেন্সিকে সুযোগ দেয় তারা। এতে সীমিত এজেন্সি সুযোগ পাওয়ায় শ্রমবাজার নিয়ে চক্র (সিন্ডিকেট) তৈরির অভিযোগ ওঠে।

রাজধানী ঢাকার একটি হোটেলে যৌথ কারিগরি কমিটির দুই দিনের সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একই হোটেলে দ্বিতীয় দিনের বৈঠক শেষে আজ আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন করার কথা রয়েছে। এর আগে ১৫ মে মালয়েশিয়ার পুত্রজায়ায় দেশটির তিনজন মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল। বৈঠক শেষে এক ভিডিও বার্তায় শ্রমবাজার চালুর ইঙ্গিত দেন তিনি।

বৈঠকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী। আর মালয়েশিয়ার সাত সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন দেশটির মানবসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল ম. শাহরিন বিন উমর। গতকাল বৈঠকের মাঝখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন লুৎফে সিদ্দিকী।

প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী বলেন, মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে। কোনো অনিয়ম ও বৈষম্যের সুযোগ রাখা হবে না। গত বছর শ্রমবাজারটি বন্ধ হওয়ার কারণে সব প্রক্রিয়া শেষ করেও যেতে না পারা প্রায় আট হাজার কর্মী প্রথম ধাপে যাবেন। তাঁদের সরকারি ব্যবস্থাপনায় বোয়েসেলের মাধ্যমে পাঠানো হবে।

প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত আরও বলেন, বাংলাদেশে অধিক সংখ্যক রিক্রুটিং এজেন্সি থাকায় মালয়েশিয়া সরকার সীমিত রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে কর্মী নিতে আগ্রহী। তাই এই যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রয়োজনে সমঝোতা স্মারক সংশোধন করার আলোচনা হবে।

সংবাদ

ঢাকা : বুধবার ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
Dhaka : Wednesday 21 May 2025

e-mail : sangbadeconomic@gmail.com

ইউরোপে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে বড় উত্থান

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যেও যুক্তরাষ্ট্রের মতো ইউরোপের বাজারে পোশাক রপ্তানিতে চমক দেখিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে (জানুয়ারি-মার্চ) ইউরোপের বাজার থেকে প্রায় ৬ বিলিয়ন (৬০০ কোটি) ডলার আয় করেছেন পোশাক রপ্তানিকারকরা। এই অঙ্ক গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ২৯ শতাংশ বেশি। তিন মাসের প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশের ধারেকাছেও নেই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী চীন; এই তিন মাসে চীন ইউরোপের বাজারে ৬৬৭ কোটি ২২ লাখ (৬.৬৭ বিলিয়ন) ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। রপ্তানির অঙ্ক বড় হলেও তাদের প্রবৃদ্ধি ২৪ দশমিক ৯৪ শতাংশ।

বড় বড় বাজারে রপ্তানি বাড়ায় পোশাক রপ্তানিকারকরা খুশি হলেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন বাণিজ্য নীতির ধাক্কায় শেষ পরিণতি কী হবে, তা নিয়ে শঙ্কাও রয়েছে। ২৭ দেশের জোট ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার। পোশাক রপ্তানি থেকে মোট যে আয় হয়, তার প্রায় ৬০ শতাংশ আসে এই বাজার থেকে।

অভ্যুত্থানে রাষ্ট্র ক্ষমতার পরিবর্তনের পর শ্রমিক অসন্তোষে কারখানা বন্ধসহ নানা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে গত বছরের শেষ দিকে ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বেশ কমে গিয়েছিল।

২০২৪ সালের নয় মাস (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক (-২ দশমিক শূন্য ছয় শতাংশ) হয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ ২০২৪ সালের জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর সময়ে ইউরোপের বাজারে পোশাক রপ্তানি করে ২০২৩ সালের একই সময়ের চেয়ে ২ দশমিক শূন্য ছয় শতাংশ কম আয় হয়েছিল।

তবে বছরের শেষ তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) রপ্তানি বাড়ায় শেষ পর্যন্ত ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে শেষ হয়েছিল বছর। ২০২৪ সালে ইউরোপের দেশগুলোতে মোট ১ হাজার ৯৭৭ কোটি ১২ লাখ (১৯.৭৭ বিলিয়ন) ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছিল। আগের বছরে অর্থাৎ ২০২৩ সালে রপ্তানির অঙ্ক ছিল ১ হাজার ৮৮৫ কোটি ৫৭ লাখ (১৮.৮৫ বিলিয়ন) ডলার। ২০২৫ সাল শুরু হয়েছে বড় চমক নিয়ে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিসংখ্যান অফিসের (ইউরোস্ট্যাট) সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, এই বছরের প্রথম তিন মাসে (জানুয়ারি-মার্চ) বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা ৫৯৭ কোটি ৬১ লাখ

চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে (জানুয়ারি-মার্চ) ইউরোপের বাজার থেকে প্রায় ৬ বিলিয়ন (৬০০ কোটি) ডলার আয় করেছেন পোশাক রপ্তানিকারকরা। এই অঙ্ক গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ২৯ শতাংশ বেশি

(৫.৯৮ বিলিয়ন) ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। এই অঙ্ক গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ২৯ দশমিক শূন্য ছয় শতাংশ বেশি।

এর আগে তিন মাসে কখনই এত প্রবৃদ্ধি দেখা যায়নি এই বাজারে। প্রধান প্রতিযোগী দেশ চীন, ভিয়েতনাম, ভারত ও পাকিস্তান বাংলাদেশের এই প্রবৃদ্ধির ধারেকাছেও নেই। ২০২৪ সালের জানুয়ারি-মার্চ সময়ে এই বাজারে ৪৬৩ কোটি ৫ লাখ (৪.৬৩ বিলিয়ন) ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছিল।

গত সোমবার প্রকাশিত ইউরোস্ট্যাটের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের প্রথম তিন মাসে ইইউর কোম্পানিগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে ২ হাজার ৪৬৫ কোটি ২১ লাখ (২৪.৬৫ বিলিয়ন) মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করেছে। এই আমদানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬ দশমিক ৮৪ শতাংশ বেশি। ইইউতে বাংলাদেশ দ্বিতীয় শীর্ষ পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। চীন সবার শীর্ষে। তৃতীয় তুরস্ক।

জানুয়ারি-মার্চ সময়ে চীন ইউরোপের বাজারে ৬৬৭ কোটি ২২ লাখ (৬.৬৭ বিলিয়ন) ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে যা গত

বছরের একই সময়ের চেয়ে ২৪ দশমিক ৯৪ শতাংশ বেশি। ২০২৪ সালের এই তিন মাসে চীনের রপ্তানির অঙ্ক ছিল ৫ দশমিক ৩৪ বিলিয়ন ডলার। তবে এই বাজারে তুরস্কের রপ্তানি কমেছে; ৪ দশমিক ১৪ শতাংশ নেতিবাচক (ঋণাত্মক বা নেগেটিভ) প্রবৃদ্ধি হয়েছে। জানুয়ারি-মার্চ সময়ে তুরস্ক ইউরোপে ২৩৬ কোটি ৯৬ লাখ (২.৩৭ বিলিয়ন) ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। ২০২৪ সালের এই তিন মাসে রপ্তানির অঙ্ক ছিল ২ দশমিক ৪৭ বিলিয়ন ডলার।

ইউরোপে পোশাক রপ্তানিতে চতুর্থ স্থানে রয়েছে ভারত। জানুয়ারি-মার্চ সময়ে ভারত ইউরোপের বাজারে ১৪৪ কোটি ৪২ লাখ (১.৪৪ বিলিয়ন) ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৪ শতাংশ। কম্বোডিয়ার প্রবৃদ্ধি হয়েছে সবচেয়ে বেশি; ৩৩ দশমিক ৪৫ শতাংশ। এই তিন মাসে দেশটি ইউরোপে ১১৬ কোটি ৩৬ লাখ (১.১৬ বিলিয়ন) ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারি-মার্চ সময়ে তাদের রপ্তানির অঙ্ক ছিল ৮৭ কোটি ১৯ লাখ ডলার। অন্য দেশগুলোর মধ্যে জানুয়ারি-মার্চ সময়ে ভিয়েতনামের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৮ দশমিক শূন্য নয় শতাংশ। রপ্তানি হয়েছে ১১৩ কোটি ৭৫ লাখ (১.১৩ বিলিয়ন) ডলারের পোশাক।

পাকিস্তানের রপ্তানির অঙ্ক ১০৮ কোটি ৪৬ লাখ (১.০৮ বিলিয়ন) ডলার; প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৮ দশমিক ৭৩ শতাংশ। এছাড়া জানুয়ারি-মার্চ সময়ে ইউরোপের বাজারে শ্রীলঙ্কার রপ্তানি বেড়েছে ১৩ দশমিক ৩১ শতাংশ। ইন্দোনেশিয়ার ৮ দশমিক ৪৪ শতাংশ এবং মরক্কোর প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫ দশমিক ১৮ শতাংশ।

২০২৪ সালে ইউরোপের কোম্পানিগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে ৯২ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করেছিল, যা ছিল ২০২৩ সালের চেয়ে ১ দশমিক ৫৩ শতাংশ বেশি। গত বছর চীন ইউরোপের বাজারে ২৬ দশমিক শূন্য সাত বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছিল যা ছিল আগের বছরের চেয়ে ২ দশমিক ৬১ শতাংশ বেশি। তবে গত বছর এই বাজারে তুরস্কের রপ্তানি বেশ খানিকটা কমেছিল; ৬ দশমিক ৬৪ শতাংশ। ইন্দোনেশিয়ার কমেছিল ৫ দশমিক ৮১ শতাংশ।

ভারতের বেড়েছিল প্রায় ২ শতাংশ। কম্বোডিয়ার বেড়েছিল ২০ দশমিক ৭৩ শতাংশ। অন্য দেশগুলোর মধ্যে ভিয়েতনামের বেড়েছিল ৪ দশমিক ২১ শতাংশ। পাকিস্তানের বেড়েছিল ১২ দশমিক ৪১ শতাংশ। মরক্কোর প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৬ দশমিক ৮৮ শতাংশ।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র‍্যাপিড) এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে ইইউর বাজারে বাংলাদেশের ৬৫ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করা সম্ভব। পোশাকের বৈশ্বিক বাজারের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এই পরিসংখ্যান দিয়েছে র‍্যাপিড। বর্তমান অবস্থায়ও ইইউতে বাড়তি ১৮ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানির সুযোগ রয়েছে বলে মনে করে র‍্যাপিড।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) হালনাগাদ তথ্যে দেখা যায়, চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে (জানুয়ারি-মার্চ) যুক্তরাষ্ট্রে ২২২ কোটি ৩৯ লাখ (২.২২ বিলিয়ন) ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। এই অঙ্ক গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৭ শতাংশ বেশি।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ১৬ মে ২০২৫

তীব্র গ্যাস-সংকটে শিল্প খাত

কমছে উৎপাদন ও রপ্তানি আয়

■ মাহবুব রনি

দেশ জুড়ে শিল্প খাতে গ্যাস-সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সাভার, আশুলিয়া, ভালুকা, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ সব প্রধান শিল্পাঞ্চলেই কমে গেছে গ্যাস সরবরাহ। উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে টেক্সটাইল, গার্মেন্টস, সিরামিক ও স্টিল খাতসহ বিভিন্ন শিল্পে। ঝুঁকির মুখে পড়েছে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি আয়।

শিল্পমালিক ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এক-তৃতীয়াংশ শিল্পকারখানায় দিনে গ্যাসেরচাপ নেই। রাত ১১টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত গ্যাসের চাপ তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি থাকে। ফলে এ সময় উৎপাদন চলছে। বাকি সময় শ্রমিক-কর্মীরা বেশির ভাগ অলস সময় কাটান। অনেক কারখানা শ্রমিক ছাঁটাইও করেছে। দিনভর যন্ত্রপাতি বন্ধ রেখে রাতের শিফটে উৎপাদন চালু রাখার কারণে ব্যয় বেড়ে গেছে দ্বিগুণেরও বেশি। কিছু শিল্প সিএনজি, এলপিজি বা ডিজেল দিয়ে উৎপাদন ধরে রাখার চেষ্টা করলেও সেটিও ব্যয়বহুল। সব মিলিয়ে নির্ধারিত সময়ে বিদেশি ক্রেতাদের রপ্তানিপণ্য সরবরাহ করতে পারছেন না অনেকে। চাহিদা থাকলেও রপ্তানি কার্যাদেশ নেওয়া বন্ধ বা কমিয়ে দিয়েছেন উল্লেখযোগ্য শিল্পোদ্যোক্তা। এর প্রভাব পড়েছে রপ্তানি আয়ে। মার্চের চেয়ে এপ্রিলে রপ্তানি আয় কমেছে প্রায় ১২৩ কোটি ডলার।

গাজীপুরের একটি নিটিং কারখানার পরিচালক জানান, তারা দৈনিক প্রায় ৭০ টন সুতা উৎপাদন করতেন। বর্তমানে করছেন ১২-১৩ টন। নারায়ণগঞ্জের একটি কারখানার মহাব্যবস্থাপক জানান, তারা ১০ পিএসআই চাপে গ্যাস পাওয়ার কথা। কিন্তু গত দুই বছর ধরে পাচ্ছেন ২ থেকে ৪ পিএসআই। ফলে দুই-তৃতীয়াংশ উৎপাদন কমে গেছে। অথচ কম চাপে গ্যাস পেলেও তারা তিতাস গ্যাস কোম্পানিকে নির্ধারিত চাপ অনুযায়ী বিল পরিশোধ করতে বাধ্য হচ্ছেন। অর্থাৎ প্রকৃত গ্যাস না পেয়েও অর্থ পরিশোধ করতে হচ্ছে।

সাভার ও আশুলিয়ায় ১ হাজার ২০০র বেশি কারখানা রয়েছে। তিতাসের গ্যাস সরবরাহ যথেষ্ট না হওয়ায় কারখানাগুলোতে গ্যাসের চাপ কমে এসেছে ১ থেকে ৩ পিএসআইয়ে।

অথচ প্রয়োজন ১৫ পিএসআই। ফলে জেনারেটর চালু করা যাচ্ছে না, বয়লার গরম করা যাচ্ছে না। এমনকি প্রায় সময় ড্রায়ার মেশিন বন্ধ থাকায় সময় মতো তৈরি পোশাক ওয়াশও করা যাচ্ছে না। সাভারের এক গার্মেন্টসের উপমহাব্যবস্থাপক বলেন, গ্যাস না পেয়ে ডিজেল দিয়ে মেশিন চালাচ্ছেন। তাতে মাসে ৫০ লাখ টাকার বেশি খরচ বেড়েছে। কিন্তু বিদেশি ক্রেতারা পণ্যের দাম বাড়াচ্ছেন না। এখন পরস্থিতি এমন লোকসান দিয়েও ব্যবসা টিকিয়ে রাখছি ভবিষ্যৎ ব্যবসার আশায়।

পেট্রোবাংলা এবং শিল্প সংশ্লিষ্টদের তথ্য অনুযায়ী, দেশে দৈনিক গ্যাসের চাহিদা প্রায় ৪০০ কোটি ঘনফুট। কিন্তু বর্তমানে সরবরাহ হচ্ছে ২৬০ থেকে ২৭০ কোটি ঘনফুট। সর্বশেষ বুধবার সকাল ৮টা থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত সরবরাহ করা হয় ২৬৮ কোটি ঘনফুট গ্যাস। এর মধ্যে ১০৪ কোটি ঘনফুট ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে, সাড়ে ১২ কোটি সার কারখানায়। শিল্প ও আবাসিকে যায় ১৫১ কোটি ঘনফুট গ্যাস।

জ্বালানি বিভাগ ও পেট্রোবাংলা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, দেশীয় গ্যাসক্ষেত্রগুলো থেকে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ১৮৮ কোটি ঘনফুটের মতো গ্যাস। চার বছর আগেও এই পরিমাণ ছিল ২৪৭ কোটি ঘনফুট। অর্থাৎ দেশীয় উৎপাদন কমেছে প্রায় ৫৯ কোটি ঘনফুট গ্যাস। সরবরাহ মোটামুটি স্থিতিশীল রাখতে হলে আমদানিকৃত এলএনজির ওপর নির্ভরতা বেড়েছে। দেশে দৈনিক ১১০ কোটি ঘনফুট এলএনজি গ্যাস সরবরাহের সক্ষমতা রয়েছে। অর্থাৎ দেশীয় উৎস ও আমদানি মিলিয়ে বর্তমানে দৈনিক গ্যাস সরবরাহ সক্ষমতা কমে গিয়ে ৩০০ কোটি ঘনফুটেরও কম।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের ভুল নীতি এবং দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে এমন সংকটময় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। শিগগিরই এই সংকট থেকে উত্তরণের উপায় নেই। বর্তমান সরকার দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বকেয়া পরিশোধ করে গ্যাস উৎপাদন ও এলএনজি আমদানিতে কিছুটা গতি আনলেও সার্বিক চাহিদা বিবেচনায় তা যথেষ্ট নয়। বর্তমানে জ্বালানি ও বিদ্যুতে যেভাবে নীতি সাজানো হচ্ছে এবং পরবর্তীতে নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সরকার তা সুসংহতভাবে এগিয়ে নিলেও সংকট দূর করতে কমপক্ষে ৩-৪ বছর লাগবে। তবে কর্তৃপক্ষকে ত্রৈমাসিক পরিকল্পনা করে ধীরে ধীরে ঘাটতি কমিয়ে আনতে মনোযোগী হতে হবে।

গত কয়েক বছর ধরে যখনই গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে তখনই স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ এবং এলএনজি আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধির কথা বলেছে সরকারি সংস্থা ও কোম্পানিগুলো। কিন্তু দাম বাড়লেও উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়েনি। ২০২৩ সালে সরকার গ্যাসের দাম ১৭৯ শতাংশে বাড়ায় তখনকার আওয়ামী লীগ সরকার। চলতি বছর আবার ৩৩ শতাংশ বাড়িয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। তার পরও সংকট কাটেনি।

গত ৭ মে শিল্পপতিদের সঙ্গে এক বৈঠকে জ্বালানি উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান জানান, রমজানে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি সামলাতে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে গ্যাস সরবরাহ বাড়ানো হয়েছিল। এখন বিদ্যুৎ থেকে নিয়ে হলেও শিল্পে সরবরাহ বাড়ানো হবে। পাশাপাশি এলএনজি আমদানি প্রবাহ বাড়ানো হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শুক্রবার। ১৬ মে ২০২৫

শেয়ার বাজার

ধুঁকছে শিল্প, স্বস্তি চান উদ্যোক্তারা

মাসুদ রুমী ▷

একের পর এক সংকট-অভিঘাতে গতিহীন ব্যবসা-বাণিজ্য। নানামুখী চাপে অস্বস্তিতে উদ্যোক্তারা। না পারছেন ব্যবসা-উদ্যোগে আস্থা ফেরাতে, না পাচ্ছেন অনুকূল পরিবেশ। আমদানি, উৎপাদন, বিপণনে যখন কোনোভাবে 'স্বস্তি' মিলছে না, তখনই আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য বাজেট প্রায় চূড়ান্ত করেছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। টানাটানির বাজেটে অর্থনীতির ভারসাম্য বজায় রেখে ব্যবসা-বাণিজ্য চাঙ্গা করা আর কর্মসংস্থান বাড়ানোই অর্থ উপদেষ্টার মূল চ্যালেঞ্জ। শিল্পোদ্যোক্তা ও বিশ্লেষকরা মনে করেন, যে বাজেট উত্থাপন করতে যাচ্ছেন, তাতে বেসরকারি খাতের কর্মকাণ্ড চাঙ্গা করে কর্মসংস্থান বাড়ানোই মূল চ্যালেঞ্জ হবে। তাঁরা আশঙ্কা করছেন, বৈশ্বিক শুল্কযুদ্ধ রপ্তানি বাজারেও নানা অনিশ্চয়তা তৈরি করতে পারে। আর জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়লে ব্যবসা-বাণিজ্য তথা সামগ্রিক অর্থনীতিতে সংকট আরো গভীর হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

বাজেট কেমন হচ্ছে

অনেক দিন ধরেই বিনিয়োগে মন্দা চলছে। এর সঙ্গে নতুন করে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি দেশের

অভিমত

শিল্পের প্রসারে বিনিয়োগবান্ধব কর কাঠামো দরকার

আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী

আনোয়ার-উল আলম

শিল্প খাতে নিরবচ্ছিন্ন প্রবৃদ্ধির জন্য এ খাতের শিল্প উদ্যোক্তাদের সহায়ক কর কাঠামো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সব সময়ই আমরা বিনিয়োগবান্ধব, প্রবৃদ্ধিমুখী ও স্বচ্ছ বাজেট ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বের কথা বলে আসছি। মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হলে স্বাভাবিকভাবে বর্তমানে প্রাপ্ত কিছু সুবিধা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল

শিল্পের প্রসারে বিনিয়োগবান্ধব কর কাঠামো দরকার

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়ে যাবে। তখন সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়বে রপ্তানি খাত। বহির্বিশ্বের রপ্তানি সুবিধা বাতিল হবে এবং রপ্তানি বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর নিয়মিত শুল্ক হার প্রযোজ্য হবে। এমন প্রেক্ষাপটে দেশীয় শিল্পের বিকাশ এবং সেবা খাতের সঠিক ব্যবস্থাপনায় বিশেষ নজর দেওয়া জরুরি।

বর্তমানে শিল্প খাতে জ্বালানিসংকট, বাংলাদেশে এডিপি বাস্তবায়নে ধীরগতি এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতি শিল্প প্রবৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাগণ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। চলমান ব্যবস্থা এবং এলডিসি হতে উত্তরণ পর্যায়ে কাস্টমস, মূসক ও আয়করসংক্রান্ত বিধি-বিধান ও পদ্ধতি, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, বিশ্ব কাস্টমস সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক উত্তমচর্চার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করা এবং আইনি ও পদ্ধতিগত সংস্কার প্রয়োজন।

টেকসই অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ, ব্যবসাবান্ধব ও করদাতা সহায়ক পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমদানি শুল্ক, আয়কর এবং মূল্য সংযোজন কর বিষয়ে বিদ্যমান বিধিবিধান ব্যবসা এবং শুল্ক-করবান্ধব হিসাবে যুগোপযোগী সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রয়োজন।

নিত্যব্যবহার্য পণ্য, কাঁচামালের মূল্য ও সরবরাহ স্থিতিশীল রাখা, শিল্প ও সেবা খাত, মাইক্রো, ক্ষুদ্র এবং মাঝারিসহ উৎপাদনশীল এবং সরবরাহ খাতের শুল্ক-কর হারের সুষ্ঠির যৌক্তিক স্তর বিন্যাস করা; কর্মসংস্থান বাড়ানোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাতে হবে।

ব্যবসার খরচ কমাতে শিল্প কারখানার জন্য জমি ক্রয়, লাইসেন্স, বন্দর সেবা ইত্যাদিসহ সব নিবন্ধন বা সনদ বা সেবা বাবদ বার্ষিক চার্জ, শুল্ক ও কর হিসাবে আদায় করার পরিবর্তে এ বাবদ যাবতীয় ফি বা চার্জ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধান অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট সেবার বিপরীতে শুধু ব্যয়িত প্রশাসনিক খরচভিত্তিক হার ধার্য করতে হবে।

উৎপাদন, আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আরোপিত সব শুল্ক ও কর আইন, বিধিমালা এবং পণ্য খালাস এবং সরবরাহ প্রক্রিয়া স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে অংশীদারি এবং পরামর্শক্রমে সংশোধন ও আধুনিকায়ন করে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, বিশ্ব কাস্টমস সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক উত্তম ব্যবস্থাবলির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করা দরকার।

উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধির সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট সব রপ্তানি এবং শিল্প খাতে পরোক্ষ কর মুক্ত রেয়াতি হারে বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদি সরবরাহের সংস্থান করা জরুরি।

উচ্চ কর হার নতুন বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করে। বাংলাদেশের করপোরেট কর হার আশপাশের দেশের তুলনায় অনেক বেশি। কোনো শর্ত ছাড়াই ২.৫ শতাংশ হারে কমিয়ে প্রাইভেট লিমিটেড কম্পানির জন্য ২৫ শতাংশ এবং পাবলিক ট্রেড কম্পানির জন্য ২০ শতাংশ করা যেতে পারে। এতে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবসা উৎসাহিত হবে, দেশে বিনিয়োগ বাড়তে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শ্রমঘন, রপ্তানিভিত্তিক এবং আমদানি বিকল্প শিল্প প্রবৃদ্ধি প্রসার করা, প্রয়োজনীয় নীতিগত কৌশল, প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তাসহ খাতগুলোকে পরোক্ষ করমুক্ত করা ও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য কর নির্ধারণ ও আয়কর পরিগণনা প্রক্রিয়া সহজকরণ করতে হবে।

লেখক : সভাপতি, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই)

ধুঁকছে

বেসরকারি খাতের প্রতিযোগিতা-সক্ষমতাকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। মূলধন ঘাটতির কারণে বিদ্যমান ব্যবসা টিকিয়ে রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে ব্যবসা সম্প্রসারণ বা নতুন বিনিয়োগ বেশির ভাগ ব্যবসায়ীর অগ্রাধিকার তালিকায় নেই। অর্থনীতির এমন পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত শিল্প খাতকে টেনে তুলতে আসন্ন ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে দেশীয় শিল্পের সুরক্ষার জোর দাবি উঠেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ আগামী ২ জুন টেলিভিশনে নতুন অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করবেন। পরে তা উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে পাস হবে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর দায়িত্ব নেওয়া অন্তর্বর্তী সরকারের এটি হবে প্রথম বাজেট।

জানা গেছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটটি হতে যাচ্ছে সংকোচনমূলক বাজেট। বাজেটের আকার হবে সাত লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা। বর্তমানটি থেকে আগামী বাজেটের মূল আকার সাত হাজার কোটি টাকা কমবে, যা অতীতে দেশে আর কখনো এমনটি দেখা যায়নি।

দেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে, যা ৯-১০ শতাংশের ঘরে থাকছে। নতুন বাজেটে মূল্যস্ফীতি ৬.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার ঘোষণা থাকবে।

আগামী অর্থবছরের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হারের লক্ষ্য ধরা হচ্ছে ৫.৫ শতাংশে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) আগামী অর্থবছরে পাঁচ লাখ ১৮ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য দেওয়া হতে পারে, যা চলতি বাজেটে ছিল চার লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার দুই লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা এরই মধ্যে চূড়ান্ত করেছে পরিকল্পনা কমিশন।

অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, 'নানা কারণে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের নতুন বাজেট ছোট করতে হচ্ছে। সরকার বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট করতে চায়, মুখরোচক কিছু করতে চায় না। নতুন করে বড় কোনো প্রকল্প নেওয়া হবে না। আসছে বাজেটে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এনে কর্মসংস্থান বাড়ানো বড় চ্যালেঞ্জ হবে।'

কমবে প্রণোদনা ও করছাড় : ব্যবসায়ী নেতারা বলছেন, ব্যাংকঋণে সুদের হার, ডলারের উচ্চমূল্য, তীব্র গ্যাসসংকট এবং শিল্পোদ্যোক্তাদের নানাভাবে হয়রানির ফলে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাসহ অভ্যন্তরীণ নানা সংকটে ভুগছে ব্যবসা-বিনিয়োগ। কোনো কোনো কারখানা সক্ষমতার অর্ধেক কার্যক্রম চালাচ্ছে। ফলে সময়মতো ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় খেলাপিতে পরিণত হয়ে পড়ছেন ভালো ঋণগ্রহীতারাও। এমন নাজুক পরিস্থিতিতে যেখানে স্থানীয় শিল্পে নীতি সহায়তা বাড়ানো দরকার, সেখানে উল্টো তা কমানো হতে পারে। অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ জানিয়েছেন, আগামী অর্থবছরের বাজেটে ব্যবসায়ীদের জন্য প্রণোদনা কমানোর কথা। তিনি বলেন, 'যৌক্তিক কর ব্যবসায়ীদেরও দিতে হবে। সারা জীবন প্রণোদনা দেওয়া সম্ভব নয়। আগামী অর্থবছরের বাজেটে প্রণোদনা কমানো হবে।'

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) শর্তের পাশাপাশি বর্তমান সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজস্ব আহরণ বাড়ানোর চাপ আছে। নতুন বাজেটে বাড়তি রাজস্ব আহরণে কর্মকৌশল বাস্তবায়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে করছাড় এবং অব্যাহতি কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।

স্থানীয় শিল্পের সুরক্ষা চান উদ্যোক্তারা : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি তাসকীন আহমেদ কালের কণ্ঠকে বলেন, বর্তমানে বেসরকারি খাত বহুমুখী চাপে রয়েছে। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, জ্বালানি খাতে অস্থিতিশীলতা এবং ঋণের উচ্চ সুদহারের কারণে ব্যবসার ব্যয় বহুলাংশে বেড়ে গেছে। এ অবস্থায় শিল্প খাতে বিদ্যমান কর রেয়াত ও ভর্তুকি

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ২০ মে ২০২৫

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার নিয়ে বায়রার দুপক্ষের লঙ্কাকাণ্ড

- একপক্ষের সংবাদ সম্মেলনে অন্যপক্ষের হামলায় আহত ১০
- পাল্টাপাল্টি অভিযোগ
- ডিআরইউতে ভাঙচুর ও কর্মচারীদের ওপর হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার নিয়ে জনশক্তি রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সির (বায়রা) মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই দ্বন্দ্ব চলছে। একপক্ষ মানববন্ধন ও প্রধান উপদেষ্টাকে স্মারকলিপি প্রদানের মতো কোনো কর্মসূচি ঘোষণা করলে অন্যপক্ষও একই স্থানে একই কর্মসূচি ঘোষণা করে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি করে আসছিল। সম্প্রতি প্রবাসী কল্যাণ ভবনের সামনে এমন কর্মসূচি ঘিরে একাধিকবার দুপক্ষের মধ্যে হাতাহাতির মতো ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তবে গতকাল সোমবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়ে বসেন বায়রার সদস্যরা।

একপক্ষের ডাকা সংবাদ সম্মেলনে আরেকপক্ষ হামলা চালায়। পরে শুরু হয় সংঘর্ষ। এতে ১০ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। হামলার শুরুতে ডিআরইউতে ভাঙচুর এবং পরে সংগঠনটির কর্মচারীদের ওপর হামলা চালান তারা।

ঘণ্টাব্যাপী চলা এ ঘটনা ডিআরইউ ও বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার নিয়ে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অ্যাসোসিয়েশন (ক্র্যাব) এবং পুলিশের হস্তক্ষেপে নিয়ন্ত্রণে আসে। আলোচনার মাধ্যমে সংঘর্ষ থামলেও পরে এ ঘটনার পেছনে একে অন্যকে দায়ী করে সংবাদ সম্মেলন করেন দুপক্ষের নেতারা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের মালয়েশিয়া সফরকালীন দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় উত্থাপিত আগের মতো সিন্ডিকেটের পরিবর্তে সব রিক্রুটিং এজেন্সির জন্য মালয়েশিয়া শ্রমবাজার উন্মুক্তের প্রস্তাব স্বাগত জানিয়ে এবং আসন্ন জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের মিটিংয়ে সেটি বাস্তবায়নের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে বায়রার সাবেক যুগ্ম মহাসচিব ফখরুল ইসলামের নেতৃত্বের একাংশ। এ একাংশের নেতৃত্বে আছেন বায়রার সাবেক সহসভাপতি রিয়াজ উল ইসলামও। আরেক অংশের নেতৃত্বে রয়েছেন বায়রার সাবেক মহাসচিব রুহুল আমিন স্বপন ও বায়রা সদস্য অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন।

ডিআরইউ সাগর-রুনি মিলনায়তনে গতকাল সকালে ফখরুল ইসলামদের পূর্বনির্ধারিত সংবাদ সম্মেলনে বায়রার কিছু সদস্য এসে হট্টগোলের চেষ্টা করেন। সেখানে একপর্যায়ে উত্তেজনা তৈরি হলে ফখরুল ইসলামের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়ান তারা। এ সময় তাকে পেটাতে পেটাতে দোতলা থেকে নিচে নামিয়ে আনা হয়। ভাঙচুর করা হয় ডিআরইউ অফিসকক্ষ। হামলার শিকার ফখরুল ইসলাম পালিয়ে আশ্রয় নেন ক্র্যাব অফিসে। সেখানে অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় আরও কয়েকবার হামলার চেষ্টা করে অন্যপক্ষের শতাধিক লোক। এ সময় ক্র্যাব সদস্যদের হস্তক্ষেপে পুনরায় হামলা থেকে রক্ষা পান ফখরুল ইসলাম। হামলার বিষয়ে বায়রার সাবেক সহসভাপতি রিয়াজ উল ইসলাম বলেন, 'আমাদের একটা সুন্দর আয়োজনে এমন একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে গেল। আমরা এখানে সংবাদ সম্মেলন করতে আসছিলাম। কিন্তু আমাদের এখানে তা করতে দেওয়া হয়নি। ফখরুলকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। ডিআরইউ অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে। আমরা তো কোনোভাবে বেঁচে গেছি। আমাদের চার-পাঁচ সদস্য রক্তাক্ত হয়েছেন। থানা থেকে পুলিশ এসে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে।'

অভিযুক্তদের পক্ষে বায়রার সদস্য অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন বলেন, 'আমরা এখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিতে এসেছি। হলরুমে প্রবেশের সময় আমাদের বাধা দেওয়া হয়। যিনি সংবাদ সম্মেলনের আহ্বান করেছেন তিনি ছাড়া অন্য কেউ ঢুকতে পারবেন না। আমাদের বলা হলো যিনি আহ্বান করেছেন, তিনি (ফখরুল ইসলাম) এলে আমরা একসঙ্গে প্রবেশ করব। কিন্তু তিনি আসার পর তিন-চারজনকে প্রবেশ করার জন্য বলেন, বাকিদের না করে দেন। কারণ সেখানে জায়গা কম, বেশি লোক জায়গা দেওয়া যাবে না। এটা নিয়ে সাধারণ সদস্যরা জানতে চান যে, তিন-চারজনকে জায়গা দিলে সবাইকে দাওয়াত দিয়েছেন কেন? এটা নিয়ে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। এরপর উত্তেজনা, ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। তাদের দাবি– ফখরুল ইসলাম যখন বলেন যে, আজকে সংবাদ সম্মেলন করবেন না তখন সাধারণ সদস্যরা উত্তেজিত হয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেন।'

ক্র্যাব কার্যালয়ে বায়রার দুপক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসে পুলিশ। ডিএমপির রমনা জোনের সহকারী কমিশনার (এসি) আবদুল্লাহ আল মামুন ও শাহবাগ থানার ওসি খালিদ মনসুর ওই আলোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে স্বপন গ্রুপের আজিজ ঘটনার দায় স্বীকার করে ক্ষমা চান এবং ডিআরইউ ও ক্র্যাবকে ক্ষতিপূরণ দেন। সেখানে তিনি পুলিশকে বলেন, ভবিষ্যতে আর এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটবে না। অনেক লোক থাকায় তিনি পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেননি বলেও জানান। সেখানে আইনগত ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান হামলায় আহত অন্যপক্ষের ফখরুল ইসলাম। বৈঠক শেষে সাগর-রুনি মিলনায়তনেই পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন করে দুপক্ষ। উভয়ই মালয়েশিয়া শ্রমবাজারে কর্মী পাঠাতে সিন্ডিকেটের ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্য সরকারকে আহ্বান জানিয়েছে। তাদের একটি পক্ষ মনে করছে, মালয়েশিয়া শ্রমবাজারের সিন্ডিকেট ভাঙতে বিএমইটির অনলাইনে ডেটাবেজ সমৃদ্ধ করে অনলাইন সিস্টেমে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠাতে হবে। তাহলে কম খরচে কর্মী পাঠানো সম্ভব। আরেকটি পক্ষ বলছে, সরকারের হয়ে একটি গ্রুপ মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারকে বন্ধ করতেই নানা তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা মিথ্যা তথ্য ছড়াচ্ছে। যাতে বিগত সময়ে সিন্ডিকেটের সঙ্গে থাকা সদস্যরাও রয়েছে। কিন্তু আজ তারা সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কথা বলছে।

গত ১৫ মে মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাইফুদ্দিন নাসুসন ইসমাইল এবং মানবসম্পদ মন্ত্রীর স্টিভেন সিম চি সঙ্গে যৌথসভা শেষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল জানান, দীর্ঘদিন বন্ধের পর আবারও মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খুলছে। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত জুড়ে দিয়েছে মালয়েশিয়া। শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে– জনশক্তি রপ্তানিসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মানব পাচার ও মানি লন্ডারিংয়ের মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করা, শ্রমিকের নিরাপত্তা ও স্বার্থ সংরক্ষণ করে অভিবাসন ব্যয় কমানো এবং অভিবাসন ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে সহযোগী এজেন্সি প্রথা বাদ দেওয়া।

THE BUSINESS STANDARD THURSDAY 22.05.2025

Building manufacturing-oriented workforce key to curbing unemployment: Experts

EMPLOYMENT - BANGLADESH

TBS REPORT

Without proper use of technology and policy reforms, improvement in public healthcare is unlikely, they warn

To reduce unemployment in Bangladesh, the country must focus on developing a technology-driven skilled workforce tailored to the manufacturing sector, experts said at an event yesterday.

Speaking at a conference titled "Youth Reform Agenda: Employment, Health, and Technology", organised by the Centre for Policy Dialogue (CPD), they emphasised the need to move away from a traditional education system and a mindset centred on government jobs, advocating instead for alternative pathways and greater social recognition of technical education.

The event, held at the Bangladesh-China Friendship Conference Centre in the capital, was chaired by CPD Executive Director Fahmida Khatun.

Experts said limited demand for higher academic degrees is contributing to educated unemployment, as graduates tend to be increasingly selective about jobs. Hence, building a tech-driven, skilled workforce in the manufacturing sector will boost employment and support economic growth.

Syed Nasim Manzur, president of the Leather and Footwear Manufacturers and Exporters Association of Bangladesh (LFMEAB),

urged breaking the mindset that manufacturing jobs lower social status.

Highlighting China's success in manufacturing, producing 26% of the world's goods, he said Bangladesh must develop a skilled manufacturing workforce for economic growth.

Calling for a shift in education from certificate-based to skill-based, he said the unemployment rate is highest among the educated.

Manzur also said aspiring entrepreneurs should first gain experience in large industries to prepare for the fourth industrial revolution. "We must produce goods that are in global demand, and we cannot sit idly waiting for the government to do everything," he added.

AKM Fahim Mashroor, CEO of bdjobs, said the rise in unemployment rate, especially among the youth, is not just an economic issue but has become a social and political concern. He referred to the July protests over quotas in government jobs.

He noted that compared to the fiscal 2010-11, the number of graduates has tripled. Most employment occurs in manufacturing and service sectors, but the demand for graduates in manufacturing is low. The country needs skilled manpower in manufacturing.

He also pointed out that internet costs in Bangladesh are higher than in other countries. Besides VAT, there is an additional 20% surcharge on internet services. To increase internet-based employment opportunities, this extra surcharge should be removed.

Alif Rudaba, a member of the National Skills Development Authority, said, "Our GDP growth mainly comes from the industrial sector. Without increased production there, GDP and per capita income won't rise. The focus should be on quality jobs in both the public and private sectors.

"We must move beyond viewing government jobs [BCS] as the only option and give technical education equal status with general education. This mindset change will take time – about 20-25 years if we start now."

Addressing as the chief guest, Labour and Employment Adviser Brig Gen (retd) M Sakhawat Hossain said, "Our problem is unemployment among educated individuals. Even after higher studies, many Bangladeshis work low-skilled jobs abroad, which are socially taboo at home. Around 2 crore Bangladeshis live abroad, but few have technical skills. It's high time to rethink education."

Fahmida Khatun said, "Nearly 20 lakh youths enter the labour market yearly, but jobs are scarce. Most seek government jobs, but only 5-6% of demand is met there. The private sector employs more but is currently stagnant, with limited investment and shrinking markets."

She said, "Last July's

সংবাদ

ঢাকা : মঙ্গলবার ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
Dhaka : Tuesday 27 May 2025

e-mail : sangbadeconomic@gmail.com

২৪ দিনে এলো সোয়া ২ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সের ঊর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত রয়েছে। গড়তে চলেছে অনন্য রেকর্ড। চলতি মে মাসের ২৪ দিনেই সোয়া দুই বিলিয়ন (২২৫ কোটি) ডলার রেমিটেন্সে পাঠিয়েছেন বিশ্বে বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী প্রবাসীরা। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা আশা করছেন, কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে আরও বেশি রেমিটেন্স আসবে দেশে। সব মিলিয়ে চলতি অর্থ বছর শেষে রেমিটেন্সের অঙ্ক ৩ হাজার কোটি (৩০ বিলিয়ন) ডলারে গিয়ে পৌঁছতে পারে, যা হবে নতুন ইতিহাস।

বাংলাদেশ ব্যাংক গত রোববার রেমিটেন্সের সাপ্তাহিক যে তথ্য প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায়, চলতি মে মাসের প্রথম ২৪ দিনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে ২২৪ কোটি (২.২৪ বিলিয়ন) ডলার দেশে পাঠিয়েছেন। রেমিটেন্সে প্রতি ডলারে ১২৩ টাকা টাকা দিচ্ছে এখন ব্যাংকগুলো। সে হিসাবে টাকার অঙ্কে এই ২৪ দিনে ২৭ হাজার ৬২৭ কোটি টাকা দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছে ৯ কোটি ৩৬ লাখ ডলার; টাকার অঙ্কে যা ১ হাজার ১৫১ কোটি। মে মাস ৩১ দিনে। মাসের বাকি ৭ দিনে (২৫ থেকে ৩১ মে) এই হারে এলে মাস শেষে রেমিটেন্সের অঙ্ক ২৯০ কোটি (২.৯০ বিলিয়ন) ডলার ছাড়িয়ে, যা হবে একক মাসের হিসাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

রোজা ও ঈদ সামনে রেখে গত মাস মার্চে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে ৩২৯ কোটি ৫৬ লাখ (৩.২৯ বিলিয়ন) ডলার রেমিটেন্স আসে দেশে; যা ছিল গত বছরের মার্চ মাসের চেয়ে ৬৫ শতাংশ বেশি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৭৫ কোটি ১৯ লাখ (২.৭৫ বিলিয়ন) ডলার আসে গত এপ্রিল মাসে। এই রেমিটেন্সের ওপর ভর করেই বেশ কিছুদিন ধরে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকা বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ন বা রিজার্ভে স্বস্তি ফেরার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

গত ৬ মে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার আমদানি বিল পরিশোধের পরও বিপিএম-৬ হিসাবে রিজার্ভ ২০ বিলিয়ন ডলারের ওপরে অবস্থান করছে। গ্রস হিসাবে রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে সাড়ে ২৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি। আকুর বিল শোধের আগে বিপিএম-৬ হিসাবে রিজার্ভ ছিল ২২ দশমিক ০৬ বিলিয়ন ডলার। গ্রস হিসাবে ছিল ২৭ দশমিক ৪১ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সবশেষ তথ্যে দেখা যায়, ২২ মে বৃহস্পতিবার বিপিএম-৬ হিসাবে বাংলাদেশের রিজার্ভ ছিল ২০ দশমিক ৩০ বিলিয়ন ডলার। গ্রস হিসাবে ছিল ২৫ দশমিক ৪৭ বিলিয়ন ডলার।

> বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা আশা করছেন, কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে আরও বেশি রেমিটেন্স আসবে দেশে। সব মিলিয়ে চলতি অর্থ বছর শেষে রেমিটেন্সের অঙ্ক ৩ হাজার কোটি (৩০ বিলিয়ন) ডলারে গিয়ে পৌঁছতে পারে, যা হবে নতুন ইতিহাস

দেশের অর্থনীতির প্রধান সূচকগুলোর মধ্যে এখন সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছে রেমিটেন্স বা প্রবাসী আয়। বলা যায়, সঙ্কটের এই সময়ে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখছে রেমিটেন্স। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসও তা অকপটে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রবাসীদের সহযোগিতার কারণে বাংলাদেশের ভঙ্গুর অর্থনীতি আবার ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে।

গত ২৪ এপ্রিল কাতারের রাজধানী দোহায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা আজ যে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পেরেছি, তার মূলে আপনারা (প্রবাসীরা)। আপনারা সহযোগিতা না করলে আমরা আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারতাম না। আপনারা কখনও, আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন ভাববেন না।'

প্রতিবারই দুই ঈদ সামনে রেখে প্রবাসীরা বেশি রেমিটেন্স পাঠান। তারপর কমে যায়। কিন্তু এবার তার

ব্যতিক্রম দেখা যায়। গত ৩১ মার্চ ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়েছে। ঈদের পরও সেই আগের গতিতেই বাড়ছে অর্থনীতির এই সূচক। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে কোরবানির ঈদ উদযাপিত হবে। এই ঈদ ঘিরেও প্রবাসীরা পরিবার-পরিজনের কাছে বেশি রেমিটেন্স পাঠাবেন বলে আশা করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা।

সব মিলিয়ে চলতি ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ১০ মাস ২৪ দিনে (২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে ২০২৫ সালের ২৪ মে) ২ হাজার ৬৭৮ কোটি ২৮ লাখ (২৬.৭৮ বিলিয়ন) ডলার রেমিটেন্স এসেছে দেশে, যা গত ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের পুরো সময়ের (১২ মাস, ২০২৩ সালের ১ জুলাই থেকে ২০২৪ সালের ৩০ জুন) চেয়েও ১২ শতাংশ বেশি। গত ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ২ হাজার ৩৯১ কোটি ২২ লাখ (২৩.৯১ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায়, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ২৪ মে পর্যন্ত ২৬ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। প্রতি মাসের গড় হিসাবে এসেছে প্রায় ২ দশমিক ৫০ বিলিয়ন ডলার। অর্থ বছরের বাকি ১ মাস ৭ দিনে (২৫ মে থেকে ৩০ জুন) এই হারে এলে এবার মোট রেমিটেন্সের অঙ্ক প্রায় ৩০ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে পৌঁছবে। আর সেটা আরেকটি রেকর্ড। এর আগে সবচেয়ে বেশি রেমিটেন্স এসেছিল ২০২০-২১ অর্থবছরে, ২৪ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলার।

গত ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে রেমিটেন্স এসেছিল ২৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলার। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এসেছিল ২২ দশমিক ৬১ বিলিয়ন ডলার। ২০২১-২২ অর্থ বছরে এসেছিল ২১ দশমিক শূন্য তিন বিলিয়ন ডলার। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে এসেছিল ১৮ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলার।

চলতি ২০২৪-২৫ অর্থ বছর শুরু হয়েছিল গত বছরের জুলাই থেকে। কোটা সংস্কার আন্দোলনের কারণে ওই মাস ছিল উত্তাল; দেশজুড়ে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছিল। কয়েক দিন ব্যাংক ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ ছিল। সে কারণে জুলাই মাসে রেমিটেন্স প্রবাহ কিছুটা কমেছিল; এসেছিল ১৯১ কোটি ৩৭ কোটি (১.৯১ বিলিয়ন) ডলার। তার আগের তিন মাস অবশ্য ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি এসেছিল। তবে তারপর থেকে প্রতি মাসেই ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিটেন্স দেশে এসেছে। মার্চে এসেছে তিন বিলিয়ন ডলারের বেশি। এপ্রিল মাসে আসে পৌনে ৩ বিলিয়ন ডলার। চলতি মে মাসের ২৪ দিনে এসেছে সোয়া ২ বিলিয়ন ডলার।

অর্থাৎ চলতি অর্থ বছরের ১১ মাসের দশ মাসেই (আগস্ট-মে) ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিটেন্স এসেছে। প্রতি মাসের গড় হিসাবে এসেছে প্রায় আড়াই বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশের ইতিহাসে এর আগে কখনই এমন দেখা যায়নি। ২০২৫ সালের প্রথম মাস জানুয়ারিতে ২১৮ কোটি ৫২ লাখ (২.১৮ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। গত বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরে এসেছিল ২৬৪ কোটি (২.৬৪ বিলিয়ন) ডলার। চলতি অর্থ বছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে ১৯১ কোটি ৩৭ লাখ (১.৯১ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। দ্বিতীয় মাস আগস্টে তারা পাঠান ২২২ কোটি ৪১ লাখ (২.২২ বিলিয়ন) ডলার। তৃতীয় মাস সেপ্টেম্বরে এসেছিল ২৪০ কোটি ৪৮ লাখ (২.৪০ বিলিয়ন) ডলার। চতুর্থ মাস অক্টোবরে আসে ২৩৯ কোটি ৫১ লাখ (২.৩৯ বিলিয়ন) ডলার। পঞ্চম মাস নভেম্বরে এসেছিল ২১৯ কোটি ৯৫ লাখ (২ বিলিয়ন) ডলার।

বণিকবার্তা বৃহস্পতিবার, মে ২৯, ২০২৫

ওইসিডির প্রতিবেদন

বিশ্বব্যাপী ইস্পাত শিল্পের সংকট আগামী বছরগুলোয়ও অব্যাহত থাকতে পারে

উৎপাদন ক্ষমতা বাড়লেও দুর্বল চাহিদার কারণে ধাতব পণ্যটির ব্যবহার কমে যেতে পারে ছবি : রয়টার্স

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

বিশ্বব্যাপী ইস্পাত শিল্পের সংকট আগামী বছরগুলোয়ও অব্যাহত থাকতে পারে বলে সতর্ক করেছে প্যারিসভিত্তিক অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি)। সম্প্রতি প্রকাশিত 'স্টিল আউটলুক ২০২৫' শীর্ষক প্রতিবেদনে সংস্থাটি জানিয়েছে, আগামী দিনে উৎপাদনক্ষমতা বাড়লেও দুর্বল চাহিদার কারণে ধাতব পণ্যটির ব্যবহার কমে যেতে পারে, যা অনেক প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা নিয়ে চাপে ফেলে দিতে পারে। খবর আনাদোলু এজেন্সি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫-২৭ সালের মধ্যে বৈশ্বিক ইস্পাত উৎপাদন সক্ষমতা প্রায় ৬ দশমিক ৭ শতাংশ বাড়তে পারে। তবে একই সময়ে বাজার চাহিদা খুব একটা বাড়বে না বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এতে ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন সক্ষমতার ব্যবহার নেমে যেতে পারে ৭০ শতাংশে, যা শিল্পটির লাভ ও স্থায়িত্বের জন্য বড় ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

২০২৫-২৭ সালের মধ্যে বৈশ্বিক ইস্পাত উৎপাদন সক্ষমতা প্রায় ৬ দশমিক ৭ শতাংশ বাড়তে পারে। তবে একই সময়ে বাজার চাহিদা খুব একটা বাড়বে না বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এতে ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন সক্ষমতার ব্যবহার নেমে যেতে পারে ৭০ শতাংশে

ওইসিডি বলছে, যেহেতু চাহিদা খুব ধীরে বাড়ছে, তাই উৎপাদন সক্ষমতা পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না। এতে অনেক প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকাই কঠিন হয়ে পড়ছে। তাছাড়া প্রতিযোগিতা সবার জন্য একরকম নয়। কিছু দেশ তাদের ইস্পাত শিল্পকে সরকারিভাবে বড় ধরনের সহায়তা দিচ্ছে। বিশেষ করে এশিয়ার অনেক দেশে কম সুদে ঋণ, ভর্তুকি, করছাড় ও সস্তায় বিদ্যুৎ-জ্বালানির মাধ্যমে উৎপাদনকারীদের সুবিধা দেয়া হচ্ছে। চীনকে এক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশটিতে ভর্তুকির পরিমাণ ওইসিডি দেশগুলোর তুলনায় প্রায় ১০ গুণ বেশি। এসব ভর্তুকির মধ্যে রয়েছে সরকারি সহায়তা, যেমন কম সুদে ঋণ, নগদ অনুদান, সস্তায় বিদ্যুৎ ও করছাড়।

সরকারি এসব সুবিধার কারণে চীন ২০২৪ সালে রেকর্ড ১১ কোটি ৮০ লাখ টন ইস্পাত রফতানি করেছে। এতে আন্তর্জাতিক বাজারে অন্য দেশগুলোর ইস্পাত শিল্প বড় ধরনের চাপে পড়েছে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ২০২৪ সালে ১৯টি দেশ ইস্পাত পণ্য সংক্রান্ত ৮১টি অ্যান্টি-ডাম্পিং মামলা করেছে। এ সংখ্যা ২০২৩ সালের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি ও ২০১৬ সালের ইস্পাত সংকটের সময়কার কাছাকাছি। এসব মামলার মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশই ছিল এশীয় উৎপাদকদের বিরুদ্ধে। এর মধ্যে আবার এক-তৃতীয়াংশ ছিল চীনের বিরুদ্ধে।

অনেক দেশ শুধু নির্দিষ্ট পণ্যের বিপরীতে নয়, বরং সামগ্রিকভাবে ইস্পাত আমদানিতে শুল্ক বাড়ানোর পদক্ষেপ নিয়েছে। দেশগুলো তাদের স্থানীয় ইস্পাত শিল্পকে রক্ষা করতে এমন কঠিন পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

ওইসিডি সতর্ক করে বলেছে, যেসব দেশ রফতানিতে বাধার মুখে পড়েছে, তারা এখন নতুন বাজার খুঁজছে অথবা নিয়মের ফাঁকফোকর খোঁজার চেষ্টা করছে। এতে আন্তর্জাতিক বাজার আরো অস্থির হয়ে উঠতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'সরকারি সহায়তার মাধ্যমে সম্ভব হওয়া চীনের এ রফতানি কৌশলের কারণে বৈশ্বিক বাজারে বড় ঝুঁকি তৈরি করেছে। যদি সমন্বিতভাবে এর মোকাবেলা না করা হয়, তাহলে অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' ওইসিডি মনে করে উৎপাদনক্ষমতা ও চাহিদার মধ্যে যে কাঠামোগত ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছে, তা কাটিয়ে উঠতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে হবে। তথ্য বিনিময়, নীতিগত সমন্বয় ও অভিজ্ঞতা ভাগাভাগির মাধ্যমে সংকট কমানো সম্ভব। অন্যথায় বৈশ্বিক ইস্পাত শিল্প দীর্ঘমেয়াদি অস্থিরতার মধ্যেই থাকবে, যার প্রভাব পড়বে রফতানি ও সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থানে নির্ভরশীল অর্থনীতির ওপর।

কালের কণ্ঠ ঢাকা । বৃহস্পতিবার । ২৯ মে ২০২৫ ।

দক্ষ কর্মী প্রেরণকে গুরুত্ব দিতে হবে

এ কে এম আতিকুর রহমান

গত ১৫ বছরে বিদেশে যাওয়া কর্মীদের কর্মদক্ষতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে অদক্ষ বা আধাদক্ষ কর্মীর সংখ্যা মোট সংখ্যার ৭০ শতাংশের বেশি। দক্ষ ২০ থেকে ৩০ শতাংশের মধ্যে। যদি চিত্রটি উল্টিয়ে দেওয়া যায়, অর্থাৎ দক্ষ কর্মী ৭০ শতাংশের কাছাকাছিও নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে বাংলাদেশের বার্ষিক রেমিট্যান্স বর্তমানের চেয়ে চার-পাঁচ গুণ বৃদ্ধি

চলতি মাসের প্রথম দিকে ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাত্তেও পিয়ান্তেদোসি ঢাকা সফর করেছেন। সফরকালে তিনি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বাংলাদেশিদের নিরাপদ ও বৈধ অভিবাসন এবং মানবপাচার রোধ নিয়েও কথা বলেন। ইতালির মন্ত্রী বাংলাদেশ থেকে আরো কর্মী নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ইতালি প্রত্যাশা করে যে বাংলাদেশিরা বৈধ পথে সে দেশে যাবেন। সমুদ্রপথে অনুপ্রবেশকে ইতালির জন্য একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করে তিনি তা প্রতিরোধে বাংলাদেশের সহযোগিতা কামনা করেন। সফরকালে ইতালিতে বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারকও স্বাক্ষরিত হয়।

আমাদের বিশ্বাস, ইতালিতে বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বা মালয়েশিয়ায় যেভাবে বাংলাদেশ থেকে কর্মী পাঠানো হচ্ছে, সেই প্রক্রিয়ায় হবে না। দক্ষিণ কোরিয়ায় আমাদের কর্মীদের যে পদ্ধতি অনুসরণে পাঠানো হয়ে থাকে, হয়তো অনেকটা সে রকম পদ্ধতিতে পাঠানো হবে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, ইতালি 'সিজনাল' ও 'নন-সিজনাল'—এই দুই ক্যাটাগরির কর্মী নেবে। আর এ জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ইতালীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। সামগ্রিক বিষয় দেখভালের জন্য একটি যৌথ কারিগরি কমিটি গঠন করা হতে পারে। যতটুকু আভাস পাওয়া গেছে, কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়াটি হয়রানিমুক্ত ও অভিবাসীবান্ধব হবে এবং কর্মীদের দক্ষতাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। আর সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও এভাবে যাওয়া কর্মীদের কাছ থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি রেমিট্যান্স পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে অদক্ষ বা আধাদক্ষ কর্মীদের সমসংখ্যক দক্ষ কর্মী বিদেশে পাঠিয়ে পাঁচ-ছয় গুণ বেশি রেমিট্যান্স পাওয়া সম্ভব।

প্রায় দেড় কোটির মতো বাংলাদেশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে নানা পেশায় কর্মরত। আমাদের অস্থায়ী প্রবাসীরাই যে শুধু তাঁদের অর্জিত অর্থ দেশে পাঠান তা নয়, স্থায়ীভাবে বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসীরাও বিভিন্ন উপলক্ষে এবং প্রয়োজনে দেশে অর্থ প্রেরণ করে থাকেন। গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের অর্জিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ২০২০ সালে দুই লাখ ১৭ হাজার কর্মী বিদেশে যান এবং দুই হাজার ১৭৫ কোটি ডলার রেমিট্যান্স আসে, ২০২১ সালে ছয় লাখ ১৭ হাজার কর্মী পাঠানো হয় এবং প্রবাস আয় আসে দুই হাজার ২০৭ কোটি ডলার, ২০২২ সালে প্রাপ্ত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল দুই হাজার ১২৯ কোটি ডলার এবং অভিবাসী কর্মীর সংখ্যা ছিল ১১ লাখ ৩৬ হাজার, ২০২৩ সালে রেমিট্যান্স আসে দুই হাজার ১৯৪ কোটি ডলার, যখন ১৩ লাখ পাঁচ হাজার কর্মী প্রেরণের রেকর্ড সৃষ্টি হয়, ২০২৪ সালে ১০ লাখ ২১ হাজার কর্মী বিদেশে যান এবং প্রবাস আয় এযাবৎকালের সর্বোচ্চ দুই হাজার ৬৮৯ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। ২০২৪ ও ২০২৫ সালের (চলমান) রেমিট্যান্সের পরিমাণ বৃদ্ধির পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে বলে মনে হয়। এগুলো হতে পারে বৈধ চ্যানেলে অর্থ প্রেরণে প্রবাসীদের আগ্রহ বেড়েছে এবং হুন্ডির ব্যবহার কমেছে, আগের চেয়ে প্রবাসীদের আয় অর্থাৎ বেতন-ভাতাদি বেড়েছে, দক্ষ কর্মী প্রেরণে জোর দেওয়া হচ্ছে ইত্যাদি।

বিশ্বে প্রবাসী ভারতীয়র সংখ্যা সাড়ে তিন কোটির ওপর। তাদের প্রতিবছরের বিদেশগামী কর্মীর সংখ্যা কখনো আমাদের সমান, কখনো আমাদের চেয়ে সামান্য বেশি। যেমন—ভারত ২০২১ ও ২০২২ সালে যথাক্রমে আট লাখ ৩০ হাজার ও ১৩ লাখ কর্মী বিদেশে পাঠিয়েছিল। অথচ ওই দুই বছর তাদের প্রাপ্ত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ৮৬ বিলিয়ন ও ১১১ বিলিয়ন ডলার। ২০২৩ ও ২০২৪ সালে ভারতের রেমিট্যান্স যথাক্রমে ১২৫ বিলিয়ন ও ১২৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ ও ভারত থেকে প্রতিবছর পাঠানো কর্মীর সংখ্যার মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য না থাকলেও বাংলাদেশের বার্ষিক রেমিট্যান্স ছিল ভারতের এক-পঞ্চমাংশ। অর্থাৎ কোনো বছর কম বা বেশি কর্মী প্রেরণ করার ওপর ওই বছরের রেমিট্যান্সের পরিমাণ নির্ভর করে না। একটি বছর সেই দেশটির মোট প্রবাসীর সংখ্যা এবং তাদের আয়ের ওপর সাধারণত রেমিট্যান্স প্রেরণের পরিমাণ নির্ভর করে। প্রবাসী কর্মীদের মধ্যে দক্ষ কর্মীর সংখ্যা এবং বৈধ পথে অর্থ প্রেরকের সংখ্যা যত বেশি হবে, রেমিট্যান্সও তত বাড়বে।

বিগত ১৫ বছরে বিদেশে প্রেরিত কর্মীদের কর্মদক্ষতার শ্রেণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে অদক্ষ বা আধাদক্ষ কর্মীদের সংখ্যা মোট সংখ্যার ৭০ শতাংশের বেশি, দক্ষ শ্রেণি ২০ থেকে ৩০ শতাংশের মধ্যে এবং দু-একটি বছর ছাড়া পেশাজীবী শ্রেণি ১ শতাংশেরও অনেক নিচে। যদি চিত্রটি উল্টিয়ে দেওয়া যায় অর্থাৎ দক্ষ কর্মী ৭০ শতাংশের কাছাকাছিও নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে বাংলাদেশের বার্ষিক রেমিট্যান্স বর্তমানের চেয়ে চার-পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পাবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের নেতাদের অনিচ্ছা, সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলোর বাধা, বিশ্ব শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ কর্মী তৈরিতে দেশে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব এবং সরকারের বিদ্যমান নিয়ম-নীতি বিবেচনায় এই বিষয়টির ইতিবাচক সুরাহা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক কিছু ঘটাতে হলে সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টিভঙ্গি এবং পদ্ধতিতে যেমন পরিবর্তন আনতে হবে, তেমনি একটি দীর্ঘমেয়াদি কর্মীবান্ধব পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, যার মধ্যে বিদেশে কর্মী প্রেরণে নিযুক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক হতে পারে।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতেই হয় যে বিশ্বের প্রধান কর্মী প্রেরণকারী দেশগুলোর, বিশেষ করে ভারত, মেক্সিকো, চীন, ফিলিপিন্স, মিসর ও পাকিস্তানের চেয়ে উন্নত দেশে; যেমন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশি কর্মীর সংখ্যা কম। তাই আমাদের রেমিট্যান্স সুস্পষ্ট কারণেই আমাদের প্রবাসী কর্মীর সংখ্যার অনুপাতে আসে না। ওই সব দেশে কর্মরত প্রবাসী কর্মীদের আয় সংগত কারণেই অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে কর্মীদের দক্ষতা অবশ্যই মূল ভূমিকা পালন করে। তাই আমরা যদি দক্ষ কর্মী পাঠানো এবং রেমিট্যান্সের পরিমাণ বাড়াতে চাই, তাহলে আমাদের—(১) অদক্ষ কর্মী প্রেরণ ধীরে ধীরে হ্রাস করতে হবে এবং দক্ষ কর্মী পাঠানোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে; (২) অভিবাসীবান্ধব পদ্ধতি অনুসরণে বিদেশে কর্মী পাঠাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যা ন্যূনতম অভিবাসন ব্যয় ও কর্মীদের স্বার্থ নিশ্চিত করবে; (৩) প্রবাসীদের বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানোকে উৎসাহিত করতে হবে; (৪) বাংলাদেশের সব রিক্রুটিং এজেন্সিকে বিদেশে দক্ষ কর্মী পাঠাতে উৎসাহিত করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে তাঁদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে; (৫) দক্ষ কর্মীর চাহিদা থাকা শ্রমবাজার শনাক্ত করতে হবে অর্থাৎ কোন কোন দেশে কী কী ক্ষেত্রে কতজন দক্ষ কর্মী প্রয়োজন, সেসব তথ্য সংগ্রহ এবং প্রয়োজনে সেসব দেশের সহযোগিতায় আমাদের কর্মীদের আন্তর্জাতিক মানের দক্ষতা অর্জনে পদক্ষেপ নিতে হবে এবং (৬) দক্ষ কর্মীদের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র সন্ধানে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অবশ্যই কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে হলে অধিক আয়ের কর্মের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ কর্মী সৃষ্টি এবং সুপরিকল্পিত অভিবাসন ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বিদেশে কর্মী প্রেরণ কোনো 'মানবব্যবসার' খাত নয় বা ওই সব কর্মী কোনো পণ্যও নন। তাই বিদেশে কর্মী প্রেরণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলো এবং রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর মানসিকতায় পরিবর্তন আনা অপরিহার্য। এজেন্সিগুলো কর্তৃক নিয়োজিত দালালদের মাধ্যমে অভিবাসীপ্রত্যাশী কর্মীদের সংগ্রহ করার পদ্ধতিটি শোষণের আরেক হাতিয়ার। এ ক্ষেত্রে দেশের মানুষকে, বিশেষ করে বিদেশে কর্মপ্রত্যাশী কর্মীদের নিজেদেরও সচেতন হতে হবে।

সর্বশেষে যে কথাটি না বললেই নয়, আমাদের রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো বিদেশগামী কর্মীদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত ব্যয়ের চেয়ে অনেক বেশি অর্থ আদায় করে থাকে। এই অতিরিক্ত অর্থ খুব সহজেই বিদেশে পাচার হয়ে যায়। বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর বাৎসরিক আয়কর রিটার্নে কতজন কর্মী বিদেশে পাঠিয়ে কত টাকা অর্জিত হয়েছে, তা দেখা যেতে পারে। তা ছাড়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এজেন্সিগুলোর প্রত্যেকের নামে যেসংখ্যক কর্মীর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের কতজন বিদেশে প্রেরণ করা হয়েছে, সে হিসাবটিও বোধ হয় পরীক্ষা করা দরকার।

লেখক : সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ২৯ মে ২০২৫ ॥

লিবিয়া থেকে ফিরলেন ১৫০ বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদক

মানব পাচারকারীদের ফাঁদে পড়ে লিবিয়ায় আটকে থাকা অনিয়মিত ১৫০ বাংলাদেশি দেশে ফিরেছেন। গতকাল ভোরে বোরা?কএয়ার ইউজেড ০২২২-এর চার্টার্ড ফ্লাইটযোগে তারা দেশে ফেরেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ত্রিপলির বাংলাদেশ দূতাবাস এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় লিবিয়ার বেনগাজি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে স্বেচ্ছায় দেশে ফেরত আসতে ইচ্ছুক ১৫০ অনিয়মিত

লিবিয়া থেকে

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত আনা হয়েছে। ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের পর এই বাংলাদেশি নাগরিকদের অভ্যর্থনা জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার কর্মকর্তারা। আইওএমের পক্ষে লিবিয়া থেকে প্রত্যাবাসনকৃত প্রত্যেককে ৬ হাজার টাকা, কিছু খাদ্যসামগ্রী উপহার দেওয়ার পাশাপাশি চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় অস্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। জানা গেছে, ভুক্তভোগী প্রবাসীদের বেশির ভাগই সমুদ্র পথে অবৈধভাবে ইউরোপ যাওয়ার উদ্দেশে মানব পাচারকারীদের প্ররোচনায় ও সহযোগিতায় লিবিয়ায় অনুপ্রবেশ করে। তাদের অধিকাংশই লিবিয়ায় বিভিন্ন সময়ে অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হন।

THE BUSINESS STANDARD
FRIDAY 16.05.2025

Malaysia to prioritise Bangladeshi workers in hiring. Decision on syndicate soon

LABOUR MARKET – BANGLADESH

TBS REPORT

Authorising a few agencies to recruit workers led to irregularities

Malaysia will prioritise recruiting Bangladeshi workers in the coming months and will soon inform Bangladesh whether the hiring process will be open to all recruitment agencies or restricted to a limited group under a syndicate system, said Asif Nazrul, adviser to the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment.

"We requested that the recruitment process be opened up to all Bangladeshi recruiting agencies so that everyone has the opportunity to send workers. They [Malaysian authorities] have assured us that they will give it due consideration and inform us of their decision very soon," he said during a Facebook Live session yesterday.

Following meetings with Malaysia's minister of Human Resources and minister of Home Affairs, Asif Nazrul, who is currently visiting the country, said, "We came to know from various sources that Malaysia may recruit between 100,000 to 150,000 foreign workers over the next few months.

"The Malaysian minister of human resources has assured us that Bangladesh will be given the highest priority in this recruitment, and the largest number of workers will be hired from Bangladesh."

The Malaysian government allowed only 100 Bangladeshi recruiting agencies to send workers under a widely criticised syndicate system following a bilateral memorandum of understanding (MoU) signed with Bangladesh in late 2021.

The syndicate has been blamed for soaring migration costs, reaching up to Tk6 lakh per worker. Amid corruption and mismanagement allegations, Malaysia suspended the recruitment of workers from Bangladesh in June last year.

Speaking about the 17,000 workers who could not travel last year due to the unavailability of Biman tickets, Asif Nazrul said, "Some progress has been made. A list of 7,926 workers has been finalised for the first batch, and they will be given the opportunity to travel very soon."

Highlighting another major development, he said, "Bangladeshi workers are not issued multiple-entry visas. I requested their [Malaysia's] interior minister to allow Bangladeshis to receive multiple-entry visas like workers from other countries. Although he did not make any commitment, he instructed his officials to take prompt action on the matter."

Asif said, "In addition, we discussed opportunities for skilled workers such as security guards, caregivers, and nurses. They showed interest. I also raised the issue of regularising undocumented workers."

Meanwhile, after Asif Nazrul met with Malaysian Human Resources Minister YB Steven Sim Chee Keong, the Malaysian ministry issued a statement.

"The meeting discussed various important issues related to the welfare and management of foreign workers, especially from Bangladesh working in Malaysia. Both parties also stressed the importance of strengthening strategic cooperation in ensuring a safe, fair and respectful ecosystem for workers," reads the statement.

YB Steven Sim also stressed Malaysia's commitment to continue to achieve ethical employment destinations, by ensuring foreign workers' access to social protection, welfare and skills training.

Asif Nazrul's visit reflects the spirit of openness and collaboration between the two countries in addressing shared challenges in the global labour market, as well as supporting the agenda of sustainable development and universal well-being, the statement added.

শ্রম বাজার

সমকাল ১ মে ২০২৫ । ১৮ বৈশাখ ১৪৩২

অটোরিকশার ধাক্কায় ছিটকে বাসের নিচে দুই বন্ধু

সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীতে অটোরিকশার ধাক্কায় ছিটকে বাসের নিচে পড়ে দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার বনশ্রীর এফ ব্লক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এদিন মতিঝিলের ফকিরাপুল মোড়ে প্রাইভেটকারের চাপায় আব্দুল মতিন (৩৬) নামে এক রিকশাচালক নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন প্রাণ হারিয়েছেন।

বনশ্রীতে নিহতরা হলেন– আব্দুল্লাহ আল নোমান (২১) ও পাভেল মিয়া (২০)। নোমানের মামা আব্দুল হামিদ জানান, নিহতরা পরস্পর বন্ধু। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থেকে ঢাকায় ঘুরতে যাওয়ার সময় দু'জন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। তারা রূপগঞ্জের নামারমুসুরি এলাকায় থাকতেন। নোমান মুড়াপাড়া ডিগ্রি কলেজের এইচএসসি প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী। পাভেল তেমন কিছুই করতেন না। এ ঘটনায় নোমানের পরিবারের পক্ষ থেকে সড়ক নিরাপত্তা আইনে খিলগাঁও থানায় মামলা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী মোটরসাইকেল চালক টিপু সুলতান বলেন, সড়কটি যানবাহনে ঠাসা ছিল। এ কারণে গাড়ি চলছিল ধীরগতিতে। হঠাৎ একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা পাশ থেকে এসে নোমানের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। এতে দু'জন সড়কের ওপর ছিটকে পড়েন। পরে মিয়ামি পরিবহনের একটি বাস তাদের চাপা দেয়। নোমান ঘটনাস্থলেই মারা যান। মোটরসাইকেল আরোহী

বিভিন্ন স্থানে সড়কে নিহত আরও ৭

পাভেলকে গুরুতর আহত অবস্থায় ফরাজী হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

খিলগাঁও থানার ওসি দাউদ হোসেন জানান, বাসটি জব্দ করা হয়েছে। চালক ও তার সহকারী পালিয়ে গেছে। অটোরিকশা চালককেও আটক করা যায়নি। মরদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক মর্গে পাঠানো হয়েছে।

গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ফকিরাপুল মোড়ে প্রাইভেটকারের চাপায় প্রাণ হারান রিকশাচালক আব্দুল মতিন। তাঁর বাড়ি রংপুরে। তিনি মুগদার মাণ্ডা এলাকায় একটি রিকশার গ্যারেজে থাকতেন। মতিঝিল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোহাইমিনুল ইসলাম জানান, প্রাইভেটকারের চালক আল আমিনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রাইভেটকার জব্দ করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে মতিনের মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

এদিকে মঙ্গলবার রাতে বিমানবন্দর থানার সিভিল এভিয়েশন কোয়ার্টার গেটের (সি-টাইপ) সামনের ফুটপাত থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সড়কে ঝরল আরও ছয় প্রাণ

খুলনার ডুমুরিয়ায় তেলবাহী লরির চাপায় দুই নারী নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকেলে উপজেলার আটলিয়া ইউনিয়নের নরনিয়া মহিলা মাদ্রাসার কাছে নিহতরা হলেন– রোকেয়া বেগম (৫৫) ও রশিদা বেগম (৪৫)।

গতকাল সাভারে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাছে সেলফি পরিবহনের বাসের ধাক্কায় শামসুল হক নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। এদিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে অটোরিকশা ও পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষে নয়ন মিয়া (৩৭) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে শান্ত ইসলাম (১৮) নামে এক তরুণ নিহত হয়েছেন। রাজবাড়ীর কালুখালী উপজেলার মৃগী বাজারে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কে ছিটকে পড়ে স্বপন শীল নামে এক স্যালুন ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। গতকাল ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্র বিলি করতে বেরিয়ে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান তিনি।

(প্রতিবেদনে তথ্য দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি)

যুগান্তর | শনিবার ৩ মে ২০২৫
২০ বৈশাখ ১৪৩২

বনানীতে ভ্যানে কারের ধাক্কা ট্রাক পিষে দিল শ্রমিককে

যুগান্তর ডেস্ক

রাজধানীর বনানীতে ভ্যানে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় সড়কে ছিটকে পড়া পোশাক শ্রমিক হানিফ মিয়া ট্রাকচাপায় নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে মাছরাঙা টেলিভিশনের অফিস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে ট্রাকচাপায় প্রাণ হারিয়েছেন দুই বন্ধু। এছাড়া দুর্ঘটনায় আট স্থানে আরও ১০ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে বরিশালে শ্রমিক দলের কর্মী, ফরিদপুরে তরুণ, মুন্সীগঞ্জে পিকআপচালক, ময়মনসিংহে যুবক, পিরোজপুরে দুই নারী, পটুয়াখালীতে মোটরসাইকেলচালকসহ দুজন, চাঁদপুরে শিক্ষার্থী এবং কুমিল্লায় মোটরসাইকেল আরোহী রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর**—

ঢাকা : নিহত হানিফ কুষ্টিয়া সদরের পূর্ব মজমপুর গ্রামের মৃত আব্দুল মিয়ার ছেলে। বর্তমানে তিনি মিরপুর-১২ এলাকার কালশী রোডে স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে থাকতেন। দুর্ঘটনার সময় ভ্যানের পেছনে বসে ছিলেন হানিফ মিয়া। হঠাৎই বেপরোয়া গতির প্রাইভেট কার ভ্যানটিতে ধাক্কা দিলে তিনি সড়কে ছিটকে পড়েন। এ সময় একটি ট্রাক তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তিনি প্রাণ হারান।

গাইবান্ধা ও সাঘাটা : পলাশবাড়ীতে ট্রাকচাপায় নিহত মোটরসাইকেল আরোহী উপজেলার শ্যামপুর আমতলা গ্রামের সাদা মিয়ার ছেলে শ্রাবণ এবং একই উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের আরিফ মিয়ার ছেলে কৌশিক। গাইবান্ধা শহর থেকে চার বন্ধু মোটরসাইকেলে পলাশবাড়ীর দিকে যাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অপর দুই বন্ধুও। বৃহস্পতিবার রাতে গাইবান্ধা-পলাশবাড়ী আঞ্চলিক সড়কের ঢোল ভাঙা ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বরিশাল : বাসচাপায় শ্রমিক দলের কর্মী মানিক গাজী নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার বরিশালের উজিরপুর উপজেলার পূর্ব ধামসর সোনার বাংলা বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মানিক উজিরপুরের পশ্চিম ওটরা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত শ্রমিক দলের কর্মসূচি শেষে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের পাশে বসে খিচুড়ি খাওয়ার সময় তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। এ ঘটনায় উত্তেজিত শ্রমিকরা ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

ফরিদপুর : ফরিদপুরের সালথায় মোটরসাইকেল-নসিমন সংঘর্ষে তরুণ মোহাম্মদ জিসানের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার ফরিদপুর ফিডার সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জিসান সালথা উপজেলার মোড়ের হাট গ্রামের হেলাল খানের ছেলে।

গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া অংশে সড়ক দুর্ঘটনায় পিকআপচালক সজল মিয়া নিহত হয়েছেন। সজল পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার বরিবাসা গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে। বৃহস্পতিবার রাতে মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে গাড়ির সঙ্গে পিকআপের সংঘর্ষ হয়।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২০ বৈশাখ ১৪৩২
Dhaka : Saturday 3 May 2025

তিন জেলায় এক শ্রমিক ও দুই ছাত্রের মরদেহ উদ্ধার

সংবাদ জাতীয় ডেস্ক

রাজশাহীতে রেললাইনের পাশ থেকে এক ধান কাটা শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। অন্যদিকে মুন্সীগঞ্জে নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ এক কলেজছাত্র এবং নোয়াখালীতে মাদরাসা থেকে এক ছাত্রের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এই বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

রাজশাহী : রাজশাহীতে রেললাইনের পাশ থেকে হাবিবুর রহমান নামের এক ধান কাটা শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত বুধবার সকালে নগরীর দড়িখড়বোনা রেলক্রসিং এলাকায় রেললাইনের পাশ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত হাবিবুর রহমান চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার চর বারোরশিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি এবং তার এলাকার আরও কয়েকজন শ্রমিক সম্প্রতি খুলনায় ধান কাটতে গিয়েছিলেন। কাজ শেষে মহানন্দা ট্রেনে করে বাড়ি ফিরছিলেন তারা। রাজশাহী রেলওয়ে থানার ওসি ফয়সাল বিন আহসান জানান, গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩টায় চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে হাবিবুর রহমানের মৃত্যু হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করা হবে।

মুন্সীগঞ্জ : মুন্সীগঞ্জের পাশের চরকিশোরগঞ্জের ফেরিঘাটে মেঘনা নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ কলেজছাত্র ইমাম হোসেন নয়নের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় ঘটনাস্থলের কাছ থেকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিরা মরদেহটি উদ্ধার করেন। নারায়ণগঞ্জ কলেজের স্নাতক (সম্মান) ৩য় বর্ষের ছাত্র নয়ন নারায়ণগঞ্জের কুড়েরপাড় গ্রামের জাকির হোসেনের ছেলে। পড়াশোনার পাশাপাশি এশিয়াটেক কোম্পানিতে চাকরি করতেন তিনি। ওই কোম্পানীর মুন্সীগঞ্জের সহকর্মীদের সঙ্গে ছুটির দিনে নয়ন বেড়াতে যান মিনি কক্সবাজার হিসেবে পরিচিত মুন্সীগঞ্জের পাশের গজারিয়া ফেরিঘাট সংলগ্ন চরকিশোরগঞ্জে। বিকেল ৩টায় একটু পাশে গজারিয়া উপজেলার সীমানায় চররমজানবেগের নদীতে ৬ বন্ধু গোসল করতে নামেন। হঠাৎ মেঘনায় হারিয়ে যান নয়ন। বন্ধুরা তাৎক্ষণিক ৯৯৯ কল করে সাহায্য চান। পরে উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ করেন ফায়ার সার্ভিস, কোস্ট গার্ড এবং নৌ পুলিশ সদস্যরা। মুন্সীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক সফিকুল ইসলাম জানান, ঢাকা একটি থেকে ডুবুরি দল এই উদ্ধার কাজে যুক্ত হয়ে নয়নের মরদেহ উদ্ধার করে।

নোয়াখালী : নোয়াখালীতে মাদ্রাসা থেকে জোবায়ের ইবনে জিদান (১২) নামে এক ছাত্রের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গত বুধবার সন্ধ্যায় নোয়াখালী পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের মহব্বতপুর কাঞ্চন মেম্বারের পোল সংলগ্ন তানজিরুল কোরআন সোবহানিয়া মাদ্রাসা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত জোবায়ের ইবনে জিদান নোয়াখালী সদর উপজেলার নোয়াখালী ইউনিয়নের মধ্য চর উরিয়া গ্রামের ফজল মিস্ত্রি বাড়ির ওমান প্রবাসী আমিরুল ইসলাম সোহেলের ছেলে। সে ওই মাদ্রাসার হিফজ বিভাগের ছাত্র ছিল। নিহতের মা সাবরিনা খাতুন জুমার দাবি, মাদ্রাসায় নির্যাতন করে তার ছেলেকে হত্যা করেছে। তবে তানজিরুল কোরআন সোবহানিয়া মাদ্রাসার মুহতামিম আফজাল হোসাইন অভিযোগ নাকচ করে দিয়ে বলেন, জিদান বিকেলে মাদ্রাসার শৌচাগারে ঢুকে। এ সময় আরও দুজন ছাত্র শৌচাগারে ঢুকতে অপেক্ষায় ছিল।

NEW AGE
THURSDAY, MAY 1, 2025,

Labourer found dead beside railway tracks

Staff Correspondent
Rajshahi

RAILWAY police recovered the body of a man near railway tracks in Rajshahi city on Wednesday morning.

The deceased is Habibur Rahman, 50, a resident of Char Barorshia village under Shibganj upazila in Chapainawabganj.

Faisal Bin Ahsan, officer-in-charge of Rajshahi Railway Police Station, said that Habibur along with others had recently travelled to Khulna for seasonal paddy harvesting.

'While he was returning home on the roof of the Mahananda Express train along with other labourers early Wednesday, he might have fallen from the moving train at around 3:00am,' he said.

The police officer said that they sent the body to Rajshahi Medical College Hospital for a post-mortem examination.

'We are awaiting the autopsy report to confirm the cause of death,' he said, adding that a case of unnatural death was lodged with the police station.

দৈনিক ইত্তেফাক
২০ বৈশাখ ১৪৩২, ৩ মে ২০২৫

বনানীতে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় ছিটকে সড়কে, পরে ট্রাকচাপায় শ্রমিকের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর বনানীতে দ্রুতগামী প্রাইভেট কারের ধাক্কায় সড়কে ছিটকে পড়ার পর ট্রাকের চাপায় মো. হানিফ মিয়া (৪৪) নামের এক পোশাক শ্রমিকদের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের দিকে এই ঘটনা ঘটে। পরে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গতকাল শুক্রবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।

বনানী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. কামাল হোসেন জানান, আমরা খবর পেয়ে বনানীতে মাছরাঙ্গা টেলিভিশনের অফিসের সামনে রাস্তার ওপর থেকে রাত সোয়া ১টার দিকে তার মরদেহ উদ্ধার করি। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেকের মর্গে পাঠানো হয়।

তিনি আরো জানান, আমরা স্থানীয় লোকের মুখে জানতে পারি নিহত হানিফ মিয়া একটি ভ্যানের পেছনে বসা ছিলেন। হঠাৎ দ্রুতগতির একটি প্রাইভেটকার ভ্যানটিকে ধাক্কা দিলে রাস্তায় ছিটকে পড়ে যান তিনি। পরে অন্য আরেকটি দ্রুতগামী ট্রাক চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ঘাতক প্রাইভেট কার ও ট্রাকটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এই বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

হানিফ মিয়া কুষ্টিয়া সদরের পূর্ব মজমপুর গ্রামের মৃত আব্দুল মিয়ার সন্তান। বর্তমানে মিরপুরে ১২ এলাকার কালশী রোডে স্ত্রী ও এক মেয়ে নিয়ে থাকতেন তিনি।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২০ বৈশাখ ১৪৩
Dhaka : Saturday 3 May 2025

ইটনায় বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জের হাওর উপজেলা ইটনায় বজ্রপাতে মোহাম্মদ অনোহল নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। গত বুধবার বিকাল সাড়ে ৫টায় উপজেলার এলংজুরী ইউনিয়নের কাকটেংগুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত কৃষক মোহাম্মদ অনোহল কাকটেংগুর গ্রামের মৃত মো. মহুরুদ্দীনের ছেলে।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার বিকেলে মোহাম্মদ অনোহল বাড়ির পাশে ধানের খলায় কাজ করছিলেন। কাজ শেষে খলার পাশে বেঁধে রাখা গরুটি আনতে যান। এ সময় বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতে গুরুতর আহত হন তিনি। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ইটনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয় গেলে, সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মোহাম্মদ অনোহলকে মৃত ঘোষণা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১ মে ২০২৫

কুষ্টিয়ায় বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

■ কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

কুষ্টিয়ায় মাঠে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তার নাম জহুরুল ইসলাম (৪৫)। বুধবার দুপুরে জেলার কুমারখালী উপজলার সুলতানপুর গ্রামসংলগ্ন মাঠে বজ্রপাতে তার মৃত্যু হয়। কুমারখালী থানার ওসি সোলাইমান শেখ জানান, লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২০ বৈশাখ ১৪৩২
Dhaka : Saturday 3 May 2025

ডিমলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, ডিমলা (নীলফামারী)

নীলফামারী ডিমলায় বিদ্যুতের তাড়ে জড়িয়ে আবু তালেব নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

জানা গেছে, নীলফামারী জেলার ডিমলার পশ্চিম ছাতনাই ইউনিয়নের ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের রছিদ্দিনের ছেলে আবু তালেব (৪৫) গতকাল সকাল ৯ টার দিকে গোয়াল ঘরে গরু বের করার জন্য গেলে সেখানে পল্লী বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে গুরুতর আহত হয়ে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
Dhaka : Monday 19 May 2025

চুনারুঘাটে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ)

হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে বজ্রপাতে মন্তর মিয়া (৩৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকাল সাড়ে ৩টায় উপজেলার ১০ নং মিরাশি ইউনিয়নের রতনপুর গ্রামে এই ঘটনাটি ঘটেছে। নিহত মন্তর মিয়া (৩৫) ওই ইউনিয়নের রতনপুর গ্রামের ইব্রাহিম উল্লার ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কৃষক মন্তর মিয়া জমিতে ধান কাটতে গেলে হঠাৎ ঝড়ো হাওয়ার সাথে বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন চুনারুঘাট থানার (ওসি) মোহাম্মদ নুর আলম।

প্রথম আলো • রোববার, ৪ মে ২০২৫

মাহিন্দ্রার ধাক্কায় খাদে ইজিবাইক, নিহত ২

সড়ক দুর্ঘটনা

ঝালকাঠির নলছিটিতে এ ঘটনা ঘটে। নড়াইল সদরে ট্রলির ধাক্কায় নিহত ৯ বছরের শিশু। নেত্রকোনার কলমাকান্দায় আরেক শিশু নিহত ট্রাকচাপায়।

প্রথম আলো ডেস্ক

ঝালকাঠির নলছিটিতে সড়কে থামানো ইজিবাইককে পেছন থেকে মাহিন্দ্রা গাড়ির ধাক্কায় দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের নলছিটি দপদপিয়া জিরো পয়েন্ট বকুলতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন বাকেরগঞ্জ উপজেলার চামটা কৃষ্ণনগর এলাকার হাসেম হাওলাদার (৭০) ও ফলাঘর এলাকার মোহাম্মদ শামীম (৫০)।

এ তথ্য নিশ্চিত করে নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুস সালাম বলেন, নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মাহিন্দ্রা গাড়ি পুলিশের হেফাজতে আছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সড়কে থামানো ইজিবাইককে পটুয়াখালী থেকে বরিশালগামী যাত্রীবাহী মাহিন্দ্রা পেছন দিক থেকে ধাক্কা দেয়। এতে ইজিবাইকটি ছিটকে খাদে পড়ে যায়। এ সময় ঘটনাস্থলেই ইজিবাইকের চালক মোহাম্মদ শামীম নিহত হন। নিহত অপরজন মাহিন্দ্রার যাত্রী হাসেম হাওলাদার। বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর মাহিন্দ্রার চালক পালিয়ে গেছেন। ওই গাড়ির সব যাত্রী আহত হয়েছেন।

এ ঘটনা ছাড়াও নড়াইল সদর উপজেলায় পাওয়ারটিলার চালিত হাইড্রোলিক ট্রলির ধাক্কায় দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার সিঙ্গাশোলপুর ইউনিয়নের সুভারঘোপ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া ওই শিশুর নাম হুসাইন শেখ (৯)। সে নড়াইল সদর উপজেলার বড়গাতি গ্রামের রমজান শেখের ছেলে। হুসাইন পার্শ্ববর্তী সুভারঘোপ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণিতে পড়াশোনা করত।

নেত্রকোনার কলমাকান্দায় নানার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ট্রাকচাপায় আবদুল্লাহ নামের ৯ বছরের এক শিশু নিহত হয়েছে। গতকাল সকাল সাড়ে আটটার দিকে কলমাকান্দা-নেত্রকোনা সড়কের হীরাকান্দা এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। আবদুল্লাহ সুনামগঞ্জের মধ্যনগর উপজেলার অনন্তপুর গ্রামের আহম্মেদের ছেলে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। রবিবার। ৪ মে ২০২৫

গাজীপুরে সুতা কারখানা ও ঝুটের গুদামে ভয়াবহ আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ▷

গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ীতে ভয়াবহ আগুনে সুতার একটি কারখানা, ঝুটের ১৩টি গুদাম এবং দুটি বাড়ির ১০টি ঘর পুড়ে গেছে। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে কোনাবাড়ী থানার দেওলিয়াবাড়ি এলাকায় আগুনের ঘটনাটি ঘটে। আগুনে বিপুল পরিমাণ সুতা, সুতা তৈরির কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও ঝুট পুড়ে গেছে।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সুতা তৈরির জান্নাতুল টেক্সটাইল কারখানায় প্রথমে আগুনের সূত্রপাত হয়। সেখান থেকে আগুন পাশের ঝুটের গুদামে ছড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে তা পাশের দুটি বাড়িতে ছড়ায়। স্থানীয়ভাবে চেষ্টা করে আগুন নেভাতে না পেরে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে গাজীপুরের বিভিন্ন এলাকার ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানো শুরু করে। দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ততক্ষণে জান্নাতুল টেক্সটাইল কারখানা, রুস্তম আলী, ইসমাইল হোসেন ও আরফান হোসেনেরসহ ১৩টি ঝুট গুদাম ও মালামাল এবং পাশের ইসমাইল খান ও আলম মিয়ার বাড়ির পাঁচটি করে ১০টি কক্ষ আংশিক পুড়ে গেছে।

গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুন জানান, কোনাবাড়ী মডার্ন, ভোগড়া ও কাশিমপুর ফায়ার স্টেশনের ছয়টি ইউনিট দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণ করে। সন্ধ্যা ৬টার দিকে আগুন পুরোপুরি নেভানো সম্ভব হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
২১ বৈশাখ ১৪৩২, ৪ মে ২০২৫

সেপটিক ট্যাংকে কাজ করতে নেমে শ্রমিকের মৃত্যু

■ লালমনিরহাট প্রতিনিধি

লালমনিরহাট সদর উপজেলার মহেন্দ্রনগর ইউনিয়নের নিজপাড়া গ্রামে সেপটিক ট্যাংকে কাজ করতে নেমে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম মারুফ হোসেন (১৮)। সে সদর উপজেলার হারাটি ইউনিয়নের হিরামানিক গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে। গতকাল শনিবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, সকারে নিজপাড়া এলাকার জহুরুল ইসলামের নতুন নির্মাণাধীন বাড়িতে রাজমিস্ত্রির সহকারী হিসেবে কাজ করছিল মারুফ। সেপটিক ট্যাংকের মুখ খুলে ভেতরে কাজ করতে নামার পরপরই সে অচেতন হয়ে পড়ে। তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে গিয়ে রাজমিস্ত্রি নিজেও অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তবে তার কোমরে রশি বাঁধা থাকায় তাকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে পানি ব্যবহার করে ঘণ্টাব্যাপী চেষ্টায় মারুফের লাশ উদ্ধার করে।

ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক ওয়াদুদ হোসেন জানান, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার তৎপরতা চালাই। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, সেপটিক ট্যাংকের বিষাক্ত গ্যাসের কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে।

সদর থানার ওসি নুর নবী বলেন, সেপটিক ট্যাংকে বিষাক্ত গ্যাসের কারণে মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তরের আগে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২০ বৈশাখ ১৪৩২
Dhaka : Saturday 3 May 2025

তিন জেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ৩ জনের মৃত্যু

সংবাদ জাতীয় ডেস্ক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পল্লী বিদ্যুতের সাবস্টেশনে চুরি করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে পটুয়াখালীর গলাচিপায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক মাইক্রোবাস চালক এবং কুড়িগ্রামের উলিপুরে শিয়াল মারার বৈদ্যুতিক ফাঁদে পড়ে এক সুপাড়ি ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এই বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

কুষ্টিয়া : কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পল্লী বিদ্যুতের সাবস্টেশনে চুরি করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টায় উপজেলার তারাগুনিয়া থানার মোড় এলাকায় দৌলতপুর জোনাল অফিসের সাবস্টেশন থেকে পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে। ওই ব্যক্তির পরনে কালো রঙের চেক শার্ট, জিন্সের প্যান্ট এবং কোমড়ে লাল রঙের একটি গামছা বাঁধা ছিল। দৌলতপুর পল্লী বিদ্যুৎ জোনাল অফিসের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার তৌফিকুর ইসলাম বাচ্চু বলেন, সাবস্টেশনের ভিতরে বড় ট্রান্সফরমারের আর্থিংয়ের তার চুরি করতে গিয়ে ওই ব্যক্তি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। কিছু তার চুরি হয়েছে বলে আমরা দেখতে পেয়েছি। দৌলতপুর থানার ওসি নাজমুল হুদা বলেন, এখনও তার নাম-পরিচয় জানা যায়নি। চুরি করতে গিয়ে তার মৃত্যু হয়েছে কিনা সেটি তদন্ত সাপেক্ষে বলা যাবে।

গলাচিপা (পটুয়াখালী) : পটুয়াখালীর গলাচিপায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে জহির সরদার নামে এক মাইক্রোবাস চালকের মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার সদর ইউনিয়নের কালিকাপুর বারো কানিয়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত জহির সরদার উপজেলার চরকাজল ইউনিয়নের আবুদল হক সরদারের ছেলে। বর্তমানে তিনি গলাচিপা সদর ইউনিয়নে নতুন বাড়ি করেছিলেন। গলাচিপা থানার ওসি আশাদুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় কারো কোন অভিযোগ না থাকায় নিহতের পরিবারের সদস্যদের আবেদনের প্রেক্ষিতে মরদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই দাফনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উলিপুর (কুড়িগ্রাম) : কুড়িগ্রামের উলিপুরে শিয়াল মারার বৈদ্যুতিক ফাঁদে পড়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে আব্দুল হাকিম নামে এক সুপাড়ি ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার সকালে পৌরসভার নারিকেলবাড়ি সন্যাসীতলা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল হাকিম নারিকেলবাড়ি সন্যাসীতলা এলাকার নুরুল হকের ছেলে। উলিপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার মেহেরুল ইসলাম জানান, হাসপাতালে আনার পূর্বেই আব্দুল হাকিমের মৃত্যু হয়। উলিপুর থানার ওসি জিল্লুর রহমান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে এই ঘটনায় পরবর্তী প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২০ বৈশাখ ১৪
Dhaka : Saturday 3 May 202

টেক্সটাইল কারখানায় গ্যাস বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৪

প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে একটি টেক্সটাইল কারখানায় গ্যাস বিস্ফোরণে চারজন নিরাপত্তা প্রহরী দগ্ধ হয়েছেন। তাদের মধ্যে তিনজনের শ্বাসনালী পুড়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় উপজেলার রূপসী কাজীপাড়া এলাকার জৈনপুরী আশরাফিয়া টেক্সটাইল মিলসে (মঞ্জু টেক্সটাইল) এই ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দগ্ধ আব্দুল হান্নান, কবির হোসেন এবং সাইফুল ইসলাম বর্তমানে ঢাকাস্থ জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্ল্যাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরেফিন বলেন, শ্রমিক দিবসে কারখানাগুলোর উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ থাকায় উচ্চচাপে গ্যাসের মিটার ব্লাস্ট হয়ে সেখান থেকে আগুন ধরে যায়। এতে চারজন নিরাপত্তা প্রহরী দগ্ধ হন। ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌছানোর আগেই কারখানার আগুন স্থানীয়রা নিভিয়ে ফেলেন।

যুগান্তর
রোববার ৪ মে ২০২৫
২১ বৈশাখ ১৪৩২

মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় কটিয়াদীর যুবক নিহত

কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি

মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় আনার মিয়া নামে এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছে। শুক্রবার পরিবার আনার মিয়ার মৃত্যুর বিষয়টি জানতে পারে।

তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী পৌরসভার কাহেতেরটেকি মহল্লার মৃত সওদাগর মিয়ার ছেলে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, আনার মিয়া মালয়েশিয়ার মালাকা শহরের ওয়েস্টার্ন ফ্রুট নামে একটি বিস্কিট ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকের কাজ করতেন। ২৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাতের কাজ শেষ করে বাসায় ফেরার পথে। গাড়ির চাপায় মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পান। পরে সরকারি মালেকা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১ মে বৃহস্পতিবার রাতে তার মৃত্যু হয়। আনার মিয়ার স্ত্রী রোকসানা বেগম জানান, আমি আমার স্বামীর মুখটা শেষবারের মতো দেখতে চাই।

সময়ের আলো
রোববার। ৪ মে ২০২৫

ক্ষেতে পানি দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষকের মৃত্যু

পঞ্চগড় সংবাদদাতা

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলায় বোরো ধান ক্ষেতে পানি দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আবদুল গণি (৬৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার আনুমানিক দুপুর ১২টার দিকে তেঁতুলিয়া উপজেলার শালবাহান ইউনিয়নের নারায়ণগছ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আবদুল গণি নারায়ণগছ গ্রামের মৃত তাজু মিয়ার ছেলে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে জানার জন্য যোগাযোগ করা হলে তেঁতুলিয়া মডেল থানার ওসি আবু মুসা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

আবদুল গণির স্ত্রী মোসাম্মৎ শহিদার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শনিবার আনুমানিক দুপুর ১২টার দিকে বোরো ধান ক্ষেতে পানি দিতে যান কৃষক আবদুল গণি। জমিতে পানি দেওয়ার জন্য সেচপাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে গেলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি। এ সময় ঘটনাস্থলেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

শালবাহান ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মো. আশরাফুল জানান, মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পরে আমি সেখানে ছুটে আসি। পরবর্তীতে তেঁতুলিয়া মডেল থানায় বিষয়টি অবহিত করা হয়।

যুগান্তর | রোববার ৪ মে ২০২৫
২১ বৈশাখ ১৪৩২

নারী শিশু ও যুবকসহ সড়কে ঝরল ১৩ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় ১৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে ঢাকার ধামরাইয়ে গার্মেন্ট শ্রমিক, নেত্রকোনা ও রংপুরে দুই শিশু, ঝালকাঠিতে দুই যাত্রী, ভোলায় বৃদ্ধসহ দুজন, নওগাঁয় যুবক, নড়াইলে শিক্ষার্থী, শরীয়তপুরে গৃহবধূ এবং মুন্সীগঞ্জে মোটরসাইকেল চালক, গাইবান্ধায় আরোহী ও বগুড়ায় ব্যবসায়ী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ধামরাই দক্ষিণ (ঢাকা) : ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী গার্মেন্ট শ্রমিক রফিক প্রাণ হারিয়েছেন। শনিবার সকালে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে ধামরাই উপজেলার বারবাড়িয়া এলাকায় তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। রফিক মানিকগঞ্জের হরিরামপুর থানার খুশিচর এলাকার তমিজ উদ্দিনের ছেলে। তিনি ধামরাই জয়পুরা পলমল পোশাক কারখানার সুপারভাইজার হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

সময়ের আলো | মঙ্গলবার। ৬ মে ২০২৫।

বাস-অটোরিকশা শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষে আহত ১০

● নিজস্ব প্রতিবেদক ভোলা

ভোলায় বাস ও অটোরিকশা শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। এসময় বাস ও সিএনজি ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। এই ঘটনার জেরে জেলার ৫টি রুটে বাস চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে বাস শ্রমিক ইউনিয়ন। লাঠিসোটা নিয়ে মাইক্রোবাস, অটোরিকশাসহ অন্যান্য যান চলাচলেও বাধা সৃষ্টি করেন বাস শ্রমিকরা। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে উভয় পক্ষের মাঝে।

এ বিষয়ে ভোলা জেলা বাস শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মিজানুর রহমান বলেন, বাস শ্রমিক ইউনিয়ন এক দফা দাবি প্রশাসনের কাছে তুলে ধরেছে। ভোলা-চরফ্যাশন রুটে অবৈধ যানবাহন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট প্রত্যাহার হবে না। প্রতিদিন সিএনজি চালকদের হাতে নাজেহাল হতে হচ্ছে বাসচালক ও শ্রমিকদের। এটা আর সহ্য করা হবে না।

রোববার সন্ধ্যার পর থেকে ভোলার সব রুটে বাস চলাচল বন্ধ ঘোষণা করে জেলা বাস ও মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়ন। এরপর থেকেই রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা। এক পর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। গভীর রাতে পুলিশ এসে পরিস্থিতির কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করে। এর আগে রোববার বিকালে ভোলার বাংলাবাজার এলাকায় বাস সাইড দেওয়াকে কেন্দ্র করে বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশা শ্রমিকদের মধ্যে প্রথমে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। পরে উভয় পক্ষের মধ্যে মারামারি হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভেদুরিয়া, কুঞ্জেরহাট, লালমোহনেও উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। চলে সংঘর্ষ, হামলা-পাল্টা হামলা। এসব ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হন। বাস শ্রমিকের ওপর হামলার প্রতিবাদে রোববার সন্ধ্যা থেকে ভোলা বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল বাসস্ট্যান্ডে বিক্ষোভ মিছিল ও সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন বাস শ্রমিকরা।

ভোলা-চরফ্যাশন সড়কে আগুন জ্বালিয়ে বাস শ্রমিকদের বিক্ষোভ ● সময়ের আলো

সোমবার সকাল থেকে সাধারণ যাত্রীরা চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েন। যানবাহন না পেয়ে চরম বিপাকে পড়তে হয় জেলার ৫টি উপজেলার হাজারো মানুষকে। কুমিল্লা থেকে কোলে শিশু সন্তান নিয়ে আসা জেসমিন বেগম বলেন, অনেক কষ্ট হচ্ছে। আগে থেকে কিছুই জানতাম না। অনেক দূর থেকে এসে এখন বিপদে পড়েছি। যেতে হবে লালমোহন। কীভাবে যাব বুঝতে পারছি না। বরিশাল থেকে আসা কিবরিয়া মিয়া বলেন, বাস ও সিএনজি চালকদের এমন কর্মকাণ্ড দুদিন পরপরই হয়। এসব ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি আমরা সাধারণ মানুষ। এসব ঘটনার স্থায়ী সমাধান হওয়া খুবই জরুরি। প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

গ্যাস বিস্ফোরণে দগ্ধ ২ কর্মীর মৃত্যু

● রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে মঞ্জু ডায়িং অ্যান্ড টেক্সটাইল কারখানায় গ্যাস বিস্ফোরণের আগুনে দগ্ধ দুই নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে রাজধানীর জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান বলে এ হাসপাতালের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান। নিহতরা হলেন লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার কালিকাপুর গ্রামের প্রয়াত মো. শফিকের ছেলে মো. আবদুল হান্নান (৫০) এবং নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার রূপসী এলাকার প্রয়াত মো. রফিকের ছেলে কবির হোসেন (৪৫)। তারা দুজনই রূপসী কাজীপাড়া এলাকার মঞ্জু ডায়িং অ্যান্ড টেক্সটাইল মিলের নিরাপত্তাকর্মী।

গত ১ মে সকালে এ কারখানাটির উৎপাদন বন্ধ থাকা অবস্থায় গ্যাসের অতিরিক্ত চাপে মিটার বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে বলে জানান নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক আবদুল্লাহ আল আরেফিন। ডা. শাওন বলেন, শরীরের ৫৩ শতাংশ দগ্ধ অবস্থায় বার্ন ইনস্টিটিউটের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন কবির। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মারা যান তিনি। এর আগে রাত ২টা ৪০ মিনিটে আইসিইউতে মারা যান হান্নান। তার শরীরের ৪০ শতাংশ দগ্ধ ছিল।

যুগান্তর | সোমবার ৫ মে ২০২৫
২২ বৈশাখ ১৪৩২

নবজাতক দেখে ফেরা হলো না বাবার

যুগান্তর ডেস্ক

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় নবজাতক কন্যাসন্তানকে দেখে বাড়ি পথে প্রাণ হারিয়েছেন এক হতভাগা বাবা। রোববার সকালে উপজেলার তিনলাখপীর এলাকায় কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কে তিনি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। এছাড়া ছয় স্থানে দুর্ঘটনায় আরও ছয়জনের প্রাণহানি ঘটেছে। তাদের মধ্যে নারায়ণগঞ্জে গার্মেন্টকর্মী, নেত্রকোনায় বৃদ্ধ, শেরপুরে ইজিবাইকচালক, সিরাজগঞ্জে শিক্ষক, গাইবান্ধায় নারী এবং বরিশালে চিকিৎসক রয়েছেন।

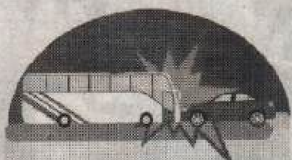

শিক্ষক ও চিকিৎসকসহ ছয় স্থানে সড়কে ঝরল আরও ৬ প্রাণ

ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) : রূপগঞ্জে কাভার্ডভ্যান চাপায় গার্মেন্টকর্মী লাকি আক্তার নিহত হয়েছেন। রোববার উপজেলার তারাবো বিশ্বরোড এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। লাকি কিশোরগঞ্জের তাড়াইল থানার সেকান্দরনগর গ্রামের আল আমিনের স্ত্রী।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কসবা : নিহত সজিবুল ইসলাম ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার কান্দুঘর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ওই গ্রামের হুমায়ুন কবিরের ছেলে এবং পেশায় দমকল বাহিনীকর্মী। তিনি চট্টগ্রামের সন্দীপ উপজেলায় কর্মরত ছিলেন। বিয়ে করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। ৫ দিন আগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একটি হাসপাতালে তার কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। নবজাতক সন্তানকে দেখে সকালে মোটরসাইকেলে নিজ গ্রাম ব্রাহ্মণপাড়ার কান্দুঘরে ফিরছিলেন। ওই স্থানে পৌঁছালে বেপরোয়া গতির ট্রাক মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। এতে সজিব ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা উদ্ধার করে কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কলমাকান্দা (নেত্রকোনা) : কলমাকান্দায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধ ইদ্রিস আলীর মৃত্যু হয়েছে। রোববার পাঁচগাঁও সীমান্ত সড়কের রামনাথপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইদ্রিস উপজেলার রংছাতি ইউনিয়নের মৌতলা গ্রামের আব্দুল করিমের ছেলে।

শেরপুর : ট্রাক-ইজিবাইক সংঘর্ষে চালক কাজিম উদ্দিন তারু নিহত হয়েছেন। তার বাড়ি নালিতাবাড়ী উপজেলার গেরামারা গ্রামে। নালিতাবাড়ী-নকলা মহাসড়কের বাইটকামারী এলাকায় শনিবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় আরও অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন।

সাঘাটা (গাইবান্ধা) : গোবিন্দগঞ্জে অটো-ট্রাক্টর সংঘর্ষে গৃহবধূ মোরশেদা বেগম প্রাণ হারিয়েছেন। কাটাখালি ব্রিজের দক্ষিণ পাশে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে রোববার দুর্ঘটনাটি ঘটে। মোরশেদা তালুককানুপর ইউনিয়নের সুন্দইল গ্রামের রফিকুল ইসলামের স্ত্রী।

শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) : শাহজাদপুরে মোটরসাইকেল-টেম্পো সংঘর্ষে আরোহী আব্দুস সামাদ প্রাণ হারিয়েছেন। তার বাড়ি চাটমোহর উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নের হরিপুর গ্রামে। তিনি চাটমোহর উপজেলার চর নবীন দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন।

গৌরনদী (বরিশাল) : গৌরনদীতে পিকআপ-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে ডা. শরিফুজ্জামান মাহিনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দুপুরে উপজেলার বাটাজোর এলাকায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মাহিন গৌরনদী পৌরসভার আশোকাঠি গ্রামের সৈয়দ শাহ আলমের ছেলে।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২২ বৈশাখ ১৪৩
Dhaka : Monday 5 May 2025

সেফটিক ট্যাংকের বিষাক্ত গ্যাসে শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, লালমনিরহাট

লালমনিরহাট সদর উপজেলার নিজপাড়া এলাকায় সেফটিক ট্যাংকে কাজ করার সময় জমে থাকা বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে মারুফ হোসেন (৩৫) নামে এক নির্মাণ শ্রমিক মারা গেছেন। একই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও এক শ্রমিক, রহিম মিয়া। গত শনিবার দুপুরে জহুরুল ইসলামের বাড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, নির্মাণাধীন ভবনের সেফটিক ট্যাংকের সাটারিং খুলতে নিচে নামেন দুই শ্রমিক। ট্যাংকের ভেতরে দীর্ঘদিন জমে থাকা বিষাক্ত গ্যাসে তারা দুজনেই দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলেই মারা যান মারুফ হোসেন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালায়। মারুফের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

NEWAGE
TUESDAY, MAY 6, 2025, BAISHAKH 23, 1432 BS

Two Rupganj Textile Mill fire victims die

United News of Bangladesh · Narayanganj

TWO security guards, who sustained burn injuries in a textile mill fire in Rupganj upazila of Narayanganj last week, died at the National Institute of Burn and Plastic Surgery in Dhaka on Monday.

The deceased are Abdul Hannan, 50, son of Md Shafik of Lakshmipur and Kabir Hossain, 45, son of Rafique of Narayanganj.

Shawon Bin Rahman, the resident surgeon of the institute, said that both Hannan and Kabir died to their injuries at the hospital in the morning.

Kabir suffered 53 per cent burn injuries and died at the hospital at about 9:30am at the intensive care unit. Hannan, who received 40 per cent injuries, died at the ICU at about 2:40am.

On May 1, four workers were injured when a fire broke out at the mill following an explosion caused by high pressure of gas though the factory was closed on the occasion of May day, said deputy assistant director of Narayanganj fire service and civil defence Abdullah Al Arefin.

Among the injured, Saiful Islam, 32, has been undergoing treatment at the burn unit with 34 per cent burn injuries.

Liakat Ali, officer-in-charge of Rupganj police station, said that a general diary was lodged with the police station on Monday but no complaint was lodged yet.

কালের কণ্ঠ
৭ মে ২০২৫ । ২৪ বৈশাখ ১৪৩২

বজ্রপাতে তিন জেলায় দুই স্কুলছাত্রীসহ ৬ জন নিহত

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

দেশের তিন জেলায় বজ্রপাতে প্রাণ গেছে ছয়জনের। গতকাল মঙ্গলবার সকালে ও দুপুরে কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া ও মিঠামইন, ঝিনাইদহ সদর এবং সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জে বজ্রপাতে মারা গেছে দুই স্কুলছাত্রী, দুই কৃষক এবং ধান কাটতে যাওয়া আরো দুই ব্যক্তি। বজ্রপাতে আহত হয়েছে কয়েকজন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে দুই কিশোরীর মৃত্যু

কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে বজ্রপাতে নিহত হয়েছে নবম শ্রেণির দুই ছাত্রী—ফারিয়া জান্নাত ইরিনা (১৫) ও আদ্রিতা ইসলাম প্রিয়া (১৫)। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে তাদের সহপাঠী ইমা আক্তার বর্ষা। সে বর্তমানে কিশোরগঞ্জ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় চরটেকী গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. আমিনুল হক বলেন, 'বিদ্যালয়ে তাদের বাংলা প্রথম পত্র পরীক্ষা ছিল দুপুর ১টায়। ওরা তিনজনই ভালো ছাত্রী। এ মৃত্যু মেনে নেওয়া কঠিন।'

পাকুন্দিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. বিল্লাল হোসেন বলেন, উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে। তাদের দাফন-কাফনের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

হাওরে গরু আনতে গিয়ে কৃষকের মৃত্যু

একই দিন একই সময়ে কিশোরগঞ্জের হাওর উপজেলা মিঠামইনের চমকপুর গ্রামে বজ্রপাতে কটু মিয়া (৪০) নামের এক কৃষক মারা যান। দুপুরে বৃষ্টির মধ্যে হাওরে গরু আনতে গেলে বজ্রপাতের কবলে পড়ে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। তিনি চমকপুর গ্রামের মৃত আব্দুল মোতালিবের ছেলে।

ঝিনাইদহে ধান কাটতে গিয়ে প্রাণ গেল দুই কৃষকের

এদিন দুপুরে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পশ্চিম বিষয়খালী ও ভবানীপুর গ্রামে বজ্রপাতে মারা যান কৃষক মিরাজুল ইসলাম (২৫) ও অলিয়ার রহমান (৫০)। তাঁরা মাঠে ধান কাটতে গিয়ে বজ্রপাতের শিকার হন।

ঝিনাইদহ জেলা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক খালিদ হাসান বলেন, 'হাসপাতালে আনার আগেই তাঁরা মারা যান।' সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, এ ঘটনায় থানায় পৃথক দুটি অপমৃত্যুর মামলা হচ্ছে।

সুনামগঞ্জে হাওরে কৃষকের মৃত্যু

সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জে হাওরে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে জাকির হোসেন (৩৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের মালেক উস্তারের ছেলে। গতকাল সকালে উপজেলার পাগনার হাওরে এই ঘটনা ঘটে।

জামালগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, নিহত কৃষকের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সহায়তা দেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত বজ্রপাতের ঝুঁকি বেশি থাকে। এ ক্ষেত্রে খোলা মাঠে, জলাশয়ের পাশে কিংবা গাছতলায় অবস্থান না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে কৃষকদের প্রতি বজ্রপাতের সময় সাবধানতা অবলম্বনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২৭ বৈশাখ ১৪৩২
Dhaka : Saturday 10 May 2025

পটুয়াখালীতে ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

A

প্রতিনিধি, পটুয়াখালী

পটুয়াখালী পৌর এলাকার পিটিআই সড়কের একটি বহুতল ভবন থেকে পড়ে মো. রাহাত (২৫) নামের এক নির্মান শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ওই ভবন থেকে সে পড়ে যায়। স্থানীয়রা সাথে সাথে রাহাতকে পটুয়াখারী ২৫০ শয্যা বিশিস্ট জেনারেল হাসপাতালে জরুরী বিভাগে নিয়ে যায়। সেখানকার চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। নিহত রাহাতের বাড়ী গলাচিপা উপজেলার আমখোলা ইউনিয়নে বলে জনাগেছে।

এ ব্যাপারে পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. ইমতিয়াজ সাংবাদিকদের জানান, লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানান।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা । শনিবার । ১০ মে ২০২৫

মিরপুরে মাটিচাপায় শ্রমিক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর মিরপুরে মানিকদী বাজার এলাকায় পাইপলাইনের কাজ করার সময় মাটিচাপা পড়ে মো. লতিফ (৬০) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন মো. হানিফ (৬০) নামে আরো এক শ্রমিক। গতকাল শুক্রবার ভোরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পরে তাঁদের গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক লতিফকে মৃত ঘোষণা করেন। হানিফ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সহকর্মী রবিন বলেন, 'সকালে আমরা ওই এলাকায় ওয়াসার পাইপলাইনে কাজ করছিলাম। হঠাৎ করে মাটিচাপা পড়ে তাঁরা দুজন গুরুতর আহত হন। পরে তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে একজন মারা যান।' ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। পল্লবী থানার ওসি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২৫ বৈশাখ ১৪৩২, ৮ মে ২০২৫

পৃথক স্থানে সড়কে ঝরল পাঁচ প্রাণ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

পৃথক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাত ও গতকাল বুধবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

মেহেরপুর প্রতিনিধি : মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের শুকুরকান্দি নামক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় চালকসহ তিন জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন মাইক্রোবাসের অপর তিন যাত্রী। নিহতরা হলেন মাইক্রোবাসের চালক জামাল উদ্দিন, শাহিনুজ্জামান ও আক্তার বানু। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল জানান, তিন জনের লাশ কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে রয়েছে।

হাজীগঞ্জ (চাঁদপুর) সংবাদদাতা : হাজীগঞ্জে এক শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে সিএনজিচালিত দুই অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম এনাম হোসেন (২২)। দুর্ঘটনায় দুই সিএনজি চালকসহ ছয় জন আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার দুপুরে চাঁদপুর-কুমিল্লা আঞ্চলিক মহাসড়কের হাজীগঞ্জের সীমান্ত দেবপুর মাদ্রাসার পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। হাজীগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নরসিংদী প্রতিনিধি : নরসিংদীর মনোহরদীতে প্রাইভেটকার ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে মো. শাহিন মিয়া নামে এক সিএনজিচালক নিহত হয়েছে। এই ঘটনায় সিএনজির অপর দুই যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে মনোহরদী উপজেলার চঙ্গ ভাতা এলাকার ভাই ভাই পেট্রোল পাম্প ও মুরগির বাজারের মধ্যবর্তী একটি কালভার্টের ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে। মনোহরদী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. শহিদুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এ বিষয়ে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
২২ বৈশাখ ১৪৩২, ৫ মে ২০২৫

সড়কে ঝরল চার প্রাণ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছেন আরো ছয় জন। শনিবার রাতে ও রবিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার তারাবো বিশ্বোরোড এলাকায় কাভার্ড ভ্যানের চাপায় লাকি আক্তার (৩০) নামে এক নারী গার্মেন্টস শ্রমিক নিহত হয়েছেন। রবিবার এ দুর্ঘটনা ঘটে। রূপগঞ্জ থানার ওসি লিয়াকত আলী বলেন, লাশ উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

কাহালু (বগুড়া) সংবাদদাতা জানান, বগুড়ার কাহালুতে অজ্ঞাতনামা একটি চলন্ত ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হলে হয়ে আব্দুর রহমান (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। রবিবার ভোরে বগুড়া-সান্তাহার আঞ্চলিক সড়কের কাহালু উপজেলার নারহট্ট ইউনিয়নের পাগলাপীর নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, বগুড়া-নগরবাড়ী মহাসড়কে মোটরসাইকেল ও তেলবাহী ট্যাংকলরির মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী আব্দুস সামাদ (৬৫) নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় মোটরসাইকেল চালক আব্দুল আলীম গুরুতর আহত হয়েছেন। রবিবার দুপুরে উপজেলার নুকালি নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) সংবাদদাতা জানান, নালিতাবাড়ীতে ডাম্পট্রাকের চাপায় তজুমুদ্দীন তারু নামে এক অটোচালকের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছেন অটোরিকশায় থাকা আরো পাঁচযাত্রী। গত শনিবার দিবাগত রাত ৯টার দিকে উপজেলার বাইটকামারী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত অটোচালকের নাম। বিষয়টি নিশ্চিত করেন নালিতাবাড়ী থানার ওসি মো. সোহেল রানা।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ১৫ মে ২০২৫

পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার ও মঙ্গলবার রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

স্টাফ রিপোর্টার, রংপুর : রংপুরের মিঠাপুকুরে সড়ক দুর্ঘটনায় রেদওয়ান মিয়া ওরফে সিহাব (১৬) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন দুই জন। গতকাল বুধবার দুপুরে মিঠাপুকুর উপজেলার রংপুর-ঢাকা মহাসড়কের শঠিবাড়ী ফিলিং স্টেশন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে বড়দরগা হাইওয়ে পুলিশের অফিসার ইনচার্জ মো. মনিরুজ্জামান বলেন, এ ঘটনায় সড়ক পরিবহন আইনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাণীশংকৈল (ঠাকুরগাঁও) সংবাদদাতা : রাণীশংকৈল উপজেলার পূর্ব বনগাঁও পাঁচপীর কবরস্থানের গেট ভেঙে পড়ে এক ট্রাক্টর চালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম হযরত আলী (৩২)। গতকাল বুধবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাণীশংকৈল থানার এসআই আশরাফুল ইসলাম দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

মনিরামপুর (যশোর) সংবাদদাতা : মনিরামপুরে প্রাইভেট কার ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহত হলেন মোটরসাইকেল চালক ব্যবসায়ী শাহিনুর রহমান শাহীন (৫৫)। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যশোর-চুকনগর মহাসড়কের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মনিরামপুর থানার ওসি নূর মোহাম্মদ গাজী জানান, কোনো অভিযোগ না থাকায় শাহিনের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) সংবাদদাতা : ফুলবাড়ীতে দাঁড় করানো বিকল ট্রাক্টরকে চলন্ত ট্রাক ধাক্কা দিলে ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহত হলেন ট্রাক্টরচালক মানিক রহমান (২৬)। দুর্ঘটনায় ট্রাকচালক মঈনুল ইসলাম গুরুতর আহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাত পৌনে ১২টায় ফুলবাড়ী-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের ফুলবাড়ী উপজেলার রাজারামপুর ফকিরপাড়া এলাকার মডেল মসজিদের সামনের সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফুলবাড়ী থানার ওসি এ কে এম খন্দকার মহিবুল দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বণিক বার্তা
সোমবার, মে ১২, ২০২৫

দুই জেলায় বজ্রপাতে ৮ জনের মৃত্যু

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কিশোরগঞ্জ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কিশোরগঞ্জে বজ্রপাতে আটজনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পৃথক স্থানে শিশুসহ পাঁচজন মারা গেছেন। আর কিশোরগঞ্জে এক কলেজ শিক্ষার্থীসহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর ও আখাউড়ার বিভিন্ন এলাকায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়। তারা হলেন শামসুল হুদা (৬৫), আব্দুর রাজ্জাক (৪০), জাকিয়া বেগম (৮), মো. সেলিম মিয়া (৬৪) ও মো. জমির খান (২২)। নাসিরনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহীনা নাছরিন জানান, বিকালে বজ্রপাতে উপজেলায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় একজন আহত হন। এর মধ্যে গরু আনতে গিয়ে উপজেলার গোকর্ণ ভাঙা ব্রিজ এলাকার মৃত আব্দুস সালামের ছেলে শামসুল হুদা, টেকানগর এলাকায় ধান কাটতে গিয়ে আব্দুর রাজ্জাক ও উঠানে খেলা করার সময় ভলাকুটের দুর্গাপুর গ্রামে জাকিয়া বেগম নামে এক শিশু মারা গেছে। এ সময় একই গ্রামের হামিদা বেগম (৪৫) নামে এক নারী বজ্রপাতে গুরুতর আহত হন।

এদিকে আখাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ছমিউদ্দিন জানান, উপজেলার ধরখার ইউনিয়নের রুটি নুরপুর এলাকায় জমিতে কাজ করার সময় মো. সেলিম মিয়া (৬৪) নামে এক বৃদ্ধ ও একই ইউনিয়নের বনগজ গ্রামের মো. জমির খান (২২) নামের এক যুবক মারা গেছেন। এ সময় দুটি গরুও মারা যায়।

অন্যদিকে কিশোরগঞ্জে বজ্রপাতে এক কলেজ শিক্ষার্থীসহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। মৃতরা হলেন ভৈরব উপজেলার সাদেকপুর ইউনিয়নের রসুলপুর গ্রামের প্রয়াত আফসার উদ্দিনের ছেলে ফারুক মিয়া (৬০), শ্রীনগর ইউনিয়নের ইউনুস মিয়ার ছেলে ফয়সাল মিয়া (২৮) ও কুলিয়ারচর উপজেলার ছয়সূতী ইউনিয়নের হাজারীনগর গ্রামের কলেজ শিক্ষার্থী সফু মিয়ার ছেলে কবির হোসেন (১৭)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ফারুক মিয়া বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে হাওরে জমিতে ধান কাটতে গিয়ে, ফয়সাল বাড়ির পাশের জমিতে খড় আনতে গিয়ে ও কবির হোসেন জমিতে কাজ করতে গিয়ে বজ্রপাতে মারা যান।

কবির ভৈরবের হাজী আসমত কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী। ভৈরব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. উম্মে হাবিবা জুঁই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, বজ্রপাতে তিনজনকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

এর আগে ৬ মে জেলায় পৃথক বজ্রপাতের ঘটনায় তিন ছাত্রীসহ চারজন মারা যান। এর মধ্যে জেলার পাকুন্দিয়ায় তিন স্কুলছাত্রী ও মিঠামইনে এক কৃষক রয়েছেন।

রোববার, মে ১১, ২০২৫ ■ বৈশাখ ২৮, ১৪৩২ বণিকবার্তা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিনজনসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৮

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মোটরসাইকেল ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে ইউপি সদস্যসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় নোয়াখালী, বগুড়া, মেহেরপুর ও চাঁদপুরে আরো পাঁচজনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত নয়জন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

নোয়াখালী : জেলার বেগমগঞ্জে ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশায় থাকা মা-মেয়ে নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় অটোরিকশাচালকসহ আহত হয়েছেন আরো দুজন। তাদের স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। শুক্রবার রাত ৯টার দিকে চৌমুহনী-লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের আমিনবাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন লক্ষ্মীপুরের দেওপাড়া গ্রামের আব্দুর রহমানের স্ত্রী জমিলা সুলতানা ইনু (২১) ও তার মেয়ে ফাতেমা আক্তার (২)।

বেগমগঞ্জ থানার ওসি লিটন দেওয়ান জানান, তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ঘটনার পর পরই ট্রাক নিয়ে চালক পালিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় হাইওয়ে পুলিশ আইনি ব্যবস্থা নেবে।

চাঁদপুর : জেলার ফরিদগঞ্জে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সাইকেল আরোহী এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো তিনজন। শুক্রবার রাতে ফরিদগঞ্জ উপজেলার ধানুয়া কাদিরমুন্সী বাড়ির মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সুমন ব্যাপারী উত্তর চাঁদপুর গ্রামের ব্যাপারী বাড়ির মৃত শহিদুল্লার ছেলে।

যুগান্তর
রোববার ১১ মে ২০২৫
২৮ বৈশাখ ১৪৩২

কিশোরগঞ্জে পিকআপের ধাক্কায় দুই ভাইসহ নিহত ৩

যুগান্তর ডেস্ক

কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলায় পিকআপের ধাক্কায় দুই ভাইসহ তিন অটোযাত্রী নিহত হয়েছেন। শনিবার কিশোরগঞ্জ-ভৈরব আঞ্চলিক মহাসড়কের চৌদ্দশত বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় সাত স্থানে আরও সাতজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে কুমিল্লায় লরিচালক, ময়মনসিংহে ব্যবসায়ী, সুনামগঞ্জে শিক্ষার্থী, চট্টগ্রামে রিকশাচালক, টাঙ্গাইলে শ্রমিক, চাঁদপুর ও সিলেটে দুই যুবক এবং বগুড়ায় বাসচালকের সহকারী রয়েছেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে গাড়ি উলটে আহত হয়েছেন ১০ শ্রমিক। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

কিশোরগঞ্জ : নিহতরা হলেন—কুলিয়ারচর উপজেলার গোবরিয়া আব্দুল্লাহপুর ইউনিয়নের ভাটি জগচর গ্রামের মৃত মধু মুন্সির দুই ছেলে আবু তাহের ও আবুল কাসেম এবং একই এলাকার মৃত সুন্দর আলীর ছেলে অটোযাত্রী নুর ইসলাম। তারা সকালে কুলিয়ারচর থেকে অটোরিকশায় কিশোরগঞ্জ যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) : বুড়িচংয়ে বাসের ধাক্কায় লরিচালক বিপ্লব বাবুর মৃত্যু হয়েছে। তিনি উপজেলার নিমসার পরিহল পাড়ায় শুক্রবার দুর্ঘটনার শিকার হন। তিনি দিনাজপুরের সুলতান আহমদের ছেলে।

ভালুকা (ময়মনসিংহ) : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে মোটরসাইকেলে ধাক্কায় ব্যবসায়ী জাহিদ হাসান নিহত হয়েছেন। শনিবার ভালুকায় তামাট এলাকায় তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

ছাতক (সুনামগঞ্জ) : বাস চাপায় শিক্ষার্থী হোসাইন আহম্মদের মৃত্যু হয়েছে। সে উপজেলার উত্তর খুরমা ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামের নুর আলীর ছেলে। শনিবার বিদ্যালয়ের দক্ষিণে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কে সে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

বাঁশখালী (চট্টগ্রাম) : বাঁশখালীতে অটোর ধাক্কায় রিকশাচালক মোহাম্মদ সৈয়দ আহমদের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার রাতে উপজেলার প্রধান সড়কের পৌরসভার দারোগা বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বাসাইল (টাঙ্গাইল) : বাসাইলে ট্রাক্টর-অটো সংঘর্ষে শ্রমিক জিয়াবুর রহমান প্রাণ হারিয়েছেন। শনিবার বাসাইল-নলুয়া সড়কের বাসুলিয়াতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

গোয়াইনঘাট (সিলেট): গোয়াইনঘাটে ট্রাক্টর উলটে যুবক আব্দুল মালিকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি উপজেলার ৪নং লেঙ্গুড়া ইউনিয়নের গুরুকচি (দারিখাই) গ্রামের রফিক উদ্দীনের ছেলে।

বগুড়া : গাড়ির ধাক্কায় হেলপার শামীম জিলাদারের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সকালে শহরের গোদারপাড়া বাজার চেকপোস্ট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বাস হেলপার শামীম বগুড়ার কাহালু উপজেলার মুরইল ইউনিয়নের ভার্জিতা গ্রামের বাসেদ জিলাদারের ছেলে।

গোমস্তাপুর (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) : গোমস্তাপুরে ধান কেটে ফেরার পথে ভটভটি উলটে ওই শ্রমিকরা আহত হয়েছেন। শুক্রবার রাতে আড্ডা রহনপুর মাধাইপুরে নির্মাণাধীন কালভার্টে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

NEW AGE
WEDNESDAY, MAY 14, 2025,

5 killed in road accidents

Staff Correspondent

AT LEAST five people, including a Secondary School Certificate examinee, were killed in road accidents in Rangpur, Dhaka and Satkhira on Tuesday.

New Age correspondent in Rangpur reported that three members of a family including a SSC examinee were killed on the Rangpur-Kurigram road in Rangpur on Tuesday morning.

The deceased are Rubina Begum, 32, her two-year-old son Rahmat Ali, and niece Afsna Begum Sneha, 15, a SSC examinee.

Kaunia police station officer-in-charge Abdul Latif Shah said that the accident occurred while Ashraful, along with his wife, son and niece was going to the SSC examination centre.

'As they reached the Rangpur- Kurigram road at Zummar place near Mirbagh Bazaar, a speedy bus coming from the opposite direction ran over the motorbike killing the three on the spot and left Ashraful critically injured,' he said.

A case was filed by the victims' family with the police station, he added.

In Dhaka, a battery-run auto-rickshaw driver, Dulal Mia, 40, was killed after being hit by a bus at Konabari of Jatrabari at about 9:00am, said Mohammad Rofikul Islam Bhuiyan, sub-inspector of the Jatrabari police station.

Dulal was heading towards Demra's Konapara with a passenger when the bus coming from the opposite direction hit the rickshaw driver, leaving him dead on the spot and another injured, he added.

Meanwhile, an 18-year-old boy named Mehedi Hasan Hridoy was killed as a trolley hit his motorcycle at Budhata Bazar under Assasuni upazila in Satkhira at about 10:00am on Tuesday, Bangladesh Sangbad Sanstha reported.

Hridoy was seriously injured in the accident and was rushed to a local hospital where he succumbed to his injuries, said Shamsul Arefin, officer-in-charge of the Assasuni police station.

NEW AGE MONDAY, MAY 12, 2025,

12 killed in lightning strikes, tree fall in 5 dists

Staff Correspondent

AT LEAST 12 people, including a child and three farmers, were killed by lightning strikes and fallen trees during nor'wester in five districts on Sunday.

The districts are Brahmanbaria, Kishoreganj, Chapainawabganj, Habiganj and Mymensingh.

The incidents of lightning strikes took place between 3:00pm and 5:30pm on the day.

New Age correspondent in Brahmanbaria reported that five people were killed in separate lightning strikes at Akhaura, Sarail and Nasirnagar upazilas in the district at noon.

The deceased are Abdur Razzak , 35, from village Kaligachha of Sarail upazila, Samsul Huda, 35, from village Gukarna, Jakia Begum, 8, from village Durgapur of Nasirnagar upazila and Selim Miah, 60, from village Ruti and Jamir Khan, 22, son of Madan Khan from village of Bangaj of Akhaura upazila.

Akhaura police officer-in-charge Md Somiuddin and Nasirnagar police officer-in-charge Khairul Alam confirmed the incidents.

Deceased Selim Miah's son Rubel Miah said, 'My father was working in the paddy field, he died on the spot being struck by lightning at around 3.00pm.'

In another incident, Jamir Khan was in the field with his cows when lightning struck him, said locals.

In Kishoreganj, three people were killed in separate lightning strikes at three places.

The deceased are – Faruk Mia, 50, son of Afsar Uddin Mia from Rasulpur village and Md Faisal Mia, 25, son of Yunus Mia from Srignagar village under Bhairab upazila and Kabir Mia, 25, son of Shafiqul Mia from Hazarinagar village under Kuliarchar upazila in the district.

Bhairab police officer-in-charge Md Helal Uddin and Kuliarchar police officer-in-charge Fuad Ruhani both said that the incidents took place at around 3:30pm.

In Chapainawabganj Md Kaimul, 40, a farmer from Bulonpur village under the sadar upazila died on the spot in a lightning strike while he was cutting paddy at around 3:00pm, said sadar upazila thana sub-inspector Shakil Hossain.

In Habiganj, Shaju Mia, 20, son of Tojum Ali from Demikandi village had been struck by lightning at around 5:30pm at Ajmiriganj upazila while taking a bath in a drain.

His parents rushed him to a nearby hospital while the doctor on duty declared him dead.

United News of Bangladesh reported that two people have died after trees fell on them following a nor'wester in Barera and Marakuri areas under Ghagra union in Mymensingh at around 4:00pm.

The incidents were confirmed by the Kotwali model police station officer-in-charge Md Shafiqul Islam Khan.

The deceased are - Sajib, 20, son of Abdul Majid of Barera area and Suruj Mia, 55, son of late Afsar Ali of Marakuri area.

Locals said that when the storm started Sajib took shelter under a tree and suddenly the tree fell on him, leaving him dead on the spot.

At the same time at Marakuri, Suruj was standing next to his house when a branch fell on his head, leaving him seriously injured.

Locals took him to Mymensingh Medical College Hospital, where the doctor on duty declared him dead.

Shafiqul said that legal action was under way.

NEW AGE MONDAY, MAY 12, 2025,

5 killed in road accidents

Staff Correspondent

AT LEAST five people were killed in road accidents in Chattogram, Gazipur and Bagerhat districts on Sunday.

Bangladesh Sangbad Sangstha reported that two people were killed in separate road accidents in Sitakunda upazila of Chattogram.

The deceased are Md Hasan, 45, a night guard in the Purbo Syedpur area under Syedpur union, and Md Saikat, 26, a truck driver's assistant from the same upazila.

The police said that Hasan was killed by an unidentified Dhaka-bound vehicle at around 6:30am while returning after dumping garbage in a canal beside the highway at Banur Bazar.

Meanwhile, at around 10:30pm on Saturday, a Dhaka-bound covered van was hit by a truck near Sitakunda Upazila Health Complex. As a result, its helper, Saikat, fell from the vehicle and was run over by its wheels.

He was first taken to the upazila health complex, from where he was referred to Chattogram Medical College Hospital, where he succumbed to his injuries on Sunday morning.

New Age Correspondent in Gazipur reported that a 60-year-old woman was killed and her son injured after a covered van hit their motorcycle in Dhirashram area in Gazipur.

The deceased is Rahima Aktar, a resident of the Adabar area.

Gazipur Metropolitan Police's Sadar Thana OC said that the body was sent to Shaheed Tajuddin Ahmad Medical College Hospital for a post-mortem examination and a legal action was under way.

BBS reported that a person was killed in a road accident in the Attakir Megnishtola area of Fakirhat upazila of Bagerhat district.

The deceased, Md Munna Fakir, 20, was a resident of the Pagla Uttarpara area of the upazila.

Munna lost control of his motorbike and hit a roadside pillar in the area, leaving him critically injured, said Mollahat Highway Thana OC Sheikh Nuruzzaman.

Later, he was taken to the upazila health complex, where the doctor on duty declared him dead.

যুগান্তর | বুধবার ১৪ মে ২০২৫
৩১ বৈশাখ ১৪৩২

বাবাকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে প্রাণ গেল মেয়ের

যুগান্তর ডেস্ক

ফরিদপুরের মধুখালীতে বাবা মনোহর বিশ্বাসকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে ট্রাক-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে মেয়ে শুক্লা রানী বিশ্বাস নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন মনোহর ও তার বড় মেয়ে পারুল বিশ্বাসও। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার বোয়ালিয়া এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া ছয় স্থানে দুর্ঘটনায় আরও ছয়জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে রাজধানীতে রিকশাচালক, গাইবান্ধায় ব্যবসায়ী, নরসিংদীতে ট্রলিচালক, মানিকগঞ্জে পথচারী এবং বগুড়ায় রাজমিস্ত্রি ও যশোরে ইটভাটা মালিক রয়েছেন। মাদারীপুরে মাইক্রো-বাস সংঘর্ষে দুই শিশুসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

ঢাকা : যাত্রাবাড়ীতে বাস-ব্যাটারিচালিত রিকশা সংঘর্ষে চালক দুলাল মিয়া প্রাণ হারিয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে কোনাপাড়ার দিকে যাওয়ার পথে শরীফপাড়া এলাকায় তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। দুলাল কিশোরগঞ্জের নিকলী উপজেলার ছেতরা গ্রামের মৃত রুস্তম আলীর ছেলে। তিনি শনিরআখড়া কচিকণ্ঠ স্কুলের পাশে পরিবার নিয়ে ভাড়া বাসায় থাকতেন।

ফরিদপুর ও মধুখালী : মনোহর মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার লাঙ্গলবান্দ গ্রামের বাসিন্দা। অসুস্থ মনোহরকে মাইক্রোবাসে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলেন তার দুই মেয়ে। পথে ওই স্থানে পৌঁছালে মাগুরাগামী ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই শুক্লা রানী বিশ্বাস নিহত হন। আহত দুজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

গাইবান্ধা : গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় গাড়ি উলটে ব্যবসায়ী অমল চন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার গোবিন্দগঞ্জ পৌর এলাকার গাইবান্ধা মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। অমল গোবিন্দগঞ্জ পৌর শহরের ববনপুর এলাকার বাসিন্দা।

মনোহরদী (নরসিংদী) : মনোহরদীতে ট্রলি উলটে চালক রুবেল মিয়া নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার মনোহরদী বাজার-হাসপাতাল সড়কের চন্দনবাড়ী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রুবেল উপজেলার কাচিকাটা ইউনিয়নের রুদ্রদী গ্রামের আব্দুস সোবহানের ছেলে।

সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) : সিংগাইরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় পথচারী বাছের নিহত হয়েছেন। পৌরসভার কাশিমনগর এলাকায় তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। বাছের বলধারা ইউনিয়নের বড় বাকা গ্রামের অশোক আলীর ছেলে।

বগুড়া : অটোর ধাক্কায় রাজমিস্ত্রি শাকিল আহম্মেদের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার রাতে সদর উপজেলার কোমরপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। যুবক শাকিল বগুড়া সদরের সাতশিমুলিয়া গ্রামের আবদুল করিমের ছেলে।

যশোর : মণিরামপুরে প্রাইভেটকার-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে ইটভাটা মালিক শাহিন হোসেন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার উপজেলার যশোর-চুকনগর সড়কের আগরহাটি ইটভাটার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শাহিন মোহনপুর এলাকার ইসলামের ছেলে এবং ইসলাম ইটভাটার মালিক।

মাদারীপুর : মঙ্গলবার রাজৈর উপজেলার বৌলগ্রাম এলাকায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় মহাসড়কে প্রায় তিন কিলোমিটারজুড়ে যানজটের সৃষ্টি হয়। ঘণ্টাব্যাপী বন্ধ থাকে যান চলাচল। পরে হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের প্রচেষ্টায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
২৯ বৈশাখ ১৪৩২, ১২ মে ২০২৫

পলাশবাড়ীতে দেওয়ালচাপায় নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু

■ গাইবান্ধা প্রতিনিধি

গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলায় নির্মাণকাজ চলাকালে ভেঙে পড়া দেওয়ালচাপায় রফিকুল ইসলাম (৫৫) নামে এক নির্মাণশ্রমিক মারা গেছেন। গতকাল রবিবার দুপুরে উপজেলা সদরের গিরিধরীপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত রফিকুল ঐ এলাকার সিরাজ মিয়ার ছেলে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী জানায়, রবিবার সকালে রফিকুল ইসলামসহ আরো দুই জন শ্রমিক প্রতিবেশী পলাশবাড়ী পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মো. মঞ্জু তালুকদারের বাসায় নতুন দেওয়াল নির্মাণের জন্য পুরাতন দেওয়াল ভাঙতে ছিলেন। হঠাৎ করেই রফিকুলের ওপর দেওয়ালটি ভেঙে পড়ে। এতে তিনি দেওয়ালের নিচে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে আহত রফিকুলকে উদ্ধার করে পলাশবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। নির্মাণাধীন বাড়ির মালিক সাবেক কাউন্সিলর মো. মঞ্জু তালুকদার জানান, হঠাৎ করে এমন দুর্ঘটনা ঘটবে সেটা কেউ চিন্তা করেনি।

পলাশবাড়ী থানার ওসি জুলফিকার আলী ভুট্টো জানান, এ ঘটনাটি কারো কোনো গাফিলতির কারণে ঘটেছে কি না, তা তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ১৫ মে ২০২৫
১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

সকালে ফ্লাইট, ভোরেই প্রাণ গেল প্রবাসীর

যুগান্তর ডেস্ক

মাদারীপুরের শিবচরে পদ্মা সেতুর ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে বাসে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছেন সৌদিগামী বাবলু রহমান। বুধবার সকালের ফ্লাইটে তার সৌদিতে যাওয়ার কথা ছিল। তা আর যাওয়া হলো না। এদিন ভোরে শিবচরের মোল্লার বাজারসংলগ্ন এক্সপ্রেসওয়ের ঢাকাগামী লেনে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। এছাড়া দুর্ঘটনায় ছয় স্থানে আরও ছয়জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে গাজীপুরে নারী, পাবনা, ঝিনাইদহ ও বরিশালে তিন বৃদ্ধ এবং রংপুর ও রাজবাড়ীতে দুই মোটরসাইকেল আরোহী রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

গাজীপুর : মহানগরের কোনাবাড়ী থানার বাইমাইল এলাকায় বাস চাপায় গার্মেন্টকর্মী রুবি আক্তার নিহত হয়েছেন। বুধবার ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার সোনাখালী এলাকার জিয়ারুলের স্ত্রী রুবি।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ১৩ মে ২০২৫
৩০ বৈশাখ ১৪৩২

কালীগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেল শ্রমিকের

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালীগঞ্জের প্রাণ কোম্পানির (কেইজেট) ফ্যাক্টরিতে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু। রোববার সন্ধ্যায় কালীগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনে এ ঘটনা ঘটে। মৃত ফাহিম পাঠান উপজেলার মোক্তারপুর ইউনিয়নের সাওরাইদ এলাকার মোশারফ পাঠানের ছেলে।

সোমবার বিকালে লাশের ময়নাতদন্ত শেষে গাজীপুর শহিদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গ থেকে নিজ বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। এ ব্যাপারে কালীগঞ্জ থানার ওসি মো. আলাউদ্দিন বলেন- ফাহিমের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ দায়ের না করায় আপাতত অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে সোমবার বিকালে শ্রমিক ফাহিমের লাশ তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে প্রাণ কোম্পানির (কেইজেট) ফ্যাক্টরির দায়িত্বরত কর্মকর্তাকে একাধিকবার ফোন দিয়েও বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
Dhaka : Thursday 15 May 2025

বজ্রপাতে কিশোর শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, সিরাজদিখান (মুন্সীগঞ্জ)

মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানে বজ্রপাতে তারিকুল ইসলাম (১৪) নামে এক কিশোর শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৫টায় উপজেলার ইছাপুরা ইউনিয়নের পশ্চিম শিয়ালদি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। এ সময় ডাটা ক্ষেতে কাজ করছিলো সে। নিহত তারিকুল ইসলাম শেরপুর সদর উপজেলার গুকরাকান্দি গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে। আব্দুস সালাম দুই সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে অন্যের জমিতে কাজ করার উদ্দেশ্যে মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার ইছাপুরা ইউনিয়নের পশ্চিম শিয়ালদী গ্রামের আলী হোসেনের বাড়িতে থাকতেন।

সিরাজদিখান উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. জামশেদ ফরিদী জানান, বজ্রপাতের ঘটনায় একজনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিলো। কিন্তু হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

NEW AGE THURSDAY, MAY 15, 2025,

Garment worker among 4 killed in road accidents

Staff Correspondent

AT LEAST four people, including a garment worker, were killed and three others injured in road accidents in Gazipur, Rangpur, Jhenaidah and Madaripur on Wednesday.

Bangladesh Sangbad Sangstha reported that a female garment worker was killed after being hit by a speeding bus in the Konabari area in Gazipur.

The deceased is Ruby Akhter, 24, wife of Ziarul, hailing from Sonakhali area under Trishal upazila in Mymensingh.

Konabari police station sub-inspector Kamrul Hasan said that the victim died on the spot after being hit by the bus while she was standing beside the road in the Baimail area on the eastern side of the Konabari flyover on the Dhaka-Tangail highway.

The BSS reported that a motorcyclist was killed and two of his companions were injured when a fish-laden pickup van collided with a motorcycle at the Shothibari Filling Station point on the Rangpur-Dhaka Highway under Mithapukur upazila of Rangpur.

The deceased is Redwan Mia Sihab, 16, son of Majnu Mia of Jaladipur village in Chengmari union of Mithapukur upazila in the district.

Meanwhile, two injured people have been rescued in critical condition and sent to the hospital. The injured are electricians.

Barodorga highway police officer-in-charge Md Moniruzzaman said that a case was filed in this regard with the Mithapukur police station.

In another incident, the BSS reported that a motorcyclist was killed and another injured as a pickup van hit their bike on the Ulya-Kola road in Kaliganj upazila of Jhenaidah.

The deceased is Fazlu Khan, 60, of Natopara village of the upazila, said Kaliganj police OC Shahidul Islam.

The BSS reported that a Saudi expatriate was killed when a truck hit a bus near Mollar Bazar along the Dhaka-Bhanga Expressway at Shibchar upazila of Madaripur.

The deceased is Bablur Rahman, 50, a resident of Mukundapur area under Jhikargachha upazila in Jashore district.

Shibchar highway police SI Tamal said that a bus of Saint Martin Paribahan, travelling from Jashore to Dhaka, was parked on the roadside at around 4:00am due to an air-conditioning malfunction when a Dhaka-bound speeding truck rammed into the parked bus from behind.

SI Tamal added that the deceased was on his way to Dhaka to catch a flight to Saudi Arabia and the police seized both vehicles.

যুগান্তর | শুক্রবার ১৬ মে ২০২৫ | ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

শ্যালক-ভগিনীপতিসহ সড়কে নিহত ৩ শ্রমিক

যুগান্তর ডেস্ক

রাঙামাটির বাঘাইছড়িতে ট্রাক্টর উলটে শ্যালক-ভগ্নিপতিসহ তিন শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলার বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের উগলছড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া ছয় জেলায় আরও আটজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে গোপালগঞ্জের কাশিয়ানিতে ট্রাকচালকসহ দুজন, বরিশাল ও ঝিনাইদহে দুই নারী, কুমিল্লায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী, মানিকগঞ্জে যুবক এবং রাজবাড়ীতে ভ্যানচালক রয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

রাঙামাটি : নিহতরা হলেন বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের বড় কচুছড়ি এলাকার বাসিন্দা শ্রমিক নোওচান চাকমা, নিবারণ চাকমা ও লেত্তো উদো চাকমা। তাদের মধ্যে নোওচান চাকমা নিবারণ চাকমার ভগ্নিপতি। বাঘাইছড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী সড়কের কজইছড়ি এলাকা থেকে কাঠবোঝাই ট্রাক্টর উপজেলা সদরে যাচ্ছিল। পথে আর্যপুর রাবারবাগান এলাকায় চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে ট্রাক্টরটি উলটে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই ওই তিন শ্রমিক মারা যান। আহত হন আরও তিন শ্রমিক।

রাজবাড়ী : পাংশায় ভ্যান-ট্রাক সংঘর্ষে চালক জয় সেখের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের আমতলা নামক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ১৮ মে ২০২৫

পৃথক স্থানে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই শ্রমিক নিহত

■ তিতাস (কুমিল্লা) সংবাদদাতা

কুমিল্লার তিতাসে জামালপুর ও কুড়িগ্রাম থেকে কাজ করতে এসে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার আসমানিয়া বাজার ও শনিবার দক্ষিণ আকালিয়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় জামালপুরের রেজাউল করিম ও কুড়িগ্রামের মো. কবির হোসেন মারা যান। শনিবার ময়নাতদন্ত শেষে তাদের লাশ আত্মীয়স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকাল ১০টায় উপজেলার দক্ষিণ আকালিয়া গ্রাম সংলগ্ন নির্মাণাধীন সেতুর ঢালাইয়ের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কবির মারা যান। শুক্রবার বিকালে আসমানিয়া বাজার সংলগ্ন আলম মিয়ার বাড়িতে নলকূপের বসানোর সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রেজাউল করিম মারা যান। তিতাস থানার ওসি মো. শহীদ উল্যাহ জানান, দুটি ঘটনায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

সময়ের আলো
সোমবার। ১৯ মে ২০২৫।

চট্টগ্রামে বৃষ্টিতে জমে থাকা পানিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুজনের মৃত্যু

● চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম নগরীর চকবাজার থানাধীন এম এম আলী সড়ক এলাকায় বৃষ্টিতে জমে থাকা পানিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন দুজন। রোববার দুপুরে চকবাজার এলাকার ওই সড়কের বশর ভিলায় এ ঘটনা ঘটে। শনিবার রাতের বৃষ্টিতে সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তারা মারা গেছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। নিহতরা হলেন—মিরসরাই উপজেলার পূর্ব পোলমোগরা এলাকার নুর জাহানের ছেলে তৈয়ব (৪৫) এবং কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার জাবিরপাড়া এলাকার হুমায়ুনের ছেলে রবিউল (১৪)। নিহত তৈয়ব বশর ভিলা ভবনের দারোয়ান হিসেবে কাজ করতেন। হুমায়ুনের বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি। চকবাজার থানার ওসি জাহিদুল কবির বলেন, শনিবার রাতের বৃষ্টিতে ওই ভবনের নিচের অংশ জলমগ্ন হয়ে পড়ে। সেখানে দুজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন।

শুক্রবার, মে ১৬, ২০২৫ ■ জ্যৈষ্ঠ ২, ১৪৩২ বণিক বার্তা

গোপালগঞ্জে তিনজনসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১০

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

গোপালগঞ্জে বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া রাঙ্গামাটিতে মালবাহী ট্রাক্টর উল্টে তিন শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন। চট্টগ্রাম, রাজবাড়ী ও বরিশালে সড়ক দুর্ঘটনায় আরো চারজনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ৪৩ জন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

রাজবাড়ী: জেলার পাংশায় ট্রাকের ধাক্কায় এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার বাবুপাড়া ইউনিয়নের আমতলা এলাকায় রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জয় শেখ উপজেলার কলিমহর ইউনিয়নের মাসালিয়া গ্রামের কালাম শেখের ছেলে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
Dhaka : Sunday 18 May 2025

মোহনগঞ্জে বজ্রপাতে ২ কৃষক নিহত

প্রতিনিধি, মোহনগঞ্জ (নেত্রকোনা)

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে বিলে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে দুই কৃষক নিহত হয়েছে। গতকাল সকালে উপজেলার পেরিরচর গ্রামের সামনে থাকা পেরির বিলে তাদের দগ্ধ লাশ দেখতে পাশ এলাকাবাসী। এর আগে গতকাল শুক্রবার বিকাল ৩টার দিকে পেরির বিলে বজ্রপাতে তাদের মৃত্যু হয়। মোহনগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহতরা হলেন, উপজেলার মাঘান-শিয়াধার ইউনিয়নের পেরিরচর গ্রামের মৃত লেদু মিয়ার ছেলে পাপ্পু মিয়া (২৮) ও একই গ্রামের মজিবুর রহমানের ছেলে তানজিদ(১৮)। সম্পর্কে তারা মামাতো -ফুফাতো ভাই।

সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার দুপুরে বাড়ির সামনে পেরির বিলে মাছ ধরতে যান পাপ্পু ও তানজিদ। বিকালে বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হয়। দিনশেষে তারা বাড়ি ফেরেননি। রাতে পরিবারের লোকজন বিলে তাদের খুঁজে বের হন। পরে শনিবার সকালে পেরির বিলের একটি গাছের পাশে তাদের লাশ দেখতে পায় এলাকাবাসী। তাদের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বজ্রপাতে পোড়ার চিহ্ন রয়েছে। শনিবার বেলা ১২টার দিকে লাশ উদ্ধার করার প্রক্রিয়া চলছে।

মোহনগঞ্জ থানার ওসি মো. আমিনুল ইসলাম আজ শনিবার বেলা ১২টার দিকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছে। লাশ এখনো বিলে রয়েছে, উদ্ধারের প্রক্রিয়া চলছে। গতকাল দুপুরে তারা মাছ ধরতে বিলে যান। পরে রাতে আর বাড়ি ফেরেননি। সকালে বিলে তাদের লাশ পাওয়া যায়।? তাদের শরীরের কয়েক জায়গায় পোড়া চিহ্ন রয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। তদন্ত সাপেক্ষে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যুগান্তর
রোববার:১৮ মে ২০২৫
৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

গাজীপুরে পানি পান করে ২শ শ্রমিক অসুস্থ

কারখানা বন্ধ ঘোষণা

গাজীপুর মহানগর ও টঙ্গী পূর্ব প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর বাসনের নাওজোর এলাকায় ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিক কম্পোজিট লিমিটেড (আইসিসিএল) নামে একটি পোশাক কারখানায় পানি পান করে ২০০ শ্রমিক অসুস্থ হয়েছেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। শনিবার সকাল ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে দুপুরের দিকে কর্তৃপক্ষ কারখানাটি বন্ধ ঘোষণা করেন। কারখানা সূত্রে জানা যায়, অসুস্থদের মধ্যে প্রায় ৫০ জনকে স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালসহ শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানান বাসন থানার ওসি শাহিন খান।

এদিকে গাজীপুরের টঙ্গীতে শনিবার সকাল সোয়া ৯টার দিকে বকেয়া বেতন ও বোনাসের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন বিএইচআইএস অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানার উত্তেজিত শ্রমিকরা। টঙ্গীর দত্তপাড়া এলাকায় অবরোধ করলে মহাসড়কের উভয় পাশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে থানা, শিল্পপুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বেলা ১১টার দিকে শ্রমিকদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেন। সোয়া ১১টার দিকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। পুলিশ জানায়, মালিক-শ্রমিক পক্ষের সমঝোতার পর শ্রমিকরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ২০ মে ২০২৫

ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে মাইক্রোবাসটি। নিহত হয়েছেন চালকসহ চারজন। গতকাল সকালে দিনাজপুরের বীরগঞ্জের বেগুপুকুর এলাকায়। ছবি : সংগৃহীত

মাইক্রোবাসের ৪ আরোহীসহ সাত জেলায় ১৩ জন নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

ট্রাকের সঙ্গে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষ হয় দিনাজপুরে। হবিগঞ্জ, কক্সবাজার, মাগুরায় দুজন করে নিহত হন।

প্রথম আলো ডেস্ক

দিনাজপুরের বীরগঞ্জে ট্রাক ও মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে উপজেলার বেগুপুকুর এলাকায় দিনাজপুর-পঞ্চগড় মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন দুজন।

এ ঘটনাসহ দেশের ৭ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ১৩ জন নিহত হয়েছেন। রোববার রাত থেকে গতকাল দুপুরের মধ্যে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথম আলোর সংশ্লিষ্ট স্থানের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর।

দিনাজপুরে নিহত ব্যক্তিরা হলেন ঠাকুরগাঁও রোড কলোনি এলাকার বাসিন্দা ও মাইক্রোবাসচালক মানিক হোসেন (৪২), সদর উপজেলার হাজীপাড়া এলাকার দেলোয়ার হোসেন (৪৫), বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার বোয়ালদাড় গ্রামের ইমরুল হাসান (৪৩) ও রানীশংকৈল উপজেলার মালিভিটা গ্রামের জুলফিকার আলী (৪৫)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত তিন যাত্রী সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে হিসাবরক্ষণ বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তাঁরা রংপুরে একটি বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালায় যোগ দিতে মাইক্রোবাসে করে যাচ্ছিলেন। বেগুপুকুর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা সিমেন্টবাহী একটি ট্রাকের সঙ্গে মাইক্রোবাসটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে চালকসহ দুজন মারা যান। গুরুতর আহত অবস্থায় বাকি চারজনকে ঠাকুরগাঁও ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক আরও দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন।

বীরগঞ্জ থানার ওসি আবদুল গফুর বলেন, মাইক্রোবাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। বিষয়টি দশমাইল হাইওয়ে পুলিশ তদন্ত করছে। তারা প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেবে।

ছয় জেলায় নিহত ৯

হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার চারগাঁও এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে গতকাল দুপুরে মুখোমুখি সংঘর্ষে দুটি বাসের চালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১০ জন। নিহত দুই বাসচালকের একজন হলেন কুমিল্লার দেবীদ্বার উপজেলার গংগানগর গ্রামের আবুল কালাম। তিনি রিয়েল কোচ নামের বাসের চালক ছিলেন। নিহত অপর চালকের পরিচয় তাৎক্ষণিক নিশ্চিত হওয়া যায়নি। শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি এ টি এম মাহমুদুল হক এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, দুর্ঘটনার সময় প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল। আহত ব্যক্তিদের হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন।

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার ফাঁসিয়াখালী রাস্তার মাথা এলাকায় রোববার দিবাগত রাত ১২টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে বাসের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন দুজন পথচারী। তাঁরা হলেন চকরিয়া পৌরসভার ঘনশ্যাম বাজার এলাকার বাসিন্দা ও পৌর কিচেন মার্কেটের নিরাপত্তাকর্মী জাফর আলম (৫২) ও উপজেলার পূর্ব বড় ভেওলা ইউনিয়নের মাইজপাড়া এলাকার আবদুল মালেক (৪৬)।

ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলার বাগাট এলাকায় রোববার দিবাগত রাত আড়াইটায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে গাড়িচাপায় নিহত হয়েছেন অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি (৪৫)।

করিমপুর হাইওয়ে থানার ওসি মো. সালাউদ্দিন চৌধুরী বলেন, মরদেহটি ছিন্নবিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে ছিল। ওই ব্যক্তির পরিচয় ও সংশ্লিষ্ট গাড়িটি শনাক্তের কাজ চলছে।

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কাছে মহাসড়কে গতকাল দুপুরে বাসের ধাক্কায় ট্রাক্টরের নিচে পড়ে নিহত হন মোটরসাইকেলচালক সুরুজ আলী (২২)। তিনি উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের ছেঁউড়িয়া এলাকার শফিকুল ইসলামের ছেলে। তিনি কুষ্টিয়া শহরে একটি ওষুধের দোকানে কাজ করতেন।

চৌড়হাস হাইওয়ে থানা সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সময় ট্রাক্টরটি অতিক্রম করতে যান সুরুজ। এ সময় একটি বাস মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেলসহ সুরুজ ছিটকে ট্রাক্টরের চাকার নিচে পড়েন। তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

মাগুরা সদর উপজেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় এক শিশুসহ দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ৯টা ও বেলা সাড়ে ১১টায় ইছাখাদা ও কেচুয়াডুবি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিশুর নাম মারিয়া (৭)। মারিয়ার আট বছর বয়সী বোন হাবিবা আহত হয়েছে। স্কুল ছুটি শেষে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বাড়ি ফেরার পথে কেচুয়াডুবি এলাকায় একটি বাস তাদের দুই বোনকে ধাক্কা দেয়। ইছাখাদায় নিহত ব্যক্তির নাম আবদুস সালাম খান (৬৮)। তিনি সেখানকার শ্রীপুর উপজেলার কাজলি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মাহিন্দ্রার যাত্রী ছিলেন। একটি গাড়ি তাঁদের বহনকারী মাহিন্দ্রাকে ধাক্কা দিয়েছিল বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। এ ঘটনায়ও একজন আহত হয়েছেন।

চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার বরদিয়া আড়ং বাজার এলাকায় রোববার রাত ৯টার দিকে অটোরিকশার ধাক্কায় নিহত হন দোকানি জীবন দালাল (৬৫)। দোকান বন্ধ করে তিনি হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁর বাড়ি সেখানকার মোবারকদী গ্রামে।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
Dhaka : Friday 16 May 2025

ভবন থেকে পড়ে শ্রমিক নিহত

জেলা বার্তা পরিবেশক, বাগেরহাট

বাগেরহাটের মোল্লাহাট উপজেলায় নির্মাণাধীন একটি পাঁচতলা ভবন থেকে পড়ে আব্দুল হামিদ নামের একজন নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। ভবনটি উপজেলা সদরের 'উদয়পুর জামিয়া হালিমিয়া এতিমখানা ও মাদ্রাসা'র। ঘটনা ঘটেছে গত বুধবার সকালে। নিহত আব্দুল হামিদ নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলার গোয়ালা গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। এ বিষয়ে মোল্লাহাট থানার ওসি মো. শফিকুল ইসলাম জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এটি একটি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু। ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে এবং থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।

প্রথম আলো • সোমবার, ১৯ মে ২০২৫,

কুমিল্লায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুজনের মৃত্যু

কুমিল্লায় গতকাল বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। মারা যাওয়া দুজন হলেন নির্মাণশ্রমিক নাঈমুল ইসলাম (২৫) ও মাদ্রাসাশিক্ষক মো. জাকির হোসেন (৩৫)। এর মধ্যে নাঈমুল ইসলাম গতকাল দুপুরে চান্দিনা মহিলা কলেজ-সংলগ্ন একটি বহুতল ভবনে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। উদ্ধার করে দ্রুত চান্দিনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর বাড়ি গাইবান্ধা জেলায়। চান্দিনা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আরিফুর রহমান বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই নাঈমুল ইসলামের মৃত্যু হয়। গতকাল দুপুরে লাকসামের রামপুর গ্রামে বাড়ির পাশে একটি গাছের ডাল কাটার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাদ্রাসাশিক্ষক জাকির হোসেন ঘটনাস্থলেই মারা যান।

প্রতিনিধি, কুমিল্লা

যুগান্তর | মঙ্গলবার ২০ মে ২০২৫
৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

প্রশিক্ষণে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় নিহত ৪

যুগান্তর ডেস্ক

ঠাকুরগাঁও থেকে রংপুরে প্রশিক্ষণে যাওয়ার পথে দিনাজপুরের বীরগঞ্জে দুর্ঘটনায় হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ের ৩ কর্মকর্তাসহ চারজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া রাজধানীসহ ৯ জেলায় সড়কে প্রাণ গেছে আরও ১২ জনের। তাদের মধ্যে রাজধানীর কাওলায় মোটরসাইকেল আরোহী, রাজশাহীর বাঘায় দুজন, মাগুরায় স্কুল শিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ী, হবিগঞ্জের বাহুবলে বাস চালকসহ দুজন, কক্সবাজারের চকরিয়ায় দুই পথচারী, ফরিদপুরের মধুখালীতে যুবক, কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে মোটরসাইকেল চালক, নীলফামারীতে ট্রাক চালক, চাঁদপুরের মতলবে ব্যবসায়ীও রয়েছেন।

রোববার রাত ও সোমবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

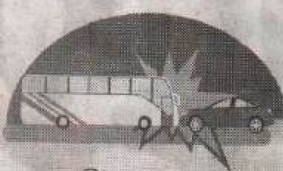

রাজধানীসহ নয় জেলায় আরও ১৩ প্রাণহানি

ঢাকা : কাওলায় দ্রুতগামী ট্রাকের ধাক্কায় নিহত রাজন মোল্লা মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার কাদেরপাড়া গ্রামের মৃত মতিউর রহমানের ছেলে।

দিনাজপুর ও বীরগঞ্জ : বীরগঞ্জ উপজেলার পঁচিশ মাইল (বাবলুর ফার্ম) এলাকায় মাইক্রোবাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে নিহতরা হলেন ঠাকুরগাঁও জেলা হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ের সুপার দেলোয়ার হোসেন, অডিটর জুলফিকার আলী ভুট্টো, বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ের অডিটর ইমরুল হোসেন এবং মাইক্রোবাস চালক মানিক হোসেন। ওই তিন কর্মকর্তা মাইক্রোবাসে করে প্রশিক্ষণ নিতে যাচ্ছিলেন।

বাঘা (রাজশাহী) : উপজেলার বানিয়াপাড়ায় স্কুলে যাওয়ার পথে বাস চাপায় নিহত বাবা জাহেদুল ইসলাম শান্ত এবং পা বিচ্ছিন্ন হয়েছে তার মেয়ে উম্মে তুরাইয়ার। এছাড়া গড়গড়ি ভটভটির সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত মাদ্রাসা শিক্ষক সেলিম সাঈদ রেজা উপজেলার বেড়েরবাড়ি গ্রামের নাজিম উদ্দীন সরকারের ছেলে। বাঘা-আড়ানী সড়কের পাঁচপাড়া রাজার মোড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

মাগুরা : স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে দ্রুতগামী গোল্ডেন লাইন পরিবহণের ধাক্কায় নিহত স্কুল শিক্ষার্থী মারিয়া মাগুরার হোসেনপুর গ্রামের কৃষক আলাল মিয়ার মেয়ে। মাগুরা-যশোর সড়কের কেচুয়াডুবি মসজিদ এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত ব্যবসায়ী আবদুস সালাম খান মাগুরার শ্রীপুরের কাজলী গ্রামের আদেল উদ্দিনের ছেলে। মাগুরা-ঝিনাইদহ সড়কের ইছাখাদা দরগার গেট এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বাহুবল (হবিগঞ্জ) : দুই যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষে নিহত চালক আবুল কালাম কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার গঙ্গানগর গ্রামের সিদ্দিক আলীর ছেলে ও বাসযাত্রী তাসির হোসেন ময়মনসিংহ সদর উপজেলার মাতাকান্দা গ্রামের সুলতান উদ্দিনের ছেলে। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের চারগাঁওয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

চকরিয়া (কক্সবাজার) : দূরপাল্লার বাসের ধাক্কায় নিহতরা হলেন চকরিয়া পৌরসভার ঘনশ্যাম বাজার এলাকার জাফর আলম ও চকরিয়া উপজেলার মাইজপাড়া এলাকার আব্দুল মালেক। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চকরিয়ার ফাঁসিয়াখালীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কুমারখালী (কুষ্টিয়া) : বাসকে সাইড দিতে গিয়ে ইটবাহী ট্রাক্টর চাপায় পিষ্ট সবুজ উপজেলার চৌউরিয়া কারিগরপাড়ার শরিফুল ইসলামের ছেলে। কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কের গাজী পেট্রল পাম্প সংলগ্ন স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নীলফামারী : ইটবোঝাই ও বালুবাহী দুই ট্রাকের সংঘর্ষে নিহত চালক আসাদুল ইসলাম বগুড়ার আদমদীঘি থানার সান্তাহারের ছাতিনগ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে। নীলফামারী সদর উপজেলার হরিবল্লভ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে সৈয়দপুর সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

চাঁদপুর : বেপরোয়া সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় নিহতের নাম জীবন। মতলব-বাবুরহাট আঞ্চলিক সড়কের বরদিয়া আড়ং বাজার এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

ফরিদপুর : গাড়ির চাকায় পিষ্ট যুবকের পরিচয় পাওয়া যায়নি। ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ফরিদপুরের মধুখালীর বাগাট এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

ইত্তেফাক
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ২১ মে ২০২৫

সড়কে ঝরল পাঁচ প্রাণ

আহত ২৩

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে ভাঙ্গায় বাস খাদে পড়ে ২০ জনসহ মোট ২৩ জন আহত হয়েছেন। গত সোমবার রাতে ও মঙ্গলবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুর শহরে দ্রুতগামী মোটরসাইকেল ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন—মো. সমুদ্র মাল ও মো. ইছা। এতে আহত হয়েছেন মোটরসাইকেলের এক আরোহী ও দুই পথচারী। সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টায় শহরের চেয়ারম্যানঘাট জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের বিপরীতে চাঁদপুর-কুমিল্লা আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। চাঁদপুর সদর মডেল থানার ওসি মো. বাহার মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি : চাঁপাইনবাবগঞ্জে একটি নছিমন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দিলে এক জনের মৃত্যু হয়। নিহত হলেন নছিমনচালক মমিন (৩৬)। গতকাল মঙ্গলবার ভোরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার নয়াগোলায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানার ওসি মতিউর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সংবাদ
রাববার ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
Sunday 18 May 2025

বজ্রপাতে কৃষক নিহত

প্রতিনিধি, লালমনিরহাট

লালমনিরহাটের পাটগ্রামে ভুট্টা তুলতে গিয়ে বজ্রপাতে আব্দুল করিম নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন তার সঙ্গে থাকা তার ছেলে লেবু মিয়া। গত শুক্রবার সকালে উপজেলার বাউরা ইউনিয়নের সফিরহাট এলাকায় নিজ বাড়ির পাশে এই ঘটনা ঘটে। নিহত কৃষক আব্দুল করিম সফিরহাট এলাকার মৃত কফিলুদ্দিনের ছেলে। স্থানীয় সফিরহাট বাজারে পান-সুপারির ব্যবসা করতেন তিনি। পাটগ্রাম থানার ওসি (তদন্ত) স্বপন কুমার সরকার বলেন, ভুট্টা তুলতে গিয়ে বজ্রপাতে কৃষক আব্দুল করিমের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় আহত হওয়া তার ছেলে লেবু মিয়া প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়িতে ফিরে গেছেন।

ইত্তেফাক
৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ২৩ মে ২০২৫

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ইজিবাইক চালকের মৃত্যু

■ ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার হাবিবপুর গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক ইজিবাইক চালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম সাহেব আলী (৩০)। গত বুধবার রাত ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সাহেব আলী ঐ গ্রামের আকামত আলীর ছেলে। শৈলকুপা থানার পুলিশ পরিদর্শক শাকিল আহমেদ জানান, সাহেব আলী রাত ১০টার দিকে বাড়ি ফিরে ইজিবাইকের ব্যাটারিতে চার্জ দিচ্ছিলেন। এ সময় তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তাকে উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

যুগান্তর | বুধবার ২১ মে ২০২৫
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

কমলনগরে গাছে অটোর ধাক্কায় নিহত ২

যুগান্তর ডেস্ক

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে অটোরিকশার ধাক্কায় স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাসহ দুজন প্রাণ হারিয়েছেন। মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার করইতলা বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া সাত স্থানে দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন আরও আটজন। তাদের মধ্যে রাজধানীতে দিনমজুর, গোপালগঞ্জে আরোহী, চাঁদপুরে চালকসহ দুজন, নেত্রকোনায় যুবক, নীলফামারীতে যাত্রী এবং সিলেটে কিশোর ও জামালপুরে হেলপার রয়েছেন। ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার চুমুরদী ইউনিয়নের পূর্ব সদরদী এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস খাদে পড়ে ২০ যাত্রী আহত হয়েছেন।

ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

হাজারীবাগ (ঢাকা) : তেজগাঁওয়ে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় দিনমজুর মোক্তার মিয়ার মৃত্যু হয়েছে। সোমবার কাওরানবাজার মেইন রোড পার হওয়ার সময় তিনি দুর্ঘটনার শিকার হন। মোক্তার জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার মোহাম্মদপুর গ্রামের মৃত সাগর মিয়ার ছেলে।

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) : বকশীগঞ্জে ভটভটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সহকারী চালক কিশোর রাকিব মিয়ার মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার বকশীগঞ্জ মহাসড়কের টিনাব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাকিব উপজেলার নিলাক্ষিয়া ইউনিয়নের জানকিপুর নামাপাড়া গ্রামের সাহা আলীর ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ২৪ মে ২০২৫

সাভারে ট্রাকের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, আহত ৪

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আমিনবাজার সালেহপুর এলাকায় তেলের ড্রাম ভর্তি একটি ট্রাকে গ্যাস রিফিলের সময় সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে ৪ জন আহত হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত ১০ টার দিকে সাভারে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সালেহপুর ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত আর এন্ড আর সিএনজি স্টেশনে এই দূর্ঘটনা ঘটে। দূর্ঘটনায় আহতরা হলো- টাংগাইল জেলার গোপালপুর থানার বেতবাড়ী গ্রামের মৃত ইমরান আলীর ছেলে সিএনজি স্টেশনের অপারেটর সাইফুল ইসলাম (৫২), অপারেটর রনি (৩৩), রেনাটা ফার্মাসিটিক্যালস এর গাড়ি চালক কবির হোসেন এবং অপরজনের নাম পরিচয় জানা যায়নি।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, রাত ১০ টার দিকে আর এন্ড আর সিএনজি স্টেশনে ড্রামবোঝাই একটি ট্রাকে গ্যাস রিফিল করার সময় হঠাৎ ট্রাকের সিলিন্ডারটি বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়। এসময় ঘটনাস্থলে থাকা অন্তত ৪ আহত হন এবং বিস্ফোরণে ট্রাকসহ আরও একটি প্রাইভেটকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে স্থানীয়রা ও পুলিশ গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায়।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৮ জ্যৈষ্ঠ
Dhaka : Thursday 22 May 2025

ড্রাম ট্রাক চাপায় পিকআপচালক নিহত

প্রতিনিধি, ভালুকা (ময়মনসিংহ)

গত বুধবার সকালে সকাল ৮ টার দিকে ঢাকা ময়মনসিংহ সড়কের ভালুকা হাজির বাজার এলাকায় ড্রামট্রাক চাপায় রাস্তার পাশে দাড়িয়ে থাকা পিকআপ চালক মোস্তফা কামাল ঘটনা স্থলে মারা যান। নিহত পিকআপ চালক ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার বানিয়াকাজি গ্রামের শামছুল হকের ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানাযায় ঘটনার সময় মহা সড়কের পাশে একটি পিকআপ ঢাকা-মেট্রো-ন-১৯-২৫২৬ দাড় করিয়ে চালক নীচে অপেক্ষা করছিলেন। এ সময় একটি দ্রুতগামী অজ্ঞাত ড্রাম ট্রাক তাকে চাপ দিয়ে চলে গেলে ঘটনা স্থলে তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ নিহতের লাশ উদ্ধার করেছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, দুমকি (পটুয়াখালী)

পটুয়াখালীর দুমকিতে মোটরের কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মো. নজরুল ইসলাম নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। গত বুধবার সকল ১০ টায় দুমকি উপজেলার দক্ষিণ মুরাদিয়া মাঝ গ্রামের কবিরাজ বাড়ি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নজরুল ইসলাম উপজেলার দক্ষিণ মুরাদিয়ার মৃত আমির হোসেন হাওলাদারের ছেলে। স্থানীয়রা জানান, সকালে নারায়ন ডাক্তারের বাড়িতে পানির লাইন দেওয়ার জন্য মোটরের কাজ করতে যায় নির্মাণ শ্রমিক নজরুল। কাজ করার সময় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে তার মৃত্যুর ঘটে। দুমকি থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. জাকির হোসেন জানান, চৌকিদারের মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ২৩ মে ২০২৫

আড়াইহাজারে গ্যাসলাইন বিস্ফোরণে চার শ্রমিক দগ্ধ

■ আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে একটি ভাড়া বাসায় রান্না করার সময় গ্যাসলাইনে লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে চার জন শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার দুপ্তারা ইউনিয়নের খানপাড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

মিথিলা টেক্সটাইল মিলের পরিচালক হিমেল খান জানান, মিলের পাশে শ্রমিকরা একটি বাসায় ভাড়া থাকেন। সেখানে রান্না করার সময় গ্যাসের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে চার জন শ্রমিক সামান্য দগ্ধ হন। তাদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের খবর আমরা রাখছি। কেউই গুরুতর নয়। আহতরা হলেন—মিথিলা টেক্সটাইল মিলের শ্রমিক কামরুল হাওলাদার, আতিক, সোহাগ ও আক্তিদী। ফায়ার সার্ভিস আড়াইহাজারের ইনচার্জ রবিউল হাসান বলেন, দগ্ধ শ্রমিকরা মোটামুটি ভালো আছে। ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত চলছে। পরে বিস্তারিত বলা যাবে। আড়াইহাজার থানার ওসি খন্দকার নাছির উদ্দিন ঘটনা নিশ্চিত করে বলেন, দগ্ধরা সবাই আশঙ্কামুক্ত।

যুগান্তর | শনিবার ২৪ মে ২০২৫
১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

সীতাকুণ্ডে তেলের ডিপোর ট্যাংকে শ্রমিকের মৃত্যু

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

সীতাকুণ্ডের সলিমপুর ইউনিয়নের ফৌজদারহাট জলিল গেট এলাকায় একটি তেলের ডিপোতে ট্যাংকের বর্জ্য পরিষ্কার করতে গিয়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও তিন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে ফৌজদারহাট সিডিএ রাস্তার মাথা এলাকায় জামাল উদ্দিন কোম্পানি নামে এক ব্যক্তির মালিকানাধীন কালো তেলের ডিপোতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর কুমিরা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে অচেতন অবস্থায় চারজনকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে একজনের মৃত্যু হয়। তার নাম-পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আহতরা হলেন মীর আহমদ, মো. আরিফ, মোস্তফা কামাল ও পেয়ারু হাসান। জানা যায়, ওই কালো তেলের ডিপোতে ট্যাংকে কাজ করার সময় এক শ্রমিক অসতর্কতাবশত ট্যাংকের ভেতর পড়ে যান। এ সময় তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে আরও তিন শ্রমিক তেলের ট্যাংকে পড়ে যান। কুমিরা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের জ্যেষ্ঠ স্টেশন কর্মকর্তা আল মামুন বলেন, ওই ডিপোতে স্ক্র্যাপ জাহাজ থেকে সংগ্রহ করা পরিত্যক্ত কালো তেল রাখা হয়। এসব তেল প্রক্রিয়াজাত করে মবিলসহ বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে বাজারজাত করা হয়। বৃহস্পতিবার রাতে এক শ্রমিক ট্যাংকের ভেতর নেমে বর্জ্য পরিষ্কার করার সময় অক্সিজেনের অভাবে অচেতন হয়ে পড়েন। তাকে উদ্ধারে একে একে আরও তিনজন নামলে তারাও অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পরে ডিপো কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ফায়ার সার্ভিসকে জানায়।

প্রথম আলো • শনিবার, ২৪ মে ২০২৫,

আখাউড়া

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলায় কাঁঠালগাছে উঠে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক প্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে উপজেলার আজমপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া মো. মুজিবুর রহমান আজমপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে থাকতেন। পরিবারের সঙ্গে ঈদ করতে কয়েক দিন আগে তিনি ছুটিতে বাড়িতে আসেন। স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল দুপুরে বাড়িতে কাঁঠাল পাড়তে গাছে ওঠেন মুজিবুর। তখন গাছের ডালের সঙ্গে লেগে থাকা বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের তার অসাবধানতাবশত তাঁর সংস্পর্শে আসে। এতে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গাছ থেকে পড়ে যান। গাছের নিচেই তাঁর স্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে মুজিবুরকে উদ্ধার করে আখাউড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আখাউড়া থানার ওসি মো. ছমিউদ্দিন বলেন, কাঁঠাল পাড়ার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গাছ থেকে পড়ে মুজিবুর রহমানের মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় লোকজন তাঁকে জানিয়েছেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ২৪ মে ২০২৫

সড়কে গেল ৯ প্রাণ

রূপান্তর ডেস্ক

- ফরিদপুরে দুই শ্রমিকের মৃত্যু
- কিশোরগঞ্জে ট্রাকচাপায় নিহত ২
- টাঙ্গাইলে নিহত ৩

ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও ঢাকায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ৯ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। এসব ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৩১ জন। শ্রমিক, শিক্ষার্থী ও শিশুসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ এসব দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন।

ফরিদপুরে দুই শ্রমিকের মৃত্যু : ফরিদপুর সদর ও বোয়ালমারী উপজেলায় পৃথক ঘটনায় তিন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার ওসি মো. আসাদুজ্জামান জানান, শুক্রবার সকালে ইটবোঝাই ট্রাক থেকে পড়ে মোহাম্মদ মিলন (৩২) নামে এক শ্রমিকের ওপর দিয়ে আরেকটি গাড়ি চলে যায়, ফলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। বোয়ালমারী-মোহম্মদপুর সড়কে সকাল সাড়ে ৭টায় ইটবোঝাই থ্রি-হুইলারের ধাক্কায় অটোভ্যানে থাকা রাজমিস্ত্রি রাকিব শেখ (২৩) মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে যাওয়ার পথে মারা যান। এ ঘটনায় আরও ছয়জন আহত হন।

কিশোরগঞ্জে বাজারে ট্রাকের তাণ্ডব : কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলার আকবরনগর বাসস্ট্যান্ড বাজারে শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টায় কাঠবোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি অটোরিকশাকে ধাক্কা দিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে দুধ বিক্রেতা আলিম মিয়া (৬০) ঘটনাস্থলে এবং মুরগি বিক্রেতা আঙ্গুর মিয়াকে (৪৫) ঢাকায় নেওয়ার পথে মারা যান। এ ঘটনায় ইউনুস মিয়া (৪৫), নয়ন মিয়া (১৭), স্বপন মিয়াসহ (২৫) ১০ জন আহত হন। ভৈরব হাইওয়ে থানার ওসি সাহাবুর রহমান জানান, ট্রাকচালক পালিয়েছে, তবে ট্রাক জব্দ করা হয়েছে।

টাঙ্গাইলে দুই দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু : টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার মুলিয়া এলাকায় বিকেল ৪টায় টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মহাসড়কে প্রান্তিক বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে উল্টে বিদ্যুৎ খুঁটির ধাক্কায় তার ছিঁড়ে যায়।

এতে সৌদি প্রবাসী আব্দুল ছালাম (৪০) ও এস এম আলম (৬৫) ঘটনাস্থলে মারা যান। আহত ১২ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এলেঙ্গা হাইওয়ে পুলিশের এসআই কামরুল এ তথ্য নিশ্চিত করেন। একই দিন সখীপুরে দুপুরে সখীপুর-গোড়াই সড়কে ট্রাকচাপায় সোয়াদ আল সাফওয়ান (৫) নামে এক শিশু মারা যায়। তার বাবা মাসুদ রানা জানান, অটোগাড়ি থেকে নেমে রাস্তা পার হওয়ার সময় সাফওয়ান ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়। সখীপুর থানার ওসি মোহাম্মদ আবুল কালাম ভূঁইয়া জানান, ট্রাক আটক করা হয়েছে, মরদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

ঢাকায় শিক্ষার্থীর মৃত্যু : রাজধানীর বাংলা মোটরে ভোর সাড়ে ৪টায় কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় ধানমণ্ডি আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী আরশাদ আহমেদ সরকার (১৮) মারা যান।

হাতিরঝিল থানার এসআই সহিদুল হাসান জানান, মোটরসাইকেল চালানোর সময় ভ্যানের ধাক্কায় আরশাদ ছিটকে পড়েন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভোর ৫টায় তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। ভ্যান শনাক্তে সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। আরশাদের বন্ধু ইসমাঈল হোসেন ঈশান জানান, আরশাদ লালবাগের পোস্তা এলাকার বাসিন্দা এবং মাওয়ায় ঘুরতে যাওয়ার জন্য রাতে বের হয়েছিল।

পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস দ্রুত উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ ঘটনায় ট্রাক জব্দ করা হলেও চালক পালিয়েছে। পরিবারের আবেদনে ময়নাতদন্ত ছাড়াই কয়েকটি মরদেহ হস্তান্তর করা হয়। এসব ঘটনা সড়ক নিরাপত্তা, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার বিষয়টি তুলে ধরেছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে কঠোর ব্যবস্থা ও সচেতনতার দাবি উঠেছে।

বৃহস্পতিবার, মে ২৯, ২০২৫ ■ জ্যৈষ্ঠ ১৫, ১৪৩২ বণিক বার্তা

তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নয়জনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক

দেশের তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নয়জনের প্রাণহানি হয়েছে। তাদের মধ্যে দিনাজপুরে চারজন, ময়মনসিংহে তিনজন ও গোপালগঞ্জে দুজন রয়েছেন। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

দিনাজপুর : গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে দিনাজপুরের বিরল উপজেলায় ট্রাক্টরের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা লেগে মোহনা আক্তার শাম্মী (১৪) নামে এক স্কুল শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। উপজেলার বিজোড়া ইউনিয়নের উত্তর বহলা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় মোটরসাইকেলের চালকসহ আরো দুজন আহত হন। নিহত মোহনা আক্তার বিজোড়া ইউনিয়নের লক্ষীজল এলাকার মিজানুর রহমানের মেয়ে। ট্রাক্টরটি আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিরল থানার ওসি আব্দুস সবুর।

অন্যদিকে ফুলবাড়ী উপজেলায় গতকাল সকালে দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নাজমুল (৪৫) নামে এক হেলপার নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ট্রাকচালক রিপনসহ দুজন। নাজমুল টাঙ্গাইলের বাসাইল থানার কাশিল গ্রামের লাভলু মিয়ার ছেলে।

এছাড়া পার্বতীপুর উপজেলায় মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে ট্রাকচাপায় রবিউল ইসলাম ও সুজিত চন্দ্র দাস নামে দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। পার্বতীপুর মডেল থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

ময়মনসিংহ : জেলার ঈশ্বরগঞ্জে বাসের ধাক্কায় মাহিন্দ্রার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ছয়জন। গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন উপজেলার বড়হিত ইউনিয়নের পাইকুরা গ্রামের আব্দুস ছোবান (৬০) ও তার ছেলে সবুজ মিয়া (৩২) এবং দড়িপাঁচাশি গ্রামের মৃত আহাম্মদ আলীর মেয়ে কহিনুর সুলতানা (৩৫)। তারা সবাই মাহিন্দ্রার যাত্রী ছিলেন। আহতদের মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চারজনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে।

ঈশ্বরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার রামপ্রসাদ পাল জানান, যাত্রীবাহী বিআরটিসি বাসটি ময়মনসিংহের দিকে যাচ্ছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ১ নম্বর মোড় এলাকা পর্যন্ত আসতেই বিপরীত দিক থেকে আসা যাত্রীবাহী মাহিন্দ্রার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত হন।

গোপালগঞ্জ : মুকসুদপুরে ভ্যানের চাকায় ওড়না পেঁচিয়ে আন্না বেগম (২০) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। গতকাল বেলা ১১টায় উপজেলার বনগ্রাম সড়কের লোহাইর মুন্সীবাড়ির কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আন্না বেগম লোহাইর গ্রামের সোহেল মুন্সির স্ত্রী। বনগ্রাম বাজার থেকে কেনাকাটা করে ব্যাটারিচালিত ভ্যানে বাড়ি ফেরার পথে তিনি এ দুর্ঘটনার শিকার হন।

অন্যদিকে কোটালীপাড়ায় বালিবাহী ট্রলি উল্টে চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে কোটালীপাড়া-রাধাগঞ্জ সড়কের মনোহর মার্কেটের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত লিমন শেখ (৩৫) কোটালীপাড়া উপজেলার পিঞ্জুরী গ্রামের হাসেম শেখের ছেলে।

সংবাদ
মঙ্গলবার ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
Tuesday 27 May 2025

লক্ষ্মীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

জেলা বার্তা পরিবেশক, লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুর সদরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জন নিহত হয়েছেন। গত রোববার ভোরে লক্ষ্মীপুর-ঢাকা মহাসড়কের চন্দ্রগঞ্জ ও লক্ষ্মীপুর-রামগতি আঞ্চলিক সড়কের আবিরনগর এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মরদেহ সদর হাসপাতালের মর্গে আছে। নিহতদের মধ্যে একজন সদরের লাহারকান্দি ইউনিয়নের কুমিদপুর গ্রামের মৃত আব্দুর রবের ছেলে নজরুল ইসলাম কালাম। তিনি পেশায় ভ্যানচালক। অপরজনের পরিচয় জানা যায়নি। জানা গেছে, লক্ষ্মীপুর-রামগতি আঞ্চলিক সড়কের আবিরনগর এলাকায় ক্রেশ সিমেন্টবাহী কাভার্ডভ্যান একটি ভ্যানগাড়িকে চাপা দেয়। এতে ভ্যানচালক কালাম আহত হন। তাকে জেলা সদর হাসপাতালে নেওয়া হেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। অপরদিকে, ঢাকা-লক্ষ্মীপুর মহাসড়কের কফিল উদ্দিন ডিগ্রি কলেজের সামনে আহত এক বৃদ্ধকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে পাঠায় চন্দ্রগঞ্জ হাইওয়ে থানা পুলিশ।

লক্ষীপুর সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা ডা.অরুপ পাল বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনকে হাসপাতালে আনা হয়েছে।

বণিক বার্তা
সোমবার, মে ২৬, ২০২৫ ■ জ্যৈষ্ঠ ১২, ১৪৩২

সাত স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ১১ জনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

রাজধানীর বনানীসহ সাত স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ১১ জনের প্রাণহানি হয়েছে। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। গতকাল ও আগের দিন রাতে লক্ষ্মীপুর, যশোর, বগুড়া, নেত্রকোনা, সাতক্ষীরা ও জামালপুরে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

লক্ষ্মীপুর : জেলা সদরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে লক্ষ্মীপুর-ঢাকা মহাসড়কের চন্দ্রগঞ্জ ও লক্ষ্মীপুর-রামগতি আঞ্চলিক সড়কের আবিরনগর এলাকায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি হলেন সদর উপজেলার লাহারকান্দি ইউনিয়নের কুমিদপুর গ্রামের মৃত আব্দুর রবের ছেলে নজরুল ইসলাম কালাম (৫০)। তিনি পেশায় ভ্যানচালক ছিলেন। অন্যজনের পরিচয় জানা যায়নি।

পুলিশ জানায়, লক্ষ্মীপুর-রামগতি আঞ্চলিক সড়কের আবিরনগর এলাকায় ক্রেশ সিমেন্টবাহী কাভার্ড ভ্যান একটি ভ্যানগাড়িকে চাপা দেয়। এতে ভ্যানচালক কালাম আহত হন। তাকে জেলা সদর হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে লক্ষ্মীপুর-ঢাকা মহাসড়কের কফিল উদ্দিন ডিগ্রি কলেজের সামনে ট্রাকচাপায় এক পথচারী নিহত হন। রাস্তা পারাপারের সময় ট্রাকের নিচে চাপা পড়েন তিনি। সদর থানার ওসি মো. আবদুল মোন্নাফ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সংবাদ
রোববার ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
: Sunday 25 May 2025

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দিনমজুরের মৃত্যু

প্রতিনিধি, মহেশপুর (ঝিনাইদহ)

ঝিনাইদহের মহেশপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রাজব আলী (৫০) নামে এক দিনমজুরের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে উপজেলার পাতিলা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত রাজব আলী ওই গ্রামের মৃত সুলতান আলীর ছেলে। তিনি পেশায় একজন দিনমজুর ছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে গ্রামে নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ করে আসছিলেন। মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। সম্ভবত শরীরের স্পর্শকাতর স্থানে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবেই তার মৃত্যু হয়েছে। মহেশপুর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এই ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ না থাকায়, ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

যুগান্তর
সোমবার ২৬ মে ২০২৫
১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

ভাটারায় পাইলিং হ্যামারের আঘাতে শ্রমিক নিহত

হাজারীবাগ (ঢাকা) প্রতিনিধি

রাজধানীর ভাটারা থানাধীন বসুন্ধরা এলাকায় নির্মাণাধীন একটি ভবনে পাইলিংয়ের কাজ করার সময় হ্যামারের (বড় ধাতব হাতুড়ি) আঘাতে এক নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। রোববার রাতে নিহত শোয়েব মাহাবুব (২৪) চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ের পূর্ব মশিয়াইল গ্রামের মাবুবুল হকের ছেলে। তিনি বসুন্ধরার ওই নির্মাণাধীন ভবনেই থাকতেন।

বসুন্ধরার একটি মার্কেটের নিচতলায় পাইলিং চলাকালে শোয়েবের শরীরে একটি হ্যামারের আঘাত লাগে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

শোয়েবের ফুফাতো ভাই ইলিয়াস জানান, শোয়েব লেবার হিসেবে কাজ করত। রাতে কাজ করার সময় হঠাৎ পাইলিংয়ের হ্যামার তার গায়ে পড়ে। গুরুতর অবস্থায় তাকে মেডিকেলে নিয়ে গেলেও চিকিৎসক জানান, সে মারা গেছে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
Dhaka : Saturday 24 May 2025

চাঁদপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে জেলেসহ দুইজনের মৃত্যু

প্রতিনিধি, চাঁদপুর।

চাঁদপুর শহরের পুরানবাজার পশ্চিম জাফরাবাদে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকাল সাড়ে দশটার সময় বাবুর্চি ঘাট মসজিদের পশ্চিম পাশে এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

চাঁদপুর সদর থানার ওসি মো.বাহার মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেন। মৃত দু'জন হলেন- মন্টু ঢালী (৭০) ও মো. আনোয়ার হোসেন খান (৫৩)।

মন্টু ঢালী নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতো। অন্যদিকে আনোয়ার খান পুরান বাজার চাউলপট্টিতে গদিঘর লেবার। তার উপযুক্ত দুইটি মেয়ে ও এক ছেলের রয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মন্টু গাজী তার বসতঘরের সামনে প্রতিবেশী আনোয়ার খানের সঙ্গে কথা বলতেছিল। এ সময় তারা জানতেন না ঘরের বেড়ার টিন বিদ্যুতের আর্থিং তারে বিদ্যুতায়িত রয়েছে। মন্টু ঢালী প্রথমে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়। পাশে থাকা আনোয়ার তিনিও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়। মন্টু ঢালী ওই বাড়ির মৃত আব্দুল ঢালীর ছেলে এবং আনোয়ার একই এলাকার খান বাড়ির আমিন খানের ছেলে।

ইব্রাহিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় ওয়ার্ডের মেম্বার সিরাজ দিদার জানান, ধারণা করা হচ্ছে বিদ্যুৎ তারের আর্থিং সমস্যা থেকে বসতঘর বিদ্যুতায়িত ছিল।

ওই সময় গৃহকর্তা মন্টু ঢালির সঙ্গে আনোয়ার খান মেয়ের সম্বন্ধের বিষয়ে কথা বলে চলে যাচ্ছিলেন। ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় তিনি ঘরের বেড়ার টিনের মধ্যে হাত দিলে বিদ্যুতায়িত হন। তাকে বাঁচাতে গিয়ে মন্টু ঢালীও বিদ্যুতায়িত হন। পরে দু'জনকেই স্থানীয়রা উদ্ধার করে মুমূর্ষু অবস্থায় চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. আসিবুল আহসান বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই দু'জন মারা যায়।

এ দিকে খবর পেয়ে চাঁদপুর সদর মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মহসীন আলম উভয় মরদেহের সুরতহাল তৈরি করেন।

প্রথম আলো • সোমবার, ২৬ মে ২০২৫.

দোহার

পদ্মায় জেলে নিখোঁজ

ঢাকার দোহারের পদ্মা নদীতে মাছ শিকারের সময় বজ্রপাতে গাজী মোল্লা (৩৮) নামের এক জেলে নিখোঁজ হয়েছেন। গতকাল রোববার বেলা ১১টার দিকে মৈনটঘাট এলাকায় নদীতে এ ঘটনা ঘটে। মৈনটঘাটের মাছের আড়তদার খিলুর রহমান জানান, নদীতে মাছ ধরার সময় বজ্রপাতে জেলে গাজী মোল্লা নিখোঁজের খবর পেয়ে নৌ পুলিশের সহায়তায় তাঁরা পদ্মা নদীতে ঘটনাস্থলে যান। বজ্রপাতে নৌকার ক্ষয়ক্ষতি দেখতে পান। এরপর দোহার ফায়ার সার্ভিস ও ঢাকা থেকে ডুবুরি দল এসে উদ্ধারের চেষ্টা চালায়। কিন্তু এখনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। নিখোঁজ জেলের সঙ্গে একই নৌকায় আইয়ুব আলী নামের আরেক জেলে ছিলেন। তিনি জানান, তাঁরা দুজন নৌকার দুই প্রান্তে বসে ছিলেন। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। হঠাৎ গাজীর প্রান্তে বিকট শব্দে বজ্রপাত হলে তিনি পড়ে যান। পরে তাঁকে আর পাওয়া যায়নি।

প্রতিনিধি, *নবাবগঞ্জ, ঢাকা*

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ১০ মে ২০২৫, ২

ওয়াসার লাইনে কাজ করার সময় শ্রমিকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিনিধি

রাজধানীর মিরপুরের মানিকদি বাজার এলাকায় ওয়াসার পাইপলাইনের খননকাজ করার সময় মাটিচাপা পড়ে মো. লতিফ (৬০) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় মো. হানিফ (৬০) নামে আরও এক শ্রমিক আহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার ভোরে এ ঘটনা ঘটে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে আহত শ্রমিক হানিফ চিকিৎসাধীন।

নিহতের সহকর্মী রবিন বলেন, শুক্রবার ভোরের দিকে আমরা কয়েকজন শ্রমিক মিরপুরের মানিকদি বাজার এলাকায় ওয়াসার পাইপলাইনের খনন কাজ করছিলাম। এ সময় হঠাৎ মাটিচাপা পড়ে লতিফ ও হানিফ। পরে তাদের ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসক লতিফকে মৃত ঘোষণা করেন।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১৮ বৈশাখ ১৪৩২
Dhaka : Thursday 1 May 2025

গৃহকর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগে বাবা-ছেলে গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি, উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ)

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় গৃহকর্মীকে ধর্ষণের দায়ে বাবা ও ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত মঙ্গলবার দুপুরে সলঙ্গা থানার হাটিকুমরুল ইউনিয়নের চড়িয়া কান্দিপাড়া গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

তারা হলেন- ওই গ্রামের যদু ফকিরের ছেলে জমসের ফকির (৬৫) ও তার ছেলে আনারুল ইসলাম মুক্তা ফকির (৩৫)।

এ বিষয়ে সলঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোখলেছুর রহমান জানান, ধর্ষণের শিকার ওই নারী দীর্ঘ ৫ বছর ধরে তাদের বাড়িতে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করছেন। এই সুযোগে বাবা ও ছেলে নিয়মিতভাবে ধর্ষণ করেন তাকে। এতে বর্তমানে তিনি দুই মাসের অন্তঃসত্ত্বা। এ ঘটনায় ওই গৃহকর্মীর মা বাদী হয়ে থানায় পৃথক দুটি ধর্ষণের মামলা দায়ের করেছেন। এ দুটি মামলায় তাদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

যুগান্তর
শুক্রবার ৯ মে ২০২৫
২৬ বৈশাখ ১৪৩২

নবাবগঞ্জে নিখোঁজ অটোচালকের লাশ উদ্ধার

যুগান্তর প্রতিবেদন, *নবাবগঞ্জ (ঢাকা)*

নবাবগঞ্জ উপজেলায় নিখোঁজের চার দিন পর ডোবা থেকে কচুরিপানায় ঢাকা ক্ষতবিক্ষত এক অটোরিকশা চালকের লাশ উদ্ধার করেছে নবাবগঞ্জ পুলিশ। নিহত অটোরিকশা চালক মো. শহীদুল ইসলাম (২১) নবাবগঞ্জ উপজেলার চুড়াইন ইউনিয়নের শংকরখালী গ্রামের চুন্নু মিয়া ও শিল্পী বেগমের ছেলে। বৃহস্পতিবার বিকালে পার্শ্ববর্তী দোহার উপজেলার নিকরা বিলের পাড় সড়কের পাশে পুকুর থেকে লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। জানা যায়, অটোরিকশা ছিনতাই করে চালককে হত্যার পর বিলের কচুরিপানার নিচে লাশ গুমের চেষ্টা করা হয়। নবাবগঞ্জের নিকরা চক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত অটোরিকশা চালক মো. শহিদুল ইসলাম ৪ মে সকালে বাড়ি থেকে অটোরিকশা চালানোর উদ্দেশ্যে বের হয়ে আর ফেরেনি। ওইদিন রাতে শহিদুলের বোন উর্মি আক্তার নবাবগঞ্জ থানায় নিখোঁজ সাধারণ ডায়রি (জিডি) করেন। নিহত শহীদুলের বোন উর্মি আক্তার বলেন, তার ভাইকে অপহরণ করে পরিকল্পিতভাবে হত্যার পর লাশ গুম করার চেষ্টা করে দুর্বৃত্তরা। দ্রুত দোষীদের খুঁজে বের করে শাস্তির দাবি জানান তিনি। নবাবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মমিনুল ইসলাম বলেন, লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। লাশের ময়নাতদন্ত ও মামলা প্রক্রিয়াধীন।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
২৬ বৈশাখ ১৪৩২, ৯ মে ২০২৫

নাটোরে নিরাপত্তা কর্মীকে বেঁধে ওষুধ কোম্পানির কার্যালয়ে ডাকাতি

■ নাটোর প্রতিনিধি

নাটোরে নিরাপত্তা কর্মীকে বেঁধে রেখে সেঞ্চুরি মেডিকেয়ার লিমিটেড নামের একটি ওষুধ কোম্পানিতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। বুধবার গভীর রাতে সদর উপজেলার দত্তপাড়া গাজির বিল এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। ৮-১০ জনে ডাকাত দল কোম্পানির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে র‍্যাব পরিচয় দিয়ে টাকা ও মালামাল লুট করেছে বলে কর্মচারীদের সূত্রে জানা যায়।

প্রতিষ্ঠানের মালিক সিরাজুল ইসলাম জানান, বুধবার রাত ৩টার দিকে গাজির বিল এলাকার একটি হারবাল ওষুধ কোম্পানির কারখানাসহ অফিসের বৈদ্যুতিক সংযোগ কেটে দিয়ে ৮-১০ জন ডাকাত সদস্য ভেতরে ঢুকে। এ সময় তারা অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে নিরাপত্তা কর্মীদের হাত, পা ও মুখ বেঁধে ফেলে। পরে ডাকাতরা কর্মীদের চড় থাপ্পড় মেরে ভয়ভীতি দেখিয়ে নগদ টাকা, ল্যাপটপ, মোবাইলসহ অন্যান্য জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে নাটোর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহাবুর রহমান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১ মে ২০২৫
tutorial.jugantor@gma

কেরানীগঞ্জে সহকর্মীর কাঁচির আঘাতে পোশাক শ্রমিক নিহত

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

কেরানীগঞ্জে তুচ্ছ ঘটনায় হাসান (১৫) নামের এক কিশোরকে কাপড় কাটার কাঁচি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত রিফাত (১৫) নামের এক কিশোর শ্রমিককে আটক করেছে পুলিশ। নিহত হাসান শরীয়তপুরের কাজিরহাট থানাধীন লখাই কাজিরকান্দা গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে। হাসান ও রিফাত দুজনেই আগানগর ইস্পাহানী এলাকায় ফারিয়া প্লাজায় পোশাক শ্রমিক হিসাবে কর্মরত ছিল।

মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টায় ফারিয়া প্লাজার সোনিয়া গার্মেন্টসের ভেতর এই ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হাসান ও রিফাত একই কারখানায় কাজ করে ও সেখানেই রাতে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় দুজনের মধ্যে ঝগড়ার একপর্যায়ে একে অপরকে মা-বাবা তুলে গালি দেওয়ায় রিফাত ক্ষিপ্ত হয়ে কাপড় কাটার কাঁচি দিয়ে হাসানকে আঘাত করে। এ সময় হাসানের চিৎকারে আশপাশের শ্রমিকরা এসে তাকে মিটফোর্ড হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
২২ বৈশাখ ১৪৩২, ৫ মে ২০২৫

সাভারে রংমিস্ত্রিকে কুপিয়ে হত্যা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারে এক রংমিস্ত্রিকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহতের নাম শুকুর আলী শিকদার (৩৪)। গতকাল রবিবার সকালে বিরুলিয়া ইউনিয়নের সামাইর এলাকা থেকে মরদেহ উদ্ধার করে সাভার মডেল থানা পুলিশ। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এক জনকে আটক করা হয়েছে।

সাভার মডেল থানার উপ পরিদর্শক (এসআই) ওবাদুল ইসলাম জানান, সাভারের বিরুলিয়া ইউনিয়নের সামাইর এলাকার জয়নাল মেম্বারের বাড়ির পাশে রবিবার সকালে ঐ রংমিস্ত্রির মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা। পরে তারা খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। নিহত ব্যক্তির গলায় ও মুখে ধারালো অস্ত্রের অন্তত পাঁচটি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাকে শনিবার রাতের কোনো এক সময় কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। কে বা কারা কী কারণে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তা জানা যায়নি। তবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একই এলাকার রবিউল ইসলামকে আটক করা হয়েছে। রবিউল ও নিহত শুকুর আলী এক সময় একসঙ্গে রঙের কাজ করতেন। এছাড়া মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ১২ মে ২০২৫,

পাওনা ৫০০ টাকার জন্য দিনমজুরকে হত্যা

নরসিংদী প্রতিনিধি

নরসিংদীর পলাশে ইসমাইল নামে (৪৫) এক দিনমজুরকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। গত শনিবার রাতে উপজেলার ডাংগা ইউনিয়নের খিলপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ইসমাইল মিয়ার বাড়ি নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলার খিদিরপুর ইউনিয়নে। তিনি পলাশের খিলপাড়ার পূবালী এলাকার একটি কলোনিতে পরিবার নিয়ে ভাড়া বাসায় থাকতেন।

পুলিশ জানায়, শনিবার রাত ৮টার দিকে খিলপাড়া গ্রামের সড়কে দাঁড়িয়ে ছিলেন ইসমাইল। এ সময় একই গ্রামের আম্বান আলীর ছেলে আফজাল হোসেনের সঙ্গে তার দেখা হয়। এর আগে আফজালের কাছ থেকে ৫০০ টাকা ধার নিয়েছিলেন ইসমাইল। আফজাল টাকা ফেরত চাইলে দুজনের মধ্যে তর্ক হয়। একপর্যায়ে আফজাল একটি ছুরি দিয়ে ইসমাইলের কোমরে আঘাত করেন। স্থানীয়রা ইসমাইলকে পলাশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

পলাশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই ইসমাইলের মৃত্যু হয়েছে। পলাশ থানার ওসি মো. মনির হোসেন বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা যায়, ৫০০ টাকার লেনদেন নিয়ে ইসমাইল ও আফজালের মধ্যে তর্কাতর্কি হয়। একপর্যায়ে আফজাল তাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন। এ ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

সমকাল
সোমবার। ১২ মে ২০২৫

বনশ্রীতে শিশু গৃহকর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেপ্তার ১

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর দক্ষিণ বনশ্রীতে শিশু গৃহকর্মী (১২) ধর্ষণের অভিযোগে গৃহকর্তা মাসুদ রানাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার রাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ধর্ষণের শিকার মেয়েটিকে গতকাল রোববার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস (ওসিসি) সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, দক্ষিণ বনশ্রীর ১৪ নম্বরের এল ব্লকে মাসুদ রানার বাসায় গৃহকর্মীর কাজ করত মেয়েটি। গত ২ মে রাতে মাসুদ তাকে ধর্ষণ করে। এর পর শিশুটিকে তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দিত না সে। পরে গৃহকর্তার কাছে তার বাবা ফোন করে মেয়ের সঙ্গে কথা বলেন। ওই বাসায় কাজ করবে না বাবাকে জানায় সে। পরে তাকে বাসায় নিয়ে আসা হয়। পাশের এক প্রতিবেশীর কাছে মেয়েটি বিষয়টি জানায়।

খিলগাঁও থানার ওসি দাউদ হোসেন সমকালকে বলেন, শনিবার রাতে মেয়েটির পরিবার থানায় অভিযোগ করে। এর পরই মাসুদকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ইত্তেফাক
সোমবার
২৯ বৈশাখ ১৪৩২, ১২ মে ২০২৫

পলাশে দিনমজুরকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

■ নরসিংদী প্রতিনিধি

মাত্র ৫০০ টাকার জন্য ইসমাইল হোসেন (৩৫) নামে এক দিনমজুরকে ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। শনিবার রাত ৮টার দিকে পলাশ উপজেলার ডাংগা ইউনিয়নের খিলপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ইসমাইল মিয়া নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার খিদিরপুর ইউনিয়নের কামাল উদ্দিনের ছেলে। খিলপাড়ার পুবালী জুট মিল এলাকার একটি কলোনিতে পরিবার নিয়ে ভাড়ায় থাকতেন তিনি।

পলাশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই ইসমাইলের মৃত্যু হয়।

পলাশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনির হোসেন বলেন, মাত্র ৫০০ টাকা পাওনা নিয়ে দুই জনের মধ্যে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে ছুরি দিয়ে ইসমাইলকে হত্যার পর অভিযুক্ত আফজাল পালিয়ে যান। তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২৯ বৈশাখ ১৪৩২
Dhaka : Monday 12 May 2025

হোটেল কর্মচারীর গায়ে ভাতের গরম মাড় ঢেলে দিলো বাবুর্চি

প্রতিনিধি, চান্দিনা (কুমিল্লা)

কুমিল্লার চান্দিনায় সফিউল্লাহ (১৫) নামে এক হোটেল কর্মচারীর গায়ে ভাতের গরম মাড় ঢেলে দেয় বাবুর্চি। এতে ওই শিশু কর্মচারীর শরীরের প্রায় ২০ শতাংশ পুড়ে গেছে। এ ঘটনায় হোটেল বাবুর্চি মো. কাশেম মিয়া (৩৫) কে আটক করে পুলিশে দেয় হোটেল মালিক ও কর্মচারীরা।

গতকাল দুপুর পৌঁনে ৩টায় চান্দিনা উপজেলা সদরের পূর্ব বাজারের 'রনি হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট' নামে একটি হোটেলে এ ঘটনা ঘটে।

আহত হোটেল কর্মচারী সফিউল্লাহ কুমিল্লার দেবীদ্বার উপজেলার ভানী ইউনিয়নের খিরাইকান্দি গ্রামের অলিউল্লাহ'র ছেলে।

বাবুর্চি কাশেম মিয়ার বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাছিরনগর উপজেলার নূরপুর গ্রামে।

হোটেল মালিক সফিকুল ইসলাম জানান, হোটেলের রান্না ঘরে ভাতের মাড় ছাঁকার সময় কর্মচারী সফিউল্লাহ'র সঙ্গে তর্কবিতর্কের এক পর্যায়ে ভাতের গরম মাড় ঢেলে দেয়। চিৎকার শুনে আমি পিছনে গিয়ে এ ঘটনা দেখি। তাৎক্ষনিকভাবে তাকে চান্দিনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠাই এবং বাবুর্চিকে আটক করে থানায় ফোন করে পুলিশে দেই।

আহত সফিউল্লাহর বাবা অলিউল্লাহ একজন কৃষক। তিনি জানান, আমার চার সন্তানের মধ্যে সফিউল্লাহ দ্বিতীয়। মাদ্রাসায় হেফজ বিভাগে পড়া অবস্থায় লেখাপড়ায় অমনোযোগী হওয়ায় গত তিন মাস আগে তাকে চান্দিনার রনি হোটেলে দেই।

আমার ছেলে যদি অপরাধ করতো হোটেল এর মালিক বা আমাকে বলতে পারতো বাবুর্চি। এভাবে আমার ছেলের শরীরে ভাতের মাড় ঢেলে শাস্তি দিল কেন?

চান্দিনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত ডা. ফারজানা আক্তার জানান, আহতের শরীরের প্রায় ২০ শতাংশ পুড়ে গেছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

চান্দিনা থানার ওসি মো. জাবেদ উল ইসলাম জানান, ঘটনা শোনার পরপর পুলিশ পাঠিয়ে বাবুর্চিকে হেফাজতে আনা হয়েছে। অভিযোগ পেলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ৯ মে ২০২৫

ঘরে ঝুলছিল পোশাক শ্রমিকের লাশ

টঙ্গী প্রতিনিধি

গাজীপুরের টঙ্গীর বিসিক এলাকায় গতকাল মধু মোল্লা (৩০) নামে এক পোশাক শ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানায়, পরিবারের সঙ্গে কয়েকদিন ধরে তার মতবিরোধ চলছিল। এরই জেরে গতকাল ভাড়া বাসায় দরজা বন্ধ করে সিলিং ফ্যানে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। ওসি মোহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মধু মোল্লা গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী থানার শিলটা গ্রামের আবুল কাশেম মোল্লার ছেলে। তিনি বিসিক এলাকায় মোশারফ হোসেনের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১৫ মে ২০২৫
১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

ঠাকুরগাঁও সীমান্তে কৃষককে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

ঠাকুরগাঁওয়ের রানীশংকৈল উপজেলার জগদ্দল সীমান্ত এলাকায় গরুর ঘাস কাটতে গিয়ে এক বাংলাদেশি কৃষককে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ। বুধবার সীমান্ত পিলার ৩৭৩/১-এস এর বিপরীতে এ ঘটনা ঘটে।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, রানীশংকৈল উপজেলার শাহানাবাদ গ্রামের চার বাংলাদেশি সীমান্তের শূন্য রেখা এলাকায় ঘাস কাটছিলেন। এটি ভারতের ১৮৪ আমবাড়ী বিএসএফ ক্যাম্পের টহল দলের নজরে এলে তারা চারজনকে ধরার চেষ্টা করেন। তিনজন দ্রুত সরে এলেও মো. আজিজুরকে (৪৫) তারা ধরে নিয়ে যায়। তাকে পাশবিক নির্যাতন করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ঠাকুরগাঁও ৫০ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক (সিও) লেফটেন্যান্ট কর্নেল তানজির আহমেদ বলেন, আমাদের নাগরিককে নিরাপদে ফেরত আনার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছি। গত কয়েকদিনে সাতজন বাংলাদেশি বিএসএফের হাতে আটক হয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
১৯ মে ২০২৫

কিস্তির টাকা দিতে না পারায় সাভারে ইজিবাইকচালককে শিকলে বেঁধে নির্যাতন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারে কিস্তির পাওনা টাকা দিতে না পারায় এক ইজিবাইকচালককে শিকলে বেঁধে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে এক ইজিবাইক ব্যবসায়ী গ্যারেজ মালিক রফিকের বিরুদ্ধে। দীর্ঘ তিন ঘণ্টা চারটি তালা লাগিয়ে বেঁধে রাখার পর স্থানীয় কয়েক যুবক তাকে বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করেন। গতকাল রবিবার সকালে সাভারের হেমায়েতপুর-মধুরচর এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।

শিকলবন্দি থাকা ঐ ইজিবাইকচালকের নাম আজিজুল ইসলাম। সে জামালপুর জেলার সদর থানা এলাকার দুলাল মিয়ার ছেলে।

আজিজুল ইসলাম জানায়, গত রোজায় সে স্থানীয় গ্যারেজ মালিক রফিকের কাছ থেকে একটি ইজিবাইক ভাড়ায় চালানোর সময় ছিনতাইকারীরা ইজিবাইকটি চুরি করে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় স্থানীয়রা বিচার সালিশ করে আজিজুলকে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করেন। এরপর থেকে আজিজুল প্রতিদিন ইজিবাইক চালিয়ে পাঁচশ টাকা করে কিস্তির মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ২০ হাজার টাকা পরিশোধ করেন। এদিকে মাথায় আঘাত পাওয়ার কারণে শনিবার আজিজুল কাজে যেতে না পারায় দৈনিক ৫০০ টাকার কিস্তিও পরিশোধ করতে পারেনি। এর জের ধরে যাদুরচর এলাকার ইজিবাইক ব্যবসায়ী ও গ্যারেজ মালিক রংপুরের রফিক গতকাল রবিবার সকালে আজিজের বাসায় গিয়ে তার কোমরে শিকল পেঁচিয়ে চারটি তালা দিয়ে জানালার গ্রিলের সঙ্গে আটকে রেখে যায়। অবশেষে বিষয়টি স্থানীয়দের মধ্যে জানাজানি হওয়ার পর ১২টার দিকে প্রতিবেশীসহ বেশ কয়েক জন এসে তালা ভেঙে ইজিবাইকচালক আজিজকে মুক্ত করেন।

এদিকে পাওনা টাকার জন্য কোমরে শিকল ও তালা দিয়ে বেঁধে রাখার ঘটনায় অভিযুক্ত ইজিবাইক ব্যবসায়ী রফিকের সঙ্গে কথা বলার জন্য খোঁজ করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

কালের কণ্ঠ
। মঙ্গলবার । ২০ মে ২০২৫ ।

সুনামগঞ্জ সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে শ্রমিক গুলিবিদ্ধ

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার চিনাকান্দি সীমান্তে গতকাল সোমবার ভোরে গুলি ছুড়েছে বিএসএফ। ভারতের ১৯৩ বিএসএফের রাজপাড়া ক্যাম্পের কর্মীদের গুলিতে বাংলাদেশি শ্রমিক শামছু মিয়া আহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে শামছু মিয়াসহ চারজন বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে চোরাচালানির উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেছিল বলে জানিয়েছে সুনামগঞ্জ-২৮ বিজিবি।

সুনামগঞ্জ-২৮ বিজিবির অতিরিক্ত পরিচালক মেজর মো. মঈনুল আলম সকাল ১০টায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, বিশ্বম্ভরপুরের সীমান্ত এলাকার চারজন শ্রমিক ভোরে চোরাচালানের উদ্দেশ্যে ভারত সীমানায় প্রবেশ করেছিলেন। সীমান্তে বিএসএফের কারফিউ জারি থাকায় তারা চোরাচালানিদের উদ্দেশ করে ফায়ার করে। এতে রাজাপাড়া গ্রামের শামছু মিয়া বাঁ হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। তিনি সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। এ ঘটনায় এলাকায় বিজিবি গোয়েন্দা নজরদারি বাড়িয়েছে বলে জানান তিনি। প্রসঙ্গত, মেঘালয় সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ কঠোর কারফিউ জারি করেছে। এমতাবস্থায় বিজিবিসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী সুনামগঞ্জের সীমান্তের লোকজনকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২২ মে ২০২৫
৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে ভৈরবে ট্রাকচালক নিহত

হাজারীবাগ (ঢাকা) প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে ওভারব্রিজের নিচে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে মো. সজিব (২২) নামে এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। নিহত সজিব পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার বটকাজল গ্রামের মো. শাহাবুদ্দিনের ছেলে।

সজিবের বাবা জানান, মঙ্গলবার রাতে আমার ছেলে ট্রাক চালিয়ে ভৈরবে যাচ্ছিল। পথে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে রাস্তার পাশে দাঁড়ালে ছিনতাইকারীরা তাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় ট্রাকচালকরা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখান থেকে বুধবার সকালে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, নিহত যুবকের লাশ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি ভৈরব থানা পুলিশকেও জানানো হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ২০ মে ২০২৫

সাভারে মাথায় গুলি করে রং মিস্ত্রিকে হত্যা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের ব্যাংক কলোনি এলাকায় শাহীন (২৬) নামে এক পরিবহন রং মিস্ত্রিকে মাথায় গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের আরিচামুখী লেনসংলগ্ন ব্যাংক কলোনি এলাকায় এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত শাহীন সাভারের বলিয়ারপুর এলাকার বাসিন্দা কবির হোসেনের ছেলে। তিনি রেডিও কলোনি এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন এবং স্থানীয় একটি গাড়ির গ্যারেজে রং মিস্ত্রি হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘটনার সময় শাহীন এক সাদা শার্ট পরিহিত ব্যক্তির সঙ্গে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কসংলগ্ন ব্যাংক কলোনির একটি শাখা সড়ক দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। কিছুদূর যেতেই ঐ ব্যক্তি হঠাৎ শাহীনের মাথায় গুলি করে দ্রুত পালিয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় শাহীন তাৎক্ষণিকভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

এ বিষয়ে সাভার মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জুয়েল মিয়া জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটনে তদন্ত চলছে।

যুগান্তর
শনিবার ৩ মে ২০২৫
২০ বৈশাখ ১৪৩২

ফতুল্লায় চালককে হত্যা করে অটো ছিনতাই

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

ফতুল্লায় আমিনুর ইসলাম নামে এক চালককে শ্বাসরোধে হত্যার পর লাশ সড়কের পাশে ড্রেনে ফেলে তার ভাড়ায় চালিত ইজিবাইকটি নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার সকালে ফতুল্লার শিহাচর নুর মসজিদের কাছ থেকে চালকের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে নারায়ণগঞ্জ পিবিআই প্রযুক্তির মাধ্যমে লাশের পরিচয় শনাক্ত করে পরিবারকে সংবাদ দেয়। নিহত আমিনুর ইসলাম জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার কড়ইচড়া ইউনিয়নের লালডোবা গ্রামের রানু মণ্ডলের ছেলে। ফতুল্লা মডেল থানার ওসি শরিফুল ইসলাম জানান, লাশ উদ্ধারের পর নিহতের পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে লাশ প্রেরণ করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
৩২, ১৫ মে ২০২৫

লোহাগড়ায় কৃষককে কুপিয়ে হত্যা

■ লোহাগড়া (নড়াইল) সংবাদদাতা

নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার ইতনা ইউপির রাধানগর বাজারে খাজা মোল্যা (৫০) নামে এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ইতনা ইউনিয়নের কুমারডাঙ্গা-রাধানগর বাজারে এ ঘটনা ঘটে। নিহত খাজা মোল্যা ইতনা ইউনিয়নের কুমারডাঙ্গা-ইছাখালি গ্রামের লবা মোল্যার ছেলে।

লোহাগড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশিকুর রহমান বলেন, নিহতের লাশ উদ্ধার করে নড়াইল আধুনিক সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হচ্ছে। কুমারডাঙ্গা-রাধানগর বাজার এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া এ ঘটনায় জড়িতদের আটকের চেষ্টা চলছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শনিবার। ২৪ মে ২০২৫।

থানায় লিখিত অভিযোগ

গাজীপুরে পোশাক কারখানা শ্রমিককে দলবদ্ধ ধর্ষণ

আঞ্চলিক প্রতিনিধি, গাজীপুর ▷

গাজীপুরের শ্রীপুরে পোশাক কারখানার এক শ্রমিককে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগে বলা হয়, ডিউটি শেষে কারখানা থেকে ফেরার পথে তিন বখাটে সন্ত্রাসী তুলে নিয়ে তাঁর ওপর নির্যাতন চালায়। ঘটনার পর তিন বখাটে নির্যাতনের শিকার ওই নারীকে থানায় যেতে বাধা দিয়ে আপসরফার চেষ্টা চালায়।

এতে তিন দিন আগে ঘটনাটি ঘটলেও গতকাল শুক্রবার রাতে ওই নারীর স্বামী থানায় লিখিত অভিযোগ দেন। নির্যাতনের শিকার নারী (৩৫) উপজেলার একটি পোশাক কারখানার শ্রমিক।

অভিযুক্তরা হলো উপজেলার গোসিংগা ইউনিয়নের পটকা গ্রামের সুমন (২৫), আল আমিন (৩০) ও শান্ত (২২)। এ ঘটনায় গতকাল রাত ১১টায় মামলার প্রক্রিয়া চলছিল।

ওই নারী শ্রমিকের ভাষ্য, গত মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে ডিউটি শেষে কারখানা থেকে তিনি হেঁটে বাসায় ফিরছিলেন। ওই সময় সুমন, আল আমিন ও শান্ত পেছন থেকে তাঁকে জাপটে ধরে। তিনি চিৎকার করলে গামছা দিয়ে মুখ বেঁধে পাশের বনের ভেতর তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। সেখানে তারা তাঁর ওপর নির্যাতন চালায়। এক পর্যায়ে মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণ করে। ঘটনাটি কাউকে জানালে তাঁকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে পালিয়ে যায় তারা।

ওই নারীর ভাষ্য, পরে তাঁর ফোন পেয়ে স্বামী এসে বনের ভেতর থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন।

ওই নারীর স্বামী জানান, ঘটনার পরদিন গত বুধবার সকালে থানায় যেতে চাইলে সুমন, আল আমিন, শান্তসহ তাদের সহযোগীরা বাধা দেয়। পরে গোপনে সালিস বসিয়ে আপসরফার চেষ্টা চালায় তারা। এতে তাঁরা রাজি হননি। ওই নারীর স্বামী বলেন, 'আজ (গতকাল) সন্ধ্যার পর থানায় আইসা পড়ছি। যা অইবার অইব, আমি বিচার চাই।'

শ্রীপুর থানার ওসি মহম্মদ আবদুল বারিক গতকাল রাত ১১টার দিকে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মামলার প্রক্রিয়া চলছে। একই সঙ্গে ওই তিনজনসহ গোপনে সালিস বসিয়ে আপসরফার চেষ্টা চালানোর সঙ্গে জড়িতদেরও আটকের জন্য পুলিশের আলাদা দুটি দল অভিযানে নেমেছে।'

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ২৪ মে ২০২৫,

নারী পোশাকশ্রমিক কিশোরসহ ৫ খুন

খুলনা গাজীপুর নোয়াখালী সিরাজগঞ্জ

রূপান্তর ডেস্ক

খুলনার রূপসায় স্ত্রীর পরকীয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বামী মনি শেখ গত বৃহস্পতিবার রাতে আবদার শেখ (৪৫) নামে এক প্রতিবেশীকে কুপিয়ে হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল শুক্রবার ভোর ৫টার দিকে খুলনার লবণচরা থানাধীন শিপইয়ার্ড এলাকা থেকে হাত এবং পা বাঁধা অবস্থায় অজ্ঞাত এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সিরাজগঞ্জে এক হোটেল কর্মচারীকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ ছাড়া গাজীপুরে এক নারী পোশাকশ্রমিক ও নোয়াখালীতে ছুরিকাঘাতে এক কিশোর খুন হয়েছেন। আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

খুলনায় দুজনকে হত্যা : খুলনার রূপসা উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের মনি শেখের স্ত্রী তানজিলা বেগমের (৩৫) সঙ্গে আবদার শেখের পরকীয়া সম্পর্ক ছিল। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে মনি শেখ তার বাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে আবদার শেখকে দেখতে পান। তখন আবদার শেখকে দা দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করেন মনি শেখ। হত্যার পর লাশ বাথরুমের পাশে খালি জায়গায় গর্তের মধ্যে বস্তাবন্দি করে রাখেন। একই সঙ্গে তার স্ত্রী তানজিলাকেও কুপিয়ে গুরুতর জখম করেন। স্থানীয়রা তানজিলাকে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।

গাজীপুরে গার্মেন্টস কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা : গাজীপুর মহানগরীর সালনা এলাকায় এক নারীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১ টার দিকে। পুলিশ হত্যার অভিযোগে তার স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে। নিহত শারমিন আক্তার (২৮) ময়মনসিংহের ফুলপুর থানার তিতপুর গ্রামের মোজাম্মেল হকের স্ত্রী। তিনি গাজীপুরে একটি পোশাক তৈরির কারখানায় চাকরি করতেন।

গাজীপুর সদর থানার এসআই কায়সার হাসান বলেন, পরকীয়ার জেরে এক নারীকে তার স্বামী দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছেন। হত্যার অভিযোগে রাতেই স্বামী মোজাম্মেলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নোয়াখালীতে ছুরিকাঘাতে ছাত্র নিহত : নোয়াখালীতে পল্লী চিকিৎকের ছুরিকাঘাতে এক ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। নিহত আবুল হোসেন রাফি (১৮) সদর উপজেলার অশ্বদিয়া ইউনিয়নের বাইল্যাকোন্টা এলাকার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মো. আজাদের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গত বৃহস্পতিবার বিকেলে ফুটবল খেলার সময় রুমন নামের এক কিশোর আঘাত পায়। রাফিসহ কয়েকজন তাকে বাইল্যাকোন্টা এলাকায় পল্লী চিকিৎসক গিয়াস উদ্দিন শাহীনের চেম্বারে নিয়ে যায়। কিন্তু শাহীন রুমনকে চিকিৎসা প্রদানে অস্বীকৃতি জানান। এতে রাফি পল্লী চিকিৎসকের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। পরে রাফি চেম্বার থেকে বের হয়ে যাওয়ার পথে শাহীন ছুরি দিয়ে পেছন থেকে রাফির ঘাড়ে আঘাত করেন।

প্রথমে রাফিকে নোয়াখালী সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে ঢাকায় নেওয়ার পথে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তার মৃত্যু হয়।

নোয়াখালীর সুধারাম থানার ওসি কামরুল ইসলাম বলেন, হত্যার ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। আসামিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

সিরাজগঞ্জে হোটেল কর্মচারীকে হত্যা : সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলা ও সলঙ্গা থানার হাটিকুমরুল ইউনিয়নের হাটিকুমরুল গোলচত্বর এলাকার একটি হোটেলের কর্মচারী আরাফাত হোসেনকে (৪০) দুর্বৃত্তরা ইট দিয়ে মুখ ও মাথা থেঁতলে হত্যা করেছে। নিহতের লাশ হাটিকুমরুল গোলচত্বরের হাইওয়ে রেস্ট হাউজের পেছনের ফাঁকা জায়গা থেকে গতকাল শুক্রবার সকালে সলঙ্গা থানার পুলিশ উদ্ধার করে। নিহত আরাফাত হোসেন ফরিদপুর জেলার বাসিন্দা বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ২২ মে ২০২৫

কৃষককে হত্যা করে গরু লুট

বরগুনা ও গাজীপুরে তিনজনের লাশ উদ্ধার

প্রতিদিন ডেস্ক

সিরাজগঞ্জের চৌহালীর চরে কৃষককে হত্যা করে তিন গরু লুট করেছে ডাকাতরা। এ ছাড়া বরগুনায় ভাড়া বাসা থেকে এক গৃহবধূ ও মানসিক ভারসাম্যহীন যুবকের গলিত এবং গাজীপুরের শ্রীপুরে বসতঘর থেকে নারী শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রতিনিধিদের খবর-

সিরাজগঞ্জ : চৌহালী উপজেলার মুরাদপুরের কাউলিয়ার যমুনা চরের একটি অস্থায়ী খামারে তারা মিয়া (৬৫) নামে কৃষককে শ্বাসরোধে হত্যা এবং তার নাতিকে বস্তাবন্দি করে রেখে তিনটি গরু লুট করে নিয়ে গেছে একদল ডাকাত। মঙ্গলবার গভীর রাতে এ ঘটনা। চৌহালী থানার ওসি শাখাওয়াত হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। **বরগুনা :** বরগুনায় ভাড়া বাসা থেকে রোজী আক্তার (৫৫) নামের এক গৃহবধূর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর মোশাররফ হোসেন খানের বাড়ি থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। একই দিন সকালে জেলার বরগুনার খাজুরা গ্রামে একটিলা বাগান থেকে নাইম (২৩) নামে মানসিক প্রতিবন্ধী এক যুবকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। **শ্রীপুর (গাজীপুর) :** শ্রীপুরে গতকাল আকলিমা আক্তার (৩০) নামে এক নারী গার্মেন্ট শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকে তার স্বামী পলাতক রয়েছেন।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ২৩ মে ২০২৫,

চালককে হাতুড়িপেটা করে অটোরিকশা ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের কলেজগেট এলাকায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালককে হাতুড়িপেটা করে টাকাসহ অটোরিকশা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ভুক্তভোগী চালকের নাম মো. কবির মিয়া (৪৩)। গত বুধবার রাত ২টার দিকে ঘটনাটি ঘটে। পরে চালককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক। তিনি বলেন, চিকিৎসা শেষে স্বজনরা বাসায় নিয়ে যান তাকে।

হাসপাতালে আহতের ছেলে সাব্বির মিয়া বলেন, ফকিরাপুল থেকে যাত্রী নিয়ে যাওয়ার সময় এক যাত্রী কলাবাগান নামেন, আরেক যাত্রী কলেজগেট গিয়ে থামাতে বলেন। এ সময় সেখানে কয়েকজন ছিনতাইকারী তাকে ধরে একটি পিকআপের ওপর তুলে তাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে আহত করে। তার কাছে থাকা প্রায় হাজারখানেক টাকা নিয়ে নেয়। তার মোবাইল নিয়ে ব্যাটারি খুলে নিয়ে তাকে নামিয়ে দেয়। পরে অটোরিকশাটি নিয়ে যায়।

জানা গেছে, কুমিল্লার হোমনা উপজেলার আলিপুর গ্রামের আবদুর রশিদ মিয়ার ছেলে কবির। বর্তমানে খিলগাঁও এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ২৪ মে ২০২৫

গাজীপুরে নারী গার্মেন্ট শ্রমিককে কুপিয়ে হত্যা, স্বামী গ্রেফতার

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে এক নারী গার্মেন্ট শ্রমিককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটেছে মহানগরীর সালনা এলাকায়। স্ত্রীকে হত্যার দায়ে পুলিশ অভিযুক্ত স্বামী মোজাম্মেল হককে (৪২) গ্রেফতার করেছে। নিহত শারমিন আক্তার (৪০) ময়মনসিংহের ফুলপুর থানার পাটিতলা গ্রামের আজিজুল হকের মেয়ে। তিনি সালনার প্রীতি গার্মেন্টের শ্রমিক ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, প্রায় ২০ বছর আগে এক সন্তানের জননী ফুলপুর থানার শারমিন আক্তারের সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ে হয় একই থানার তিতপুর গ্রামের মোজাম্মেল হকের সঙ্গে। বিয়ের পর তারা গাজীপুর চলে আসেন। মহানগরীর সালনার পোড়াবাড়ির উত্তরপাড়ায় ভাড়া থেকে শারমিন আক্তার গার্মেন্টে চাকরি শুরু করেন। তার স্বামী মোজাম্মেল রিকশা চালাতেন। তাদের দুই ছেলে, এক মেয়ে। শারমিন পরকীয়া প্রেম করছেন সন্দেহে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বেশ কিছু দিন ধরে কলহ চলে আসছিল। স্বামী মোজাম্মেলের ভাষ্য, একাধিকবার নিষেধ করা সত্ত্বেও স্ত্রী পরকিয়া চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এতে ক্ষিপ্ত হন মোজাম্মেল। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে কারখানা ছুটি শেষে বাড়ি ফেরার পথে শারমিনকে ধারালো দা নিয়ে কুপিয়ে পালিয়ে যান স্বামী মোজাম্মেল। খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মর্গে পাঠায়। গাজীপুর সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) ছিদ্দিক মিয়া জানান, রাতেই অভিযান চালিয়ে সালনা এলাকা থেকে স্বামী মোজাম্মেলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত রক্তমাখা দাটি উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পরকীয়ার জেরে স্ত্রীকে হত্যার কথা স্বীকার করেছেন তিনি। এ ঘটনায় নিহতের প্রথম স্বামীর ছেলে হৃদয় বাদী হয়ে সদর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
Dhaka : Friday 23 May 2025

ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে ট্রাকচালক নিহত

প্রতিনিধি, ভৈরব (কিশোরগঞ্জ)

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে মো. সজীব মিয়া নামে এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। গত বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতুর ভৈরব প্রান্তে এই ঘটনা ঘটে। নিহত ট্রাকচালক মো. সজীব মিয়া পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার বট কাজল এলাকার শাহাবুদ্দিন মিয়ার ছেলে। ভৈরব থানার ওসি খন্দকার ফুয়াদ রুহানী বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত ট্রাকচালককে উদ্ধার করে ভৈরব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায় পুলিশ। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে মৃত্যু হয় তার। ময়নাতদন্তের জন্য তার মরদেহ বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে।

প্রথম আলো • শনিবার, ২৪ মে ২০২৫,

অটোরিকশাচালককে হত্যা, গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর পল্লবীতে চালককে হাতুড়ি দিয়ে হত্যা করে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ছিনতাইয়ের ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। ছিনতাই হওয়া গাড়িটি কুমিল্লা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকালে মিরপুরে র‍্যাব-৪-এর সদর দপ্তরে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান র‍্যাব-৪-এর কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মাহবুব আলম। র‍্যাব বলছে, এ ঘটনা ছিল পরিকল্পিত।

বৃহস্পতিবার বিকেলে র‍্যাব-৪, র‍্যাব-৯ ও র‍্যাব সদর দপ্তরের গোয়েন্দা শাখার যৌথ অভিযানে ঢাকা, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা হলেন মো. সৌরভ সরকার (২০), মো. ইয়াছিন মিয়া (২০), মো. মুসা (২৫), মো. দুলাল মিয়া (৩২) ও মো. শাহজালাল (২৬)।

র‍্যাব জানিয়েছে, ১৬ মে পল্লবীর মিরপুর ডিওএইচএস এলাকার ৪ নম্বর গেটসংলগ্ন স্থান থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে র‍্যাব। পরে জানা যায়, নিহত ব্যক্তির নাম আবদুল অজিদ ওরফে বাচ্চু। তিনি পেশায় সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক। তথ্যপ্রযুক্তি ও গোয়েন্দা নজরদারির মাধ্যমে হত্যাকারীদের অবস্থান শনাক্ত করা হয়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ২৯ মে ২০২৫ ।

জমি বিরোধে পিটিয়ে হত্যা নারী ও কৃষককে

রাজবাড়ী ও কিশোরগঞ্জে দুই খুন

প্রতিদিন ডেস্ক

জমির বিরোধে পিরোজপুরে নারী, ঝিনাইদহে কৃষককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়াও রাজবাড়ী ও কিশোরগঞ্জে দুই ব্যবসায়ী হত্যা করা হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর।

পিরোজপুর : কাউখালীতে গতকাল জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে রোকেয়া বেগম (৫৫) নামে এক নারীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঝোলাপাতী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। রোকেয়া বেগম ওই গ্রামের আবদুর রব আকনের স্ত্রী।

ঝিনাইদহ : কালীগঞ্জে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে নায়েব আলী (৬২) নামে এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল উপজেলার মালিয়াট গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত নায়েব আলীর বাড়ি একই গ্রামে।

কিশোরগঞ্জ : পাকুন্দিয়ায় শরীফ মিয়া (৩৯) নামে এক ব্যবসায়ীকে ছুরিকাঘাতে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। মৃতের পরিবারের দাবি, চাঁদা না দেওয়ায় শরীফকে হত্যা করা হয়েছে। তবে হত্যার কারণ বলতে পারছে না পুলিশ। **রাজবাড়ী :** বালিয়াকান্দি উপজেলার সোনাপুর হাটের ইজারা নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে ব্যবসায়ী কদম আলীকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনার চার আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ২৫ মে ২০২৫

সাভারে নারী গার্মেন্টস শ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, স্বামী পলাতক

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের হেমায়েতপুরে একটি বহুতল ভবনের জানালার গ্রিলের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত ঐ নারীর নাম রেখা পারভীন (২২)। গতকাল শনিবার দুপুরে সাভারের নতুন পাড়া পূর্বহাটি এলাকার একটি ছয় তলা ভবন থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত রেখা পারভীন ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর উপজেলার মন্নাটুলী গ্রামের সাইফুদ্দিন আহমেদের মেয়ে। তিনি সাভারের হেভেন গার্মেন্টসে শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ঐ বাড়ির একটি ফ্ল্যাটে স্বামী সোহেল রানার সঙ্গে ভাড়া থাকতেন তিনি। এদিকে ঘটনার পর থেকে নিহতের স্বামী সোহেল রানা পলাতক রয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, রেখা ও তার স্বামীর মধ্যে প্রায়ই পারিবারিক কলহের জেরে ঝগড়া হতো।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, সকালে ফ্ল্যাটের দরজা খোলা দেখে প্রতিবেশীদের সন্দেহ হলে ভেতরে প্রবেশ করে শয়নকক্ষের জানালার গ্রিলের সঙ্গে ঐ নারীর ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান। পরে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯ ফোন করে বিষয়টি পুলিশকে জানালে হরিণধারা ট্যানারি পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা নিহতের লাশ উদ্ধার করে। পুলিশ কর্মকর্তা এসআই আমির হোসেন বলেন, লাশটি জানালার গ্রিলে রশিতে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। নিহতের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এটি আত্মহত্যা না পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর নিশ্চিতভাবে বলা যাবে। এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে।

সোমবার ২৬ মে ২০২৫
১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
যুগান্তর
/DailyJugantor /DainikJugantor www.jugantor.com

সাভারে সাংবাদিকের ওপর হামলায় গ্রেফতার ২

যুগান্তর প্রতিবেদন, ঢাকা উত্তর

সাভার উপজেলা সাংবাদিক সমিতির আহ্বায়ক সাংবাদিক সোহেল রানার ওপর হামলা চালিয়ে তাকে হত্যার চেষ্টা চালিয়েছে সন্ত্রাসীরা। এ ঘটনায় হামলাকারী দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রোববার বেলা সাড়ে ১১টায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন সাভার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জুয়েল মিঞা। এর আগে শনিবার রাত ১০টায় সাভার সিটি সেন্টারের পেছনে ইসলাম প্লাজার অপ্পো সার্ভিস সেন্টারের সামনে থেকে আহত সাংবাদিককে উদ্ধার করে স্থানীয় লোকজন। এ ঘটনায় গ্রেফতাররা হলেন, গাজীপুরের কাশিমপুর থানার চক্রবর্তী এলাকার আব্দুল আজিজের ছেলে আল মামুন ইমন ও জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী থানার নরপাড়া গ্রামের দুলাল মিয়ার ছেলে শাওন আহমেদ। তারা দু'জনেই অপ্পো মোবাইলফোন কোম্পানির সাভার কাস্টমার সার্ভিস সেন্টারের কর্মী। তাদের তাড়াটে সন্ত্রাসীসহ অজ্ঞাত আরও ২/৩ জন হামলাকারী পলাতক রয়েছে। জানা গেছে, শনিবার বিকালে সাংবাদিক সোহেল রানা তার ব্যক্তিগত মোবাইল সার্ভিসিং করানোর জন্য সাভার সিটি সেন্টারের পেছনে ইসলাম প্লাজার দ্বিতীয় তলায় অপ্পো মোবাইল সার্ভিস সেন্টারে যান। এ সময় সার্ভিস সেন্টারের কর্মীরা তার মোবাইলটি খোলে দেখেন। পরে তার মোবাইলে থাকা সিম কার্ডটি দেখতে না পেয়ে কিছুক্ষণ পর পুনরায় অপ্পো সার্ভিস সেন্টারে ফিরে আসেন। অপ্পো মোবাইল সার্ভিস সেন্টারে কর্মরত শাওন আহমেদ ও আল মামুন ইমন সিম কার্ডটি তাদের কাছে আছে বলে জানান। তবে সিমটি নিতে পরের দিন আসতে বলে। এ সময় কথাবার্তার একপর্যায়ে আল মামুন ইমন ও শাওন আহমেদসহ তাদের অজ্ঞাতনামা সহযোগীরা মিলে তার ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে মাথায় কাঁচের গ্লাস দিয়ে এলোপাথাড়ি আঘাত করে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম করে।

যুগান্তর
সোমবার ২৬ মে ২০২৫
১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

কেরানীগঞ্জে চাঁদা না দেওয়ায় প্রবাসীকে মারধর

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

চাঁদার টাকা না পেয়ে এক প্রবাসীকে পিস্তল ঠেকিয়ে মারধর করেছে সন্ত্রাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন গদারবাগ সোনারবাংলা হাউজিংয়ে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শাহজালাল মৃধার ভাই মোসলেম মৃধা রোববার কেরানীগঞ্জ মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

জানা যায়, শাহজালাল মৃধা ব্রুনাই প্রবাসী। ২০ মে তিনি ব্রুনাই থেকে দেশে ফেরেন। তার পৈতৃক বাড়ি মুন্সীগঞ্জের বালাশুর নতুন বাজার এলাকায়। তিনি কেরানীগঞ্জের গদারবাগে বাড়ি নির্মাণ করছেন।

ভুক্তভোগী শাহজালাল মৃধা বলেন, এক বছর পূর্বে গদারবাগে বাড়ি নির্মাণ শুরুর সময় স্থানীয় সন্ত্রাসী মোস্তফা বেপারী ও মো. খবির আমার কাছ থেকে ৩০ লাখ টাকা চাঁদা নেয়। ভয়ে কিছু করতে পারিনি। ২০ মে দেশে ফেরার পর তারা আবার ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। অপারগতা প্রকাশ করায় শনিবার দুপুরে তারা আরও ৫/৬ জন সঙ্গে নিয়ে আমার নির্মাণাধীন বাড়ির সামনে পিস্তল ঠেকিয়ে আমাকে বেধড়ক মারধর করে রক্তাক্ত জখম করে। সঙ্গে থাকা ব্রুনাইয়ের ৫ হাজার ডলার ও স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেয়। ১০ লাখ টাকা না দিলে এরপরে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে চলে যায়।

কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ওসি মনিরুল হক ডাবলু বলেন, লিখিত অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে একজন অফিসার পাঠানো হয়েছিল। ওই সময় অভিযুক্তদের পাওয়া যায়নি। তবে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ৩১ মে ২০২৫

মির্জাপুরে অস্ত্রের মুখে চালক-হেলপারকে জিম্মি করে ট্রাক ছিনতাই

৩০ লাখ টাকার পাম অয়েল লুট

■ মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা

ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কের মির্জাপুর এলাকায় একটি পাম অয়েলবাহী ট্রাক ছিনতাই করেছে সংঘবদ্ধ ডাকাতদল। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে উপজেলার নাসির গ্রুপের সামনে সংঘটিত এ ঘটনায় চালক ও হেলপারকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে মারধর করা হয়। পরে ডাকাতরা প্রায় ৩০ লাখ টাকা মূল্যের ৬০ ড্রাম পাম অয়েলসহ ট্রাকটি নিয়ে পালিয়ে যায়।

আহত চালক আলামিন (৪০) নওগাঁ সদর উপজেলার আলাউদ্দিনের ছেলে এবং হেলপার টিটু (২৫) একই এলাকার বাবু মিয়ার ছেলে। এ ঘটনায় মির্জাপুর থানায় মামলা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত ট্রাক ও পাম অয়েল উদ্ধার করা যায়নি। চালক আলামিন জানান, বৃহস্পতিবার রাতে 'আয়াত এন্টারপ্রাইজ'-এর মালিকানাধীন একটি ট্রাকে (ঢাকা মেট্রো-ট-২৪-৪৮২৯) চট্টগ্রাম থেকে বগুড়ার দুপচাঁচিয়ার উদ্দেশ্যে পাম অয়েল পরিবহন করছিলেন। পথে মির্জাপুর উপজেলার নাসির গ্রুপ সংলগ্ন ওভারব্রিজ এলাকায় ৭-৮ জনের একটি ডাকাতদল ট্রাকের গতিরোধ করে। তারা অস্ত্রের মুখে চালক ও হেলপারকে জিম্মি করে মারধর করে এবং ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণে নেয়। এরপর চালক ও হেলপারকে হাত-পা বেঁধে মহাসড়কের পাশে ফেলে রেখে ট্রাকটি নিয়ে পালিয়ে যায়।

ট্রাক মালিক সনি মিয়া জানান, রাতেই চালক ও হেলপার ফোনে তাকে পুরো ঘটনা জানান। তারা জানায়, ডাকাতরা অস্ত্র দেখিয়ে ট্রাক ও তেল লুট করে নিয়ে গেছে। মির্জাপুর থানার সেকেন্ড অফিসার হাবিব বলেন, ট্রাক ও মালিক এখনো থানায় আসেননি। তবে চালক ও হেলপার থানায় এসে বিস্তারিত জানিয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ রাসেদুল ইসলাম বলেন, চালক ও হেলপার বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছেন। ট্রাক ও মাল উদ্ধার করতে একাধিক টিম মাঠে কাজ করছে। উল্লেখ্য, এর আগে গত ২১ মে যমুনা সেতুর পূর্বপ্রান্তে আল ইমরান পরিবহনের একটি বাসে ডাকাতি ও নারী যাত্রীদের শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ১ মে ২০২৫ | ১৮ বৈশাখ ১৪৩২

টঙ্গীতে শ্রমিক বিক্ষোভে জলকামান
গাজীপুরে দুই কারখানা বন্ধ

যুগান্তর প্রতিবেদন, গাজীপুর ও টঙ্গী পূর্ব প্রতিনিধি

বকেয়া বেতনের দাবিতে গাজীপুরের টঙ্গীতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন সিজন্স ড্রেসেস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা। বুধবার সকাল সোয়া ১০টায় শুরু হওয়া বিক্ষোভ ১১টায় শেষ হয়। পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড, কাঁদানে গ্যাস ও জলকামান ব্যবহার করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে। এ সময় মহাসড়কের উভয় পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তবে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

বকেয়া বেতনের দাবি

এছাড়া শ্রমিক বিক্ষোভের মুখে বুধবার গাজীপুরের কোনাবাড়ীর দুই কারখানা এমএম নিটওয়্যার লিমিটেড ও মামুন নিটওয়্যার লিমিটেড অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

জানা গেছে, সিজন্স কারখানার ১ হাজার ৫০০ শ্রমিক মার্চ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবি জানান। তবে কর্তৃপক্ষ বকেয়া বেতন পরিশোধের তারিখ না জানানোয় শ্রমিকরা বিক্ষোভ শুরু করেন। কারখানা শ্রমিক মল্লিকা বলেন, বিশ দিনের বকেয়া বেতন পরিশোধ হয়নি। কারখানার মালিক আমাদের মাসিক বেতন সময়মতো পরিশোধ করেন না। এ বিষয়ে জানতে সিজন্স কারখানার মালিক বাহাউদ্দিন চৌধুরী বাক্কেরের মোবাইলে একাধিকবার কল করা হলেও ধরেননি।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক (টঙ্গী জোন) ইসমাইল হোসেন বলেন, যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে আমরা শ্রমিকদের বোঝানোর চেষ্টা করি। তারা আমাদের অনুরোধ রাখেনি। সেনাবাহিনী সদস্যদের উপস্থিতিতে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এমএম নিটওয়্যারের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মনোয়ার হোসেন জানান, অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানার গার্মেন্ট ডিভিশনের সব সেকশন (শাখা) বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। একটি গুজব ছড়িয়েছে—মালিকপক্ষের লোকজন ছাঁটাইকৃত এক শ্রমিককে মারধর করেছে যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মামুন নিটওয়্যারের সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগ) আরিফুর রহমান স্বাক্ষরিত বন্ধের নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, মঙ্গলবার শ্রমিকরা অবৈধভাবে কাজ বন্ধ করে এবং উচ্ছৃঙ্খলতা করে। এর ফলে কারখানা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ কারণে বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

টঙ্গীতে শ্রমিক ছাঁটাই, গ্রেফতার ৭ : টঙ্গীতে শ্রমিকদের দুপক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় যমুনা অ্যাপারেলস লিমিটেডের ৭৫ শ্রমিককে ছাঁটাই ও শ্রমিকদের নামে মামলা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে কারখানাটির মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা সোলায়মান কবির বাদী হয়ে টঙ্গী পূর্ব থানায় মামলাটি করেন। বুধবার পুলিশ ৭ শ্রমিককে গ্রেফতার করেছে। এ বিষয়ে জানতে কারখানাটির মালিক রাকিব সাজ্জাদের মোবাইলে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি ধরেননি। টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদুল ইসলাম বলেন, গ্রেফতার আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক | রবিবার | ২১ বৈশাখ ১৪৩২, ৪ মে ২০২৫

সৈয়দপুরে বাস-মিনিবাস শ্রমিকদের মানববন্ধন

■ সৈয়দপুর (নীলফামারী) সংবাদদাতা

প্রতিষ্ঠাকালীন থেকে নীলফামারী জেলা বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয় সৈয়দপুরে। সেখান থেকে পুরো জেলার সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা হয়ে আসছে। কিন্তু হঠাৎ করে পরিবহন শ্রমিকের বড় সংগঠন নিয়ে শুরু হয়েছে ষড়যন্ত্র। এবার সংগঠনটির প্রধান কার্যালয় নীলফামারীতে দেখিয়ে সেখানে একটি অবৈধ সাইনবোর্ড টাঙানো হয়েছে। আর এতে ক্ষুব্ধ উঠেছেন পরিবহন শ্রমিকরা এবং গত শুক্রবার বিকালে নীলফামারী জেলা বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয়ের নামে অবৈধ সাইনবোর্ড টাঙানোর প্রতিবাদে এ মানববন্ধন করা হয়।

সংগঠনটির ব্যানারে সৈয়দপুর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের সামনে রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কে ঘণ্টাব্যাপী এ মানববন্ধন চলে। সেখানে সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন নীলফামারী জেলা বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, কার্যকরী সভাপতি দেলোয়ার হোসেন বাবলু, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, যুগ্ম সম্পাদক শ্রমিক নেতা মমতাজ আলী প্রমুখ।

NEW AGE | SATURDAY, MAY 3, 2025

Workplace safety, Tk 30,000 minimum wage demanded

May Day observed

Staff Correspondent

THE country along with the rest of the world observed May Day, also known as International Workers' Day, on Thursday with demands for ensuring worker rights, including right to workplace safety and right to forming and joining trade unions.

This year the theme of the day in the country was 'Sramik-Malik Eak Haye Garbo E Desh Nutan Kore' (Being united, workers and owners will build the country anew).

To observe the day, various labour bodies held rallies, brought out processions and organised discussions to press home their demands, including the national minimum wage of Tk 30,000 and workplace safety.

The day was a public holiday.

May Day marks the 1886 uprising of workers at Hay Market in Chicago in the United States for their rights, including an eight-hour working day.

Several workers were killed in police firing in the incident, for which the day was initially marked as a black day.

Marking the day, chief adviser Professor Muhammad Yunus said at a programme in the capital that the talent and hard work of workers and owners were behind the progress of each sector in the country.

The labour and employment ministry held countrywide various programmes to mark the day.

Bangladesh Nationalist Party's labour front Jatiyatabadi Sramik Dal held a workers' rally in front of its Naya Paltan central office in the capital Dhaka at 2:00pm.

The Jatiya Party held a rally in front of its central office at Kakrail at 3:00pm.

The Communist Party of Bangladesh held a rally in front of its central office at Purana Paltan at 9:00am.

Different trade union workers' bodies held rallies and brought out processions in front of the National Press Club to press home their demands for establishing rights of the workers.

Sramik Karmachari Oikya Parishad, a combine of 16 labour rights bodies held a rally in front of the National Press Club at 11:00am demanding a national minimum wage of Tk 30,000 per month.

The Bangladesh Trade Union Centre held a rally in front of Meherba Plaza in the city at 10:00am.

The Imarat Nirman Sramik Union held a rally in front of its central office on Topkhana Road at 10:00am.

The Socialist Labour Front, Jatiya Mukti Council and Trade Union Federation held separate rallies in front of the National Press Club at 11:00am.

Bangladesh Trade Union Sangha, Bangladesh Naujan Sramik Federation, Bangladesh Hotel Restaurant Sweetmeat Workers Federation, Bangladesh OSK Garments and Textile Workers Federation and Bangladesh Sawmill Workers Federation, held a joint rally at Gulistan in the capital.

Dhaka Metropolitan CNG Drivers Unity Council, Dhaka Garment Manufacturers Workers Association, Dhaka District Printing Workers Union, and Dhaka District Vegetable Exporters Workers Union also participated in the day's events.

Industrial Bangladesh Council brought out a May Day procession from Shram Bhaban in the capital.

Industrial Global Union general secretary Atle Hoye was present at the event, showing international solidarity with the workers in Bangladesh.

Bangladesh Garment Sramik Samhati held a rally at Ashulia at 4:00am presided over by its president Taslima Akhter.

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১৮ বৈশাখ ১৪৩২
Dhaka : Thursday 1 May 2025

কুষ্টিয়ার বিএটিবিতে টানা ৭ দিন শ্রমিকদের অবস্থান কর্মসূচি

জেলা বার্তা পরিবেশক, কুষ্টিয়া

ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশের (বিএটিবি) শ্রমিকরা ২২ দফা দাবি আদায়ে সাতদিন ধরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন। গত বুধবার সকাল থেকে শুরু হওয়া আন্দোলন মঙ্গলবারও চলেছে।

এদিকে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে শ্রম অধিদপ্তরে মামলা দায়ের হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে খুলনা বিভাগীয় শ্রম আদালতে কুষ্টিয়া কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান শ্রম পরিদর্শক মো. ফারজুন ইসলাম বাদি হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ফারজুন ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ লঙ্ঘনের অভিযোগে মামলা হয়েছে। বিএটি কুষ্টিয়া কারখানাকে বিবাদী করা হয়েছে। এর বেশি কিছু বলা সম্ভব না।

২২ দফা দাবির বিষয়ে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক মো. তৌফিকুর রহমান সোমবার বিকেলে তার কার্যালয়ের সভাকক্ষে একটি বৈঠক করেন। বৈঠকে বিএটির ছয়জন কর্মকর্তা ও আন্দোলনরত শ্রমিকদের ছয়জন অংশ নেন। রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে তিন ঘণ্টার বৈঠক অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আন্দোলনরত শ্রমিক আশরাফুর রহমান। তিনি বলেন, শ্রমিকেরা তাদের দাবির বিষয়ে যুক্তি তুলে ধরেন। এমনকি ২০১১ সাল থেকে শুরু আন্দোলনের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে যেসব তদন্ত হয়েছে এবং তা শ্রমিকদের পক্ষে হয়েছে সেগুলোর বিষয়েও কথা হয়। কিন্তু বিএটির কর্মকর্তারা তা মানতে রাজি না। এতে জেলা প্রশাসক একপর্যায়ে রাগান্বিত হয়ে পড়েন। শ্রম আইন মেনে কারখানার চালুর বিষয়ে কথা বলেন। সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে চলে আর্গুমেন্ট।

কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক শেষ হয়। নিরুপায় হয়ে মঙ্গলবার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আন্দোলন আরও জোরদার করা হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা এগারটা থেকে সপ্তম দিনের এত ২২ দফা দাবি আদায়ে শ্রমিকরা শহরের চৌড়হাস মোড় এলাকায় কারখানাটির প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নেন। এ সময় তাদের সঙ্গে অনেক পরিবারের সদস্যরাও অংশ নেন। বেলা বারটায় গিয়ে দেখা যায়, 'শ্রমিকেরা ব্যানার ফেস্টুন প্লাকার্ড হাতে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়ক সংলগ্ন কারখানাটির সামনে দাঁড়িয়ে মানববন্ধন করেন শ্রমিকেরা। প্রচণ্ড রোদের মধ্যে এ সময় শ্রমিকদের স্ত্রী ছোট ছোট সন্তানেরাও দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের হাতে দাবি আদায়ের ব্যানারসহ বিভিন্ন ধরনের ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড ছিল।

তারা 'শ্রম দিলাম, টাকা কই', 'দিয়েছি তো রক্ত, আরও দেব রক্ত'সহ বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দেন। আন্দোলনরত শ্রমিক শামীম উল আলীম বলেন, জেলা প্রশাসকের বৈঠকে আশা করেছিলাম সমাধান হয়ে কারখানা চালু হবে। কিন্তু বিএটির ব্যবস্থাপনা তা মানেনি। শ্রমিকরা বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত দাবি পুরণ না হবে ততক্ষণ আন্দোলন থেকে সরবো না। কারখানা চালু হবে না, হতে দেবো না।' আন্দোলনের অংশ নেয়া পরিবারের সদস্যের একজন বলেন, আমার সন্তান না খেয়ে আছে। আমার স্বামী ও শ্রমিক ভাইদের পাশে আছি। সব দাবি মানতে হবে। তা না হলে ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে রাস্তায় থাকবো। সমাধান না নিয়ে কেউ বাড়ি ফিরবো না। শ্রমিকদের ভাষ্য, বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী, ২০১২ সাল থেকে কোম্পানির পাওনা মুনাফা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, নিয়োগপত্রসহ ২২ দফা দাবি পূরণ করতে হবে।

এ জন্য তারা আন্দোলন করছেন। শ্রমিকেরা সাংবাদিকদের বলেন, বিএটিবির মৌসুমি শ্রমিকেরা তাদের ২২ দফা দাবি আদায়ে অনেক আগে থেকে আন্দোলন করে আসছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ এপ্রিল শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে আইনগত ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু সময় পেরিয়ে গেলেও কোনো পদক্ষেপ নেয়নি প্রতিষ্ঠানটি।

প্রথম আলো • রোববার, ১১ মে ২০২৫,

মিরসরাইয়ে ১৪টি দাবিতে শ্রমিকদের কর্মবিরতি

গতকাল বাংলাদেশ জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবস্থিত মডার্ন সিনটেক্স নামের একটি কারখানায় কাজ বন্ধ রেখে শ্রমিকেরা ফটকে অবস্থান করেন।

প্রতিনিধি, *মিরসরাই, চট্টগ্রাম*

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বাংলাদেশ জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবস্থিত মডার্ন সিনটেক্স নামের একটি কারখানায় চাকরি স্থায়ী করাসহ ১৪ দাবিতে কর্মবিরতি পালন করছেন শ্রমিকেরা। গতকাল শনিবার সকাল ১০টা থেকে কাজ বন্ধ রেখে তাঁরা কারখানার ফটকে অবস্থান করছেন।

শ্রমিকেরা জানান, মডার্ন সিনটেক্স কারখানায় পলিয়েস্টার সুতা ও কাঁচামাল তৈরি করা হয়। প্রতিদিন প্রায় ৪৫০ টন উৎপাদন ক্ষমতার এই কারখানায় দিনে তিন ধাপে অন্তত ১ হাজার ৬০০ শ্রমিক কাজ করেন। শ্রমিকদের যেসব আশ্বাসে কারখানায় যোগ দিতে বলা হয়েছিল, তার অধিকাংশই বাস্তবায়ন হয়নি বলে অভিযোগ শ্রমিকদের। তাই কর্মবিরতি পালন করা হচ্ছে বলে জানান তাঁরা।

আন্দোলনরত শ্রমিকদের প্রতিনিধি পরিচয়ে মোহাম্মদ আরাফাত নামে একজন প্রথম আলোকে বলেন, 'মডার্ন সিনটেক্স কারখানা কর্তৃপক্ষ আমাদের ১২ ঘণ্টা কাজ করিয়ে ৮ ঘণ্টার বেতন দেয়। নির্দিষ্ট সময় পর নিয়োগপত্র দিয়ে চাকরির স্থায়ী করার কথা থাকলেও সেটি তারা করছে না। এটি ছাড়াও আমাদের সর্বনিম্ন বেতন ১৮ হাজার টাকা করা, বন্ধের দিন কাজ করলে ওভারটাইম দেওয়া, দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা করা, সরাসরি কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া, ঈদের সময় কারখানা বন্ধ রাখাসহ ১৪ দাবিতে আমরা কর্মবিরতি পালন করছি। দাবি না মানলে আমাদের কর্মবিরতি ও আন্দোলন চলমান থাকবে'।

জানতে চাইলে মডার্ন সিনটেক্স কারখানার ব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ) ইয়াসির আরাফাত প্রথম আলোকে বলেন, 'সকালে থেকে হঠাৎ করে কারখানার কিছু শ্রমিক কাজ বন্ধ রেখে মূল ফটকে অবস্থান নিয়েছেন। আমরা তাদের কাছে দাবি-দাওয়ার বিষয়ে জানতে চেয়ে আলোচনায় বসে সমাধান করার অনুরোধ করেছি। দুপুর ১২টা পর্যন্ত তারা আমাদের আহ্বানে সাড়া দেননি। শ্রমিকেরা আলোচনায় বসলে তাদের দাবির যুক্তিসংগত দিকগুলো আমলে নেব আমরা।'

বাংলাদেশ জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের শিল্প পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তপন সাহা প্রথম আলোকে বলেন, 'শনিবার সকাল থেকে মডার্ন সিনটেক্স কারখানার শ্রমিকদের একটি অংশ দাবিদাওয়া আদায়ে কারখানা ফটকে অবস্থান নিয়েছেন। কারখানা এলাকায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। আমাদের শিল্প পুলিশের সদস্যরা সেখানে সতর্ক অবস্থানে আছে।'

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
২৩ বৈশাখ ১৪৩২, ৬ মে ২০২৫

সহজ শর্তে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খোলার দাবি

বায়রার সদস্যদের মানববন্ধন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশের স্বার্থে, শ্রমিকের স্বার্থে দ্রুত মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব রিক্রুটিং এজেন্সিসের (বায়রা) সাধারণ সদস্যরা। গতকাল সোমবার রাজধানীর প্রবাসী কল্যাণ ভবনের সামনে বায়রা সাধারণ সদস্যদের ব্যানারে আয়োজিত এক মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান অনুষ্ঠান থেকে এ দাবি জানানো হয়।

সভায় বক্তারা বলেন, সৌদি আরবের পরই মালয়েশিয়া আমাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রমবাজার। সরকারের কাছে আমাদের আবেদন সেখানে স্বল্প খরচ ও সহজ শর্তে যাতে বাংলাদেশি শ্রমিকরা যেতে পারেন। আমরা চাই মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খুলে দেওয়া হোক। কোনো রিক্রুটিং লাইসেন্সের মাধ্যমে কত শ্রমিক গেলো, সেটা আমাদের বিষয় নয়। আমাদের স্বার্থ হলো দেশের শ্রমিক সেখানে যাক, তারা ভালো থাকুক, দেশ উপকৃত হোক ও দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি হোক।'

সভায় বক্তারা আরো বলেন, অন্য ১৩টি সোর্স কান্ট্রি মালয়েশিয়া সরকারের শর্ত মেনে নিয়ে তাদের শ্রমবাজার চালু রাখলেও বাংলাদেশে এক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। ফলে ১২ লাখ বাংলাদেশি কর্মীর যে চাহিদা মালয়েশিয়ায় রয়েছে সেই বাজার বাংলাদেশের হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এতে বাংলাদেশ হারাতে পারে প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স।

বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, একটি চক্র রামরু নামে একটি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে 'এন্টি সিন্ডিকেট' নামে একটি প্ল্যাটফরম তৈরি করে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা শ্রমবাজার খোলার জন্য সরকারের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার মিশন নিয়ে নেমেছে বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে।

মানববন্ধন স্মারকলিপি প্রধান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, আল সুগু ওভারসীসের স্বত্বাধিকারী ফরিদ আহমেদ মজুমদার, পূরবী ইন্টারন্যাশনালের মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, আর্থ স্মার্ট বাংলাদেশের মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, ইএমএস ইন্টারন্যাশনালের এ এম এস সাগর, তাসনিম ওভারসীসের মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন ভূঁইয়া, আল আকাবা অ্যাসোসিয়েটরের মোহাম্মদ আতিকুর রহমান বিশ্বাস, আল গিফারীর সাগর মাহমুদ, স্কাইল্যান্ড রিক্রুটিংয়ের মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আরমান এয়ার ইন্টারন্যাশনালের অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ সাজ্জাম হোসেন, ফ্রিডম ওভারসীসের কফিল উদ্দিন মজুমদার, এসএফ গ্লোবালের হাওলাদার ফোরকান উদ্দিন ও দুবাই প্রবাসী ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আলাউদ্দিন। মানববন্ধনে ব্যানার, ফেস্টুন, প্লাকার্ডসহ কয়েক শ ব্যবসায়ী অংশ নেন।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২০ বৈশাখ ১৪৩
Dhaka : Saturday 3 May 2025

কুষ্টিয়ায় বিএটিবির শ্রমিকরা লাগাতার রাজপথে

জেলা বার্তা পরিবেশক, কুষ্টিয়া

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের দিন হিসেবে বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়ে এ দিবস পালিত হয়ে আসছে। নিপীড়িত, নির্যাতিত ও অসহায় শ্রমিকরা মে দিবসে দিনটিকে তাদের মুক্তির হিসেবে মনে করলেও তারা তাদের অসহায়ত্ব ও বৈষম্য থেকে কখনোই বেরিয়ে আসতে পারেনি। তেমনই গত বৃহস্পতিবার এই দিনেও ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশের শ্রমিকেরা তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য কুষ্টিয়া চৌড়হাস লীফ ফ্যাক্টরির প্রধান ফটকের সামনে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়কে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে।

অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া শ্রমিকরা বলেন, মহান মে দিবস আমাদের মতো নির্যাতিত নিপীড়িত এবং অবহেলিত শ্রমিকদের জন্য আজকের এই দিনটি ধার্য করা হয়েছে, যাতে করে আমরা আমাদের অধিকার ফিরে পাই এবং বৈষম্য থেকে বেরিয়ে এসে মহান মে দিবসের সুফল আমরা ভোগ করতে পারি, কিন্তু আমরা যেখানে কর্ম করি সেই প্রতিষ্ঠান বিএটিবি আমাদের ন্যায্য দাবি থেকে বঞ্চিত করেছে সেই ২০১২ সাল থেকে, এমনকি ২০২৩ সালে আমাদের ৫ ভাইকে বিনা কারণে চাকরি থেকে বাদ দিয়েছে, ২০২৪ সালে আরও ১১ জনকে এভাবেই বাদ দিয়েছে, কথায় কথায় যেকোনো কারণে আমাদের যে কাউকে যেকোনো সময় চাকরি থেকে বাদ দিতে দ্বিধা করে না তারা। মহান দিনটিতে আমরা আমাদের ন্যায্য দাবি ২২ দফা আদায়ের লক্ষ্যে ফ্যাক্টরির সামনে রাস্তায় অবস্থান নিয়েছি, তারা বলেন আমরা এখানে ১৪৬ জন শ্রমিক রয়েছি আমাদের বেতন নাই চাকরি নাই, আমরা এক একজন ৫ থেকে ৭ লক্ষ টাকা ঋণী রয়েছে কোম্পানি আমাদের খোঁজ রাখেনা।

অবস্থান কর্মসূচিতে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে বলা হয়, বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী ২০১২ সাল থেকে কোম্পানির পাওনা মুনাফা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি, এক নিয়োগপত্র, আইন বহির্ভূত বাইরে রাখা শ্রমিকদের চাকুরীতে পুনর্বহালসহ ২২দফা দাবি পুরোনের জন্য অবস্থান কর্মসূচি পালন করে চলেছি। শ্রমিকরা বলেন, আমাদের এই দাবী সম্পন্ন যুক্তিগত এবং সরকার আমাদের এই দাবি পূরণের জন্য ২২ দফা দাবির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের পর গত ১৭ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে শ্রমিকদের দাবি দাওয়াসমূহ ৩ কর্মদিবসের (২২ এপ্রিল) মধ্যে আইনগত ব্যবস্থা নিতে নিলুফা ইয়াসমিন উপসচিব স্বাক্ষরিত একটি চিঠিতে প্লান্ট ম্যানেজার, জি.এল.টি প্লান্ট বরাবর নির্দেশ প্রদান করা হয়।

কিন্তু সরকারের সেই নির্দেশনাও এই কোম্পানির কর্মকর্তারা কর্ণপাত করেনি। তবে অবস্থানরত শ্রমিকরা বলেন আমাদের ২২ দফা দাবি সম্পূর্ণ যৌক্তিক, সে কারণেই সরকার আমাদের দাবি মেনে নিতে কোম্পানির কর্মকর্তাদের নোটিশ জারি করেছেন, তাই আমাদের দাবি না মানা পর্যন্ত আমরা অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাবো।

জানা গেছে, ২২ দফা দাবি আদায়ে এপ্রিল ২০২৫ এর ২৩ তারিখ বুধবার সকাল ৬টা থেকে শ্রমিকরা ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশের কুষ্টিয়া চৌড়হাস লীফ ফ্যাক্টরির প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে করে আসছে বিএটিবির মৌসুমী শ্রমিকরা।

শ্রম আইন লঙ্ঘন করে মৌসুমী শ্রমিকদের বাদ রেখে ঠিকাদারি শ্রমিক নিয়ে ২৪ এপ্রিল এবারের ২০২৫ সালের মৌসুম শুরুর উদ্যোগ নিয়েছিল ফ্যাক্টরিটি, কিন্তু শ্রমিকদের কঠোর অবস্থান কর্মসূচি পালনের কারণে মৌসুমের কার্যক্রম শুরু করতে পারেনি বিএটিবি কর্তৃপক্ষ।

প্রসঙ্গত, সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে বহুজাতিক তামাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কুষ্টিয়া ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো লীফ ফ্যাক্টরি ২০০৬ সালের শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে খুলনা বিভাগীয় শ্রম আদালতে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশের ঊর্ধ্বতন ৪ কর্মকর্তার নামে মামলা দায়ের করেছে কুষ্টিয়ার কলকারখানা অধিদপ্তর।

যুগান্তর
শনিবার ৩১ মে ২০২৫
১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

চাকরিতে বহালের দাবি

মহাখালীতে বিএটি শ্রমিকদের বিক্ষোভ

যুগান্তর প্রতিবেদন

বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ ও চাকরিতে বহালের দাবিতে রাজধানীর মহাখালীতে বিক্ষোভ করেছেন ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটি) বাংলাদেশের শ্রমিক ও কর্মকর্তারা। শুক্রবার সকাল থেকে মহাখালীর ডিওএইচএস এলাকার ফ্যাক্টরি ও পাশের সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তারা। বিক্ষোভকারীরা বলছেন, আদালতের আদেশে এই ফ্যাক্টরি সরিয়ে সাভারে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এজন্য চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের না জানিয়েই হঠাৎ ফ্যাক্টরি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বেতন ও অন্যান্য পাওনা বুঝিয়ে দেওয়ার দাবি জানালেও তারা কোনো সাড়া দেননি। অন্যদিকে স্থায়ী কর্মীদের সাভারে বহাল রাখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় এই প্রতিবেদন লেখার সময় ফ্যাক্টরি এলাকায় অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছিলেন বঞ্চিত অন্তত ১ হাজার শ্রমিক। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শিপন আহমেদ বলেন, আমাদের কাউকে কিছু না জানিয়েই ফ্যাক্টরি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সকাল থেকে এখানে অবস্থান করছি। এখনো আমাদের দাবির বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। যাবতীয় পাওনা পরিশোধ ও চাকরিতে বহাল রাখার দাবি না মানা পর্যন্ত আমাদের অবস্থান কর্মসূচি চলবে।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সঙ্গে লিজ চুক্তি নবায়নের আপিল সুপ্রিমকোর্টে খারিজ হয়ে যাওয়ার পর মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার প্রধান কার্যালয় ও কারখানার জায়গা খালি করছে বহুজাতিক সিগারেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটি।

পরিবেশবাদীরা পরিবেশ দূষণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বহুবার মহাখালী থেকে এই কারখানা সরানোর দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন। বর্তমানে বিএটি বাংলাদেশের তিনটি কারখানা রয়েছে মহাখালী, সাভার ও মানিকগঞ্জে। এছাড়া কুষ্টিয়ায় একটি পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা রয়েছে।

সোমবার, মে ৫, ২০২৫ ■ বৈশাখ ২২, ১৪৩২ বণিক বার্তা

২০ সপ্তাহের মজুরি বকেয়া

সিলেটে চা শ্রমিকদের বিক্ষোভ সড়ক অবরোধ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ সিলেট

বেতন-ভাতার দাবিতে বিক্ষোভ করছেন সিলেটের তিনটি চা বাগান শ্রমিকরা। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী গতকাল বেলা ১টার দিকে তারা সিলেট-বিমানবন্দর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। অবশ্য বেলা ৩টায় স্থানীয় প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন তারা। তবে বাগানের অভ্যন্তরে কর্মসূচি পালন করছেন। দুপুর থেকে শুরু হওয়া অবরোধের ফলে বিমানবন্দর সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এ সময় পুলিশ ও সেনাবাহিনী পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করে।

শ্রমিকরা বলছেন, ২০ সপ্তাহ ধরে বেতন পাচ্ছেন না তারা। প্রায় ২ হাজার ৫০০ শ্রমিক ও তাদের পরিবার মানবেতর জীবনযাপন করছে। বাধ্য হয়ে তারা আন্দোলনে নেমেছেন।

সিলেটের বুরজান চা কোম্পানির অধীনে তিনটি চা বাগান রয়েছে। বুরজান, ছড়াগাঙ, কালাগুল ও বুরজান কারখানার শ্রমিকদের ২০ সপ্তাহের বেতন বকেয়া। ১ মে বকেয়া বেতন প্রদান ও চা বাগান খুলে দেয়ার দাবিতে নগরীর লাক্কাতুরা এলাকা থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন শ্রমিকরা। পরে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে ২ ঘণ্টাব্যাপী বিক্ষোভ করেন চা শ্রমিকরা। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাধারণ) মো. আনোয়ার উজ জামানের আশ্বাসে তারা সে সময়ে স্থান ত্যাগ করেন।

চা শ্রমিক নেতা অজিত রায় বলেন, 'পাঁচ মাস ধরে বেতন ও রেশন বন্ধ রয়েছে। আমাদের একটাই কথা, সমস্যার সমাধান করতে হবে। অন্যথায় আমরা রাস্তা ছাড়ব না। কর্তৃপক্ষ আমাদের রাস্তায় নামতে বাধ্য করেছে। আমরা বিভিন্ন সময়ে জানিয়ে আসছি সমস্যাগুলো সমাধানের বিষয়ে। এ ব্যাপারে কারো কোনো পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। বকেয়া পরিশোধের আশ্বাস আমাদের লিখিতভাবে না দিলে আন্দোলন চালিয়ে যাব।'

সিলেট সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খোশনূর রুবাইয়াৎ বলেন, 'আমরা শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বকেয়া বেতনসহ যে সমস্যাগুলো রয়েছে তা দ্রুত সমাধানের জন্য আমরা কাজ করছি।' লিখিত আকারে প্রশাসনের পক্ষ থেকে চিঠি দাবির বিষয়ে তিনি বলেন, 'শ্রমিকরা অনেক দিন ধৈর্য ধারণ করেছেন। তাদের চাহিদা অনুযায়ী আমরা লিখিতভাবে জানাব যে কবে আমরা এ সমস্যা সমাধান করতে পারব।'

দেশ রূপান্তর সোমবার, ৫ মে ২০২৫,

পাঁচ মাসের বেতন ও রেশনসহ ১১ দফা দাবিতে গতকাল সড়ক অবরোধ করেন চা শ্রমিকরা ■ দেশ রূপান্তর

বেতনবঞ্চিত ২৫০০ চা শ্রমিকের প্রতিবাদ শুনছে না কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট

সিলেটে প্রায় আড়াই হাজার চা শ্রমিক পাঁচ মাস ধরে বেতনবঞ্চিত। এজন্য তারা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। বকেয়া বেতন ও রেশন প্রদানসহ ১১ দফা দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন সিলেটের বুরজান চা কোম্পানির তিনটি বাগান ও একটি কারখানার অন্তত ২ হাজার ৫০০ শ্রমিক। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ বারবার শুধু আশ্বাসই দিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় গতকাল রবিবার দুপুরে বুরজান, ছড়াগাঙ, কালাগুল চা বাগান ও বুরজান চা কারখানার শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। সিলেট-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের লাক্কাতুরা চা বাগান এলাকায় তারা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। বেলা ৩টার দিকে প্রশাসনের আশ্বাসে শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করে মালনিছড়া বাগানের ভেতরে গিয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন।

চা শ্রমিকরা জানান, দাবি আদায়ে গতকাল দুপুর ১২টার দিকে দিকে চা শ্রমিকরা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে মালনিছড়া চা-বাগানের কালীমন্দির এলাকায় জড়ো হন। পরে তারা মিছিল সহকারে আম্বরখানা-বিমানবন্দর সড়কের

১১ দফা দাবিতে সড়ক অবরোধ

লাক্কাতুরা চা বাগান এলাকায় সড়ক অবরোধ করেন। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী, পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সেখানে যান। চা শ্রমিকরা তখন তাদের দাবি জানিয়ে মিছিল-স্লোগান দিতে থাকেন। দীর্ঘ সময় সড়ক অবরোধের কারণে বিমানবন্দর সড়কে শত শত গাড়ি আটকা পড়ে। যাত্রীরা পড়েন বিপাকে। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে বেলা ৩টার দিকে অবরোধ থেকে সরে দাঁড়ান শ্রমিকরা।

চা শ্রমিকরা জানান, পাঁচ মাস ধরে শ্রমিকরা বেতন, রেশন, চিকিৎসা ও আবাসনসহ অন্য সুবিধা পাচ্ছেন না। ফলে চা শ্রমিকরা খেয়ে না খেয়ে দিন পার করছেন। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ বারবার আশ্বাস দেওয়ার পরও বকেয়া পরিশোধ করা হচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে তারা সড়ক অবরোধ করেছেন।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সিলেট ভ্যালির সভাপতি রাজু গোয়ালা বলেন, 'বর্তমানে বাগান থেকে চা পাতা তোলার সময়। এ সময়ে চা পাতা ওঠানো না গেলে বাগানের উৎপাদনে বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। চা শ্রমিকরা বেতন বন্ধ থাকায় খেয়ে না খেয়ে দিন পার করছেন। শ্রমিকরা আর কত অপেক্ষা করবে। পাঁচ মাস ধরে বেতন ও রেশন বন্ধ। দ্রুত এ সমস্যার সমাধান প্রয়োজন।' তিনি বলেন, 'শ্রমিকদের মজুরি দিয়ে দয়া করে চা শিল্পটাকে বাঁচান। চা শ্রমিকদের যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। তারা এ কাজ করে কোনোমতে জীবন পার করছেন।'

সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, 'চা শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করায় যানজট সৃষ্টি হয়েছিল। অবরোধ তুলে নেওয়ার কিছু সময় পর সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।'

এদিকে সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে সিলেট সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খোশনুর রুবাইয়াৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে শ্রমিকদের দাবি মানার আশ্বাস দিয়ে জনদুর্ভোগ লাঘবে সড়ক অবরোধ তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানান। পরে শ্রমিকরা সড়ক থেকে সরে বাগানের ভেতরে গিয়ে অবস্থান নেন। এ ব্যাপারে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খোশনুর রুবাইয়াৎ বলেন, 'আমরা সমস্যা সমাধানে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করছি দ্রুতই সমস্যার সমাধান হবে।'

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। সোমবার। ১২ মে ২০২৫

গাজীপুরে ৩ পোশাক কারখানায় বিক্ষোভ একটি বন্ধ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ▷

গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুর ও তিনসড়ক এলাকায় গতকাল রবিবার সকালে পৃথক দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন তিনটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। এর মধ্যে একটি কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। পুলিশ ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কাজের দর বৃদ্ধি, এক কর্মকর্তার অপসারণসহ বেশ কয়েকটি দাবিতে কয়েক দিন ধরে কারখানার ভেতরে আন্দোলন করে আসছিলেন কাশিমপুরের সুরাবাড়ি এলাকার মার্ক সোয়েটারের শ্রমিকরা। গতকাল সকালে তাঁরা গেটে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধের নোটিশ দেখতে পান। নোটিশ দেখে তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এ ঘটনার পর থেকে কারখানা এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। কারখানা বন্ধের নোটিশে বলা হয়েছে, চলমান বেআইনি ধর্মঘট ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী ১১ মে থেকে কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য ঘোষণা করা হলো। নিরাপত্তা প্রহরী এবং প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা এই নোটিশের আওতামুক্ত থাকবেন। খোলার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হলে নোটিশের মাধ্যমে কারখানা খোলার তারিখ জানিয়ে দেওয়া হবে। কারখানার শ্রমিকরা জানান, কাজের দর বৃদ্ধির জন্য তাঁরা কয়েক দিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছিলেন।

NEW AGE MONDAY, MAY 5, 2025,

Tea garden workers block road for arrears, allowances

Zaman Monir · Sylhet

WORKERS of three tea gardens in Sylhet on Sunday blocked the Sylhet Airport road demanding their wage arrears and allowances.

About 2,600 workers of Burjan, Kalagul, Chharagang tea gardens under Burjan Tea Company started to gather in the Malnichara area in the city since morning, leaders of the tea workers' organisations said.

They blocked the Sylhet Airport road there at around noon to force the authorities to meet their demands that also included taking steps to run the tea gardens under the government management after the cancellation of the agreement signed with the private-run company, they said.

Huge traffic congestion was created at both ends of the road as hundreds of vehicles were stranded following the road blockade.

The agitating tea garden workers alleged that they were passing their days with a serious hardship since their wages and food allowances remained suspended for more than 20 weeks.

'We can't afford to provide our children with meals regularly,' Saru Munda, a worker of the Kalagul Tea Garden, said.

A female worker, Champa Bauri of Burjan Tea Garden, told New Age that they had been staging demonstrations demanding payment of their wage arrears and food allowances as well as to regularise their weekly wages for more than three months.

'Despite making repeated promises of meeting our demands, the tea garden owners did not pay us our wages of a single week forcing us to take to the streets,' she claimed.

At the protest, the workers placed their 11-point demand, including recognition of the tea garden workers' ownership on the land they have been living generation after generation, the agitating tea workers said.

Then a team of the Sylhet Biman Bandar police and a patrol team of the army reached the spot at around 2:00pm and tried to persuade the workers to withdraw their blockade.

Later, the tea workers withdrew their blockade at around 3:00pm after the local administration assured them of meeting their demands.

Raju Goala, president of Sylhet Valley unit of Bangladesh Tea Worker Union, told New Age that a 10-member team of the tea garden workers had met with the Sadar upazila nirbahi officer in the afternoon and submitted a memorandum with their demands.

'We have withdrawn our blockade after the UNO has assured us of meeting our demands,' he said.

Contacted, UNO Khushnur Rubaiyat said that steps would be taken to pay the wage arrears and allowances of the workers through discussion with the garden owners.

NEW AGE THURSDAY, MAY 8, 2025,

Sylhet tea garden workers to resume work tomorrow

Staff Correspondent · Sylhet

WORKERS of three tea gardens and a factory under Burjan Tea Estate in Sylhet on Wednesday agreed to join work on Friday after receiving assurances from the authorities that their wage arrears and allowances would be paid.

Sylhet deputy commissioner Mohammed Sher Mahmud Murad told journalists that before resuming work, the workers would be paid one week's wage and food allowance out of the 20 weeks' wage arrears on Thursday.

The workers' leaders also assured the authorities of joining work on Friday morning if they were paid the wage arrears and allowances.

The deputy commissioner said that the decisions were taken at a meeting between the protesting workers' representatives and Bangladesh Tea Board chair Major General Sheikh Md Sarwar Hossain held at the office of the district administration in the morning.

'Bangladesh Tea Board chairman came in Sylhet only to resolve the tea workers' issues,' he added.

Sylhet Sadar upazila nirbahi officer Khoshnur Rubaiyat told reporters at noon that the Tea Board chair assured them of taking effective steps to meet the demands.

She said that a decision to pay the garden workers' one week' due wage for the time being was taken at the meeting.

'At present, the tea companies and Bangladesh Tea Board will pay Tk 10 lakh,' the UNO said, adding that remaining wage arrears and food allowances would also be paid gradually.

Emerging from the meeting, Burjan Tea Garden workers' leader Sohag Chhatri told journalists that it was possible now to reach a solution.

'We are expecting that all workers of Burjan, Kalagul, and Chharagang tea gardens and Burjan Tea Estate Factory will join work on Friday,' he said.

Earlier on Sunday, around 2,600 workers of the three tea gardens and a tea processing factory of the Burjan Tea Estate blocked Sylhet Airport road at Malnichhara Tea Garden area in the city to press home their 11-point demand including payment of their wages and allowances pending for more than 20 weeks.

Later in that afternoon, the protesting tea garden workers withdrew the road blockade after the local administration assured them of taking steps to meet their demands.

প্রথম আলো • সোমবার, ১২ মে ২০২৫,

স্টাইল ক্রাফট লিমিটেড ও ইয়ং ওয়াঙ্গ বিডি লিমিটেডের ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের বিক্ষোভ। গতকাল গাজীপুরের লক্ষ্মীপুরা তিনসড়ক এলাকায়। প্রথম আলো

বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

গাজীপুর

স্টাইল ক্রাফট লিমিটেড ও ইয়ং ওয়াঙ্গ বিডি লিমিটেডের ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকেরা বকেয়া বেতন ও ভাতার দাবিতে বিক্ষোভ করেন।

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

গাজীপুরের স্টাইল ক্রাফট লিমিটেড ও ইয়ং ওয়াঙ্গ বিডি লিমিটেডের ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকেরা বকেয়া বেতন ও ভাতার দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন। গতকাল রোববার সকালে মহানগরীর তিন সড়ক এলাকায় তাঁরা বিক্ষোভ করেন। একপর্যায়ে তাঁরা মেট্রোপলিটন পুলিশ কার্যালয়ের সামনেও অবস্থান নেন।

শ্রমিক ও শিল্প-পুলিশের সূত্রে জানা গেছে, আগে স্টাইল ক্রাফট ও ইয়ং ওয়াঙ্গ বিডি লিমিটেডে ৮ থেকে ১০ হাজার শ্রমিক কাজ করতেন। তবে করোনা ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে ক্রয়াদেশ কমে যাওয়ায় এবং ব্যাংকিং এলসির জটিলতা ও ঋণের চাপে সময়মতো বেতন পরিশোধ করতে পারেনি কারখানা কর্তৃপক্ষ। এতে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়। ২০২৩ সালে কয়েক দফা শ্রমিক আন্দোলনের পর কর্তৃপক্ষ বিপুলসংখ্যক শ্রমিক ছাঁটাই করে। অনেককে পাওনা পরিশোধ করলেও এখনো প্রায় দেড় হাজার শ্রমিক তাঁদের বকেয়া বেতন ও অন্যান্য পাওনা পাননি। এসব শ্রমিক বিভিন্ন সময় আন্দোলন করে আসছেন। তাঁরা মালিকের গুলশানের বাসার সামনেও বিক্ষোভ করেছেন।

গতকাল সকালে শ্রমিকেরা আবারও কারখানার সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে পুলিশ তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। এরপর আন্দোলনকারীরা মেট্রোপলিটন পুলিশ কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন।

> অনেকের পাওনা পরিশোধ করা হলেও আন্দোলনকারীদের বকেয়া বেতন ও পাওনা এখনো দেওয়া হয়নি।
>
> **এ কে এম জহিরুল ইসলাম**, পুলিশ সুপার, গাজীপুর শিল্পাঞ্চল

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শ্রমিক হাসি আক্তার বলেন, 'আমার ১৪ মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। ছুটিসহ অন্যান্য পাওনাও দিচ্ছে না। অনেক দিন ধরে আন্দোলন করছি, তবু মালিকপক্ষ টাকা দিচ্ছে না।'

শ্রমিক রুমা আক্তার বলেন, 'আমার ১৪ মাসের বেতন বকেয়া আছে। এ ছাড়া ছুটিসহ বিভিন্ন পাওনা এখনো পরিশোধ করছে না। দীর্ঘদিন ধরে আমরা আন্দোলন করে আসছি। তবু কারখানার মালিক আমাদের টাকা দিচ্ছে না।'

শ্রমিক রুমা আক্তার বলেন, 'আমরা কাজ করেছি, সেই টাকা চাচ্ছি। এটা পাওয়ার অধিকার আমাদের আছে। টাকা না দিলে আন্দোলন চালিয়ে যাব।'

এ বিষয়ে স্টাইল ক্রাফট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সামস আলমাসের মুঠোফোনে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। কারখানার ব্যবস্থাপক মো. সুজাউদ্দিন ফোন ধরলেও সাংবাদিক পরিচয় জানার পর কেটে দেন।

গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের পুলিশ সুপার এ কে এম জহিরুল ইসলাম বলেন, যাঁরা আন্দোলন করছেন, তাঁরা একসময় ওই দুই কারখানার শ্রমিক ছিলেন। অনেকের পাওনা পরিশোধ করা হলেও আন্দোলনকারীদের বকেয়া বেতন ও পাওনা এখনো দেওয়া হয়নি। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

কারখানা বন্ধ ঘোষণা

কাশিমপুরের সুরাবাড়ি এলাকার মার্ক সোয়েটার লিমিটেডের কারখানা রয়েছে। বকেয়া বেতন, কাজের দরবৃদ্ধিসহ কিছু দাবি নিয়ে কারখানার শ্রমিকেরা আন্দোলনে নেমেছেন। শ্রমিকেরা সকালে কারখানা গেটে গিয়ে অনির্দিষ্টকালের বন্ধের নোটিশ দেখতে পান। ওই নোটিশ দেখে শ্রমিকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। ওই কারখানা এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন রয়েছে।

কারখানার গেটে টাঙানো নোটিশে বলা হয়েছে, চলমান বেআইনি ধর্মঘট ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী ১১ মে থেকে কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হলো। নিরাপত্তা প্রহরী ও প্রশাসনিক কর্মীরা এই সিদ্ধান্তের আওতামুক্ত থাকবেন। পরিবেশ অনুকূলে এলে আবার নোটিশ দিয়ে খোলার তারিখ জানানো হবে।

কাশিমপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, শ্রমিকেরা কাজের দরবৃদ্ধি, এক কর্মকর্তার অপসারণসহ কিছু দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এ কারণে কর্তৃপক্ষ কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। সকালে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেন। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। কারখানার আশপাশে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

NEW AGE WEDNESDAY, MAY 7, 2025,

Workers block highway as colleague killed in road accident

Our Correspondent · Gazipur

READYMADE garment workers blocked the Dhaka-Mymensingh highway for about three hours protesting at the death of a female worker in a road accident in Gazipur on Tuesday.

The deceased worker is Champa Akter, 18, who joined Interloop BD Limited Garment on Gacha Hariken road on May 4 as an assistant.

Champa, hailed from Hararkandi village of the Netrakona district, was hit by a truck while crossing the BRT lane on the Dhaka-Mymensingh Highway on her way to work at about 8:00am.

After news of her death spread, her colleagues along with workers from other garment factories blocked both sides of the highway by setting tyres on fire and began protesting.

The blockade caused long traffic congestion on the road.

The agitated workers also shattered glass of several vehicles during the protest.

Later, several garment factories were declared closed to prevent any untoward incidents.

Ali Mohammad Rashed, officer-in-charge of the Gacha police station under the Gazipur Metropolitan Police, said that with the help of the army and the administration the workers were persuaded to clear the road at about 11:00am.

The body has been recovered and legal action in this regard is under way, the OC added.

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
Dhaka : Friday 16 May 2025

৪ দফা দাবিতে বিড়ি শ্রমিকদের মানববন্ধন ও বিক্ষোভ রংপুরে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, রংপুর

বিড়ি শিল্পের ওপর থেকে শুল্ক ও অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহারসহ চার দফা দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে বিড়ি শ্রমিকরা।

বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের উদ্যোগে গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় রংপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন তারা।

মানববন্ধন শেষে রংপুর জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর চার দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করেন শ্রমিকরা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বিড়ি একটি দেশীয় শ্রমিক নির্ভর শিল্প। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিড়িতে কোনো শুল্ক ছিল না এবং বিড়ি একটি কুটির শিল্প হিসেবে পরিচিত ছিল। বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের কয়েক লাখ সুবিধা বঞ্চিত শ্রমিক বিড়ি কারখানায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার এই শিল্পকে ধ্বংস করতে বিদেশি সিগারেট কোম্পানিগুলোকে নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে। ফলে প্রকৃত রাজস্ব প্রদানকারী বিড়ি মালিকরা অসংখ্য কারখানা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। সুতরাং বিড়ি শিল্প রক্ষার্থে আগামী বাজেটে বিড়ি শিল্পের ওপর শুল্ক প্রত্যাহার এবং বৈষম্যমূলক অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহার করতে হবে।

রোববার, মে ১৮, ২০২৫ ■ জ্যৈষ্ঠ ৪, ১৪৩২ বণিক বার্তা

টঙ্গীতে বকেয়া বেতন দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ মহাসড়ক অবরোধ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

বকেয়া বেতন দাবিতে গাজীপুরের টঙ্গীতে বিক্ষোভ করেছেন একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল সকাল ৯টায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তারা। এ সময় মহাসড়ক অবরোধ করে রাখায় যাত্রীদের ভোগান্তিতে পড়তে হয়।

শিল্প পুলিশ জানায়, টঙ্গীর হোসেন মার্কেট এলাকার লেদু মোল্লা রোডে অবস্থিত বিএইচআইএস অ্যাপারেলস লিমিটেডের শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে কর্মবিরতি শুরু করেন। পরে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে তারা কারখানার সামনে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে অবরোধ শুরু করেন। এতে দুই পাশে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং অফিসগামী যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েন। খবর পেয়ে শিল্প পুলিশ ও গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এ সময় তাদের বেতন আদায়ে সহযোগিতার আশ্বাস দেয়া হয়। আশ্বাস পেয়ে সকাল ১০টার দিকে শ্রমিকরা সড়ক থেকে সরে গেলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের টঙ্গী জোনের পরিদর্শক ইসমাইল হোসেন বলেন, 'শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দিলে সকাল সোয়া ১০টা থেকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। শ্রমিক আন্দোলনের কারণে প্রায় ১ ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ ছিল।'

টঙ্গী পূর্ব থানার ওসি ফরিদুল ইসলাম বলেন, 'শ্রমিকদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে। আমরা মালিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি। যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। শ্রমিকরা কারখানার আশপাশে অবস্থান করছেন।'

শ্রমিকরা বলছেন, টঙ্গীর হোসেন মার্কেট এলাকার এইচআইএস অ্যাপারেলস লিমিটেডে প্রায় ১৩০০ শ্রমিক কাজ করেন। তাদের এপ্রিলের বেতন এখনো বকেয়া রয়েছে। কারখানা কর্তৃপক্ষ বারবার বকেয়া বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলেও বাস্তবায়ন করেনি। এর আগেও বেশ কয়েকবার শ্রমিকরা বকেয়া বেতন দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন।

বিক্ষোভে অংশ নেয়া শ্রমিক নাহিদা আক্তার বলেন, 'আমরা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা কাজ করি, অথচ মাস শেষে বেতনের জন্য রাস্তায় নামতে হয়। এটা কতটা অপমানজনক, সেটা মালিকপক্ষ বোঝে না।'

আরেক শ্রমিক সবুজ মিয়া বলেন, 'বেতন না পেলে বাসা ভাড়া, বাজারের বাকি, সন্তানদের খরচ কিছুই মেটানো যায় না। তাই বাধ্য হয়েই আমরা রাস্তায় নেমেছি।'

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ১৬ মে ২০২৫

বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে অটোরিকশা বন্ধের প্রতিবাদে গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন —ইত্তেফাক

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ১২ মে ২০২৫

শ্রমিক বিক্ষোভের জেরে কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর নগরীর কাশিমপুরে শ্রমিক আন্দোলনের জের ধরে একটি পোশাক কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বন্ধ ঘোষণা করে কারখানা গেটে নোটিস ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে গতকাল রবিবার সকালে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন।

কারখানার শ্রমিক ও পুলিশ জানায়, বকেয়া বেতন ও কাজের দর বৃদ্ধিসহ বেশ কিছু দাবি নিয়ে কাশিমপুরের সুরাবাড়ি এলাকার মার্ক সোয়েটার লিমিটেড নামের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ করে আসছিলেন। সকালে কারখানা গেটে গিয়ে অনির্দিষ্টকালের বন্ধের নোটিস দেখতে পান। এতে শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। ওই কারখানা এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন রয়েছে।

নোটিসে লেখা রয়েছে, 'মার্কা সোয়েটার লিমিটেড কারখানার সব কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, চলমান বেআইনি ধর্মঘট এবং অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশ শ্রম আইনে ধারা-১০ (১) অনুযায়ী ১১ মে রবিবার থেকে কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হলো।'

কাশিমপুর থানার ওসি মো. মনিরুজ্জামান বলেন, 'কাজের রেট, এক কর্মকর্তার অপসারণসহ বেশ কিছু দাবিতে কয়েক দিন ধরেই শ্রমিকরা আন্দোলন করছিলেন। যার কারণে কর্তৃপক্ষ কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। এ কারণে শ্রমিকরা সকালে কারখানার সামনে বিক্ষোভ করেন। তবে পরিবেশ শান্ত রয়েছে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২০ মে ২০২৫
৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

বেতন বৃদ্ধির দাবি

কালিয়াকৈরে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালিয়াকৈরের মৌচাক ইউনিয়নের পূর্ব মৌচাক এলাকায় একটি পোশাক তৈরি কারখানার ঈদের ছুটি বৃদ্ধি ও কয়েক কর্মকর্তার পদত্যাগের দাবিতে সোমবার বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা। পরে পুলিশ ও যৌথবাহিনীর সদস্যরা ধাওয়া করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। এদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে কর্তৃপক্ষ কারখানা দুদিনের সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। জানা যায়, উপজেলার পূর্ব মৌচাক এলাকার জালো নিটিং লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা ঈদের ছুটি ১২ দিন এবং কয়েকজন কর্মকর্তার পদত্যাগের দাবিতে গত রোববার সকাল থেকে বিক্ষোভ শুরু করেন। ওইদিন শ্রমিকরা কিছু সময় আন্দোলন করে ফিরে যান। সোমবার সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে গিয়ে দেখেন কারখানার সামনে বন্ধের নোটিশ টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারখানা বন্ধের ওই নোটিশ দেখে শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে উঠেন। পরে সকাল ৮টা থেকে শ্রমিকরা মৌচাক-ফুলবাড়িয়া আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন।

ইত্তেফাক
বুধবার
৩১ বৈশাখ ১৪৩২, ১৪ মে ২০২৫

সাভারে বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারে যথাসময়ে বেতন পরিশোধের দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে শ্রমিকরা মহাসড়ক থেকে শাখা সড়কে অবস্থান নেন।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১টা থেকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের রাজাশন এলাকা অবরোধ করে এই বিক্ষোভ করেন আজিম গ্রুপের গ্লোবাল আউটার ওয়্যার লিমিটেড নামক তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা।

শ্রমিকরা জানান, এপ্রিল মাসের বেতন প্রদানের জন্য প্রথমে মে মাসের ১২ তারিখ নির্ধারণ করে কারখানা কর্তৃপক্ষ; কিন্তু গত ১২ তারিখ বেতন না দিয়ে তারিখ পরিবর্তন করে আবার ১৩ মে তারিখ নির্ধারণ করা হয়। মালিকপক্ষ ১৩ মে বেতন প্রদান না করে আবার ১৮ মে বেতনের তারিখ নির্ধারণ করেন। তাই শ্রমিকরা মালিক পক্ষের টালবাহানায় অতিষ্ঠ হয়ে সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন শুরু করে।

কারখানাটির কর্মকর্তা সাইফ উদ্দিন চৌধুরী বলেন, বেতন পরিশোধ করতে কয়েক দিন দেরি হওয়ায় শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে আন্দোলন করেছে। বার্ষিক ছুটির কিছু টাকা বাকি ছিল যেটা ইতিমধ্যে পরিশোধের উদ্যোগ নিয়েছি। পর্যায়ক্রমে সবার পাওনা পরিশোধ করা হবে।

শিল্প পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, এপ্রিল মাসের বেতনের দাবিতে একটি কারখানার শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছিল। খবর পেয়ে আমরা এবং সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের বুঝিয়ে কারখানায় নিয়ে আসি। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সময়ের আলো
শুক্রবার। ১৬ মে ২০২৫

চালক-শ্রমিক ধর্মঘট চট্টগ্রাম বন্দরে পণ্য পরিবহন বিঘ্নিত

● চট্টগ্রাম ব্যুরো

প্রাইম মুভার ও ট্রেইলার চালক-শ্রমিকদের ধর্মঘটের কারণে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পণ্যবাহী কনটেইনার আনা-নেওয়া বিঘ্নিত হচ্ছে।

চালককে মারধরের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে চালক-শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করেন। বিকাল ৫টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ধর্মঘট অব্যাহত ছিল। সংগঠনের সভাপতি এবং এক প্রাইম মুভার চালককে মারধরের প্রতিবাদে এ কর্মসূচি ঘোষণা করে প্রাইম মুভার শ্রমিক ইউনিয়ন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট অব্যাহত থাকবে বলে সংগঠনের নেতারা জানিয়েছেন। প্রাইম মুভার-ট্রেইলারের পাশাপাশি কর্মবিরতিতে যোগ দিয়েছেন কংক্রিট মিক্সার, ফ্ল্যাটবেড, ডাম্প ট্রাক শ্রমিকরা। এতে বন্দরে পণ্য পরিবহনের কনটেইনার আনা-নেওয়া বিঘ্নিত হচ্ছে।

শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবুল খায়ের বলেন, বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে তাদের এ কর্মবিরতি চলছে। মঙ্গলবার রাতে আগ্রাবাদে ছুরিকাঘাতে আহত এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য একটি প্রাইম মুভার গাড়ি থামায় পুলিশ। এ সময় চালক জানায়, এত বড় গাড়িতে রোগী পরিবহন সম্ভব নয়। অপারগতা প্রকাশের পর ডবলমুরিং থানা পুলিশ সংগঠনের সভাপতি সেলিম খান, চালক দেলোয়ার ও ফয়সালকে মারধর করে। এর প্রতিবাদেই সংগঠনটির পক্ষ থেকে বুধবার কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার বিকালে বন্দর জোনের উপ-পুলিশ কমিশনার কার্যালয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। আলোচনা ফলপ্রসূ হলে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হবে। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে প্রায় সাত হাজার প্রাইম মুভার কনটেইনার পরিবহনে কাজ করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে আমদানি-রফতানি পণ্য পরিবহন করা হয় প্রাইম মুভারের মাধ্যমে।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ২০ মে ২০২৫

গাজীপুর : ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিক কম্পোজিট লিমিটেড কারখানার শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হলে তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হয় —ইত্তেফাক

গাজীপুরে ফের কারখানার শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর বাসন থানার নাওজোড়ের কড্ডা এলাকায় ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিক কম্পোজিট লিমিটেড (আইসিসি ইন্টারন্যাশনাল) নামের একটি কারখানার শতাধিক শ্রমিক সোমবার ফের অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। তবে কী কারণে তাদের এ অসুস্থতা তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি চিকিৎসকরা।

গতকাল সকালে ঐ কারখানায় যোগ দেওয়ার পর থেকেই শ্রমিকরা অসুস্থ হতে থাকেন। অসুস্থ শ্রমিকদের স্থানীয় সিটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়ছ। বেশির ভাগ শ্রমিকই পেটে প্রচণ্ড ব্যথা, বমি, মাথা ঘুরানোর উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বলে জানান হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক।

সিটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের রেজিস্ট্রার ডা. সায়েম কবির জানান, ৮০ জনের মতো শ্রমিককে হাসপাতালের ইনডোরে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। রোগীরা বমি, পেট ব্যথা, মাথা ঘুরানোর উপসর্গ নিয়ে আসেন। কিছু ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট নিয়েও আসেন। তিনি বলেন, শ্রমিকরা মানসিকভাবে একটু দুর্বল আছেন, এটাই আমরা প্রাথমিক ভাবে ধারণা করছি। তারা পানি পানের কারণ বললেও গরম থেকেও এমনটা হতে পারে। আমরা ধারণা করছি—অতিরিক্ত মানসিক চাপ থেকেও এমনটা হতে পারে।

উল্লেখ্য, গত ১৭ মে একই কারখানার শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছিলেন।

সমকাল
সোমবার। ১৯ মে ২০২৫

বেতন-বোনাস দাবি

৫ ঘণ্টার আলটিমেটাম টিএনজেড গ্রুপের শ্রমিকদের

■ সমকাল প্রতিবেদক

পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাস দেওয়ার ঘোষণা না দিলে দেশ অচল করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন গাজীপুরের টিএনজেড গ্রুপের শ্রমিকরা। গতকাল রোববার রাজধানীর বিজয়নগরে শ্রম ভবনের সামনে এক সমাবেশে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। গ্রুপের আটটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে এ সমাবেশের ডাক দেন।

কর্মসূচিতে শ্রমিক নেতা শহীদুল ইসলাম বলেন, সরকার ও প্রশাসন তাদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করছে। তাই দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা ফিরবেন না। পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাস প্রদানের ঘোষণা দিতে হবে। না দিলে দেশ অচল করে দেওয়া হবে।

সমাবেশে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীসহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশ শেষে কয়েক হাজার শ্রমিকের একটি বিক্ষোভ মিছিল কাকরাইল ও পল্টন মোড় হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এ সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ছিলেন সতর্ক অবস্থানে।

এর আগে ১০ মে শ্রম ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলন করেন শ্রমিক নেতারা। তখন তারা জানিয়েছিলেন, ৭ মে তাদের সব বকেয়া পরিশোধ করার কথা ছিল। কিন্তু মালিকপক্ষ শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তাই তারা আবারও রাজপথে নামবেন। এরই আলোকে গত ১১ মে গাজীপুর ও ১২ মে বিজয়নগরে শ্রম ভবনের সামনে সমাবেশ করেন তারা।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ১৯ মে ২০২৫

বকেয়া পরিশোধের দাবিতে শ্রম ভবনের সামনের সড়কে টিএনজেড শ্রমিকদের অবস্থান

'শ্রমিকরা ভিক্ষা চায় না তাদের দাবি মেনে নিন' : নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

আবারও বেতন-বোনাসসহ যাবতীয় বকেয়া পরিশোধের দাবিতে রাজধানীর বিজয়নগরে শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান নিয়েছেন টিএনজেড গ্রুপের শ্রমিকরা। গতকাল রবিবার বিকালে শ্রম ভবনের আশপাশের সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তারা। ঐ শ্রমিকরা গাজীপুরে অবস্থিত টিএনজেড গ্রুপের আটটি পোশাক কারখানায় কর্মরত রয়েছেন। শ্রমিক নেতা শহিদুল ইসলাম জানান, রোজার ঈদের আগে আন্দোলনের সময় বকেয়া বেতন পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেয় মালিকপক্ষ। তারা সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ না করায় আবারও রাজপথে নেমেছেন শ্রমিকরা। তিনি বলেন, সরকার ও প্রশাসন তাদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করছে। তাই দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা ফিরবেন না। সমাবেশ শেষে কয়েক হাজার শ্রমিকের একটি বিক্ষোভ মিছিল কাকরাইল ও পল্টন মোড় হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এ সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ছিলেন সতর্ক অবস্থানে।

গতকালকের এই কর্মসূচিতে জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা সংহতি প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, রোজার ঈদের আগে টানা সাত দিন শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন টিএনজেড গ্রুপের শ্রমিকরা। পরে মালিকপক্ষ দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিলে তারা কর্মসূচি স্থগিত করেন। গত ১০ মে শ্রম ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলন করেন শ্রমিক নেতারা। তখন তারা জানিয়েছিলেন, ৭ মে তাদের সব বকেয়া পরিশোধ করার কথা ছিল। কিন্তু মালিকপক্ষ শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তাই তারা আবারও রাজপথে নামবেন। এরই আলোকে গত ১১ মে গাজীপুরে ও ১২ মে বিজয়নগরে শ্রম ভবনের সামনে সমাবেশ করেন তারা। এতেও মালিকপক্ষের টনক নড়েনি। সরকারও কোনো উদ্যোগ নেয়নি বলে জানান শ্রমিকরা।

এদিকে গতকাল শ্রম ভবনের সামনে শ্রমিকদের বিক্ষোভ মিছিল পূর্ব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, শ্রমিকরা ভিক্ষা চাইতে আসেননি, অবিলম্বে তাদের দাবি মেনে নিন। এ বিষয়ে সরকারের নির্লিপ্ততা মেনে নেওয়া হবে না। তিনি বলেন, দাবি না মানলে তিনিও ঈদ করবেন শ্রমিকদের সঙ্গে। কারণ শ্রমিকরা ভিক্ষা চাইতে আসেননি। তারা ন্যায্য অধিকার নিয়ে এসেছেন। এসময় তিনি আন্দোলনের সংবাদ প্রকাশ না করায় গণমাধ্যমের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, শ্রমিকরা বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার। অথচ জুলাই গণঅভ্যুত্থানে তাদের অনেকে শহিদ ও আহত হয়েছেন।

এ ব্যাপারে সরকারের নির্লিপ্ততার সমালোচনা করে এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক বলেন, এমন দৃষ্টিভঙ্গিতে শ্রমিকরা প্রতিরোধ করবে। আমরা চাই দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হোক। ঈদের আগে সমাধান না করলে রাষ্ট্র দায়ী থাকবে। নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী জুলাই ঘোষণাপত্রে শ্রমিকদের ত্যাগের কথা উল্লেখ করার আহ্বান জানান এবং শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে রাষ্ট্রের যে কোনো জায়গায় যাওয়া লাগলে যাবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দেন।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
Dhaka : Sunday 18 May 2025

টঙ্গীতে বকেয়া বেতন দাবিতে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

প্রতিনিধি, টঙ্গী (গাজীপুর)

গাজীপুরের টঙ্গীতে এপ্রিল মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে পোশাক কারখানার শ্রমিকরা ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে।

গতকাল সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ১০টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত হোসেন মার্কেট এলাকার বিএইচআইএস অ্যাপারেলস লিমিটেডের কারখানার শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। এ সময় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের উভয় পাশে ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট যান চলাচল বন্ধ ছিল।

শ্রমিকরা জানায়, কারখানাটির প্রায় ১ হাজার ৫০০ জন শ্রমিকের গত এপ্রিল, চলতি মে মাসের মাসের বকেয়া বেতন, শ্রমের অতিরিক্ত মজুরি (ওভারটাইম) ও ঈদুল আজহার বোনাসের টাকা পরিশোধের তারিখ নির্ধারণের দাবি জানান কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে। তবে কারখানা কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি। শনিবার সকালে কারখানাটির বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কয়েকটি দাবি জানিয়ে মহাসড়কে বিক্ষোভ শুরু করে। এ বিষয়ে বিএইচ আইএস অ্যাপারেলস লিমিটেডের কারখানার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের কাউকে পাওয়া যায়নি।

গাজীপুরে শিল্প পুলিশের পরিদর্শক (টঙ্গী জোন) ইসমাইল হোসেন বলেন, কারখানার শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে শ্রমিকরা মহাসড়ক থেকে সরে গিয়ে কারখানার সামনে অবস্থান করছে। কারখানার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগযোগ করে সমাধানের চেষ্টা চলছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ২০ মে ২০২৫

ঈদের ছুটি বাড়ানোর দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ, অবরোধ

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে একটি পোশাক কারখানায় ঈদের ছুটি বৃদ্ধি ও কয়েক কর্মকর্তার পদত্যাগের দাবিতে সড়ক অবরোধ এবং বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা। পুলিশ ও আন্দোলন শ্রমিকরা জানান, কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক এলাকার জালো নিটিং কারখানার শ্রমিকরা ঈদের ছুটি ১২ দিন এবং কয়েকজন কর্মকর্তার পদত্যাগ দাবিতে রবিবার বিক্ষোভ শুরু করে। ওই দিন শ্রমিকরা কিছু সময় আন্দোলন করে ফিরে যান। গতকাল সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে গিয়ে দেখেন কারখানার সামনে বন্ধের নোটিস সাঁটিয়ে দেওয়া হয়েছে। নোটিসে লেখা রয়েছে, 'জালো নিটিং লিমিটেডের সব শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ১৯ ও ২০ মে সবেতনে সাধারণ ছুটি হিসেবে কারখানা বন্ধ থাকবে। ২১ মে হতে কারখানার কার্যক্রম যথারীতি চলবে।' কারখানা বন্ধের নোটিস দেখে শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পরে সকাল ৮টা থেকে তারা মৌচাক-ফুলবাড়িয়া আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করে। খবর পেয়ে শিল্প, থানা-পুলিশ ও যৌথ বাহিনীর সদস্যরা গিয়ে শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরানোর চেষ্টা করে। এরপরও শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের ধাওয়া দিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পরে সকাল পৌনে ১০টার দিকে ওই আঞ্চলিক সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। মৌচাক পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক আবদুস সেলিম বলেন, শ্রমিকরা ছুটি বৃদ্ধি ও কয়েক কর্মকর্তার পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ এবং মৌচাক-ফুলবাড়িয়া সড়কে অবরোধ সৃষ্টি করেন। পরে তাদের ধাওয়া করে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২২ মে ২০২৫
৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

নারায়ণগঞ্জে বকেয়ার দাবিতে শ্রমিকদের মানববন্ধন

যুগান্তর প্রতিবেদন, *নারায়ণগঞ্জ*

ইউনিটি কম্পোজিট মিলস লিমিটেড বন্ধ ঘোষিত কারখানার শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাসসহ সব পাওনা পরিশোধের দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে। বুধবার নারায়ণগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন হয়। মানববন্ধনে ইউনিটি কম্পোজিটের শ্রমিক জানে আলমের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ গার্মেন্ট ও সোয়েটার্স শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি হাফিজুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটির সভাপতি এম এ শাহীন, সম্পাদক ইকবাল হোসেন, আইন ও দরকষাকষিবিষয়ক সম্পাদক নূর ইসলাম আক্তার ইউনিটি কম্পোজিটের শ্রমিক মো. শাহীন প্রমুখ। মানববন্ধনে নেতৃবৃন্দ বলেন, ফতুল্লার কুতুবআইলের ইউনিটি কম্পোজিটের মালিক আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে হঠাৎ করে গত মার্চ মাসে কারখানা বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু শ্রমিকদের পাওনাদি পরিশোধ করেনি। বকেয়া বেতন-ভাতা ও আইনানুগ পাওনা না পেয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে চরম বিপদে মানবেতর জীবনযাপন করছে। ঈদের আগে সব শ্রমিকদের ঈদ বোনাস ও বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে হবে। ব্যত্যয় ঘটলে তীব্র আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন নেতৃবৃন্দ।

কালের কণ্ঠ

কালিয়াকৈরে শ্রমিক বিক্ষোভ, কারখানা ছুটি ঘোষণা

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি ▷

গাজীপুরের কালিয়াকৈরের পূর্ব মৌচাক এলাকায় জালো নিটিং কারখানার শ্রমিকরা ঈদের ছুটি বৃদ্ধি ও কয়েক কর্মকর্তার পদত্যাদের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন। গতকাল সোমবার সকাল থেকে মৌচাক-ফুলবাড়িয়া আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে শ্রমিকরা ওই আন্দোলন করেন। পরে পুলিশ ও যৌথ বাহিনীর সদস্যরা ধাওয়া দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। এদিকে কর্তৃপক্ষ কারখানায় দুদিনের সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে।

। মঙ্গলবার । ২০ মে ২০২৫

পুলিশ ও শ্রমিক সূত্রে জানা যায়, পূর্ব মৌচাক এলাকার জালো নিটিংয়ের শ্রমিকরা ঈদের ছুটি ১২ দিন এবং কয়েকজন কর্মকর্তার পদত্যাগের দাবিতে গত রবিবার সকাল থেকে বিক্ষোভ শুরু করেন। সোমবার সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে গিয়ে দেখেন কারখানার সামনে বন্ধের নোটিশে লেখা রয়েছে, 'জালো নিটিং লিমিটেডের সব শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, ১৯ থেকে ২০ মে মঙ্গলবার পর্যন্ত দুদিন সবেতনে সাধারণ ছুটি হিসেবে কারখানা বন্ধ থাকবে। আগামী ২১ মে থেকে কারখানার কার্যক্রম যথারীতি চলবে।'

ওই নোটিশ দেখে শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। পরে সকাল ৮টা থেকে শ্রমিকরা মৌচাক-ফুলবাড়িয়া আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় ওই সড়কে সব যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সকাল ৯টার দিকে শিল্প, থানা পুলিশ ও যৌথ বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের বুঝিয়ে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন।

বুধবার
২১ মে ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

বকেয়া বেতনের দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন অভিমুখে গতকাল মঙ্গলবার 'মার্চ টু যমুনা' কর্মসূচি পালন করেন পোশাকশ্রমিকরা। বিজয়নগরের শ্রম ভবনের সামনে থেকে আপারেলস ও টিএনজেড গ্রুপের শ্রমিক-কর্মচারীরা কাকরাইল মসজিদের মোড়ের সামনে এলে পুলিশের বাধায় রাস্তায় বসে পড়েন তারা —আব্দুল গনি

'মার্চ টু যমুনা' কর্মসূচিতে বাধা

বাড়ি ও কারখানা বিক্রি করে শ্রমিকের পাওনা পরিশোধ শর্তে অবস্থান প্রত্যাহার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে 'মার্চ টু যমুনা' কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজধানীর কাকরাইলে টিএনজেড পোশাক কারখানার শ্রমিকরা ৯ ঘণ্টা ধরে সড়কে অবস্থান করেন। রাত ১২টার দিকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে শ্রমিকদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসার পর তারা সড়কের অবস্থান ছেড়ে নিজ নিজ বাসায় ফিরে যান। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে টিএনজেড গ্রুপের ওয়াশিং প্ল্যান্ট ও মহাখালীস্থ ডিওএইচএস এ মালিকের বাড়ি বিক্রি করে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ও অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধ করা হবে।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার বেলা ৩টা নাগাদ মিছিল নিয়ে কাকরাইল মোড়ে এসে উপস্থিত হন আন্দোলনকারীরা। এ সময় ১৮ মাস আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া ডার্ড গ্রুপের পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের ত্রিপক্ষীয় চুক্তি মোতাবেক শ্রমিক-কর্মচারীদের সব পাওনা পরিশোধের দাবি জানান তারা।

আন্দোলন শুরুর কিছু সময় পরই বৃষ্টি শুরু হলেও প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনমুখী কাকরাইল মোড়ে অবস্থান নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন শ্রমিকরা। এ সময় আজকের মধ্যেই বেতন পরিশোধে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন তারা।

সরেজমিনে দেখা যায়, বেতনের দাবিতে ব্যানার হাতে স্লোগান দিতে দিতে পল্টনের দিক থেকে যমুনার উদ্দেশে এগিয়ে আসেন আন্দোলনকারী শ্রমিকরা। কাকরাইল মোড়ে পৌঁছালে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। এরপর আন্দোলনকারীরা কাকরাইল মোড় অবরোধ করে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। এর কিছুক্ষণ পরই শুরু হয় বৃষ্টি। পরে বৃষ্টিতে ভিজেই বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেন তারা।

মঙ্গলবার রাত ১২ টার দিকে রমনা থানার ওসি গোলাম ফারুক জানান, শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আশ্বস্ত হওয়ার পর কাকরাইল মোড় (তাবলীগ মসজিদ সংলগ্ন) থেকে তারা চলে যান।

এদিকে, টিএনজেড ফ্যাক্টরির শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ও সার্ভিস বেনিফিট বিষয়ে শ্রম মন্ত্রণালয় পাঁচটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা জানিয়েছে। সিদ্ধান্তগুলো হলো, টিএনজেড গ্রুপের ওয়াশিং প্ল্যান্ট ও মহাখালীস্থ ডিওএইচএস এ মালিকের বাড়ি বিক্রি করে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ও অন্যান্য পাওনাদি আগামী সাত কর্ম দিবসের মধ্যে পরিশোধ করা হবে। টিএনজেড গ্রুপের মালিক বিদেশে থাকায় ইতিমধ্যে তাকে দেশে আনার জন্যে ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড এলার্ট জারির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। টিএনজেডের পরিচালক বা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িতদের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। টিএনজেডের পরিচালক (অর্থ) শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধ না করা পর্যন্ত সরকারের হেফাজতে থাকবে।

প্রথম আলো • শনিবার, ২৪ মে ২০২৫,

শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধসহ ১০ দফা দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কারখানায় ছাঁটাই-টার্মিনেশন বন্ধ, টিএনজেডসহ সব কারখানার শ্রমিকের বকেয়া পরিশোধ, গণতান্ত্রিক শ্রম আইন বাস্তবায়ন, যৌন হয়রানিমুক্ত কর্মপরিবেশ তৈরি, সবেতনে ৬ মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রদানসহ ১০ দফা দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ গার্মেন্টি শ্রমিক সংহতি।

গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন ও গণ-অভ্যুত্থানের অর্জন রক্ষায় ঐক্য গড়ো' শীর্ষক শ্রমিক সমাবেশে এসব দাবি জানানো হয়। সমাবেশ শেষে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

সমাবেশে শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'যদি দেশের ৮ কোটি শ্রমিকের অধিকার বাস্তবায়িত না হয় তাহলে গণ-অভ্যুত্থানের অর্জন রক্ষা করা সম্ভব হবে না।'

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি বলেন, বলেন, শ্রম সংস্কার কমিশনের যেসব প্রস্তাবে সব রাজনৈতিক দলের ঐকমত্য হবে সেগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

গার্মেন্টি শ্রমিক সংহতির কেন্দ্রীয় সভাপ্রধান ও শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য তাসলিমা আখতারের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হাসান আশরাফ; নারী সংহতির সাধারণ সম্পাদক অপরাজিতা দেব; গার্মেন্টি শ্রমিক সংহতির সহসভাপ্রধান অঞ্জন দাস, নুরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহীম চৌধুরী প্রমুখ।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ২০ মে ২০২৫

সিইপিজেডে বেতন-বোনাসের দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, যানজটে ভোগান্তি

■ চট্টগ্রাম অফিস

বকেয়া বেতন ও বোনাসের দাবিতে চট্টগ্রাম ইপিজেডের পোশাক কারখানা এম-এস মোডিষ্ট লিমিটেডের শ্রমিকরা গতকাল সোমবার দুপুরে ফ্রিপোর্ট মোড়ে সড়ক অবরোধ করে। এতে পুরো এলাকা জুড়ে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হলে, দুর্ভোগে পড়েন অফিসগামী মানুষ ও যাত্রীসাধারণ।

পুলিশ জানায়, প্রতিষ্ঠানটির প্রায় ২ হাজার শ্রমিক সকাল ৮টা থেকে ফ্যাক্টরির সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছিলেন। পরে বেলা পৌনে ২টার দিকে তারা ফ্রিপোর্ট মোড়ে সরে এসে সড়ক অবরোধ করেন। এতে নগরীর ব্যস্ততম এই এলাকায় যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। অবরোধ কর্মসূচি বিকাল ৫টার পরও অব্যাহত থাকে বলে ইত্তেফাককে জানান, ইপিজেড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আকতার। তিনি বলেন, সড়কে সৃষ্ট সমস্যা দূর করতে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি।

আন্দোলনরত শ্রমিকরা সাংবাদিকদের জানান, মালিকপক্ষ গত এপ্রিল মাসের বেতন ও গত ঈদের বোনাস এখনো পরিশোধ করেনি। গতকাল রবিবার তারা কর্মবিরতি পালন করেন। এরপর বেপজা, শিল্প পুলিশ ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে মালিকপক্ষ সোমবারের মধ্যে বেতন দেওয়ার আশ্বাস দেয়। কিন্তু দুপুর পর্যন্ত কোনো ঘোষণা না আসায় শ্রমিকেরা ফ্রিপোর্ট মোড়ে অবস্থান নিয়েছেন।

পুলিশ সূত্র জানায়, বিকালের দিকে কিছু শ্রমিক চলে গেলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে সময় লাগছে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র মতে, মালিকপক্ষ দাবি পূরণে দ্রুত উদ্যোগ না নিলে অসন্তোষ আরো বেড়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে।

প্রথম আলো • শনিবার, ২৪ মে ২০২৫,

বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ

গাজীপুরের কালিয়াকৈর

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বকেয়া পাওনার দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা একটি কারখানার শ্রমিকেরা। গতকাল শুক্রবার সকালে উপজেলার চন্দ্রা এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়ে ও লাঠিপেটা করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দিলে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। পুলিশের লাঠিপেটায় অন্তত ১০ শ্রমিক আহত হয়েছেন। তাঁদের স্থানীয় বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ ও কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কালিয়াকৈরের চন্দ্রা এলাকার মাহমুদ জিনস লিমিটেড কারখানাটি গত বছরের ১০ অক্টোবর স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। বন্ধ কারখানাটির প্রায় দুই হাজার শ্রমিকের কিছু পাওনা বকেয়া আছে, যা সরকারিভাবে নিষ্পত্তি করার কথা ছিল। কয়েক দিন ধরে শ্রমিকেরা বকেয়া পাওনার দাবি জানালেও তা পরিশোধ করা হচ্ছে না। গতকাল সকালে বকেয়া পাওনার দাবিতে কারখানাটির শ্রমিকেরা চন্দ্রা এলাকায় বিক্ষোভ শুরু করেন।

প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন জানান, বিক্ষোভের এক পর্যায়ে সকাল সাড়ে ১০টার দিক শ্রমিকেরা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এরপর পুলিশ গিয়ে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়ে ও লাঠিপেটা করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এ সময় পুলিশের লাঠিপেটায় অন্তত ১০ শ্রমিক আহত হন।

মাহমুদ জিনস লিমিটেডের ব্যবস্থাপক (প্রশাসনিক) আবু তালেব *প্রথম আলোকে* বলেন, 'শ্রম আইন অনুয়ায়ী গত ১০ অক্টোবর আমাদের কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে। তাঁদের পাওনাগুলো নিষ্পত্তি এখন শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীন। কারখানা কর্তৃপক্ষের কিছুই করার নেই।'

বন্ধ ঘোষণা করা কারখানার শ্রমিকদের বিক্ষোভ। এ সময় পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ও লাঠিপেটা করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। গতকাল গাজীপুরের কালিয়াকৈরের চন্দ্রায়। ছবি : প্রথম আলো

রোববার, মে ২৫, ২০২৫ ■ জ্যৈষ্ঠ ১১, ১৪৩২ বণিক বার্তা

গাজীপুরে বেতন বকেয়া রেখে কারখানা বন্ধ, শ্রমিকদের বিক্ষোভ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

গাজীপুরের শ্রীপুরে বকেয়া বেতন পরিশোধ না করে কারখানা বন্ধ রাখায় বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা। গতকাল সকাল ৮টা থেকে উপজেলার মাওনা ইউনিয়নের চকপাড়া এলাকায় এমকে ফুটওয়্যার লিমিটেড কারখানার সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন তারা। পরে ২৭ মে কারখানা খুলে দেয়া এবং ২৯ মে তাদের সব পাওনা পরিশোধের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা শান্ত হন।

বিক্ষোভকারী শ্রমিকরা জানান, অর্থনৈতিক সংকটের অজুহাতে কারখানা কর্তৃপক্ষ ১০ দিন ছুটি দিয়েছিল। গতকাল কারখানায় কাজে যোগদানের কথা ছিল তাদের। সকালে কাজে যোগ দিতে এসে দেখেন গেটে তালা ঝুলছে। তাদের এপ্রিলের বেতন বকেয়া রয়েছে। একপর্যায়ে তারা বকেয়া বেতনের দাবিতে কারখানার গেটে বিক্ষোভ করেন। পরে কর্তৃপক্ষ কারখানা খুলে দিলে শ্রমিকরা ভেতরে প্রবেশ করে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করেন। খবর পেয়ে কারখানা মালিক তাদের বকেয়া পরিশোধ এবং কারখানা খুলে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে শ্রমিকরা চলে যান।

এমকে ফুটওয়্যার লিমিটেড কারখানার শ্রমিক মনির হোসেন বলেন, 'এক হাজারের বেশি শ্রমিক বেতন না পেয়ে বিপাকে পড়েছেন। সামনে ঈদ আসছে। এ পরিস্থিতিতে বেতন না পেলে শ্রমিকদের সংসার চলবে কী করে? কারখানা কর্তৃপক্ষ অর্থনৈতিক সংকটের অজুহাতে ১০ দিন ছুটি দিয়েছে। কিন্তু আবারো ছুটি শ্রমিকরা মেনে নেবে না।'

আরেক শ্রমিক মো. আল আমিন বলেন, 'মালিকপক্ষ বলছে, তাদের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের টাকা নেই। তাই লাইন কেটে দিয়েছে বিদ্যুৎ অফিস। কিন্তু টাকা ছাড়া শ্রমিকরা চলবে কীভাবে?'

এ ব্যাপারে কারখানার মানবসম্পদ বিভাগের ব্যবস্থাপক মো. সুমন বলেন, 'সোমবার পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে কারখানা চালু হবে। আমরা মালিকপক্ষ নই, সাধারণ কর্মী। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করছেন।'

গাজীপুর শিল্প পুলিশের ইন্সপেক্টর (শ্রীপুর জোন) আব্দুল লতিফ খান বলেন, 'কারখানার শ্রমিকদের এপ্রিলের বেতন বকেয়া রেখে কর্তৃপক্ষ ছুটি বাড়িয়ে বন্ধের নোটিস দেয়। শ্রমিকরা সকালে নোটিস দেখে কারখানা অভ্যন্তরে বিক্ষোভ করেন। পরে কারখানা মালিক এসে তাদের দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়া মঙ্গলবার কারখানা খুলে দেয়া এবং বৃহস্পতিবার তাদের পাওনা পরিশোধ করার কথা বলেছেন তিনি। এ আশ্বাস পেয়ে শ্রমিকরা চলে যান। কারখানার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় উৎপাদন কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ রয়েছে।'

সমকাল
শনিবার। ২৪ মে ২০২৫। ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

পোস্টার সাঁটানো নিয়ে বিরোধে শ্রমিক নিহত

খুলনায় স্ত্রীর সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে প্রতিবেশীকে খুন

চার জেলায় আরও চারজনকে হত্যার অভিযোগ

সমকাল ডেস্ক

নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলায় ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্টার সাঁটানো নিয়ে বিরোধে এক বিএনপি নেতার বাড়িতে হামলায় তাঁর ভাতিজা নিহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার বাকলজোড়া ইউনিয়নের পূর্ব বাকলজোড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এদিকে চার জেলায় আরও পাঁচজনকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে নিহত ব্যক্তির নাম শফিকুল ইসলাম (৪০)। তিনি করাতকল শ্রমিক ছিলেন। তাঁর বাড়ি পূর্ব বাকলজোড়া গ্রামে। শফিকুল উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট হামিদুর রহমান রাশেদের ভাতিজা।

নিহতের পরিবার ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, হামিদুর রহমান ঈদ উপলক্ষে লোকজন দিয়ে দুর্গাপুর ও আশপাশের কিছু এলাকায় শুভেচ্ছা পোস্টার সাঁটাচ্ছিলেন। পোস্টার সাঁটাতে গেলে উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জামাল উদ্দিন মাস্টার বাধা দেন। হামিদুর বিষয়টি জামালের বাবা ইমাম হাসান আবুচান ও দুর্গাপুর থানার ওসিকে জানান। এতে জামাল আরও ক্ষিপ্ত হন। বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে ৩০ থেকে ৩৫টি মোটরসাইকেলে সমর্থকদের নিয়ে হামিদুরের বাড়িতে হামলা চালান তিনি। হামলাকারীরা বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর করে এবং ঘরের জিনিসপত্র লুট করে। হামলায় হামিদুরের ভাতিজা শফিকুল গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান।

এ বিষয়ে হামিদুর রহমান বলেন, 'আমি ভাতিজা হত্যার বিচার চাই।' এদিকে জামাল উদ্দিন ঘটনার পর থেকে আত্মগোপনে বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী। দুর্গাপুর থানার ওসি মাহমুদুল হাসান জানান, এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।

স্ত্রীর সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে প্রতিবেশীকে হত্যা

খুলনার রূপসা উপজেলায় স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরে আবদার শেখ নামে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার একটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি স্ত্রীকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে পালিয়ে গেছেন।

খুলনার রূপসা থানার ওসি মাহফুজুর রহমান জানান, মনি শেখের স্ত্রীর সঙ্গে প্রতিবেশী আবদার শেখের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে মনি বাড়ি ফিরে ঘরে তাঁর স্ত্রীকে আবদারের সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পান। এর পর তিনি ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ওই ব্যক্তিকে হত্যা করেন। পরে লাশ শৌচাগারের পাশে খালি জায়গায় গর্তে বস্তাবন্দি করে ফেলে দেন। এ ছাড়া স্ত্রীকে কুপিয়ে জখম করে পালিয়ে যান মনি। ঘটনাস্থল থেকে হত্যায় ব্যবহৃত দা উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এদিকে গতকাল ভোরে খুলনা নগরীর লবণচরা থানার শিপইয়ার্ড এলাকা থেকে হাত-পা বাঁধা এবং মুখে পলিথিন পেঁচানো অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ খুলনা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। নিহতের পরিচয় শনাক্তের জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজ করছে। লবণচরা থানার ওসি মো. তৌহিদুজ্জামান বলেন, নিহত যুবকের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

জুতা চুরিকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে নিহত ১

সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার দোহালিয়া ইউনিয়নের হাজীনগর গ্রামে জুতা চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের সংঘর্ষে ওয়াহিদ আলী (৭০) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন নারীসহ পাঁচজন।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হাজীনগর গ্রামের সাহেব আলীর ছেলে হাবিব এবং প্রতিবেশী ওয়াহিদ আলীর নাতি ইকবাল বাড়ির পাশের পুকুরঘাটে হাত-মুখ ধোয়ার জন্য যান। সেখান থেকে হাবিবের জুতা চুরি হয়। এ ঘটনায় হাবিব ও ইকবালের মধ্যে হাতাহাতি হয়। রাত সাড়ে ৯টায় উভয় পক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়ায়। প্রতিপক্ষের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ঘটনাস্থলেই মারা যান ওয়াহিদ। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। গতকাল দোয়ারাবাজার থানার ওসি জাহিদুল হক জানান, এ ঘটনায় এখনও কেউ অভিযোগ দেয়নি।

স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগে স্বামী গ্রেপ্তার

গাজীপুরে শারমীন আক্তার নামে এক পোশাক শ্রমিককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগে তাঁর স্বামী মোজাম্মেল হককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১২টার দিকে মহানগরের সালনা ইপসা গেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। প্রীতি গ্রুপের একটি কারখানার শ্রমিক ছিলেন শারমীন। ডিউটি শেষে বাসায় ফেরার পথে রিকশাচালক মোজাম্মেল তাঁকে ধারালো দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে বলে স্বজনের অভিযোগ। নিহত শারমীনের বাড়ি ময়মনসিংহে। তিনি স্বামীর সঙ্গে গাজীপুর মহানগরের পোড়াবাড়ী এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।

সদর থানার ওসি মেহেদী হাসান বলেন, পারিবারিক কলহের জেরে শারমীনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় নিহতের ছেলে হৃদয় বাদী হয়ে মোজাম্মেলের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেছেন।

সিরাজগঞ্জে হোটেলকর্মী খুন

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় আরাফাত হোসেন (৩৬) নামের এক হোটেলকর্মীকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার রাতে ইট বা ভারী ধাতব বস্তু দিয়ে মাথায় আঘাত করে তাঁকে হত্যা করা হয় বলে ধারণা করছে পুলিশ। আরাফাতের বাড়ি পাবনার ফরিদপুর পৌরসভায়। তিনি উল্লাপাড়ার চড়িয়া কালীবাড়ির সিক্সসিটি হোটেলের কর্মচারী ছিলেন। সলঙ্গা থানার পুলিশ শুক্রবার সকালে হাটিকুমরুল গোলচত্বরসংলগ্ন সড়ক ও জনপথ বিভাগের রেস্ট হাউসের পাশের খাল থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করেছে। সলঙ্গা থানার উপপরিদর্শক পুলক কুমার জানান, নিহতের স্ত্রী শাপলা খাতুন হত্যা মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

(তথ্য দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যুরো ও প্রতিনিধি)

যুগান্তর
বুধবার ২১ মে ২০২৫
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

বকেয়া ভাতার দাবিতে বিসিপিএস ডাক্তারদের অবস্থান কর্মসূচি

যুগান্তর প্রতিবেদন

বকেয়া পারিতোষিকের দাবিতে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স অ্যান্ড সার্জন্সে (বিসিপিএস) অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেছেন এফসিপিএস পার্ট-২ প্রশিক্ষণার্থী চিকিৎসকদের একাংশ। মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে মহাখালীর বিসিপিএস ভবনের সামনে এই অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন তারা। দাবি আদায় না হলে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচির হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন এসব প্রশিক্ষণার্থী।

অবস্থানরত প্রশিক্ষণার্থীরা জুলাই-২০১৯ সেশনে এফসিপিএস পার্ট-১ উত্তীর্ণ হন। তারা জানিয়েছেন, ২০১৯ সালের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সম্মানী পাওয়ার কথা থাকলেও ইচ্ছাকৃতভাবে ৭২ জন চিকিৎসককে সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। প্রাপ্য ভাতা আদায়ের দাবিতে তারা অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেছেন। এফসিপিএস পার্ট-২ প্রশিক্ষণার্থী ডা. মাকসুদা বলেন, 'জুলাই-২০১৯ সেশনে আমরা এফসিপিএস পার্ট-১ উত্তীর্ণ হই। ওই সময় বিসিপিএস একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে যে পুরো ট্রেনিংয়ের সময়কালজুড়ে সম্মানী প্রদান করা হবে। সে অনুযায়ী আমরা পারিতোষিক পেয়ে আসছিলাম। আমরা ভাতা বাড়ানোর আন্দোলন করি, সেটি বাড়ানো হয়েছে, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় রাগ করে একটি গ্রুপকে বাদ দেওয়া হয়েছে।'

আন্দোলনরত প্রশিক্ষণার্থীরা জানান, বারবার যোগাযোগ সত্ত্বেও বিসিপিএস কর্তৃপক্ষ তাদের দাবি মানেননি। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে গেলে জানানো হয়, এটি তাদের এখতিয়ারবহির্ভূত। বিসিপিএস যে তালিকা দেয়, মন্ত্রণালয় সে অনুযায়ী ভাতা বরাদ্দ দেয়। একই সঙ্গে বিসিপিএস কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হয়রানি, ভুল তথ্য প্রদান ও ইচ্ছাকৃত বঞ্চনার অভিযোগও তুলেছেন আন্দোলনরত প্রশিক্ষণার্থী। জরুরি প্রয়োজনে প্রশিক্ষণকালীন ছুটি দেওয়া হয় না বলেও অভিযোগ তাদের। তারা বলছেন, 'চিকিৎসকদের কেউ অসুস্থ হলে ১০ দিনের ছুটিও মঞ্জুর করা হয় না। বলা হয়, তোমরা পরের সেশন থেকে আবার জয়েন করো। এক মাসের অনুপস্থিতির জন্য পাঁচ মাসের সম্মানী বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরের সেশনে আবার জয়েন করতে হয়।'

জানা গেছে, ২০১৯ সালের জুলাই সেশন থেকে প্রশিক্ষণরত এফসিপিএস প্রথম পর্ব পাস করা অবৈতনিক প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা প্রদান শুরু করে বিসিপিএস।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ২৪ মে ২০২৫

সব লাইন শ্রমিকের চাকরি নিয়মিতকরণ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরিসহ সাত দফা দাবিতে গতকাল জাতীয় শহিদ মিনারে পল্লী বিদ্যুতের ৮০টি সমিতির কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন —ইত্তেফাক

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
Dhaka : Sunday 25 May 2025

বিএডিসিতে কৃষি নীতিমালা বাস্তবায়ন দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) অনিয়মিত শ্রমিকদের নিয়মিত করাসহ নয় দফা দাবিতে বিক্ষোভ করেছে অনিয়মিত শ্রমিকরা। এ সময়

সারাদেশ থেকে আসা শ্রমিকরা বিএডিসি কার্যালয়ের সামনে অবস্থান করে। পরে তারা সংস্থাটির চেয়ারম্যান রুহুল আমিন খানের বরাবর একটি স্মারকলিপি দেয়।

গতকাল রাজধানীর মতিঝিলস্থ বিএডিসির কার্যালয়ের সামনে এ বিক্ষোভ কর্মসূচি চলে। যদিও শ্রমিকদের দাবির পরিপেক্ষিতে চেয়ারম্যান 'ইতিবাচক' সাড়া দেয়নি বলে জানা গেছে। তিনি মন্ত্রণালয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার কথা জানিয়েছেন আন্দোলনকারীদের। যে কারণে শ্রমিকরা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

আন্দোলনরত শ্রমিকদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে- কৃষি মন্ত্রণালয়ের জারি করা কৃষি নীতিমালা ২০১৭ এর বাস্তবায়ন, অনিয়মিত শ্রমিক থেকে নিয়মিতকরণ ও নিয়োগ প্রদান, শ্রমিকদের নায্য মজুরি প্রদান, কাজের নির্ধারিত সময় বেঁধে দেয়া এবং অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য বাড়তি পারিশ্রমিক, বিনা কারণে চাকরিচ্যুতি বন্ধ করা, বৈষম্যবিহীন কর্মপরিবেশ-অধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, নারী শ্রমিকদের বেতন ভাতাসহ মাতৃত্বকালীন ছুটি চার মাস নিশ্চিত করা, মৌসুমী শ্রমিক নামক 'প্রহসন' থেকে মুক্তিসহ অবৈধ শ্রমিক ম্যানুয়েল বাতিল করা।

আন্দোলনরত শ্রমিক আলম হোসেন বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিএডিসির বীজ উৎপাদনে তারা কাজ করছেন। তারা দীর্ঘ ২৪ বছর যাবত কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে এ ধরনের শ্রমিকের সংখ্যা দেড় হাজারের অধিক। যারা নানাভাবে নিপীড়নের শিকার।

সিলেট থেকে আসা শ্রমিক রাজন আহম্মেদ বলেন, সরকারের ২০১৭ সালের জারি করা কৃষি ফার্ম শ্রমিক নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা অনুযায়ী অনিয়মিত শ্রমিকদের নিয়মিত করার বিধান রয়েছে। তবে দীর্ঘ ৮ বছরেও শ্রমিকদের নিয়মিত করা হয়নি। অথচ এই সময়ের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং অন্য প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।

বিক্ষোভকারীরা বলেন, বর্তমানে বিএডিসি সংস্থার বিভিন্ন দপ্তরে বেশির ভাগ কাজ মাঠ পর্যায় থেকে শুরু করে অফিস পর্যন্ত শ্রমিক দিয়ে পরিচালনা করে আসছে। কিন্তু তারা মৌসুমী শ্রমিক বলে প্রহসনের শিকার হচ্ছেন।

পল্লী বিদ্যুৎ কর্মচারীদের অবস্থান কর্মসূচি চতুর্থ দিনে গড়াল

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

অভিন্ন চাকরিবিধি বাস্তবায়ন, মামলা প্রত্যাহারসহ সাত দফা দাবিতে তৃতীয় দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন আন্দোলনরতরা। আজ শনিবার তাদের এ কর্মসূচি চতুর্থ দিনে গড়াবে।

গতকাল শুক্রবার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে অবস্থান নেন সারা দেশের ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতিনিধিরা। গত বুধবার থেকে তাদের এই অবস্থান কর্মসূচি চলছে।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির যৌক্তিক সংস্কার চাওয়ায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অভিন্ন সার্ভিস কোড বাস্তবায়ন, চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরিতে পুনর্বহাল ও মামলা প্রত্যাহার, অনিয়মিতদের নিয়মিতকরণসহ বিভিন্ন দাবি জানিয়ে কর্মসূচিতে স্লোগান দেন তারা। সেই সঙ্গে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং সুযোগ-সুবিধায় অসামঞ্জস্যতা দূর করা, পদোন্নতি ও চাকরির নিরাপত্তা দেওয়া, আলাদা পেনশন স্কিম সেইসঙ্গে কর্মীদের জন্য বিশেষ ইনক্রিমেন্ট চালুসহ মোট সাতটি দাবি তুলে ধরেন। একইসঙ্গে অনিয়মের অভিযোগ এনে বাংলাদেশ আরইবি চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবিও জানানো হয়।

শনিবার। ২৪ মে ২০২৫। ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ সময়ের আলো

ছাঁটাই বন্ধ ও বকেয়া দাবি

গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির সমাবেশ

● নিজস্ব প্রতিবেদক

কারখানায় ছাঁটাই-টার্মিনেশন বন্ধ, টিএনজেডসহ সব কারখানার শ্রমিকের বকেয়া পরিশোধ, গণতান্ত্রিক শ্রম আইন বাস্তবায়ন, যৌন হয়রানিমুক্ত কর্মপরিবেশ তৈরি, সবেতনে ৬ মাস মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ ১০ দফা দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি।

শুক্রবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন ও গণঅভ্যুত্থানের অর্জন রক্ষায় ঐক্য গড়ো' শীর্ষক শ্রমিক সমাবেশে এসব দাবি জানানো হয়। সমাবেশ শেষে একটি র‌্যালি বের করা হয়।

গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির কেন্দ্রীয় সভাপ্রধান ও শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য তাসলিমা আখতারের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হাসান আশরাফ, নারী সংহতির সাধারণ সম্পাদক অপরাজিতা দেব, গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির সহসভাপ্রধান অঞ্জন দাস প্রমুখ।

শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'যদি দেশের পোশাকশ্রমিকসহ ৮ কোটি শ্রমিকের অধিকার বাস্তবায়ন করা না হয় তা হলে গণঅভ্যুত্থানের অর্জন রক্ষা করা সম্ভব হবে না। দেশের শ্রমিকের অধিকার বাস্তবায়নের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক রূপান্তরের সম্পর্ক জড়িয়ে আছে।' তিনি শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন বাস্তবায়নের জন্য লড়াই অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি বলেন, দেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য পোশাকশ্রমিকসহ সারা দেশের শ্রমজীবীদের অধিকার বাস্তবায়নের পথে হাঁটা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। তিনি গণতান্ত্রিক শ্রম আইন, মর্যাদাপূর্ণ মজুরি ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের জন্য পোশাক শ্রমিকদের লড়াই করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, শ্রম সংস্কার কমিশনের যেসব প্রস্তাবে সব রাজনৈতিক দলের ঐকমত্য হবে সেগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য শ্রমিকের অধিকার বাস্তবায়নের পাশাপাশি গণঅভ্যুত্থানে শ্রমিক-শিক্ষার্থীসহ হাজারো প্রাণ হত্যার বিচার, সংস্কার ও নির্বাচনের প্রস্তুতির কাজ একসঙ্গে করতে হবে।

সমাবেশে ১০ দফা দাবি জানানো হয়

দাবিগুলো হচ্ছে–অবিলম্বে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন। কথায় কথায় শ্রমিক ছাঁটাই ও টার্মিনেশন বন্ধ করাসহ অবিলম্বে টিএনজেড ও স্টাইল ক্রাফটসহ অন্যান্য কারখানার শ্রমিকের সব বকেয়া পাওনা পরিশোধ, শ্রমিকদের কাজের সুযোগ সংকুচিত হয় এমন তথ্য কারখানার মধ্যে বিনিময় না করা। ইতিমধ্যে ঘোষিত ১৮ দফার ভিত্তিতে শ্রমিকের মজুরি মূল্যায়ন ও শ্রমিক এলাকায় রেশনিংয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের জন্য শ্রম আইনের শর্ত শিথিল করা। ইউনিয়ন গঠনে শতকরা হারের বদলে সংখ্যা নির্ধারণ। শ্রমবান্ধব গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রতিষ্ঠা।

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

১০ দফা দাবিতে শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি আয়োজিত শ্রমিক সমাবেশে প্ল্যাকার্ড হাতে কর্মীরা ● শেখ ফেরদৌস

ছাঁটাই বন্ধ ও বকেয়া দাবি

শেষ পৃষ্ঠার পর

কারখানায় যৌন নিপীড়ন-সহিংসতা ও ভয়মুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা। কর্মপরিবেশে শ্রমিককে তুই-তুমি সম্বোধন বন্ধ করা ও শ্রেণি-লিঙ্গ-বর্ণ-জাতি-ধর্ম-কর্মভেদে অবমাননাকর-অমর্যাদাকর ক্ষমতাকেন্দ্রিক ভাষা ব্যবহার বন্ধ করা। মাতৃত্বকালীন ছুটি সবেতনে ৬ মাস করা, কারখানায় ও এলাকাভিত্তিক ডে কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা, শ্রম আইনে 'মহিলা' শব্দের পরিবর্তে নারী শব্দের ব্যবহার। শ্রম সম্পর্কিত সব তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি শ্রমসংশ্লিষ্ট সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যক্রম, শিক্ষা কোর্স ও মিডিয়ায় শ্রমিকের জীবনগাথা মর্যাদাপূর্ণভাবে উপস্থাপন। গণঅভ্যুত্থানে প্রাণ হারানো শ্রমজীবীসহ, শিক্ষার্থী, নারী ও শিশুকে শহিদের স্বীকৃতি ও ক্ষতিপূরণ প্রদান; গণঅভ্যুত্থানে, রানা প্লাজায় ও তাজরীনে শ্রমিক হত্যার ঘটনায় যুক্ত দোষীদের বিচারপ্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা; ক্ষতিপূরণ-সংক্রান্ত আইন বদল করে মর্যাদাপূর্ণ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা। শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার করা; হামলা-নির্যাতনের প্রতিবাদে সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে চাকরিচ্যুতি বন্ধ করা; শ্রম আদালতের সংখ্যা বাড়িয়ে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি এবং সব ধরনের বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা জোরদার ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
Dhaka : Sunday 25 May 2025

শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ ও বকেয়া পরিশোধসহ ১০ দফা দাবিতে গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির মানববন্ধন

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

কারখানায় ছাঁটাই-টার্মিনেশন বন্ধ, টিএনজেডসহ সব কারখানার শ্রমিকের বকেয়া পরিশোধ, গণতান্ত্রিক শ্রম আইন বাস্তবায়ন, যৌন হয়রানিমুক্ত কর্মপরিবেশ তৈরি, সবেতনে ৬ মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রদানসহ ১০ দফা দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি।

গত শুক্রবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন ও গণ-অভ্যুত্থানের অর্জন রক্ষায় ঐক্য গড়ো' শীর্ষক শ্রমিক সমাবেশে এসব দাবি জানানো হয়। সমাবেশ শেষে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির কেন্দ্রীয় সভাপ্রধান ও শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য তাসলিমা আখতারের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ; গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হাসান আশরাফ; নারী সংহতির সাধারণ সম্পাদক অপরাজিতা দেব; গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সহসভাপ্রধান অঞ্জন দাস, নুরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহীম চৌধুরী; বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদক ও টিএনজেড পোশাকশ্রমিকদের নেতা সত্যজিত বিশ্বাস; ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সৈকত আরিফ; ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক আলিফ দেওয়ান প্রমুখ।

শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'যদি দেশের পোশাকশ্রমিকসহ ৮ কোটি শ্রমিকের অধিকার বাস্তবায়িত না হয় তাহলে গণঅভ্যুত্থানের অর্জন রক্ষা করা সম্ভব হবে না। দেশের শ্রমিকের অধিকার বাস্তবায়নের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক রূপান্তরের সম্পর্ক জড়িয়ে আছে।' তিনি শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন বাস্তবায়নের জন্য লড়াই অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

সমাবেশে ১০ দফা দাবি জানানো হয়। দাবিগুলো হচ্ছে- ১.অবিলম্বে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন। ২. কথায় কথায় শ্রমিক ছাঁটাই ও টার্মিনেশন বন্ধ করাসহ অবিলম্বে টিএনজেড ও স্টাইল ক্রাফটসহ অন্যান্য কারখানার শ্রমিকের সব বকেয়া পাওনা পরিশোধ, শ্রমিকদের কাজের সুযোগ সংকুচিত হয় এমন তথ্য কারখানার মধ্যে বিনিময় না করা। ৩. ইতিমধ্যে ঘোষিত ১৮ দফার ভিত্তিতে শ্রমিকের মজুরি মূল্যায়ন ও শ্রমিক এলাকায় রেশনিংয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। ৪. প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের জন্য শ্রম আইনের শর্ত শিথিল করা। ইউনিয়ন গঠনে শতকরা হারের বদলে সংখ্যা নির্ধারণ। শ্রমবান্ধব গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রতিষ্ঠা। ৫. কারখানায় যৌন নিপীড়ন-সহিংসতা ও ভয়মুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা। কর্মপরিবেশে শ্রমিককে তুই-তুমি সম্বোধন বন্ধ করা ও শ্রেণি-লিঙ্গ-বর্ণ-জাতি-ধর্ম-কর্মভেদে অবমাননাকর- অমর্যাদাকর ক্ষমতা-কেন্দ্রিক ভাষা ব্যবহার বন্ধ করা। ৬. মাতৃত্বকালীন ছুটি সবেতনে ৬ মাস করা, কারখানায় ও এলাকাভিত্তিক ডে কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা, শ্রম আইনে 'মহিলা' শব্দের পরিবর্তে নারী শব্দের ব্যবহার। ৭. শ্রম সম্পর্কিত সব তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি শ্রমসংশ্লিষ্ট সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। ৮. পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যক্রম, শিক্ষা কোর্স ও মিডিয়ায় শ্রমিকের জীবনগাথা মর্যাদাপূর্ণভাবে উপস্থাপন। ৯. গণ-অভ্যুত্থানে প্রাণ হারানো শ্রমজীবীসহ শিক্ষার্থী, নারী ও শিশুকে শহীদের স্বীকৃতি ও ক্ষতিপূরণ প্রদান; গণঅভ্যুত্থানে, রানা প্লাজায় ও তাজরীনে শ্রমিক হত্যার ঘটনায় যুক্ত দোষীদের বিচারপ্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা; ক্ষতিপূরণ-সংক্রান্ত আইন বদল করে মর্যাদাপূর্ণ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা। ১০, শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার করা; হামলা-নির্যাতনের প্রতিবাদে সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে চাকরিচ্যুতি বন্ধ করা; শ্রম আদালতের সংখ্যা বাড়িয়ে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি এবং সব ধরনের বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা জোরদার ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার সম্পন্ন করা।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। রবিবার। ২৫ মে ২০২৫

বিএফইউজে-ডিইউজের বিবৃতি

ঈদে সাংবাদিকদের ছুটি বৃদ্ধি ও বেতন-বোনাস পরিশোধের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে সাংবাদিকদের চলতি মাসের বেতনসহ বোনাস প্রদান এবং সরকারি কর্মচারীদের জন্য ঘোষিত ছুটির সঙ্গে সমন্বয় করে সংবাদপত্রে ছুটি বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন-বিএফইউজে ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে)।

গতকাল শনিবার বিএফইউজের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ওবায়দুর রহমান শাহীন, মহাসচিব কাদের গনি চৌধুরী ও ডিইউজে সভাপতি মো. শহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক খুরশীদ আলম এক যুক্ত বিবৃতিতে এই দাবি জানান।

সাংবাদিক নেতারা বলেন, ঈদের ছুটি আসন্ন। এখনো অনেক প্রতিষ্ঠান সাংবাদিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করেনি। অনেকে নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করে সাংবাদিকদের নামমাত্র বেতন দিয়ে এলেও ঈদ উপলক্ষে সেই বেতন ও বোনাস পরিশোধে নানা টালবাহানা করছে। অথচ এসব প্রতিষ্ঠান ওয়েজ বোর্ড রোয়েদাদ বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়ে সরকারের সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছে।

নেতারা অবিলম্বে সাংবাদিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধের দাবি জানান। অন্যথায় পরবর্তীতে সরকারি সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্তির সব ক্ষেত্রে ইউনিয়ন এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে বাধ্য হবে। এ বছর ঈদুল আজহা উপলক্ষে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য এরই মধ্যে ১০ দিনের ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার। কিন্তু সংবাদপত্র মালিকদের সংগঠন নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব) সংবাদপত্রে ছুটির বিষয়ে এখনো সুনির্দিষ্ট কোনো ঘোষণা দেয়নি।

বিএফইউজে ও ডিইউজে নেতারা সরকারি কর্মচারীদের ছুটির সঙ্গে সমন্বয় করে সংবাদপত্রে ন্যূনতম এক সপ্তাহ ছুটি ঘোষণার দাবি জানান।

প্রথম আলো • সোমবার, ২৬ মে ২০২৫

বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ

ঢাকার সাভার

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার

ঢাকার সাভারের হেমায়েতপুর এলাকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। গতকাল রোববার বিকেলে হেমায়েতপুর-সিঙ্গাইর আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে বসুন্ধরা গার্মেন্টস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকেরা এ বিক্ষোভ করেন।

শ্রমিকেরা জানান, ১৭ মে এক নোটিশের মাধ্যমে ১৮ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত কারখানা লে-অফ ঘোষণা করে কারখানা কর্তৃপক্ষ। ওই নোটিশে শ্রমিকদের এপ্রিল মাসের বকেয়া বেতন ২৫ মে (গতকাল) পরিশোধ করা হবে বলে জানানো হয়। গতকাল দুপুরে শ্রমিকেরা বকেয়া বেতন নিতে কারখানায় গেলেও মালিকপক্ষ আসেননি। পরে ক্ষুব্ধ হয়ে শ্রমিকেরা কারখানাসংলগ্ন হেমায়েতপুর-সিঙ্গাইর আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কারখানার এক সুইং অপারেটর বলেন, সামনে ঈদ। তাঁদের দাবি, এপ্রিল মাসের বকেয়া বেতন ছাড়াও ঈদের আগে চলতি মাসের বেতনের অর্ধেক ও ঈদ বোনাস দিতে হবে।

কারখানাটির আরেক শ্রমিক বলেন, মালিকপক্ষ যদি কারখানা না চালাতে পারে, তাহলে বকেয়াসহ যাবতীয় পাওনা বুঝিয়ে দিক।

জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সাভার থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কবির হোসেন বলেন, 'শ্রমিকেরা ঈদের আগে বেতন-বোনাস না পেলে কীভাবে সংসার চালাবেন? কীভাবে ঈদ উদ্‌যাপন করবেন? কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের দাবি, দ্রুত শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধ করা হোক।'

১৭ মে কারখানাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ স্বাক্ষরিত এক নোটিশে বলা হয়, বসুন্ধরা গার্মেন্টস লিমিটেডের সব শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের জানানো যাচ্ছে যে কারখানায় বিগত দিনে শ্রমিক অসন্তোষ থাকায় আন্দোলনের জন্য নির্ধারিত সময়ে শিপমেন্ট করতে না পারায় ও বিলম্বে শিপমেন্ট করায় ব্যাংকের দায়দেনা অনেক বেশি হয়েছে। এ কারণে ক্রেতাদের কোনো ক্রয়াদেশ ও কাঁচামাল না থাকায় কারখানা কর্তৃপক্ষ ১৮ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত শ্রমিকদের কোনো কাজ দেওয়া সম্ভব হবে না, যা মালিকের নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত। এমতাবস্থায় কারখানার শ্রমিক ও কর্মচারীদের বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ধারা ১২-এর বিধান মোতাবেক লে-অফ করা হলো, যা ১৮ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত কার্যকর হবে।

সমকাল বৃহস্পতিবার । ২৯ মে ২০২৫

সচিবালয় কর্মচারীদের আজ এক ঘণ্টার কর্মবিরতি

সমকাল প্রতিবেদক

- দাবি আদায় না হলে আগামী রোববার নতুন কর্মসূচি
- কর্মচারীদের দাবি প্রধান উপদেষ্টার কাছে তুলে ধরবেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব
- সারাদেশে ২৫ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের কলমবিরতি

সচিবালয়ের কর্মচারীরা আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত এক ঘণ্টার কর্মবিরতি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন। দাবি আদায় না হলে আগামী রোববার নতুন কর্মসূচি দেবেন তারা। তবে জাপান সফর শেষে প্রধান উপদেষ্টা আগামী শনিবার দেশে ফিরলে কর্মচারীদের দাবির কথা তাঁর কাছে তুলে ধরবেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব। এদিকে ২৫ ক্যাডারের কর্মকর্তারা গতকাল দ্বিতীয় দিনের মতো সারাদেশে কলমবিরতি পালন করেছেন।

গত মঙ্গলবার পাঁচ সচিবের সঙ্গে বৈঠকের পর আশ্বাস পেয়ে বুধবারের জন্য আন্দোলন স্থগিত করেছিলেন কর্মচারীরা। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কয়েকজন সচিব গতকাল মন্ত্রিপরিষদ সচিবের কাছে গিয়ে কর্মচারীদের সঙ্গে হওয়া বৈঠকের বিষয়াদি তুলে ধরেন। এর পর আন্দোলনকারী সংগঠন বাংলাদেশ সচিবালয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য ফোরামের নেতারা গতকাল সচিবালয়ে কর্মচারী ইউনিয়ন কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে ঐক্য ফোরাম নেতা বাদীউল কবির বলেন, জরুরি সেবার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সচিবালয়ে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত কর্মবিরতি চলবে। মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সহ সব দপ্তরে একই সময়ে কর্মবিরতি অব্যাহত থাকবে।

এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ঐক্য ফোরামের কো-চেয়ারম্যান মুহা. নুরুল ইসলাম বলেন, শনিবার প্রধান উপদেষ্টা দেশে ফেরার পর যদি ভালো কোনো ফল পাওয়া না যায়, তাহলে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। আগামী রোববার নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। আন্দোলন থেকে সরে আসার সুযোগ নেই।

প্রধান উপদেষ্টার কাছে কর্মচারীদের দাবি তুলে ধরবেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব

কর্মচারীদের দাবি মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আব্দুর রশীদকে জানিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিবরা। এখন মন্ত্রিপরিষদ সচিব বিষয়টি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে তুলে ধরবেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব এ এস এম সালেহ আহমেদ বলেন, মন্ত্রিপরিষদ সচিবের কাছে কর্মচারীদের দাবিসহ গত মঙ্গলবারের আলোচনার বিষয়টি জানিয়েছি। তিনি বিষয়টি প্রধান উপদেষ্টার কাছে তুলে ধরবেন।

গত ২২ মে সরকারি চাকরি আইন সংশোধন করে অধ্যাদেশ আকারে জারি করার প্রস্তাবে অনুমোদন দেয় উপদেষ্টা পরিষদ। 'সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫' বাতিলের দাবিতে গত শনিবার থেকে টানা চার দিন সচিবালয়ের ভেতরে বিক্ষোভ করেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মচারীরা। তাদের আপত্তির মধ্যেই রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে রোববার রাতে অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এতে পুরোনো আইনের সঙ্গে '৩৭ক' নামে আরেকটি ধারা সংযোজন করা হয়। নতুন ধারায় দু'দফায় সাত দিন করে নোটিশের পর দায়ী হলে কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে।

অধ্যাদেশে 'আচরণ বা দণ্ডসংক্রান্ত' বিশেষ বিধানে বলা হয়েছে, কেউ যদি এমন কাজ করে, যা অনানুগত্যের শামিল এবং যা অন্য কর্মচারীদের মাঝে অনানুগত্য সৃষ্টি করতে পারে বা শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে বা অন্যের কর্তব্য পালনে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে ছুটি ব্যতীত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে। কাউকে কর্মবিরতিতে বাধ্য বা উস্কানি দেওয়া, অন্য কর্মচারীকে কাজে বাধা দেওয়া হলে। কোনো কর্মচারীকে তার কর্মস্থলে আসতে বা কাজ করতে বাধা দেওয়া হলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ হবে। এসব অপরাধের শাস্তি হিসেবে পদাবনতি বা গ্রেড অবনতি, চাকরি থেকে অপসারণ কিংবা চাকরি থেকে বরখাস্ত করার বিধান রাখা হয়েছে।

২৫ ক্যাডার কর্মকর্তাদের কলমবিরতি

আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদের আহ্বানে সারাদেশে ২৫ ক্যাডারের কর্মকর্তার গতকাল সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত দ্বিতীয় দিনের মতো কলমবিরতি পালন করেছেন। বৈষম্যমূলকভাবে প্রশাসন ক্যাডারের বাইরের ১২ কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত ও বিভাগীয় মামলার প্রতিবাদ এবং 'কৃত্য পেশাভিত্তিক' মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা, উপসচিব পদে পদোন্নতিতে কোটা বাতিল ও সব ক্যাডারের মধ্যে সমতা আনার দাবিতে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা।

আন্দোলনকারীদের সচিবালয়ে নিষিদ্ধ করার আহ্বান

সচিবালয়ের কর্মচারীরা যেভাবে বেআইনি সমাবেশের মাধ্যমে অবৈধ কর্মকাণ্ডে জড়াচ্ছেন, তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে চট্টগ্রাম সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ। তারা বেআইনি কাজের সঙ্গে জড়িতদের কঠোরভাবে দমন করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরিচ্যুত ও বদলি করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। গতকাল সংগঠনের সদস্য সচিব ডা. খুরশিদ জামিল স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানানো হয়।

সচিবালয়ে সপ্তাহে দু'দিন দর্শনার্থী প্রবেশ নিষেধ

সপ্তাহে দু'দিন সচিবালয়ে দর্শনার্থী প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী, এখন থেকে প্রতি সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে দর্শনার্থী প্রবেশ করতে পারবেন না। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী গতকাল বুধবার এ নির্দেশনা দেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের যুগ্ম সচিব (সচিবালয় নিরাপত্তা শাখা) জসিম উদ্দীন গতকাল রাতে সমকালকে বলেন, এ নির্দেশনাসংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন আজ বৃহস্পতিবার জারি করা হবে।

NEW AGE
SATURDAY, MAY 24, 2025,

10 hurt as police disperse RMG workers in Gazipur

Our Correspondent ·
Gazipur

AT least 10 people were injured as police charged batons on and fired tear gas at readymade garment workers for blocking the Dhaka-Tangail highway in the Chandra area under Kaliakair upazila in Gazipur on Friday noon.

The workers blocked the road demanding their arrears.

The incident took place at about 12 noon as over a hundred workers of permanently closed Mahmud Jeans Limited blocked the highway for about one and a half hours creating traffic congestion, according to police.

Kaliakair police officer-in-charge Riad Mahmud, however, said that the workers suffered minor injuries and the situation was brought under control.

'We have deployed additional police force in the area to avoid any untoward incident,' the OC said, adding that the workers' protest ends and the vehicular movement on the highway has returned to normalcy.

Mahmud Jeans Limited was permanently closed on October 10, 2024 and about 2,000 workers had dues that would be resolved through the government, according to the company officials.

Mahmud Jeans Limited administrative manager Abu Taleb said that the issue of workers' dues would be resolved by the Ministry of Labour and Employment.

'The factory authority has nothing to do with it,' he added.

সমকাল বৃহস্পতিবার । ১ মে ২০২৫

মহান মে দিবস আজ

সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার শ্রমজীবী মানুষ

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ

সা ক্ষা ৎ কা র

শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ। আশির দশকজুড়ে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা-আইএলও এবং আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন-আইটিইউসিতে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন তিনি। বর্তমানে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলসেরও নির্বাহী পরিচালক। মহান মে দিবস উপলক্ষে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সাইফুর রহমান তপন**

ভোরে ঘরের কাজ সেরে সকালেই আবার পাথর টানার হাড়ভাঙা খাটুনি। ঘরে বাইরে বিরামহীন কাজেও সুদিন আসে না। বুধবার সিলেটের ধুপাগুল স্টোন ক্রাশার মিলে ■ ইউসুফ আলী

সুলতান উদ্দিন আহম্মদ

সমকাল: গত বছর মে দিবসে সমকালে আপনার সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল। এর পর এক বছর কেটে গেল, এই সময়ে দেশের শ্রমিকদের জীবনে কোনো পরিবর্তন দেখতে পেয়েছেন?

সুলতান উদ্দিন আহম্মদ: প্রথমেই বলব, এ বছর আমরা একেবারে ভিন্ন এক পরিবেশে মে দিবস পালন করছি। মে দিবসের শিক্ষা হলো, একটি রাষ্ট্রে জাতীয়ভাবে যদি গণতন্ত্র চর্চা না হয়, রাষ্ট্রের অভিপ্রায় যদি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন না হয়, তাহলে শ্রমিকরা তার ন্যায্য হিস্যা পাওয়া দূরের কথা, ন্যায্য হিস্যার দাবিও করতে পারেন না। ৫ আগস্ট গণআন্দোলনের মুখে রাষ্ট্রক্ষমতায় যে পরিবর্তন এসেছে, তার ফলে আমরা বর্তমানে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখছি। সে হিসেবে বর্তমানে আমরা একটি মৌলিক পরিবর্তনের মধ্যে আছি।

আরেকটি বিষয় হলো, এবারই প্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি শ্রম সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছে। সে কমিশন তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে মে দিবসের ৯ দিন আগে। এ দুটি বিষয় যদি আমরা বিবেচনায় রাখি, তাহলে এবারের মে দিবসের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে।

একই সঙ্গে কিছু দুঃখজনক ঘটনাও এ সময়ে ঘটেছে। জুলাই আন্দোলনে ছাত্রদের পরই ছিল শ্রমিকের অংশগ্রহণ। বহু রিকশা রীতিমতো আহত-নিহতদের হাসপাতালে নেওয়ার অ্যাম্বুলেন্সে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু

পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৪

ছয় কোটি শ্রমিক রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার বাইরে

■ আবু হেনা মুহিব

- শ্রম আইনে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের প্রবীণ শ্রমিকদের জন্য অবসরকালীন ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব

দেশের মোট শ্রমিকের ৮৪ দশমিক ১ শতাংশের কোনো দায়দায়িত্ব নেয় না রাষ্ট্র। শ্রমিক হিসেবে তাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নেই। কোনো রকম আইনি ও সামাজিক সুরক্ষা নেই। কর্মস্থলের পরিচয়পত্র নেই। কাজের ক্ষেত্রে অন্যায়ের শিকার হলে তাদের শ্রম আদালতে মামলা করার সুযোগও নেই। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, অপ্রাতিষ্ঠানিক এই শ্রমিকের সংখ্যা ৫ কোটি ৯৬ লাখ ৮০ হাজার।

বিশালসংখ্যক শ্রমিকের প্রতি রাষ্ট্রের এ রকম অবহেলার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সরকারের গঠিত শ্রম সংস্কার কমিশন। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে গত ২১ এপ্রিল পেশ করা কমিশনের ২৫ সুপারিশের মধ্যে প্রথমে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সব শ্রমিকের আইনি সুরক্ষা ও স্বীকৃতি দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

দেশের শ্রম খাতের দুর্বলতা চিহ্নিত করা এবং শ্রমিকের অধিকার ও জীবনমান উন্নয়নে সুপারিশ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত ১৯ সদস্যের কমিশনপ্রধান ছিলেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ। জানতে চাইলে গতকাল তিনি সমকালকে বলেন, 'আমরা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছি। শ্রম আইনে অন্য সব শ্রমিকের মতো একই অধিকার এবং সুযোগসুবিধা পাওয়ার পাশাপাশি ক্ষেত্রবিশেষে তাদের বাড়তি সুবিধা দেওয়ার কথা বলেছি। সামাজিক সুরক্ষার আওতায় তাদের জন্য ভাতার কথা বলেছি। প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের জন্য এ সুবিধার সুপারিশ করা হয়নি। কারণ, তারা চাকরি শেষে কমবেশি কিছু আর্থিক সুবিধা পান।'

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

পোশাক খাতের ওপর গবেষণা

ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন করেছে ৬৮% কারখানা

■ বিশেষ প্রতিনিধি

দেশের তৈরি পোশাক খাতের ৩৮৫টি কারখানার ওপর পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, নতুন ন্যূনতম মজুরি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করেছে ৬৮ শতাংশ কারখানা। বাকি ৩২ শতাংশ বিভিন্ন কারণে সরকারের সর্বশেষ ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি কাঠামো বাস্তবায়ন করতে পারেনি।

পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ২

ছুটি

মহান মে দিবস উপলক্ষে আজ সমকালের সব বিভাগে ছুটি। তাই শুক্রবার পত্রিকা প্রকাশ হবে না। তবে অনলাইন চালু থাকবে

সম্পাদক

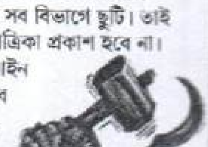

ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন করেছে ৬৮%　সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার শ্রমজীবী মানুষ

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

এসব কারখানার মধ্যে ২২ শতাংশ আগের চেয়ে মজুরি বাড়িয়েছে।

সাসটেইনেবল টেক্সটাইল ইনিশিয়েটিভ: টুগেদার ফর চেঞ্জ (স্টিচ) এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে এ গবেষণা করে। গত বছরের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে জরিপ করা হয়। স্টিচ একটি বহুদেশভিত্তিক কর্মসূচি, যা তৈরি পোশাক এবং বস্ত্র খাতের সরবরাহ চেইনে থাকা শ্রম পরিস্থিতির উন্নয়নে কাজ করে। নেদারল্যান্ডস সরকারের সহায়তায় বাংলাদেশে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে এথিকাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ, মনডিয়া এফএনভি এবং ফেয়ার ওয়্যার ফাউন্ডেশন।

শ্রমিক সংখ্যা বিবেচনায় ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নের হার বেশি। জরিপে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ১ হাজার ১১৩ জন শ্রমিক। তাদের মধ্যে ৮১ শতাংশ ন্যূনতম মজুরি পান বলে জানিয়েছেন। অন্যদিকে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) থাকা সব কারখানা এবং ইপিজেডের বাইরে থাকা বড় কারখানাগুলো ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন করেছে। যেসব কারখানা বাস্তবায়ন করেছে, তাদের ৮০ শতাংশে তৈরি পোশাক উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএর সদস্য।

জরিপের ফল নিয়ে গত মঙ্গলবার ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে শ্রমিক সংগঠন, উদ্যোক্তা, সরকার ও শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রতিনিধি এবং বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করেন। তারা পোশাকশিল্পের ব্যয়, শ্রমিকদের জীবনমান, তাদের ব্যয়ের ওপর মূল্যস্ফীতির প্রভাবসহ বিভিন্ন বিষয়ে আরও গবেষণার সুপারিশ করেন। তারা ন্যূনতম মজুরির ওপর শিল্পের অংশীজন নিয়ে সংলাপেরও পরামর্শ দেন।

জরিপে ঢাকার ১৩৫টি, গাজীপুরের ১২৮টি, নারায়ণগঞ্জের ৭১টি, চট্টগ্রামের ৪৬টি, ময়মনসিংহের ৪টি এবং কুমিল্লার ১টি কারখানাকে নমুনা হিসেবে নেওয়া হয়। শ্রমিকদের মধ্যে ৬০ শতাংশে নারী এবং ৪০ শতাংশে পুরুষ। শ্রমিকের বাইরে সরকার, শ্রমিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, উদ্যোক্তা, বাণিজ্য সংগঠন এবং নাগরিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়।

২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তৈরি পোশাক খাতের ওপর সরকার গঠিত ন্যূনতম মজুরি বোর্ড ইপিজেডের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার ৮০০ টাকা নির্ধারণ করে। ইপিজেডের বাইরের কারখানার জন্য নির্ধারণ করা হয় ১২ হাজার ৫০০ টাকা। এর আগে ২০১৮ সালে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয় ৮ হাজার টাকা। উল্লেখ্য, সব গ্রেডে আলাদা ন্যূনতম মজুরি রয়েছে। তৈরি পোশাক বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শিল্প খাত। এ খাতে শ্রমিকের সংখ্যা ৪০ লাখের বেশি, যার অর্ধেকের বেশি নারী। কারখানার সংখ্যা চার হাজারের বেশি। এর মধ্যে প্রায় তিন হাজার বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএর সদস্য।

গবেষণার ফলাফলের বিষয়ে এথিকাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভের পরিচালক (কর্মসূচি ও গবেষণা) মুনীর উদ্দীন শামীম সমকালকে বলেন, নমুনাভুক্ত যেসব কারখানা ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন করতে পারেনি তার বেশির ভাগই মাঝারি বা ছোট কারখানা। অন্যদিকে ইপিজেডভুক্ত এবং বড় কারখানার বেশির ভাগ অতি অল্পসময়ে বাস্তবায়ন শুরু করতে পেরেছে। বাস্তবায়নকারী কারখানার ৮০ শতাংশ বিজিএমইএ অথবা বিকেএমইএর সদস্য। এর মানে তারা সরাসরি রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত। এ প্রবণতার একটি অর্থ হচ্ছে– কারখানাগুলোর বিদ্যমান সক্ষমতা মজুরি বাস্তবায়নে একটি বড় ফ্যাক্টর।

তিনি বলেন, গবেষণায় ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নে কিছু চ্যালেঞ্জ উঠে এসেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–পরিচালন ও উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়া, মজুরি বাড়ার হারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ক্রেতাগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে পণ্যের দাম না বাড়ানো, প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাব, পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ব্যবস্থা না থাকা, সরকারি সহযোগিতার অভাব, কিছু ক্ষেত্রে মালিকদের অনিচ্ছা, নিয়মিত ও ধারাবাহিক কার্যাদেশ না থাকা ইত্যাদি। অনেকে বলেছেন, বিদ্যুৎ, গ্যাসসহ সেবা খাতে ক্রমাগত মূল্যস্ফীতির কারণে তাদের পরিচালন ও উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় সামগ্রিকভাবে ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নে অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। অংশীজনরা আরও কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন। অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনায় এমন মত এসেছে যে, ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নে তদারকি সংস্থাগুলোর তেমন কার্যকর উদ্যোগও দেখা যায় না। এছাড়া কার্যকর শ্রমিক প্রতিনিধিত্বের অভাব রয়েছে। কারখানা পর্যায়ে একটি কার্যকর শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা গেলে এবং মালিক-শ্রমিক পক্ষের মধ্যে কার্যকর সামাজিক সংলাপের সংস্কৃতি তৈরি করতে পারলে পারস্পরিক জবাবদিহিতার মধ্য দিয়ে ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন আরও সহজতর হয়ে উঠবে বলে তারা মনে করেন।

বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম সমকালকে বলেন, যারা ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন করতে পারছে না, তাদের ক্ষেত্রে প্রধান কারণ হলো– ক্রেতা ন্যায্য দাম দিচ্ছে না। তিনি জানান, কোনো কোনো কারখানার মালিক শ্রমিকদের নিয়োগের সময় ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নের অক্ষমতার কথা আগেই বলে নেন। তবে ন্যূনতম মজুরি সব কারখানার বাস্তবায়ন করা উচিত। এ কারণে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এবং ব্র্যান্ড–ক্রেতাদের সংগঠনগুলোকে পোশাকের দাম বাড়ানোর জন্য মধ্যস্থতা করতে হবে।

জরিপে পাওয়া আরও কিছু তথ্য

ন্যূনতম মজুরি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন না করা কারখানার ৩৩ শতাংশ জানিয়েছে, তাদের পরিচালন ব্যয় আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। ২৪ শতাংশ জানিয়েছে, তারা ব্র্যান্ড ক্রেতাদের কাছ থেকে তেমন সহযোগিতা পাননি। যারা বাস্তবায়ন করেছেন, তাদের ৭৫ শতাংশে খরচ বাড়ার কথা জানিয়েছেন। জরিপের আওতায় থাকা ৮৩ শতাংশ কারখানা জানিয়েছে, নতুন মজুরি বাস্তবায়নে তারা সরকার কিংবা ক্রেতার সহযোগিতা পাননি। ইপিজেডের ১৮ শতাংশ এবং ইপিজেডের বাইরের ৩৩ শতাংশ কারখানা ক্রেতারা কিছুটা দাম বাড়িয়েছে বলে জানিয়েছে। শ্রমিকরা জানিয়েছেন, তাদের মজুরি বাড়লেও ক্রয়ক্ষমতা বাড়েনি। কেননা বাজারে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে বেশি হারে। অন্যদিকে অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে নারীর বেতনের বৈষম্য রয়েছে।

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

আন্দোলনের পর শ্রমিকদের আবারও সেই পুরোনো বহু সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়েছে। কারখানা বন্ধ, বকেয়া মজুরি না পাওয়া, ঈদের সময় বেতন-বোনাস বঞ্চনা, এগুলো চাইতে গিয়ে রাস্তায় আবারও গুলি খাওয়া ইত্যাদি দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে।

আশা করা হয়েছিল, রাজনৈতিক পালাবদলের পর শ্রমিকরা তাদের প্রতিবাদের ক্ষেত্রে অন্তত বাধার সম্মুখীন হবেন না। কিন্তু এখনও বহু শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে, অনেকে জেলে আছেন। এটি অবশ্য আবারও দেখিয়ে দিল, শ্রমিকদের রাষ্ট্রক্ষমতার বিষয়টি নিয়েও ভাবতে হবে, যা মে দিবসেরই শিক্ষা। শ্রমিক শ্রম দিয়েছেন, তিনি তাঁর পাওনাটা চান। ওই পাওনা যিনি দিচ্ছেন না, আইনের দৃষ্টিতে তিনি অপরাধ করছেন। অথচ এখানে শ্রমিককে অপরাধী সাব্যস্ত করা হচ্ছে পাওনা দাবি করার জন্য। এই দুই ধরনের বাস্তবতাই এবারের মে দিবসে আমরা দেখছি।

সমকাল: এমন বাস্তবতায় শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো কী ভাগ্য হতে পারে?

সুলতান উদ্দিন আহম্মদ: যে আন্দোলনের ফল হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকার এবং শ্রম সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছে, তার মূল কথা ছিল বৈষম্যহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। বিদ্যমান রাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার শ্রমজীবী মানুষ। এ বৈষম্য হ্রাসের দায় আছে বর্তমান সরকারের। তাই তারা আন্তরিকভাবেই চেয়েছে যে কমিশন ভালো কিছু সুপারিশ করুক।

সমকাল: আপনি বলছেন, শ্রম কমিশনের সুপারিশগুলো বেশ মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে?

সুলতান উদ্দিন আহম্মদ: সুপারিশগুলো তৈরি করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থান এবং '২৪-এর গণঅভ্যুত্থান– এই তিনটির নির্যাস হলো, একটি মর্যাদাকর বাংলাদেশ চাই, বৈষম্যহীন সমাজ চাই এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ চাই। আর এগুলোই মে দিবসের চেতনা। আপনি দেখবেন, মে দিবস সৃষ্টির পর যেসব আন্তর্জাতিক কনভেনশন বা সনদ হয়েছে– জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, আইএলওর প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি– সবক'টিতেই ওই আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। তাই ওই তিনটি বিষয়কে আমরা সুপারিশের ভিত্তি ধরেছি। সেটা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, সাড়ে সাত কোটি শ্রমজীবী মানুষ পরিষ্কার দুই ভাগে বিভক্ত। একটি অংশের– যারা মোট শ্রমিকের ১০-১৫ শতাংশ– মোটামুটি আইনি সুরক্ষা আছে, তারা ভোগ করতে পারুক না-পারুক। বাকি ৮৫-৯০ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করে, তাদের কোনো আইনি সুরক্ষা নেই, শ্রমিক হিসেবেই স্বীকৃত না তারা। এই বৈষম্য আমরা বিবেচনায় নিয়েছি।

আরেকটি বড় বিষয় হলো, আয়বৈষম্য। কিছুদিন আগে সমকালেই গত সাত মাসে কোটিপতি বাড়ার খবর দেখেছি। আবার বিশ্বব্যাংক বলেছে, চলমান অর্থবছরে নতুন ৩০ লাখ মানুষ চরম দারিদ্র্যের কবলে পড়বে। এগুলোর উত্তর হলো, একটি মর্যাদাকর মজুরির নিশ্চয়তা। এ জন্যই আমরা জাতীয় ন্যূনতম মজুরির সুপারিশ করেছি, যা হতে হবে মর্যাদাকর জীবনের নিশ্চয়তাদানকারী, যেনতেন হলে চলবে না।

সমকাল: প্রাতিষ্ঠানিক খাতের মজুরিই তো পুরো কার্যকর হয় না। সেখানে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কীভাবে কার্যকর করা যাবে?

সুলতান উদ্দিন আহম্মদ: জাতীয় ন্যূনতম মজুরির দাবি আমাদের শ্রমিক আন্দোলনে অনেক পুরোনো। আমরা মনে করি, সস্তা শ্রম আমাদের রপ্তানি পণ্যকে প্রতিযোগিতাসক্ষম করছে– এ মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমাকে এত টাকা মজুরি দিলেই চলবে, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে আর কিছু করতে হবে না। এ মানসিকতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। ফলে মজুরির বিষয় শুধু শ্রমিকের নয়, সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সমকাল: অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে তো সরকার এখনও আয়করের আওতায়ই আনতে পারেনি, সেখানে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কার্যকর করা যাবে?

সুলতান উদ্দিন আহম্মদ: বিষয়টি জটিল, সন্দেহ নেই। কারণ জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কিন্তু শুধু অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নয়, পারিবারিক ও ব্যক্তিগতভাবেও যে শ্রমিক যেমন– গাড়িচালক, গৃহকর্মী খাটানো হয়, তাদের জন্যও প্রযোজ্য হবে। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে যে বিশালসংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ হয়, তারাও পড়বে এর আওতায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যদি একটি বৈষম্যমুক্ত ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ চাই, তাহলে প্রথমেই সবার জন্য একটি মর্যাদাকর জীবন নিশ্চিত করতে হবে। যেখানে মর্যাদাকর মজুরি অপরিহার্য।

সমকাল: আপনারা শ্রমঘন শিল্পের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার সুপারিশ করেছেন। কিন্তু শিল্পে অটোমেশন অনিবার্য। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা কীভাবে করা হবে?

সুলতান উদ্দিন আহম্মদ: আমরা যদি মে দিবসের চেতনা অনুসারে ৮ ঘণ্টা কাজের বিধান মেনে চলি, একজনকে অতিরিক্ত খাটিয়ে মুনাফা করার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসি, তাহলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মুনাফার পাশাপাশি শিল্পেরও বিকাশ নিশ্চিত করতে পারি। এখানে অটোমেশন কোনো সমস্যা নয়। আমাদের এখানে এক সুয়ারেজ লাইন পরিষ্কার করতে গিয়ে বছরে বহু লোক মারা যায়। অথচ পার্শ্ববর্তী দেশে কাজটা হয় যন্ত্রের

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ছয় কোটি শ্রমিক রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার বাইরে

মাধ্যমে, আপনি প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষিকভাবে তা করতে পারবেন না, প্রাপ্ত শিক্ষা এমনভাবে তৈরি। যে যা মানুষের কাজ করতে সেই মত তৈরির জন্যই প্রোগ্রাম প্রণয়ন। আমাদের শিক্ষা কৃষি বা পড়া আছে, কৃষিভিত্তিক শিল্পের সম্ভাবনা বিপুল। উদাহরণ, দক্ষ জনশক্তি ও প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটাতে যদি মনে করি, আমরা বিশ্বে অন্যতম শিল্পশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারি।

সমকাল: আপনারা ট্রেড ইউনিয়ন চর্চা সহজ করার সুপারিশ করেছেন, যেখানে মালিক তো বটেই, নাগরিক সমাজেও ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে একধরনের ভীতি আছে। অনেকে মনে করেন, শিল্পের বিকাশে তা অন্তরায়। আপনাদের অবস্থান একটু ব্যাখ্যা করবেন?

সুলতান উদ্দিন আহম্মদ: এ ভয় ট্রেড ইউনিয়নের নামে কিছু ব্যক্তির নেতিবাচক কর্মকাণ্ড থেকে জন্ম নিয়েছে, সঠিকভাবে ট্রেড ইউনিয়ন চর্চা থেকে নয়। আমরা যে মর্যাদাকর মজুরির কথা বলি, মজুরি বৈষম্য অবসানের কথা বলি, তা নিশ্চিত হওয়ার অন্যতম শর্ত শ্রমিক ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে তাঁর দাবি জানানোর সুযোগ পান কিনা। একটি শিল্প ইউনিটে উদ্যোক্তার মতো শ্রমিকও অপরিহার্য। কিন্তু এখানে পারস্পরিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে। এ দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রক্রিয়া হিসেবেই ট্রেড ইউনিয়নের ধারণা এসেছে। আজকে শিল্পে যে বিশৃঙ্খলা আমরা দেখি, তার প্রধান কারণ ট্রেড ইউনিয়নের সুযোগ সংকুচিত হওয়া।

রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা বা প্রশাসনের সঙ্গে হৃদ্যতা ছাড়া আজকে ট্রেড ইউনিয়ন করা খুব কঠিন। এর গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে এমন কিছু শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যা পূরণ করা সুস্থ ট্রেড ইউনিয়নপন্থি কারও পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন– একটি কারখানায় ৫০ হাজার শ্রমিক থাকলে তার ১০ শতাংশের সমর্থন যদি একটি সংগঠনের নিবন্ধন পেতে লাগে, তাহলে ৫ হাজার শ্রমিক কে জোগাড় করতে পারবে?

ট্রেড ইউনিয়ন গড়া সহজ হলে সৎ, দক্ষ ও আন্তরিক মানুষ শ্রমিক আন্দোলনে আসবেন। ফলে একটি সুস্থ ধারার ট্রেড ইউনিয়ন অনুশীলন সম্ভব হবে।

সমকাল: শেষ কথা হিসেবে কিছু বলবেন?

সুলতান উদ্দিন আহম্মদ: আমরা সুপারিশ করতে গিয়ে কোনোভাবেই শ্রমিককে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি বা শিল্পনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখিনি। শ্রমিকের কল্যাণকে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখিনি। উদ্যোক্তাদের সমস্যা আমরা জানি। সবাইকে যুক্ত করে একটি সমন্বিত নীতি ও কৌশল প্রণয়নের পক্ষে আমরা কথা বলেছি। মালিক ও শ্রমিকের সমস্যাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে আমরা শিল্পের সমস্যা সমাধান করতে পারব না। দেশও এগোবে না। এটিই আমাদের মূল বক্তব্য।

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

কমিশনের এ সব সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে নিয়মিত নজরদারি রাখার কথাও জানান তিনি।

এ বাস্তবতায় আজ বৃহস্পতিবার মহান শ্রমিক দিবস পালন করা হচ্ছে। আজ সরকারি ছুটি থাকবে। এ দিনও কাজ করতে হবে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দিবসটি পালনের বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'শ্রমিক মালিক এক হয়ে, গড়বো এ দেশ নতুন করে'।

বিবিএসের গত নভেম্বরে প্রকাশিত সর্বশেষ জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে কর্মক্ষম জনসংখ্যা ১২ কোটি ৬ লাখ ২০ হাজার। তাদের মধ্যে শ্রমশক্তি ৭ কোটি ৩৪ লাখ ৫০ হাজার। মোট শ্রমশক্তির ৮৪ দশমিক ১ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করে।

দেশে শ্রমশক্তি বলতে ১৫ বছরের বেশি বয়সের মানুষের মধ্যে যারা কর্মে নিয়োজিত এবং বেকার জনগোষ্ঠীর সমষ্টিকে বোঝায়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা–আইএলওর মানদণ্ড অনুযায়ী, যারা সাত দিনে কমপক্ষে ১ ঘণ্টার বেতন, মজুরি বা মুনাফার বিনিময় অথবা পরিবারের নিজস্ব ভোগের জন্য পণ্য উৎপাদনের কাজ করেছেন জরিপে তাদের কর্মে নিয়োজিত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। আবার যারা কর্মক্ষম কিন্তু কোনো কাজে নিয়োজিত নন, নির্দিষ্ট সময়ে কাজ খুঁজে বেড়ান এবং ওই সময়ে কাজের সুযোগ পেলে সে কাজ করতে প্রস্তুত তাদের বেকার বলা হয়েছে। এ হিসাবে দেশে বেকারের সংখ্যা ২৪ লাখ ৬০ হাজার।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক কারা

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা–আইএলওর আন্তর্জাতিক শ্রম পরিসংখ্যানবিদের সম্মেলন ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অব লেবার স্ট্যাটিসিয়াল–আইসিএলসির সংজ্ঞা অনুযায়ী, বেসরকারি অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি বা খানামালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, যেগুলোর আইনি সত্তা নেই, পরিপূর্ণ হিসাব নেই, উৎপাদনের হিসাব দিতে হয় না এবং বেসরকারি ও অনিবন্ধিত–এরকম খাতকে অনানুষ্ঠানিক খাত এবং এ খাতের শ্রমিকদের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক বলা হয়।

মূলত কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক বেশি। কৃষিতে ৯৮ দশমিক ৬৩ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক। শিল্প খাতে ৮২ দশমিক ৭৫ শতাংশ। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের বড় অংশই গ্রামে থাকেন।

বিবিএস বলছে, গ্রামের মোট শ্রমিকের ৮৭ দশমিক ৪ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। সংখ্যায় তারা ৪ কোটি ৬১ লাখ ১০ হাজার। শহরের শ্রমিকদের এ হার কিছুটা কম। ৭৪ দশমিক ৫ শতাংশ। সংখ্যায় এক কোটি ৩৫ লাখ ৭০ হাজার। নারী শ্রমিকদের ৯৫ দশমিক ৭ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করে থাকেন।

শ্রম আইনে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকেও অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ কমিশনের

শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, কৃষি, গৃহশ্রমিক, অভিবাসী, স্বনিয়োজিত শ্রমিকসহ সব শ্রমিকের জন্য শ্রম আইনে সুরক্ষা নিশ্চিত করার সুপারিশ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে শ্রমিকদের কাজের স্বীকৃতি, পরিচয়পত্র, নিরবচ্ছিন্ন কাজ এবং আয়ের নিশ্চয়তা, মর্যাদাকর শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়। এতে আরও বলা হয়, এসব শ্রমিকের জন্য রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় থেকে প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আলাদা অফিস অথবা ডেস্ক স্থাপন করতে হবে। শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা এবং কল্যাণে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের সব ধরনের তথ্য নিয়ে তথ্যভান্ডার করা, পরিচয়পত্র দেওয়া এবং অবসর ভাতা চালুসহ বেশ কিছু সুপারিশ করে কমিশন।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের প্রবীণ শ্রমিকদের জন্য অসরকালীন ভাতার সুপারিশ

রাষ্ট্রের নিম্নতম মজুরি বোর্ডের আওতায় বিভিন্ন সুবিধা পেয়ে থাকেন প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা।। অবসরের পরও কিছু সুবিধা পান তারা।। তবে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা সারা জীবন খাটুনির পর প্রবীণ বয়সে আরও কষ্টে থাকেন। কারণ সামান্যতম কোনো সুবিধা পান না তারা। এ বিবেচনা থেকে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য অসরকালীন ভাতা বা তাদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনার সুপারিশ করেছে কমিশন। তাদের অবসরের বয়সসীমা ৬০ বছর নির্ধারণের কথা বলা হয় এতে। দরিদ্র বেকার শ্রমিকদের বয়স্কভাতা এবং তাদের প্রতিদিনের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও অন্যান্য চাহিদা বিবেচনায় বয়স্কভাতার পরিমাণ নির্ধারণের কথা বলেছে কমিশন। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের পেশা ও খাত অনুযায়ী সংগঠিত হওয়া, প্রতিনিধিত্ব করা ও নিয়োগকারী, তাদের সমিতি করার সুযোগ দেওয়ার কথাও বলা হয় কমিশনের সুপারিশে।

প্রাতিষ্ঠানিকের ৫৫ খাতেও ন্যূনতম মজুরি নেই

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের চেয়ে কিছুটা ভালো হলেও প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের অবস্থাও খুব বেশি ভালো নয়। এখনও অনেক শিল্প খাতকে ন্যূনতম মজুরি কাঠামোর আওতায় আনা হয়নি। মালিকপক্ষ যা দেয়, তা মেনে নিয়ে কাজ করেন শ্রমিকরা। এরকম অন্তত ৫৫টি খাতে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয়নি।

শ্রম মন্ত্রণালয়ের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, দেশের স্বীকৃত শিল্প আছে ১০২টি।

টাইপ ফাউন্ড্রি শিল্পের মজুরি বোর্ড হয় সর্বশেষ ১৯৮৩ সালে। অর্থাৎ, গত তিন যুগ ধরে একই মজুরি চলছে এ খাতে। জানতে চাইলে সরকারের নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সচিব রাইসা ইসলাম গতকাল সমকালকে বলেন, ন্যূনতম মজুরি কাঠামোতে বর্তমানে ৪৭টি শিল্প রয়েছে। নতুন করে দুটি শিল্পকে ন্যূনতম মজুরির আওতায় আনা হবে। আরও ২০ শিল্পকে এর আওতায় আনার প্রক্রিয়া চলছে। তিনি জানান, পেট্রোল পাম্পের শ্রমিকদের মজুরি পুনঃনির্ধারণে বোর্ড গঠন হয়েছে। মালিক পক্ষ এ-সংক্রান্ত সভায় আসছে না। এ অবস্থায় করণীয় জানতে শ্রম মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ চেয়েছে মজুরি বোর্ড।

টাইপ ফাউন্ড্রি শিল্পে তিন যুগ ধরে একই মজুরির বিষয়ে জানতে চাইলে রাইসা ইসলাম বলেন, টাইপ ফাউন্ড্রি শিল্পের আর অস্তিত্ব নেই। খাতটি হয়তো বিলুপ্ত ঘোষণা করা হবে।

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, মে ১, ২০২৫ ■ বৈশাখ ১৮, ১৪৩২

জুলাই অভ্যুত্থানে শ্রমিকদের আত্মত্যাগ যেন সার্থক হয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শতাধিক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আহত ও পঙ্গুত্ববরণকারী শ্রমিকের সংখ্যা কয়েক হাজার। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও শ্রমিক অধিকার নিয়ে আন্দোলনকারীদের প্রত্যাশা, ফ্যাসিবাদ-পরবর্তী নতুন বাংলাদেশে শ্রমিকদের এ আত্মত্যাগ যেন বৃথা না যায়। তাদের অধিকার যেন নিশ্চিত করা হয়। ন্যায্য মজুরিসহ যেকোনো দাবি আদায়ে কোনো শ্রমিককে যেন রাস্তায় নামতে না হয়। শ্রমিকরা যেন স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারেন। নারী শ্রমিকদের জন্য পরিবেশ যেন নিশ্চিত হয়।

গত বছরের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে শ্রমিকদের মূল্য দিতে হয়েছে অনেক বেশি। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ছাত্র-জনতার এ গণ-অভ্যুত্থানে সহিংসতায় অন্তত ১১২ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ২১ জন দোকানদার, ১৫ রিকশাচালক, ১২ পরিবহনকর্মী, নয় পোশাক শ্রমিক, নয় দিনমজুর, ছয় নির্মাণশ্রমিক, পাঁচ হকার, চারজন হোটেলকর্মী। বাকিরা বিদ্যুৎ ও ওয়ার্কশপসহ বিভিন্ন খাতে কাজ করতেন। নিহতদের মধ্যে ২৩ জন ছিল শিশুশ্রমিক। যাদের বয়স ১৩-১৮ বছরের মধ্যে বলে ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়।

শ্রমিকদের এ আত্মত্যাগকে সার্থক করতে শ্রমিক অধিকার আদায়ের ওপর জোর দেন বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) সহকারী সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন। *বণিক বার্তাকে* তিনি বলেন, 'সরকারের উচিত শ্রম সংস্কার কমিশনের দেয়া ২৫টি সুপারিশ যথাযথভাবে বিবেচনা করা। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী শতকরা ৮৫ শতাংশ শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। শ্রমিক হিসেবে যাদের আইনি স্বীকৃতি নেই। আমরা মনে করি প্রত্যেক শ্রমিকের সামাজিক স্বীকৃতি ও নিবন্ধন দরকার।

এরপর » পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

নজরুল ইসলাম

রাজেকুজ্জামান রতন

তাসলিমা আখতার

আরিফুল ইসলাম আদীব

জুলাই অভ্যুত্থানে শ্রমিকদের

১ম পৃষ্ঠার পর

মজুরি বৈষম্য দূরীকরণ, ট্রেড ইউনিয়ন স্থাপনের অধিকার নিশ্চিত, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, মাতৃত্বকালীন ছুটির ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা দরকার। সামাজিক সুরক্ষার পাশাপাশি সবার জন্য মাতৃত্বকালীন ছয় মাস ছুটি বাস্তবায়ন করতে হবে।

শ্রমিকের ওপরে দেশের উন্নতি-অগ্রগতি উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'উৎপাদন ও মুনাফায় অবশ্যই শ্রমিকদের অংশ থাকা উচিত। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শ্রমিকদের আত্মত্যাগ যেন সার্থক হয়। সেটা নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া আমাদের সবার দায়িত্ব। দেশের উন্নয়ন হবে কিন্তু শ্রমিকরা পিছিয়ে থাকবে এমন নজির যেন না থাকে।'

জুলাই অভ্যুত্থানে শ্রমিক হত্যার দায়ে শেখ হাসিনার বিচার দাবি করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বণিক বার্তাকে বলেন, 'নারী শ্রমিকদের কথা বিবেচনায় সব প্রতিষ্ঠানে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করতে হবে। বন্ধ হওয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠান চালু ও নতুন শিল্প-কারখানা গড়ে তুলে কর্মসংস্থান তৈরি করতে হবে। আউটসোর্সিং বন্ধ করে স্থায়ী পদ সৃষ্টি করতে হবে। অবাধ ও গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিক হত্যার বিচার ও নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। জাতীয়ভাবে ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা ঘোষণা করতে হবে। বৈষম্যহীন জাতীয় পে-স্কেল ও মজুরি হার ঘোষণা করতে হবে। জরুরি পরিসেবা আইনসহ সব ধরনের কালাকানুন বাতিল করতে হবে।' খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কমিয়ে শ্রমিকদের জীবনমান উন্নত করতে হবে বলে তিনি জানান।

মে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে নজরুল ইসলাম বলেন, 'মে দিবসের মূল দাবি দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ। অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। এসব আকাঙ্ক্ষা ও দাবি পূরণের লক্ষ্যে মে দিবসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সব শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নে যুক্ত হতে হবে।'

অভ্যুত্থানের প্রথম চাওয়া ছিল 'শ্রমিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা' বলে উল্লেখ করেছেন গণসংহতি আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিষদের নেতা এবং গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'গত ১৫ বছর অন্য পেশাজীবীদের মতো শ্রমিকরাও স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ করতে পারেননি। তাই শ্রমিকরা কথা বলতে পারবেন, এমন পরিবেশ ছিল আমাদের প্রথম চাওয়া। ৫ আগস্ট-পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকার এসব বিষয়ে নজর দেবে বলে প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু রাতারাতি সব প্রত্যাশা পূরণ হওয়ার নয়।'

নারী শ্রমিকদের সমস্যার কথাগুলো তুলে ধরে তাসলিমা আখতার বলেন, 'দেশের আট কোটি শ্রমিক রয়েছে, যাদের বড় একটি অংশ নারী। কিন্তু নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের মধ্যে মজুরি বৈষম্য রয়েছে। বিশেষ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত নারীরা মজুরি বৈষম্যের শিকার। এটা গুরুত্ব দিয়ে দূর করতে হবে। যৌন হয়রানিসহ সব ধরনের হয়রানি দূর করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদের নারী-পুরুষসহ কোনো ধরনেরই প্যারামিটারেই যেন বিভক্ত করা না হয়।' সামগ্রিকভাবে শ্রমিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করনে।

এ বিষয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ও শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য আরিফুল ইসলাম আদীব বণিক বার্তাকে বলেন, 'বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকেই রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠেনি। একটা দেশ যখন তার সব নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে পারে, তখনই রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠে। এ দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি শ্রমিকবান্ধব নয়। রাজনৈতিক দলগুলো শ্রমিকদের রাজনৈতিক হাতিয়ার বা ক্ষমতা পালাবদলের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে। যে কারণে দেশে ৮০ শতাংশ শ্রমিকের পেশা ও কাজেরই স্বীকৃতি নেই। শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর যেখানে স্বীকৃতিই নেই, সেখানে তার অধিকার অনেক পরের বিষয়। জুলাই অভ্যুত্থানেও শতাধিক শ্রমিক জীবন দিয়েছে কিন্তু জাতীয় পলিসি বা সমাজে তাদের স্বীকৃতি নেই। শহীদ শ্রমিকদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়ে সব প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের স্বীকৃতি দিতে হবে। জাতীয় ও সেক্টরভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে হবে। স্থায়ী শ্রম কমিশন গঠন করতে হবে। সামাজিকভাবে শ্রমিকদের প্রতি যেভাবে ঘৃণা উৎপাদন করা হয় তা বন্ধ করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের তুই-তোকারির মাধ্যমে অবজ্ঞা না করে আপনি সম্বোধন করতে হবে।'

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ১ মে ২০২৫,

শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশের পর্যালোচনা

শ্রম সংস্কার

শ্রম সংস্কার কমিশনের দেওয়া সুপারিশের পর্যালোচনা করেছেন
কল্লোল মোস্তফা

অর্থনীতির আলোচনায় বিনিয়োগের পরিবেশ যতটা গুরুত্ব পায়, কর্মের পরিবেশ ততটা মনোযোগ পায় না। অথচ টেকসই অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের যথাযথ কর্মপরিবেশ অর্থাৎ ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মস্থল, সংগঠিত হওয়ার অধিকারসহ সব ধরনের আইনি স্বীকৃতি ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।

দেশের অর্থনীতির বিকাশ এমন পথে ঘটেছে যে বেশির ভাগ শ্রমজীবী মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে; যেখানে শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি, নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা, ওভারটাইম, সবেতন ছুটি, বিমা, পেনশন ও গ্র্যাচুইটির অধিকার থাকে না। এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক খাতেও কারখানার মালিকেরা শ্রমিকদের যে মজুরি দেন, তা মানসম্পন্ন জীবনযাপনের জন্য যথেষ্ট নয়। শ্রমিকদের কাজের পরিবেশও ভয়ংকর অনিরাপদ, যার ফলে নিয়মিত অকালমৃত্যু ঘটছে। কর্মস্থলে সরাসরি দুর্ঘটনায় মৃত্যু ছাড়াও অস্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশের কারণে প্রতিবছর ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণ করেন বহু শ্রমিক, যার কোনো হিসাব কারও কাছে থাকে না।

অন্তর্বর্তী সরকার গত ১৮ নভেম্বর 'শ্রম সংস্কার কমিশন' গঠন করে। এই কমিশন সম্প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

প্রতিবেদনটিতে শ্রম অধিকারবিষয়ক ২৫টি ক্ষেত্রে ৪৫০ পৃষ্ঠাজুড়ে যে সুপারিশগুলো তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলো বাংলাদেশের শ্রমিকশ্রেণির অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে। এই প্রবন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো সুপারিশ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ

শ্রম সংস্কার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, কৃষি, গৃহভিত্তিক, অভিবাসী, স্বনিয়োজিত শ্রমিকসহ সব শ্রমিকের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক শ্রম আইনের সুরক্ষা নিশ্চিত করা, দেশের সব শ্রমিকের জন্য একটি সর্বজনীন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, মজুরি তিন বছর পরপর পুনর্নির্ধারণ, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মজুরি না দিলে শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ, মূল্যস্ফীতির ভিত্তিতে বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধি, আপৎকালীন তহবিল, নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান, ট্রেড ইউনিয়ন করার শর্ত শিথিল, স্থায়ী কাজের জন্য আউটসোর্সিং নিয়োগ বন্ধ, নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস, স্থায়ী শ্রম কমিশন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

দেশে বর্তমানে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের প্রায় সাত কোটি শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি এবং আইনি সুরক্ষা কিছুই নেই। সুপারিশে প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক সব ক্ষেত্রে প্রত্যেক শ্রমিককে নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র বা প্রমাণপত্র দেওয়া বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে। কমিশনের সুপারিশ হলো লিভিং ওয়েজ বা জীবনী মজুরির ধারণাকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে প্রতি তিন বছর পরপর জাতীয় ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ করতে হবে। এরপর এই জাতীয় ন্যূনতম মজুরিকে ভিত্তি ধরে কাজের প্রকৃতি, খাতভিত্তিক চাহিদা, ঝুঁকি এবং অঞ্চলভেদে বিশেষ খাত ও পেশার জন্য পৃথক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে হবে, যা কোনোভাবেই জাতীয় ন্যূনতম মজুরির কম হতে পারবে না।

বর্তমানে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক খাতে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হয় মালিক শ্রমিক দর-কষাকষির মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে মজুরি নির্ধারণের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুসরণ করা হয় না। বিদ্যমান ক্ষমতাকাঠামোয় দুর্বল শ্রমিকপক্ষের বিপরীতে শক্তিশালী মালিকগোষ্ঠীর ইচ্ছাতেই মজুরি নির্ধারিত হয়।

এ পরিস্থিতির অবসানে কমিশন ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য একটি মানদণ্ড তৈরির সুপারিশ করেছে, যেখানে শ্রমিক পরিবারের মাসিক খাদ্য ব্যয়, খাদ্যবহির্ভূত ব্যয় (যেমন বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক ও বিনোদন) এবং ন্যূনতম মাসিক সঞ্চয় বিবেচনায় নিতে হবে। পরিবারের একক উপার্জনকারীকে বিবেচনায় নিয়ে এমন মজুরি নির্ধারণ করতে হবে যেন শ্রমিক তাঁর পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে পারেন।

কমিশন ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে প্রতিটি সেক্টরের মজুরি সুপারিশ করার সময়ে মজুরির পরিমাণ নির্ধারণের ভিত্তি, মজুরির হিসাবপদ্ধতি ও মজুরির পরিমাণ নির্ধারণে ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ করার সুপারিশ করেছে। মজুরি নির্ধারণে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে কমিশন শ্রম, অর্থনীতি ও মজুরি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কমিশন গঠনের কথা বলেছে। খাত ও পেশাভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে স্থায়ী কমিশনের অধীন এক বা একাধিক কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধি বা ইনক্রিমেন্ট গড় মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করার কথা বলেছে কমিশন।

অনেক সময় দেখা যায়, সময়মতো মজুরি না পেয়ে শ্রমিকদের রাস্তায় নামতে হয়। এ ধরনের পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য কমিশন একটি বাধ্যতামূলক আপৎকালীন তহবিল গঠনের সুপারিশ করেছে। এই তহবিলে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের দুই মাসের সমপরিমাণ মজুরি জমা রাখবে। তহবিলটি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান, সরকার ও সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিকদের সংগঠনের যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে।

মজুরি পরিশোধসংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে অনলাইনে জমা করতে হবে। সময়মতো মজুরি প্রদান না করা হলে নির্দিষ্ট হারে ক্ষতিপূরণ আদায়েরও সুপারিশ করা হয়েছে। এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা হলে ও নিয়মিত তদারক করা হলে বকেয়া মজুরির দাবিতে শ্রমিকদের রাস্তা অবরোধের ঘটনা অনেকাংশে কমবে।

শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া এবং সম্মিলিত দর-কষাকষির ক্ষেত্রে অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন চর্চা সহজ করার সুপারিশ করেছে কমিশন। এ জন্য প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে মোট শ্রমিকের অনুপাতের শর্তের পরিবর্তে ন্যূনতম শ্রমিকসংখ্যা বিবেচনার কথা বলা হয়েছে। এই সংখ্যা নির্ধারণের জন্য কমিশন একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেছে।

প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ সদস্যের শর্তের বদলে ন্যূনতম ৫০ জন এবং অপ্রতিষ্ঠানিক খাতে অঞ্চলভিত্তিক ইউনিয়নের জন্য ন্যূনতম ৫০ জন ও জাতীয়ভিত্তিক ইউনিয়নের জন্য ৪০০ জনের সুপারিশ করা হয়েছে। কমিশন রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলোকেও (ইপিজেড) অভিন্ন শ্রম আইনের আওতায় আনার সুপারিশ করেছে।

কমিশন কাজের পরিবেশ নিরাপদ করার জন্য কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছে, যেমন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ চিহ্নিত করে সুরক্ষা ও ঝুঁকি ভাতা নিশ্চিত, কর্মস্থলে সেফটি কমিটি গঠন ও প্রশিক্ষক কর্মকর্তা নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা, শ্রম পরিদর্শনে সেক্টরভিত্তিক চেকলিস্ট প্রণয়ন ও হালনাগাদ এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা করা। সেই সঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটলে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠন ও বিস্তারিত তদন্ত প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার সুপারিশ করা হয়েছে। পাশাপাশি রোগব্যাধি ও দুর্ঘটনার হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রতি তিন বা ছয় মাস অন্তর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

বর্তমানে শ্রম আইন অনুসারে, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে মাত্র দুই লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, যা একেবারেই অপ্রতুল। কমিশন তাই ক্ষতিপূরণের হার বৃদ্ধি করে সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণের সুপারিশ করেছে। এ জন্য একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কনভেনশন ১২১ ও হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের মানদণ্ড নির্ধারণ করার কথা বলেছে। এ ছাড়া শ্রমিকের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির জন্য শ্রম আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি, মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি ও অযথা হয়রানি বন্ধে সরকারকে উদ্যোগ নিতে বলেছে কমিশন।

কমিশন জাতীয় পেনশন স্কিমের অধীন শ্রমিকবান্ধব পেনশন স্কিম চালু করার সুপারিশ করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে বিশেষ প্রণোদনার মাধ্যমে কারখানা বা প্রতিষ্ঠানকে পেনশন স্কিমে অংশ নিতে উৎসাহিত করতে হবে। অপ্রতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য আয় অনুসারে কন্ট্রিবিউটারি, নন-কন্ট্রিবিউটারি বা ভলান্টারি পেনশন স্কিম চালু করতে হবে। প্রান্তিক শ্রমিকদের পেনশানের চাঁদা সরকার ও নিয়োগকারী যৌথভাবে বহন করবে। সেই সঙ্গে শিল্পাঞ্চল ও গ্রামীণ এলাকায় শ্রমিকদের জন্য কার্ডভিত্তিক রেশন দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

এ ছাড়া কমিশন শিল্পাঞ্চলগুলোয় শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার সুপারিশ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে বিনা মূল্যে বা স্বল্পমূল্যে দিবাযত্ন কেন্দ্র, স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যকর খাবারের ক্যানটিন, সাশ্রীয় আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন, শিল্পাঞ্চলে হাসপাতাল স্থাপন, শ্রমিক স্বাস্থ্য কার্ড চালু, শ্রমিকের প্রয়োজন বিবেচনায় হাসপাতালে বিনা মূল্যে সন্ধ্যাকালীন সেবার ব্যবস্থা, সরকারি স্কুল, বিনোদনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

বিশেষ শ্রম-জনগোষ্ঠীর জন্য সুপারিশ

শ্রম সংস্কার কমিশন বিশেষ শ্রম-জনগোষ্ঠীর জন্য আলাদাভাবে সুনির্দিষ্ট কতগুলো সুপারিশ করেছে। এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো সুপারিশ হলো পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য স্থায়ী চাকরি ও 'পরিচ্ছন্নতাকর্মী আবাসিক এলাকা' স্থাপন, কৃষিভিত্তিক শ্রমিকদের জন্য মৌসুমি কর্মহীনতা মোকাবিলায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, চা-শ্রমিকদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করা, চাতালশ্রমিকদের ঋণচক্র থেকে মুক্ত করতে সরকারি সহায়তা, রাত্রিকালীন কাজের জন্য নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিধান ও নিয়োগকারীর পক্ষ থেকে পরিবহন নিশ্চিত করা, ট্যানারি শিল্পে স্বাস্থ্য ও রাসায়নিক ঝুঁকি বিবেচনায় বিশেষ প্রশিক্ষিত শ্রম পরিদর্শক নিয়োগ।

এছাড়া বন্দরশ্রমিকদের চাকরি স্থায়ী করা ও ঝুঁকি ভাতা প্রদান, জাহাজভাঙা শিল্পকে নিরাপদ করা, ইয়ার্ডভিত্তিক সেফটি কমিটি ও এলাকাভিত্তিক নিরাপত্তা কমিটি গঠন, পাথরভাঙা শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পাথরভাঙা সাইটগুলোর তদারকি বৃদ্ধি, পরিবহনশ্রমিকদের নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা, দোকান কর্মচারীদের জন্য কর্মক্ষেত্রে আশপাশে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের ব্যবস্থা, হকারদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান, রাইড শেয়ারিং, গিগ, প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের শ্রম অধিকার, ন্যায্য মজুরি ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা, বিশেষ মজুরিকাঠামো নির্ধারণ ও কোম্পানিগুলোর কমিশন যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনা, অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য দূতাবাসে পর্যাপ্ত জনবল ও বাজেটের ব্যবস্থা করা, অভিবাসী শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ ও সমস্যাগুলো সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো রয়েছে।

সুপারিশে আরও যা থাকতে পারত

শ্রমিকসংগঠনগুলো দীর্ঘদিন ধরে শ্রম আইনের ২৬ ধারা বাতিলের দাবি জানিয়ে আসছে। এই ধারায় সামান্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে মালিকপক্ষ কোনো ধরনের কারণ দর্শানো ছাড়াই শ্রমিকের চাকরির অবসান ঘটাতে পারে। কমিশন এই ধারা পুরোপুরি বাতিলের বদলে কেবল যৌথ দর-কষাকষি প্রতিনিধির (সিবিএ ইউনিয়ন) কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষকে ২৬ ধারায় টার্মিনেট করা যাবে না মর্মে সংশোধনের সুপারিশ করেছে। অথচ যেকোনো বিবেচনাতেই শ্রম আইনে যখন-তখন শ্রমিক ছাঁটাইয়ের এই বিধান পুরোপুরি বাতিল করা উচিত।

কমিশন মানদণ্ডভিত্তিক জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের পদ্ধতি কী হবে ও উপাত্ত কোথা থেকে সংগ্রহ করতে হবে, সে বিষয়ে একটি গাইডলাইন দিয়েছে। পাশাপাশি এই পদ্ধতি ও উপাত্ত ব্যবহার করে মজুরি নির্ধারণের সুনির্দিষ্ট টেমপ্লেট বা ফর্মুলা প্রস্তাব করা হলে তা রেফারেন্স হিসেবে কাজ করত। তা ছাড়া কমিশন নিজেই একটা জাতীয় ন্যূনতম মজুরি প্রস্তাব করতে পারত, যা স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠিত হওয়ার আগপর্যন্ত বিভিন্ন সেক্টরের ন্যূনতম মজুরির ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারত। কমিশন দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের মানদণ্ড নির্ধারণের জন্য এবং প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে ন্যূনতম শ্রমিকসংখ্যা নির্ধারণে ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেছে।

১৮ সদস্যের শ্রম সংস্কার কমিশনই তো গঠিত হয়েছে বিশেষজ্ঞ, মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে। ফলে কমিশন নিজেই এই মানদণ্ডগুলো নির্ধারণ করে দিতে পারত। এ ছাড়া অভিবাসী শ্রমিকদের অকালমৃত্যুর তদন্তের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সুপারিশ করা প্রয়োজন ছিল।

সরকারের করণীয়

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ শ্রমজীবী। তাঁদের জীবনে স্বস্তি এনে দিতে শ্রম সংস্কার কমিশনের এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা জরুরি। সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংবিধান সংস্কারের মতো কোনো জটিলতা নেই। মালিক, শ্রমিক, বিশেষজ্ঞসহ সব পক্ষের অংশগ্রহণে সুপারিশগুলো তৈরি হয়েছে, তাই এগুলো বাস্তবায়নে নতুন করে ঐকমত্য তৈরিরও কিছু নেই। সরকারের উচিত হবে দ্রুত এই গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া। অভ্যুত্থানের সরকার সংস্কারের প্রতি কতটা অঙ্গীকারবদ্ধ, তা জনগণের কাছে স্পষ্ট করতে এই সংস্কারগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

● **কল্লোল মোস্তফা** লেখক ও গবেষক

বণিকবার্তা

শনিবার, মে ২৪, ২০২৫ ■ জ্যৈষ্ঠ ১০,

পাওনা পরিশোধসহ ১০ দফা দাবিতে শ্রমিক সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ছাঁটাই-টার্মিনেশন বন্ধ, শ্রমিকের বকেয়া পরিশোধ, গণতান্ত্রিক শ্রম আইন, যৌন হয়রানিমুক্ত কর্মপরিবেশ, সবেতনে মাতৃত্বকালীন ছয় মাস ছুটিসহ ১০ দফা দাবিতে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির উদ্যোগে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে একটি র‍্যালি পল্টন এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

বক্তারা গত ২১ এপ্রিল শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ সরকারের কাছে পেশ করার জন্য শ্রম সংস্কার কমিশনকে অভিনন্দন জানান। একই সঙ্গে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশের আলোকে গার্মেন্টস শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে ১০ দফা বাস্তবায়নের জন্য শ্রমিকদের ঐক্য গড়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তারা বলেন, শ্রমিকদের মজুরি, প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন, ভয় ও হয়রানি মুক্ত কর্মপরিবেশ ও ছয় মাস সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ ১০ দফা বাস্তবায়নে শ্রমিক-নারীসহ দেশের সব গণতান্ত্রিক শক্তির মাঠের লড়াই-আইনি লড়াই ও সাংস্কৃতিক লড়াই অব্যাহত রাখতে হবে।

গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির কেন্দ্রীয় সভাপ্রধান ও শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য তাসলিমা আখতারের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক হাসান আশরাফ, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, নারী সংহতির সাধারণ সম্পাদক অপরাজিতা দেব, গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সহসভাপ্রধান অঞ্জন দাস, নুরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহীম চৌধুরী প্রমুখ।

NEW AGE

THURSDAY, MAY 1, 2025,

Labour rights still far cry

Progress hardly made in labour reform in 8 months of interim govt

Saddam Hossain

THE labour sector needs comprehensive reforms to ensure worker rights and welfare. The interim government has, however, received recommendations from the labour reforms commission.

Labour leaders and rights activists said that a unified democratic labour law, an appropriate increase in sector-based minimum wages, and the implementation of essential rights for workers were needed for the workers' welfare.

They stressed the need for bringing the informal sector, which employs around 85 per cent of the workforce, under regulations.

Legal reforms, according to them, are also necessary to ensure workers' rights to form trade unions and have organisational freedom.

They also urged to focus on setting minimum wages for both formal and informal sector workers and reducing workplace accidents. The country has minimum wages for 42 formal sector workers.

They, however, said that, after the fall of the Awami League regime amid a mass uprising on August 5, 2024, the country's labour situation had improved slightly.

Besides the formation of the Labour Reform Commission, key positive changes in the sector include wage increments, the readymade garment factory owners' acceptance of workers' 18 demands, and workers' overall participation in advocating for their rights, they said.

The government on November 18, 2024 set up the Labour Reform Commission, which submitted its report to chief adviser Professor Muhammad Yunus on April 21. The report included recommendations to establish social justice and ensure fundamental rights for the country's labour force.

Against this backdrop, May Day is going to be observed today in the country as elsewhere across the globe.

'In the past eight months, some visible improvements have occurred in the labour sector,' said Labour Reform Commission chairman Syed Sultan Uddin Ahmed.

Some factories, however, became closed during the time as coordinated efforts could not be taken appropriately after the August 5 political changeover, Sultan Uddin, also an executive director of the Bangladesh Institute of Labour Studies, said.

'Workers' healthcare is still neglected, and this area requires attention. We need to reach global standards here, with community-based healthcare in labour-intensive areas being the ideal approach,' he added.

Moreover, the commission has called for the abolition of proportional representation of workers in forming trade unions and urged the government to protect the union representatives from harassment, he said.

DHAKA THURSDAY MAY 1, 2025
BAISHAKH 18, 1432 BS
The Daily Star

22 sectors still pay wages below poverty line

At least 18 have not revised pay since as far back as 1983

MOHIUDDIN ALAMGIR

At least 22 sectors in Bangladesh continue to pay their workers much less than what is needed to meet basic human needs.

Anyone earning less than Tk 7,869 a month, according to the Labour Reform Commission's recent report, is officially living below the poverty line by international standards. Labour leaders said this means those workers cannot afford even the bare necessities.

"We used an internationally recognised method to calculate this threshold," said Syed Sultan Uddin Ahmed, head of the commission, adding, "It's based on the World Bank's $2.15 per day benchmark, adjusted using the 2017 Purchasing Power Parity."

Purchasing Power Parity is an economic metric that compares the price of a standard basket of goods across countries, helping determine the relative value of different currencies and what people can realistically afford.

The Bangladesh Minimum Wages Board, the statutory body operating under the Labour Law, 2006, is responsible for setting private sector wages. It reviews and recommends wage rates for 47 sectors. Of these, the Labour Reform Commission has reviewed 39 and found that over half had minimum wages below the poverty line.

5 SECTORS WITH LOWEST MINIMUM WAGE

SECTOR	MINIMUM WAGE	YEAR ANNOUNCED
Type foundry	Tk 521	1983
Petrol pump	Tk 791	1987
Unskilled workers in privately owned industrial establishments	Tk 3,000	2012
Hotels and restaurants	Tk 3,710	2017
Iron foundry and engineering workshops	Tk 4,210	2010

"Proper education for their children and access to healthcare have become distant dreams for many workers – even though they toil hard to keep the wheels of the economy running," said Sultan Uddin, who also serves as executive director of the Bangladesh Institute of Labour Studies. "Eventually, their productivity declines, and that affects the industries they work in."

The 22 sectors where the officially declared minimum wage is below Tk 7,869 include type foundries (Tk 521), petrol pumps (Tk 792), privately owned industrial establishments (Tk 3,000), hotel and restaurant (Tk 3,710), iron foundries and engineering workshops (Tk 4,240), ayurvedic factories (Tk 4,350), match industry (Tk 4,560), jute press and belling (Tk 4,850), tailoring factories (Tk 4,850), cotton textiles (Tk 5,710), and bakery, biscuit and confectionery (Tk 5,940).

(A foundry is a place where things are made by melting or shaping materials like metal or printing type.)

On the other hand, the industries that are paying above the poverty line include: pharmaceuticals (Tk [illegible]), private jute mills and the plastic industry (Tk [illegible]), printing press (Tk [illegible]), glass and silicate (Tk [illegible]), aluminium and enamel (Tk [illegible]), security services (Tk [illegible]), fishing industry (Tk [illegible]), privately owned road transport (Tk [illegible]), re-rolling mills (Tk [illegible]), homeopathic factories (Tk [illegible]), garments (Tk 12,500), tanneries (Tk [illegible]), and saw mills (Tk [illegible]).

Meanwhile, according to the law, these minimum wages are to be revised every five years. But labour leaders say the board has failed to update the wages in at least 18 sectors, with some left untouched for as long as 42 years.

The last revision for type foundry workers was in 1983, while petrol pump workers haven't had an update since 1987. Ayurvedic factory wages were last set in 2009, iron foundry, oil mill, and vegetable product workers' wages were last fixed in 2010, salt crushing workers in 2011, unskilled adult and adolescent labourers in 2012, match industry workers in 2013, jute press workers in 2014, and hotel and restaurant workers in 2016.

Anwar Hossain, general secretary of the Bangladesh Hotel, Restaurant, Sweetmeat Federation, highlighted the struggles faced by workers, saying that they work 12 to 13 hours a day but receive only a meager wage.

"The money we earn barely allows us to survive and return to work the next day. How can we possibly support a family on just Tk 3,000 or 4,000? Covering our children's education and healthcare expenses is extremely difficult."

Demanding a fair minimum wage, Hossain insisted it be set between Tk 25,000 and 30,000. "With any amount lower than that, we simply won't be able to get by, especially as the cost of essential goods continues to rise."

The Labour Reform Commission submitted its report to Chief Adviser Prof Yunus on April 21. It recommended the introduction of a national minimum wage – one that would apply to all workers, regardless of sector or job type.

The proposal aims to create a single wage floor for both formal and informal sectors, for government and private jobs, foreign organisations, and even self employed individuals. The commission also proposed that both national and sectoral wages be revised every three years, taking into account inflation and living costs.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সংবাদপত্রে বিল্‌স

22 sectors still pay wages below poverty line

The report added that sector specific and professional minimum wages must never be lower than the national minimum wage, and should instead be equal or higher.

Economist and former Jahangirnagar University Professor Anu Muhammad said wages below the poverty line is "simply irrational".

"When setting minimum wages, it's crucial to ensure that no worker's income falls below the poverty line."

He emphasised that wage decisions should be based on what is necessary for a worker to support a family of at least four and meet their basic monthly needs.

"The minimum wage should be at least Tk 20,000," Prof Anu said.

He added that the effects of low pay on workers are significant. "It impacts them personally and their families. If their reproduction is affected, it creates health risks. The women who work so hard and do not get adequate nutrition may have weaker future generations. When workers' productivity decreases, national productivity also declines, leading to a national loss."

Sources in the minimum wage board and labour ministry said that work is currently underway to revise wages for workers in several sectors, including pharmaceuticals, ship breaking, paint and chemical, bakery and confectionery, battery, and automobile. The board has also issued a draft gazette for minimum wages in the poultry and tea packaging sectors.

Razekuzzaman Ratan, president of Samajtantrik Sramik Front, noted that stakeholders are typically invited to provide feedback on the draft gazettes. However, he added, "Some sectors still fail to implement the wages officially declared by the board."

Contacted, Labour and Employment Adviser Brig Gen (Retd) Sakhawat Hussain said a committee has been formed to review the commission's recommendations. "We will take the necessary steps after the committee reviews the [labour reform commission's] report."

সমকাল ▪ শনিবার । ২৪ মে ২০২৫

'শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন ও গণঅভ্যুত্থানের অর্জন রক্ষায় ঐক্য গড়ো' শীর্ষক সমাবেশ করে গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি। শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত এ কর্মসূচি থেকে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন ও যৌন হয়রানিমুক্ত কর্মপরিবেশের দাবি তোলেন তারা ▪ সমকাল

বৃহস্পতিবার, মে ২২, ২০২৫ ■ জ্যৈষ্ঠ ৮, ১৪৩২ বণিক বার্তা

বণিক বার্তার সম্মেলন কক্ষে গতকাল 'অদৃশ্য শ্রমের ক্ষমতায়ন : গৃহভিত্তিক তৈরি পোশাক শ্রমিকদের অধিকার ও স্বীকৃতি' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

অক্সফাম ও বণিক বার্তার গোলটেবিল আলোচনা

গৃহভিত্তিক পোশাক শ্রমিকদের সংগঠিত করতে পারলে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশে ৪৭ শতাংশ গৃহভিত্তিক পোশাক শ্রমিক পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ বা ওভারটাইম ছাড়াই ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করছেন। এছাড়া প্রায় ৮৬ শতাংশ নারী বেতন কাঠামোয় পুরুষের তুলনায় বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহ-অর্থায়নে অক্সফাম 'এমপাওয়ারিং উইমেন এ্যান্ড সিভিল সোসাইটি অ্যাক্টরস ইন বাংলাদেশ' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এরই অংশ হিসেবে গতকাল অক্সফাম ও বণিক বার্তা যৌথভাবে 'অদৃশ্য শ্রমের ক্ষমতায়ন : গৃহভিত্তিক তৈরি পোশাক শ্রমিকদের অধিকার ও স্বীকৃতি' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। এ বৈঠকে উঠে আসে গৃহভিত্তিক পোশাক শ্রমিকদের এমন পরিস্থিতির কথা। বণিক বার্তার সম্মেলন কক্ষে এ গোলটেবিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন বণিক বার্তা সম্পাদক ও প্রকাশক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ। 'গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ' শিরোনামে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অক্সফাম ইন বাংলাদেশের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর শাহাজাদী বেগম।

গোলটেবিল বৈঠকে শ্রমিক প্রতিনিধিরা তাদের পরিস্থিতি তুলে ধরেন। তারা অভিযোগ করেন, অধিকাংশ কারখানায় উপযুক্ত কর্মপরিবেশ নেই। কর্মীরা তাদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা পান না। পরিচয়পত্র না থাকা, ডে-কেয়ার, স্যানিটেশনের অভাবসহ নানা সমস্যার মুখোমুখি হন তারা।

গ্রীন বাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কার ফেডারেশনের সভাপতি সুলতানা বেগম বলেন, 'হোমবেজড ওয়ার্কারদের খাতভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন করা যেতে পারে। তাহলে তাদের অধিকার লঙ্ঘন হলে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাধ্যমে অধিকার নিশ্চিতে কাজ করতে পারব। তবে একটি চ্যালেঞ্জ হলো অধিদপ্তর সঠিকভাবে কাজ করে না; প্রশাসন এখনো মালিক পক্ষকে রক্ষা করছে, শ্রমিককে নয়।'

কন্ট্রাক্টর তারা মিয়া বলেন, 'আমরা যারা সাব-কন্ট্রাক্টর আছি তারা কাজ আনি কারখানা থেকে। কারখানা ঠিক করে দেয় যে আমি তাকে কত মূল্যে সেটা করে দেব। সেই মূল্যের ভিত্তিতে আমাদের কারখানা, বিদ্যুৎ খরচসহ অন্য খরচ বিবেচনা করে শ্রমিকদের মজুরি ঠিক করি। কারখানা যখন আমাদের কম দাম দেয় আমাদেরও তখন কম মজুরি দিতে হয়।'

লিথি গ্রুপের পরিচালক লিথি মুনতাহা মহিউদ্দিন বলেন, 'আমাদের এখানে অনেক সময় এক প্রতিষ্ঠান আরেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। এটা করতে গিয়ে তারা এমন প্রাইস রেঞ্জে চলে আসে যেখানে ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করাও সম্ভব হয় না। এমন পরিস্থিতিতে ফ্যাক্টরিগুলো কীভাবে কম মজুরিতে কাজ করাতে পারে সে উপায় খোঁজে। আর তখনই এ সাব-কন্ট্রাক্টরদের চাহিদা তৈরি হয়। এ কারণে আমি এনজিওসহ যারা এ বিষয়ে কাজ করছেন তাদের বলব বায়ারদের সাথেও কথা বলতে; আলোচনা করে যেন বায়াররা প্রাইস রেঞ্জ একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখেন।'

শ্রমিকদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যুগ্ম মহাপরিদর্শক জুলিয়া জেসমিন বলেন, 'আমাদের দেশে খুবই কম মূল্যে শ্রমিক পাওয়া যায়, যেটি এক ধরনের সমস্যা। কর্মসংস্থানের সুযোগ কম থাকায় কর্মীরা অল্প

কর্মসংস্থানের সুযোগ কম থাকায় কর্মীরা অল্প পারিশ্রমিকেও কাজ করতে আগ্রহী থাকেন। আবার নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানেন না। অনেক বাসাবাড়িতে কারখানার কাজ চলে। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই, এগুলো কারখানা। এসব ক্ষেত্রে পোশাক শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত কঠিন হয়। এ শ্রমিকদের সংগঠিত করার মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব বলে মত প্রকাশ করেন বক্তারা

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সংবাদপত্রে বিল্‌স

গৃহভিত্তিক পোশাক শ্রমিকদের

শেষ পৃষ্ঠার পর

পারিশ্রমিকেও কাজ করতে আগ্রহী থাকেন। আবার তারা আইন ও অধিকার সম্পর্কে জানেন না। অনেক শিক্ষিত মানুষও বিদ্যমান আইন সম্পর্কে অবগত নন। এমন অনেক সমস্যা থাকে যেগুলো আমাদের কাছে পৌঁছায় না। অনেক বাসাবাড়িতেও কারখানার কাজ চলছে। যেগুলো দেখে বোঝার উপায় নেই, এগুলো কারখানা। তাহলে আমরা কীভাবে সেসব চিহ্নিত করব? তার পরও আমরা যেগুলোর বিষয়ে জানতে পারি সেগুলোতে আইনি পদক্ষেপ নিই।'

তিনি আরো বলেন, 'আমাদের দেশে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা নেই। একটি গেজেট থাকতে হবে যে কোনো শ্রমিক নিয়োগ দিতে গেলে সর্বনিম্ন এত টাকা মজুরি দিতে হবে। এটি করা গেলে শ্রমিকদের আর্থিক বঞ্চনা অনেকাংশে কমে আসবে।'

শ্রম সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনপ্রধান এবং ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমাদের প্রথম সুপারিশটিই হলো কাজের ধরন, নিয়োগের ধরন, কাজের স্থান নির্বিশেষে সবাইকে ন্যূনতম কিছু সুরক্ষা দিতে হবে। আমি যে কাজই করি না কেন আমাদের ন্যূনতম কিছু সুরক্ষা যেমন পরিচয়, কাজের পরিবেশ ও কথা বলার অধিকারের বিষয়টা নিশ্চিত করতে হবে। ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারের পরিবর্তে সংখ্যায় যেতে হবে। প্রত্যেক শ্রমিককে কোনো না কোনো স্কিমের সদস্য হতে হবে। আরেকটি বিষয় আমরা খুব স্পষ্ট করেছি, সেটা হলো মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা। মাতৃত্বকালীন সুরক্ষার ক্ষেত্রে শুধু মালিক পক্ষ নয় সরকারকেও যুক্ত হতে হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'শিল্পাঞ্চলে প্রায়ই মাইকিং শোনা যায় যে শিশু হারানো গিয়েছে। এছাড়া কিশোরীদের নিয়েও সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এ কারণে আমরা মডেল কমিউনিটি সেন্টারের চিন্তা করেছিলাম যেখানে শুধু শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র নয়, ওখানে স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র থাকবে, কিশোরীদের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। আমরা শ্রম সংস্কার কমিশন চেষ্টা করেছি যেন প্রতিবেদনে মোটা দাগে সব সমস্যাই চিহ্নিত করা যায়। যদি মনে করেন আপনাদের আকাঙ্ক্ষার সমস্ত কিছু প্রতিবেদনে আসেনি, তাহলে সে বিষয়গুলো পরে আমাদের ধারাবাহিক কার্যক্রমে থাকবে।'

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনপ্রধান এবং নারীপক্ষের প্রতিষ্ঠাতা শিরীন পারভীন হক বলেন, 'আমাদের প্রস্তাবের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের একটি হলো সব খাতে ছয় মাস বা ২৪ সপ্তাহ বাধ্যতামূলক প্রসূতি, প্রসবজনিত ও দত্তকজনিত ছুটি নিশ্চিত করা। এছাড়া আমরা অন্তত দুই সপ্তাহ পিতৃত্বকালীন ছুটির কথা বলেছি।'

তিনি আরো বলেন, 'আমরা ট্রেড ইউনিয়নে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে শতকরা হার নির্ধারণ করে দেয়ার কথা বলেছি। আমরা পরিষ্কারভাবে এটাও বলেছি, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে যেসব নারী কাজ করেন তাদের যেন স্বীকৃতি দেয়া হয়। এছাড়া চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য কিছু প্রস্তাব আছে। আমাদের রিপোর্টে এমন অনেকগুলো প্রস্তাব আছে। আমরা ঢাকা ও মফস্বল এলাকায় ৩৯টি সভা করেছি। এসব সভায় যেসব প্রস্তাব উঠে এসেছে সেগুলোর ভিত্তিতে আমরা রিপোর্ট দিয়েছি।'

বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশনের (বিএলএফ) উপপরিচালক (কর্মসূচি প্রধান) মাহমুদুল হাসান খান বলেন, 'ক্লাস্টার অনুযায়ী শ্রমিকদের ম্যাপিংয়ের আওতায় আনতে হবে। এমনটি করা না গেলে কর্মীরা বুঝতে পারবেন না যে তারা এর আওতাভুক্ত আছেন। আবার দায়িত্বশীলরাও তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবেন না। এখানে জানাশোনার ঘাটতি কমাতে হবে। আনুষ্ঠানিক খাত পরিদর্শনের সময় দায়িত্বশীলদের নানা দুর্বলতা দেখা যায়। এখানে ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের দায়িত্ব এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। ইউনিয়ন নেতারা রফতানিমুখী প্রতিষ্ঠানের দিকে নজর রাখেন, কিন্তু এদের সরবরাহ চেইনে যুক্তদের দিকে আরো বেশি মনোযোগ দিতে হবে। এসব শ্রমিককে সংগঠিত করে ট্রেড ইউনিয়নের আওতায় আনতে হবে।'

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এএইচএম সফিকুজ্জামান বলেন, 'আমরা কর্মসংস্থান অধিদপ্তর করব। সেখানে মানুষকে প্রশিক্ষণের কর্মসূচি দেব। গৃহভিত্তিক পোশাক শ্রমিকরা যাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ প্রশিক্ষণ নিতে পারেন সে ব্যবস্থা আমরা করব।'

তিনি আরো বলেন, 'এ সরকার শ্রমিকদের জন্য কাজ করছে। আইনের যেসব দুর্বলতা আছে সেগুলো কাটিয়ে শ্রমিকের সর্বোচ্চ স্বার্থসংশ্লিষ্ট যা যা করা দরকার বর্তমান সরকার তা করবে। গৃহভিত্তিক পোশাক কর্মীদের ধীরে ধীরে কীভাবে সংগঠিত করা যায় সে বিষয়েও আমরা কাজ করব। এটি করতে পারলে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।'

গোলটেবিল বৈঠকে সমাপনী বক্তব্য দেন অক্সফাম ইন বাংলাদেশের প্রধান (পিএমইউ) দেবরাজ দে। তিনি বলেন, 'অক্সফাম বিশ্বব্যাপী ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। আজকের আলোচনায় নারী কৃষক, নারী জেলেদের স্বীকৃতি আদায়, শ্রমিকদের স্বল্পমূল্যে ক্যান্টিন সুবিধাসহ বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে। এগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে।'

গতকালের গোলটেবিল বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন অক্সফাম ইন বাংলাদেশের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মাহমুদা সুলতানা, বেটারওয়ার্কের টিম লিড সায়েদ ফজলে নিয়াজ, ফেয়ার ওয়্যার ফাউন্ডেশনের লিড ট্রেইনার অ্যান্ড লিগ্যাল কনসালট্যান্ট অ্যাডভোকেট নাহিদা আনজুম কনা, কর্মজীবী নারীর অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক সানজিদা সুলতানা, এথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক অবিল বিন আমিন, রিসার্চ ইভ্যালুয়েশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভের (আরইএডিআই) নির্বাহী পরিচালক নজরুল ইসলাম ও অক্সফাম ইন বাংলাদেশের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর তারেক আজিজ।

সময়ের আলো বৃহস্পতিবার। ১ মে ২০২৫।

শ্রম পরিবেশের উন্নতি হবে কবে

মহান মে দিবস আজ

● এসএম আলমগীর

আজ শ্রমজীবী মানুষের দিন, মহান মে দিবস। শ্রমিকের অধিকার আদায়ের দিন, কিন্তু দেশের শ্রমিক শ্রেণি বা শ্রমজীবী মানুষ তার অধিকার কতটা পাচ্ছে বা কর্মস্থল তার জন্য কতটা নিরাপদ কিংবা কতটুকুই বা উন্নতি হলো শ্রম পরিবেশের। তথ্য বলছে, পদে পদে অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে দেশের শ্রমিক শ্রেণির মানুষের। পেটের ভাত জোটাতে গিয়ে কর্মস্থলেই দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয় শ্রমিককে। শুধু তাই নয়, কর্মস্থলে অনেক নারী শ্রমিককেই শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হয়।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) তথ্য মতে, গত দশ বছরে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মারা গেছে ৮ হাজার ৩৬০ শ্রমিক, আহত হয়েছে ৫ হাজার ৬২৪ জন। আর গত বছর বা ২০২৪ সালে কর্মস্থলে মৃত্যু হয়েছে ৭৩৬ জনের, আহত হয়েছে ৩০০ জন। বছর দশেক এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

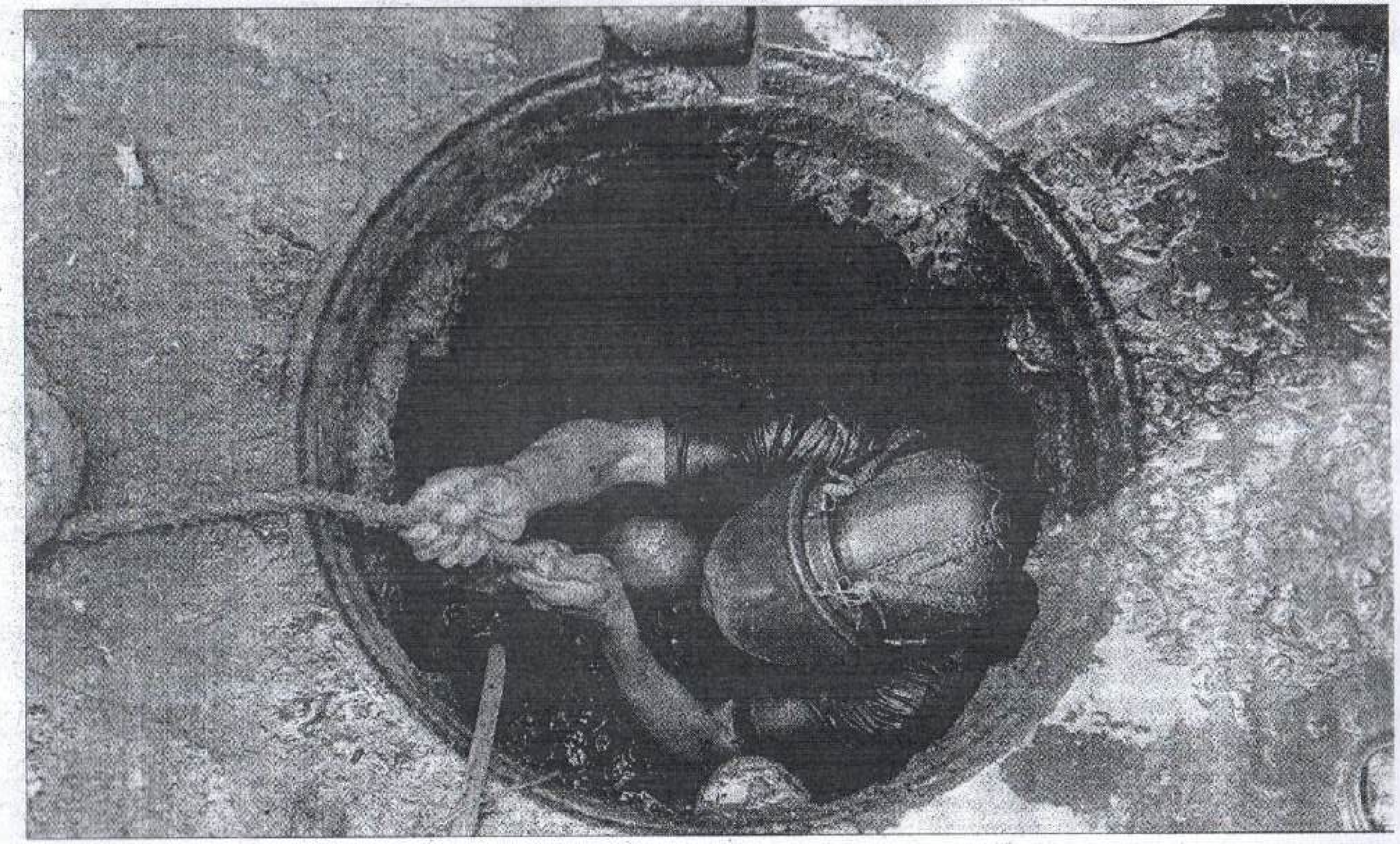

ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে বেরিয়ে আসছেন ড্রেনের ময়লা পানিতে ভেজা কর্দমাক্ত এক শ্রমিক। দূষিত নগরীকে যারা পরিচ্ছন্ন রাখেন তিনি তাদের একজন। প্রতিনিয়ত কাজ করেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। সম্প্রতি রাজধানীর কাপ্তানবাজার এলাকা থেকে তোলা ● শেখ ফেরদৌস

মে দিবস যখন শ্রমিকের বোঝা

● রানা আহমেদ কেরানীগঞ্জ (ঢাকা)

শম-শোষণের বিশ্ব ইতিহাসের ধারাবাহিকতা ছেদ করে এক দিন বদলের বাস্তবতা এনেছিল মে দিবস। রাজপথে বিসর্জিত শ্রমিকের রক্তে এক দিন বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত হয় ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি। ১ মে স্বীকৃতি পায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে এদিন সাধারণ ছুটি। তবে রাজধানী ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলার শ্রমিকরা জানে না, মে দিবস কী, এই দিনের তাৎপর্যই বা কী। তাদের কাছে এই ছুটির দিনটি বোঝা, কেননা এদিন কাজ মেলে না বলে পয়সাও মেলে না। 'আট ঘণ্টা কাজ, আট ঘণ্টা বিনোদন এবং আট ঘণ্টা বিশ্রাম'-এর দাবিতে ১৮৮৬ সালের ১ মে

কর্মস্থলে শ্রমিকের মৃত্যুর মিছিল

কাজ করতে গিয়ে শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হন অনেক নারী শ্রমিক

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

গত ৫ বছরে কর্মক্ষেত্রে নিহত-আহতের চিত্র

দশ বছরে প্রাণ গেছে ৮৩৬০ শ্রমিকের

আইনের সংস্কার-প্রয়োগে কড়াকড়ি ও দায়ীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে

সুলতান আহমেদ
নির্বাহী পরিচালক : বিলস

সাল	নিহত	আহত
২০২০	৭২৯	৪৩৩
২০২১	১০৫৩	৫৯৪
২০২২	১০৩৪	১০৩৭
২০২৩	৭৪২	৪৮৯
২০২৪	৭৩৬	৩০০

সূত্র : বিলস

মে দিবস যখন শ্রমিকের বোঝা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রকম্পিত হয়েছিল সারা যুক্তরাষ্ট্র। শিকাগো ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সেই শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। সেখানে ৪ লাখ মানুষের সমাবেশ হয়েছিল। শিকাগো ছাড়াও দেশজুড়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলো ফুঁসে উঠেছিল, কথা বলে উঠেছিল উদ্বৃত্ত মূল্যে রূপান্তর হওয়া শ্রমিকের মৃত কিংবা শোষিত শ্রম। সে কারণেই বিশ্বজুড়ে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি কাগজে-কলমে হলেও স্বীকৃতি পায়। তবে কেরানীগঞ্জের শ্রমিকদের জীবনে যেন মে দিবসের কোনো প্রভাব নেই।

বুধবার সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, বৈশাখের তপ্ত সকালে কেরানীগঞ্জ উপজেলার শ্রমিকরা কাজে ঘেমে-নেয়ে একাকার। সকালের আলো ফোটার আগেই কাজে নামতে হয়েছে তাদের। সারা দিন চলবে তাদের কাজ। এ কাজের মজুরি দিয়েই চলে তাদের সংসার। উপজেলার কোন্ডা ও তেঘুরিয়া ইউনিয়নে বেশ কয়েকটি ইটভাটা। কয়েক হাজার শ্রমিক কাজ করেন। একদিকে বৈশাখের তপ্ত রোদ, অন্যদিকে ইটভাটার আগুনের উত্তাপ–সব সহ্য করেই ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিরাম কাজ করতে হয় শ্রমিকদের। মরিয়ম, জ্যোৎস্না, লিয়াকত, ইব্রাহীম জানেন না মে দিবসের তাৎপর্য, ৮ ঘণ্টা কাজ কিংবা ছুটির বিষয়েও। ছুটি তো তাদের কাছে বোঝা। কাজ না পেলে পেটে ভাত জুটবে কী করে।

ইমরান ব্রিকসে ইট তৈরির কাজ করেন ইব্রাহীম। তার চারজনের পরিবার চলছে এই ভাটার টাকায়। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করলে ৮০০ টাকা পান। প্রচণ্ড গরমে ঘামে জবজব করা শরীর নিয়েই বিরতিহীনভাবেই কাজ করে চলছেন তিনি। জানালেন, তাদের কোনো ছুটি নেই। শ্রমঘণ্টারও বালাই নেই। ফজরের পর কাজ শুরু করেন, মাঝখানে দুপুরে খাবার বিরতি এর পর মাগরিবের আজান দিলে ছুটি। যেদিন কাজ করেন টাকা পান, না করলে পান না। ফলে কোনো দিবসের কোনো ধার ধারেন না ইব্রাহীম।

১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই প্যারিসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে শিকাগোর রক্তঝরা লড়াইকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ২০ দেশের সমাজকর্মী, শ্রমিক নেতা ও ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ওই আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে পহেলা মে তারিখ 'মে দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে আজও বিশ্বের অনেক প্রান্তেই ৮ ঘণ্টা কাজের দাবির স্বীকৃতি কাগজে ব্যাপার হয়েই রয়ে গেছে।

কেরানীগঞ্জে ইব্রাহীমের মতো ভাটার প্রায় সব শ্রমিকের জীবন গল্প প্রায় একই। বেশিরভাগ শ্রমিকই মে দিবস বা শ্রমিক দিবস কাকে বলে তা বোঝেন না। তারা বোঝেন, কাজ করলেই পরিবারের সদস্যদের মুখে ভাত-ডাল তুলে দিতে পারবেন। আর কাজে না আসলে থাকতে হবে অনাহারে।

মাটিকাটা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শ্রম অনুযায়ী মজুরি কম তাদের। দিনভর শ্রম বিক্রি করলে ৫০০ টাকা মজুরি পাওয়া যায়, কাজ শেষ করলে প্রতিদিনের মজুরি হাতে হাতে দিয়ে দেয়। এই টাকায় তাদের সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয়। এর মধ্যে এক দিন কাজ না করলে টাকা না পেয়ে সংসার চালাতে পারছেন না তারা। এ ছাড়া এখানে শ্রম এক হলেও নারী-পুরুষের মধ্যে রয়েছে মজুরি বৈষম্য।

পরিবহন শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন আব্বাস মিয়া। দক্ষিণবঙ্গে চলাচলকারী একটি বাসের চালকের সহকারী তিনি। কেরানীগঞ্জ থেকে বিভিন্ন জেলায় প্রতিনিয়তই তাকে ছুটতে হয়। হিসেবটা এমন–বাসের চাকা ঘুরলে টাকা মেলে, আর বাস বন্ধ থাকলে আব্বাসকেও অলস বসে থাকতে হয়। ফলে মে দিবসে কাজে যোগ না দেওয়াটা আব্বাসদের জন্য ইতিবাচক কিছু নয়। তার মতো বহু শ্রমিক বোঝেন না কেন পালন করা হয় দিবসটি।

উপজেলার চুনকুটিয়া হিজলতলা বাস কাউন্টারে যখন আব্বাসের সঙ্গে কথা হয়, তখন তিনি বাসের চাকা লাগাচ্ছিলেন। বললেন, 'আমাগো আবার দিবস-টিবস কী ভাই। কাম করলে ট্যাকা পাই, না করলে পাই না। সকালে আইয়া গাড়ির কাম ধরছি, কাজ শেষ হলে আবার বাস ট্রিপে যাইব। এহন ওইদিন (মে দিবস) যদি গাড়িই না চলে তাইলে আমিও ট্যাকা পামু না। মহাজন তো আমারে এমনেই ট্যাকা দিব না।'

চালকের সহকারী হিসেবে কাজের জন্য আব্বাস ট্রিপ ভিত্তিতে মজুরি পান, কিন্তু সারা দিনে গাড়ির যে কাজ করতে হয় বা মিস্ত্রির সঙ্গে বসে থাকতে হয় তার জন্য অতিরিক্ত কোনো মজুরি পান না। তিনি বলেন, বরিশাল গেলে আপডাউন মিলা ৬০০ ট্যাকা পাই। রাস্তার খরচার পর কিছুই থাকে না। আবার সারা দিন কাম করি, মিস্ত্রির লগে থাকি ওইহানেও কোনো ট্যাকা নাই।'

শ্রম পরিবেশের উন্নতি হবে কবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আগেও কর্মস্থলে সবচেয়ে বেশি শ্রমিকের মৃত্যু হতো গার্মেন্টস খাতে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কর্মরত অবস্থায় বেশি মারা যাচ্ছে পরিবহন খাতের শ্রমিক। গত দশ বছরে ৩ হাজার ৪৮৪ পরিবহন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শুধু যে কর্মক্ষেত্রে মারা যাচ্ছে শ্রমিক, তা নয়। কর্মক্ষেত্রে আসা-যাওয়ার সময়ও ঝরছে শ্রমিকের প্রাণ। ২০১৩ সালে সাভারের ভয়াবহ রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর ব্যাপক সংস্কারের ফলে গার্মেন্টস খাতে কমে এসেছে দুর্ঘটনা ও শ্রমিক মৃত্যুর হার।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দুর্ঘটনা রোধে নেই কার্যকর উদ্যোগ, নেই আইনের প্রয়োগ, মেলে না ন্যায্য বিচার ও ক্ষতিপূরণ। আর এসব কারণেই কর্মস্থলে শ্রমজীবী মানুষের মৃত্যুর মিছিল বেড়েই চলছে। এ বিষয়ে শ্রম খাত বিশেষজ্ঞ ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ সময়ের আলোকে বলেন, 'কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা রোধ করার জন্য মালিক বা সরকার–কোনো পক্ষেরই কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেই। দুর্ঘটনায় শ্রমিক মারা গেলে বিচার মেলে না, এ ক্ষেত্রে আইনের সঠিক প্রয়োগও নেই। নিহত-আহত শ্রমিক বা শ্রমিক পরিবার পান না যথাযথ ক্ষতিপূরণ, যেটি দেওয়া হয় সেটি নামমাত্র। সুতরাং যেখানে বিচার মেলে না, ক্ষতিপূরন দেওয়া লাগে না, আইনের সঠিক প্রয়োগ নেই সেখানে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা রোধ বা শ্রমিকের মৃত্যু কীভাবে ঠেকানো যাবে। সুতরাং কর্মক্ষেত্রে মৃত্যুর মিছিল থামাতে হলে আইনের সংস্কার দরকার, আইন প্রয়োগে কড়াকড়ি করতে হবে এবং দায়ীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।'

পরিবহন খাতে মৃত্যুহার বেড়ে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'পরিবহন খাতের শ্রমিকদের জীবনটা আরও কঠিন। কোনো সড়ক দুর্ঘটনায় চালক বা হেলপারসহ হতাহত হলে সবার আগে পরিবহন শ্রমিককেই দায়ী করা হয়। অথচ অনেক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেই দেখা যায় চালকের দায় কম থাকে। অথচ পরিবহন শ্রমিক মারা গেলেও তার নিস্তার থাকে না। তা ছাড়া নিহত শ্রমিক পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণও মেলে না। উল্টো শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের পালিয়ে বেড়াতে হয় অনেক ক্ষেত্রে। পরিবহন খাতের দুর্ঘটনা কমাতে ও শ্রমিক মৃত্যুর হার কমাতে হলে গার্মেন্টস খাতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। গার্মেন্টস খাতের মতো পরিবহন খাতেও ব্যাপক সংস্কার করতে হবে।'

বিলসের জরিপ তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সবশেষ ২০২৪ সালে কর্মক্ষেত্রে নানা রকম দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৭৩৬ জন শ্রমিকের। এর মধ্যে শুধু পরিবহন খাতেই মারা গেছে ২৯২ জন। এরপর গত বছর নির্মাণ খাতে নিহত হয়েছে ৯৭ জন।

বিলসের জরিপে আরও দেখা যায়, ২০১৫ থেকে ২০২৪ সাল–এই দশ বছরে কর্মস্থলে মৃত্যু হয়েছে ৮ হাজার ৩৩১ জন শ্রমিকের। এর মধ্যে ২০১৫ সালে মৃত্যু হয় ৩৬৩ জনের, ২০১৬ সালে ৬৯৯ জনের, ২০১৭ সালে ৭৮৪ জনের, ২০১৮ সালে ১ হাজার ২০ জনের, ২০১৯ সালে ১ হাজার ২০০ জনের, ২০২০ সালে ৭২৯ জনের, ২০২১ সালে ১ হাজার ৫৩ জনের, ২০২২ সালে ১ হাজার ৩৪ জনের, ২০২৩ সালে কর্মস্থলে মৃত্যু হয়েছে ৭৪২ জনের এবং সবশেষ ২০২৪ সালে মারা গেছে ৭৩৬ জন। এ ছাড়া চলতি বছর বা ২০২৫ সালের প্রথম দুই মাস জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে মারা গেছে ২১৩ জন শ্রমিক, আহত হয়েছে ১৭০ জন।

বিলসের তথ্যে আরও দেখা যায়, ২০২৪ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৭৩৬ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়, এর মধ্যে ৭৩৪ জন পুরুষ এবং দুজন নারী শ্রমিক। খাত অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি ২৯২ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় পরিবহন খাতে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১০২ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় কৃষি খাতে। তৃতীয় সর্বোচ্চ ৯৭ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় নির্মাণ খাতে। এ ছাড়া রিকশা শ্রমিক ৪৩ জন, প্রবাসী শ্রমিক ৪১, দিনমজুর ৩২, বিদ্যুৎ খাতে ২৩, মৎস্য শ্রমিক ১৯, জাহাজ ভাঙা শিল্প ১০, স্টিল মিলে ৯, নৌপরিবহন খাতে ৮, অক্সিজেন ফ্যাক্টরিতে ৭, ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে ৬, হোটেল-রেস্তোরাঁ ৫, রাইস মিলে ৫, ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপে ৫, দোকানে ৫ কর্মচারী এবং অন্যান্য খাতে ২৭ জন শ্রমিক নিহত হন।

এ ছাড়া ২০২৪ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৩০০ জন শ্রমিক আহত হন। এর মধ্যে ৩০০ জনই পুরুষ শ্রমিক। সর্বোচ্চ ৪৭ জন মৎস্য শ্রমিক আহত হয়েছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পরিবহন খাতে ৪১ জন আহত হয়। তৃতীয় সর্বোচ্চ নির্মাণ খাতে ৩১ জন শ্রমিক আহত হয়। এ ছাড়া অক্সিজেন কারখানায় ২৪ জন, নৌপরিবহন খাতে ২৩ জন, দিনমজুর ২০ জন, ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে ১৮-জন, তৈরি পোশাক শিল্পে ১৬ জন, হোটেল-রেস্টুরেন্টে ১৩ জন, পেপার মিলে ১১ জন, দোকানে কর্মচারী ১০ জন, কৃষিতে ৯ জন, ভোজ্য তেল ফ্যাক্টরিতে ৬ জন, জাহাজ ভাঙায় ৬ জন, বিদ্যুৎ খাতে ৫ জন এবং অন্যান্য খাতে ২০ জন শ্রমিক আহত হয়। এ ছাড়া ৫৫ জন শ্রমিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিখোঁজ হয়, যাদের অধিকাংশই মৎস্য শ্রমিক।